দ্রোণ পর্ব

ধৃতরাষ্ট্র পুছে কথা কহিল্যা সঞ্জয় ।
তৈল এব বধিতে দ্রুপদ দেন [১] ধনঞ্জয় ।।
অর্জুনক এড়িতে না পারি দ্বিজরাজ ।
বুদ্ধের যুবত [২] দ্রোণ হৈল কোন কাজ ।।
কুরু পাণ্ডবের তথা হৈল কেন রণ ।
অনুক্রমে সঞ্জয় কহিল্যা [৩] বিবরণ ।।
সঞ্জয় বলতি আরম্ভ হৈল কাল ।
দ্রোণক বাল্যেক তথা সকল পাঞ্চাল [৪] ।।
দ্রুপদ্রোণ বুলি থাক পাণ্ডুবীর সবে ।
না জাব দ্রোণক বুলি বাজিল কৌরবে [৫] ।।
কুরু পাণ্ডবের প্রবর্তিল দ্রোণ যুত ।
লোব হরষণ যুদ্ধ এ মিলিল অন রুত ।।
দেবাসুর যুদ্ধ এ যেন দেখি লাগে ভয় ।
তোমার কুরুপতি বলে তুমার তনয় ।।
অপরাহ্ন কালে তথা পাণ্ডু বীরগণ ।
আচার্য্যের বানিক দেখিতে হৈল মন ।।
দেখি সঞ্জয়ে আচার্য্যেক আগুসারিল ।
[৬]দেখে বাণ বিন্দে পরিধিক আবরিল [৬] ।।
তবে হৈহয় বৃহৎক্ষেত্র মহারথ ।
সত্রে কুরুসেনা সংহারিয়া হৈল বধ ।।
তবে তাক দেখ বুঝি নৃপতি তোমার ।
বাণ   নিবিয়া [৭] নিবারিল তার ।।
তবে বৃহৎকেতু রাজা শিশুপাল সুত ।
সত্বরতি দ্রোণক বাল্যেক অন রুত [৮] ।।

বীরবর্ম্মা রাজা তাক হৈল নিবারণ ।
যেন শরভ শার্দ্দুলের হৈল ঘোর রণ ।।
যুধিষ্ঠির বাস্য আসি সেনাপতি সহিতে ।
গুরু দ্রোণ আগমে রহিল [৯] রণরঙ্গে ।।

৯৩ (ক) পত্র

নকুলক নিবারিল বিকর্ণ তখন ।
সহদেব দুর্ম্মুখে করিল ঘোর রণ ।।
সাত্যকিক নিবারিল ব্যাঘ্রদত্ত রায় ।
শল্যরাজে দুহার বিচেত শরীর হৈল কায় ।।
দ্রোণশীর পক্ষ তনয়ক সেনারত ।
ঘোরবত্ত যুদ্ধে নিবারিল সর্বরত ।।
ক্রোধে আসি বাস্য বম্বুযুক্ত রুক্তকাসর ।
নিবারিল তাক অলম্বুশ নিশাচর ।।
নর রাক্ষসের যুদ্ধ লাগিল দুর্ব্বার ।
রাম রাবণের যেন হৈল সম্মুহার ।।
অনন্তরে ধর্ম্মের তনয় যুধিষ্ঠির ।
নবৈ [১০] বাণে ভেদিলেক দ্রোণের শরীর ।।
ধর্ম্মশ্লাঘানে দুঃখ [১১] পায়্যা দ্রোণ সেনাপতি ।
হানিল পঞ্চিশ বান পাণ্ডবক প্রতি ।।
যুধিষ্ঠির ধনু কাটিল্যা দ্বিজবর ।
পুনু কুড়ি বান বিসর্জ্জিল তীব্রতর ।।
নৃপতির অশ্বক্ষ সারথিক ভেদি ।
পুনু বান বিসর্জ্জিল আগে বেদি ।।
ধর্ম্মরাজ শরজাল করি বিস্তার ।
আচার্য্যের অশ্বজাল শস্ত্রিল পুরিত ।।

তবে গুরু দ্রোণ ক্রোধে কম্পবান তনু।
যুঝিতে কাটিল কর্ণ তনয়ের ধনু।।
পুনু দ্রোণে শর করি সহস্রে সহস্রে।
কর্ণ তনয় ক্রোধে নাশিল অবশেষে।।
পাণ্ডব সৈন্যতে তবে হৈল হাহাকার।
সর্বলোকে বলে কর্ণ রাজা দেখ যায়।
কেহো বলে আজি কর্ণ তনয় মরি।
দুর্যোধন ১২ সহায়ে নিজা ১২ শির বশ করি।।
তবে কর্ণ রাজা কাটা কার্ম্মুক বারিয়া।
দূর এক অন্য ধনু ধরিল গর্জিয়া।।
শর করি দ্রোণ শরজাল বিনাশিল।
সর্বসৈন্য দেখি তথা অদ্ভুত মানিল।।
পুনু কর্ণ রাজা ক্রোধে আরম্ভ মোচন।
করিল অকতি শর কাঢ়ু বিদারণ।।
সুবর্ণের দণ্ড অষ্ট ধন ঠোঁ সমন্বিত।
অস্ত্রতেজে দেখি কুরু সেনা চমকিত।।
আচ্ছাদন করিয়া যোগাবত কর্ণরাজ।
সকল প্রানিক তনু দিল রণমাঝ।।
দ্রোণের কল্যান শোক বুঝিয়া তখন।
কুরু সেনা হৈল সবে বিষাদে বিষন।।
পাণ্ডবের কুরুকুল দারুণ সকতি।
আকাশে তুফান হৈল আটো দু গতি।
জেন বিষধর ধনু জনিমে সাজিয়া।
অথর্ব্ব বেদের জেন অভিচার দিয়া।।

ঘোর শক্তি আসে দেখি ভরদ্বাজ সুত।
প্রলম্ভ হানিয়া নিবারিল অদ্ভুত [১৩]।।
পাণ্ডবের অস্ত্রনাশ করি দ্রুত বীর।
আকাশে চলিল [১৪] অগ্নিকুণ্ডসম শর[১৪]।।
যুধিষ্ঠিরো ধৃষ্টদ্যুম্নক হানিলা তখন।
দ্রুপ অস্ত্র দ্রোণের করিল নিবারণ।।
পুনু এক বাণে দ্রোণ কায় বিদারিল।
ক্ষুরবাণে কাটে তার ধনুক ছেদিল ।।
কাটা ধনু ছাড়ি দ্রোণে কোপে ধরি গদা।
ধর্ম্মতনয় তুড়ি প্রহারিল তদা।।
ধর্ম্মপুত্রো গদা এক হানি পরচণ্ড।
আকাশত ঠেকি হৈল গুড়্যো খানখণ্ড।।

৯৩ (ক) শেষ।

তৎপর সবলে দ্রোণ অগনি এড়িল।
দুর্য্যো গদা কাটি হয়া ভূমিত পড়িল।।
তবে ক্ষত্র হয়া ভরদ্বাজের তনয়।
রাজাকে ধরিতে যত্ন হৈল অতিশয়।।
চারিপদে চারি ঘোটকের হৈল প্রাণ।
তার বাণে রাজার দেখিল হনুমান ।।
ধ্বজেতো পড়িল পুনরপি করি শর।
দ্রোণ তিনি বিন্ধিলে ছেদিল কলেবর।।
বিরথ বিকল্প [১৫] রাজা হৈল ভূমি পার।
উর্দ্ধমুখ [১৬] হয়া হৈল বিকল সুতার।।
বহু শর করি তবে ধাইল ভাড়ি।
রাজার ধরিতে দুর্য্যোধন দিতকার।।

শরজালে পাণ্ডবী সেনাক বিধর্ম্মিয়া।
শোণিত কেশরি জেন পড়িল গর্জ্জিয়া।।
হেন জেন আসো দ্রোণ দেখিয়া পুর্ব্বার।
পাণ্ডব সমোত্র তবে ভৈল হাহাকার।।
সবে বোলে রাখিক পাইল দ্রোণাচার্য্য।
দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির ধিন [illegible] ভৈল শাস্তি।।
দ্রোণক দেখিয়া ভাগ হয়া জোনা বীর।
ত্রাহি দেব বল দাজি ভৈল যুধিষ্ঠির।।
তবে রাজা সহদেব রথত চড়িয়া।
ধানাতো সাথিল বেগে দ্রোণক বাড়িয়া।।
তাহাক রাড়িয়া ভাগ্যাকার্ত্তি বম পুন।
পাকাল সনত পশি করিল রনন।।
মহাবল বৃহতি কৃতবর্ম্ম মহারথি।
কোপে কৌরবক ধরি খালা শিখণ্ডি।।
সেহ যুদ্ধি রাজা তাক ভৈল নিবারণ।
সেন পুত্র সনেক সেন ভৈগৈ বিযোজন।।
কৃতবর্ম্ম ভৈলেক ধাবুপ সবে বাজে।
সেহ যুদ্ধি যুধিষ্ঠির ধাড়িল পন বাজে।।
সেহ যুদ্ধি ভৈলেকুর পাড়ি অস্ত্র ধনু।
ভানাবিত সবে ভৈল প্রজ্জ্বলিত তনু।।
ধনত ধনু ধরি বৃহৎ সেজ পরাক্রম।
সবে সংহারিল তার প্রণযুক্ত শত্রু।।
যুদ্ধ অস্ত্রবানে বৃহৎসেজ পরাবল।
সেহ যুদ্ধি শিত্র দেখিলেক সমুৎসুক ৯৭।।

নৃপতির চাবুনির তূন ভঙ্গে খণ্ডিত।
অহংকারক গুহ জেয়া পড়িল ভূমিত।।
দেখ বুর্দ্ধি নৃপতির করি হাহাকার।
বৃহৎ সেনা বাদ্য কুরুসেনা গর্জ্জিবার।।
অনন্ত উঠে শিশুপাল পুত্র বৃষকেতু ১৮।
ক্রোধে বাদ্য কুরুসেনা বিনাশের হেতু।।
বিরবন্যা রাজা তার ক্রোধে নিবারিল।
দুই খড় খন্ন জেন কৌনক ৮০ বাজিল।।
দুই মহাবাহু জেন দুবার ভিতর।
মখনন ৮০ মহাযুদ্ধ দুই টৈল পরস্পর।।
দুন এ দেখি বীরগণ মনে বড়িল বিস্ময়।
জিন এ বিদ্যাধরের আশ্চর্য্য অতিশয়।
তবে বীর বভ্রু বীর হানি অস্ত্র বাণে।
ঠেকি নৃপতির ধনু ছেদিল দুই বাণে।।
কাটা ধনু ফেলি মহাক্রোধে ঠেলি রাজা।
ধরিল শকতি বির বভ্রু বধিবার।।
হেনমতে ক মহাশক্তি সর্বলোহ ময়।
বেগে বিসর্জিল শক্র করি অতিশয়।।
বির বভ্রু হৃদয়ে ভেদিয়া পড়িল ভূ।
ভূমিত পড়িল জেন ভুজংগ ভুজঙ্গ ভূ।।
ভিন্নকায় হয়া বির বভ্রু পড়িলেক।
কুরুর্দ্দের মহারথি
জেন তরুবর বায়ুবেগে ভাংগিলেক।।
কুরুর্দ্দের মহারথি পড়িলে যুদ্ধত।
পালাইতে লাগিল কুরু সেনা ক্রতগত।।
১৪(ক) দেখ।

তবে সহদেবেক দুর্ম্মুখ পুত্র সুত।
সাঠিবান প্রহার করিল অদ্ভুত [২০]।।
দুর্ব্বার আঘাত করি তোমার নন্দন।
বান ছেদক ছুটি হৈল তর্জ্জন গর্জ্জন।।
পান্ডুসুত দুর্ম্মুখেক হানি দশশর।
তার কাটি ধনু ধ্ব আরম্ভিল ভয়ংকর।।
শোণিত দুর্ম্মুখ তবে তোমার তনয়।
নববানে পান্ডবের ভেদিল হৃদয়।।
তবে সহদেব বিপরীত অস্ত্রবানে।
তোমার পুত্রের বান ছেদিয়া সন্ধানে।।
চারি শরে চারি ঘোড়ার লৈল প্রাণ।
আর শরে সারথিক নিল যমস্থান।।
ক্ষুরবানে ছিনাছিল দুর্ম্মুখের ধনু।
নানাবিধ শরে হৈল জর্জ্জরিত তনু।।
রণস্থলে পুত্র পুত্র পালাতে লাগিল।
নিরখিয়া নৃপতির রথত উঠিল।।
অস্ত্রবান হানি তথা সহদেব বীর।
ছেদিল মস্তক নিরখিয়া নৃপতির।।
ত্রিগর্ত্ত রাজের পুত্র পড়িল তখন।
বিষাদে বিকল হৈল পুত্র বীরগণ [২১]।।
শরক ধারিল যেন রাম দাশরথি।
সেনা বিধ্বংসিল সহদেব [illegible] মহারথি।।
সবারে আগত রাজপুত্র দেখ যার।
ত্রিগর্ত্ত সেনার তবে হৈল হাহাকার।।

অনন্ত ভরে নকুল [২২] ধান ভব নিবিদতে [২২]।
তুড় পুয় বিকর্ণক [২৩] জিনিল যুদ্ধেতে।।
অন তুত বানিয়া খাড় উনদ্রুর কাছ।
সাতুবুধি প্রসংশা করিল পাণ্ডরাজ।।
অনন্ত ভরে বসুদেব খাগ। ভুনার।
সবরাজে সাত্যকি লাগিল দুর্বার।।
যুযুধান আপনার দেখাইল বাধব।
সবে দিলা গিল বাধবের সব সব।।
রথগুর সারথি মরিতে যুযুধান। স
ব্যাঘ্রদত্ত বিরক্তো নিজেক অনুসন্ধান।।
রাজপুত্র রহিল [২৪] পাণ্ডব সেনাচড়।
নহাদেশে পাবত সাত্যকি সে সবড়।
নানা বিধ শরশক্তি দুন জিন নিবাত।
দুনন দুখ গড় প্রাণ ভোমর বিদায়।।
আরো নানাবিধ অস্ত্র লাগিল পদন।
সকলে মন দুঢ়িল ভাক সিনির নন্দন।।
ভুরবর তখন দেখিলি সাত্যকির।
দেহে বির নাহি তার নাচে দৈন [২৫] শির।।
পাণ্ডব সেনাক বিদর্ভিল যদুবর।
কদল বনক যেন দলিল কুঞ্জরক কুঞ্জর।।
চিত্রবন্ধু হুলিক্রমে পুনিজা বাদসুক বৃষ্টি বাহ।
চবদ লাগিল তথা গুরু বাহিনীর।।
সিংহ জড় পুন যেন পানাড় বনত।
রথ তথে আংশিল পাণ্ডব সেনা রত।।

দীর্ঘবাহু সাতকির তদু কম্পবান।

সরথ পসিল সেতা গুরু দ্রোণ স্থান।।

তবে গুরু দ্রোণ তোচন দুরাজা ২৬ অতি কোপে।

সাতকিক প্রতি মারে শরব আটোপে।।

সঞ্জয় বলতি সোমদত্তের তনয় ।

দ্রোণদি পুত্রক রনে খাড় সে সময়।।

একৈক বীরক হানি পঞ্চ পঞ্চ বান। গুরু সভুসর আয়েরা রক্ষিত

গুরু সভুসর আয়েরা করিল সন্ধান।।

দ্রৌপদতি মরবানে তত হৈল কায়।

পঞ্চ ভাই হৈল তদা লোহিত গায়।।

নানান তত্রে নকুলের পুত্র বিধিয়সিল।

দুই বানে সোমদত্ত পুত্রক তাড়িল।।

১৪(খ) শেষ।

১৫(ক)

তবে আর চারি ভাই তিনি তিনি বানে।

সকলে ভেদিল সৌমদত্তিক সন্ধানে।।

তবে সোমদত্তের তনয় বিরবরে।

সবাকে ভেদিল তদা একো একো শরে।।

পঞ্চ ভাই তবে সৈমদত্তিক বেড়িয়া।

নিদারুন শরে হৈল হৃদয় ভেদিয়া।।

অর্জুনের পুত্র প্রহারিয়া চারি বান।

রথের ঘোটক তার নিল যমস্থান।।

ভীমসেন পুত্রে ধনু ছেদিল প্রচণ্ড ।।

যুধিষ্ঠিরের পুত্রে বিপক্ষিত যমদণ্ড।।

নকুলের পুত্রে সারথিক সংহারিল।

সহদেব পুত্রে তার শিরক ছেদিল।।

শোণিতে পুরণির কূল ডুবে বন ভিত।
সুর্য্য জেন প্রকাশিল পড়ি পরশীত।।
দেখি ভগ্ন সেনাগন পায়্যা মহাভয়।
চতুর্দ্দিকে পালাইতে লাগিল সে সময়।।
তবে অলম্বুষ নিশাচর মহাবল।
ভীমক বাল্যেক কোপকরি হুহুঙ্কর।।
জেন নকপক উড়ি পালা প্রজ্বলিত।।
সর্ব্বপ্রাণি দেখি তথা হৈলেক বিস্মিত।।
তবে রাক্ষস মানসিত নববাণে।
আবর্ষণ ভীমসেন ডাকিল মন প্রাণে।। মহাকুল
দারুন রাক্ষস শর দুর বাড়ি বিপরিত।
ভীমক বাল্যেক নিজসৈন্য সবহিত।।
পঞ্চ বাণে ভীমের ভেদিয়া কলেবর।
পাল ডরি সেনাক শরে বঢ়িল জর্জ্জর।।
ভীমের শাহত মারে রথ তিনশান।
খণ্ড খণ্ড হৈল রাক্ষসের পায়্যা বাণ।।
পুনু চতুঃষষ্টি শর মারি নিশাচর।
সর্ব্ব অঙ্গ ভীমের ভেদিল নিকন ভয়।।
দুর্জ্জয় রাক্ষস বাণে বিকুল ২৭ পড়িল।
মুর্চ্ছা জায়্যা রথে পড়িল ভীমবীর।।
অনন্তরে চেতন লভিয়া বায়ুসুত।
পুনু আকর্ষিয়া শর হরিল অদ্ভুত।।
তিন বাণে রাক্ষসের বিধারিল কায়।
অলম্বুষ হৈল তথা বিকল পরায়।।

তথাপি ব্রাহ্মণ ভোজন করি অতিশয়।
[28]ভ্রাতৃ বক শুনহি অতি বিকল হৃদয় [28]।।
ভয়ানক রূপ তবা হৈল আপনার।
তাদের শুনিল বাক্য ব্রাহ্মণ দুর্ব্বার।।
[29]থাক তিন আজি মোর দেখ পরাক্রম [29]।
ভীম বলে ভাই বলি পারিবু তোমার হৈবো বধ।।
আমার খাইও বক নাম জানি মোর।
সকলে থাকিয়া অপকার কৈলা মোর।।
তার প্রতিকার আজি করো তোক মারি।
এঁ শুনিয়া অনুমান হৈল মনে দু কারি।।
আশীষ্মিত হয়্যা তবা তিথ বক কাজে।
বক্রিতিন মোর অন্য নিশাচর রাজে।।
ব্রাহ্মণ কুমার দেখি বীর বৃকোদর।
আকাশে পূর্ণ হৈল হানি মোর নর।।
পাণ্ডবের সনে বিদ্রূপ হয়্যা দুরাচার।
চলিল আপত হয়্যা পর্ব্বত আকার।।
মেঘে মেঘে ভুবন[30] হয়্যা আকাশে ভার।
নিবরিত যায়্যা করি ত্রয় পরমায়।।
ভয়ংকর আটান চাড়িয়া নিশাচর।
নানা বিধ রূপ ধরি পানা নিরন্তর।।
আকাশে আয়া যায়্যা করি যুঝিল।
গগনে গর্জিয়া অন্তর্ধ্ব শিরচ্ছিন।।
গড়িম্বুক সমা পুন পটে চিপ কুঠার।
ভ্রমরি মুখ ধর ভিন্দ পার ভিরষাড়।।

১৫ (ক) শেষ।

সত্বরি তোমার বহুবান বারামার।

আকাশত হন্তে গজে[৩১] বৃষ্টির আকার[৩১]।।

রাক্ষস রাজার[৩২] নিবারুণ কম্পচয়।

বান ভরি সেনার তদা করিল প্রলয়।।

ঘোর নিবারুনি বাজে ঠেকের দুর্দ্দার।

বরে বায়ু বান ভু সেনা মারি গুড়িমার।।

বাহুত মহিতে রশ্মিগন দিল চর।

বীরমদে মাদিগণ[৩৩] বাড়িল প্রচুর।।

রথহস্তে রথিগণ পড়িল অব ভুত।

আন ভোলত পরিলেক পদাতি বহুত।।

বান ভরি সেনার সোনিতের নদি এক।

রণ পরনিত মহাবেগে বহিলেক।।

বজ্রেস্বল রথচক্র আবর্ত আকার।

মহাহস্তি কুম্ভিতর কর্দম পাৎসকার।।

শিরে হৈল শংখ পর্ণ শাগো ভুজচয়।

ভুজগণ যথ্য নরহস্তি তোমাদয়[৩৪]।।

বিনরীত রঙ্গে নদি হি বহিল লেহার।

রক্তিমা বলিল কত ভুজঙ্গ আকাশ।।

[৩৫]জনপুর রাক্ষস দেখিতে উবন[৩৫]।

বানাঘাতে নাশিল খান ভবের সেনাগণ।।

তোমার সেনার হৈল সর্ব অতিশয়।

নানাবিধ বাজন বাজিল সে সময়।।

পাত্রর খানন দই[৩৬] দেখি বির তোষসেন।

সোদে আরক্ত আঁখি বাক্য বলেন।।

বত্তগত্র ভ্রন ন   সহিল হস্ত তালি।
রাক্ষস সহিতে রণ হৈল বনমালি[৩৭]।।
বিশ্বকর্ম্মা বান তিন যুড়িল ধনুকে।
সরধারা সহস্র রচিল এক চুটে।।
দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসের মায়া[৩৮] নাশ হৈল।
অসুরের অস্ত্রজাল ভস্মসাত হৈল।।
দারুণ রাক্ষস বান ছেদের তিক্ষ্ণবানে।
বজ্রঘাতে বিদ্ধ হৈল মর্ম্ম মর্ম্ম স্থানে।।
সহিতে না পারি[৩৯] তিন সেনানী[৪০] দুরাচার।
রনস্থলি ত্যজে পলায় দুরাচার।।
[৪৩] ঘোর শব্দে সরস বর্ষিল নিশাচর।
রাক্ষস শিক্ষিল দুর্দ্ধর ভীমসর[৪০]।।
সিংহনাদ করি তবে পান্ডু বিরগণ।
ভীমক খুজিল তবে দুশংখা বচনে।।
দুন্দুভিক ক্ষেত্রে যেন ঝিনিলেক পুরন্দর।
দেবগণে পুজা তার হৈল নিরন্তর।।

সঞ্জয় বলতি কথা শুন কুরু পতি।
আরো এক অলম্বুষ রাক্ষস দুর্ম্মতি।।
তার প্রতি ধায় ঘটোৎকচ নিশাচর।
সানাইত সরে তার ভেদি কলেবর।।
তবে পুন রাক্ষসের হৈল সমাসর।
মায়াবি অসুর [৪২] যুঝে ঘোর পরাক্রম।।
সর্জ্জন সমুদ্রের যেন হৈলেন সমর।
সবারে এমন দুই যুঝে নিশাচর।।

হিড়িম্বা পুত্রক অলম্বুষ নিশাচর।
মত্তকরি যুগলে যেমিন কলেবর।।
ঘটোৎকচ প্রহারিল নারাচ বিংশতি।
বিপক্ষের হৃদয় যেমিন পশুপতি।।
দারুন আঘাত খাড়ি ভীমের তনয়।
ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ তদা দিল মহাভয়।।
কোপিত অলম্বুষ মারে বারম্বার।
হিড়িম্বা পুত্রের হৈল হৃদয় বিদার।।

১৫(খ) শেষ।

১৬(ক)

ভৈরব শবদে দশোদিশ পূর্ণ হৈল।
মহাভয় বাণ বৃ সেনাগণ ভুব্ হৈল।।
দুজো নিশাচর মায়া যুদ্ধ বড় ভূপাল।
পর্ব্বত সমান শাল দুজো মহাবল।।
মহাবেগ করি তবে খ বানা বরষণে।
দুই গ্রহ যেন অংশারক শনৈশ্চরে।।
মায়া মহবৃষ্টি দুজো করে বারম্বার।
মায়ায় মায়াক দুজো করয় সংহার।।
ছেদে মায়া হৈল ঘটোৎকচ নিশাচর।
তাকে তাকে অলম্বুষ বন্দি ভিল সত্বর।।

ঘটোৎকচ মায়া বিফল ভিল অলম্বুষ।
দুষ্টু দস্যুবলে যেন না যাবে অংকুশ।।
তবে ভীমসেন আদি বাণ বৃ বিতরণে।
ক্রোধ করি রাক্ষস বেড়িল রজনে।। তখনে।।
অন্তরালে দশোদিশ ঢাকিল তাহার।
তৈল ধারা রাখিল যেন সজল নুরাঁর।।

শাল্বুপ রাক্ষস তবে সিংহ্ম করি সর।
পার্থ উরের বানচন্দ্র বন ফুটিল অন্তর।।
পার্থ উর সেনাক তথা ভগ্ন দিতে যতি।
বনমাঝে মত্ত যেন বাহিরানা হাতি।।
ধনুর টংকার তবে করি বিপরীত।
দুরিবানে ভেদিলেক তিনক দুরিত।।
এক বানে দৈবজ্ঞের ভেদি কলেবর।
বর্ম্ম দুবড়িক ৩টি টৈল তিনি সর।।
সহদেব বিরক হানিল তিনি বান।
নকুলক ভেদরতি করিল খন্ খান।।
দ্রৌপদির পঞ্চ তনয়ক ৩টি ৩টি।
পঞ্চ পঞ্চ বানে ভেদিলেক দুর্ভবতি।।
সবাকে ভেদিয়া বানে রাক্ষস কেশরি।
যুধিষ্ঠির কম্পায়া ভয়ংকর শব্দ করি।।
তবে তাক জিনে ভেদিলেক নববানে।
সহদেব সপ্ত সরে তাড়িল [৪২] খন্ খানে।।
যুধিষ্ঠিরে সতের পুরত্র প্রহারিল।
তিরচন্দ্র সাতিসরে নকুলে হানিল।।
দ্রৌপদির পঞ্চ পুত্র পুত্রে তিনি তিনি সরে।
রাক্ষস রাজাক প্রহারিল নিরন্তরে।।
ঘটোৎকচ সর প্রহারিল দৃঢ়করি।
প্রথমে পঞ্চাশ পুনরপি সহস্তারি।।
শাল্বুপ সমর করি হিরগ্না বন দ্রুম।
যুধিষ্ঠির পুরিল দিশ বিদিশ [৪৩] কানন।।

সঘনে কাটিল গুহা কতো পর্ব্বতের।
লোম শিহরিল অঙ্গে বৃক্ষ কণ্টকের।।
মহারথিগণ সবে ভঙ্গ দৈল যায়।
ক্রোধে অলম্বুষ দৈল দিব্যস্ত্র পরায়।।
এক এক বাণে বির সবাকে তাড়িল।
যেন মহাব্যাধি উষধ না মানিল।।
হিড়ম্বা তনয় তবে ক্রোধে কম্পমান।
পরিঘ ফেলিল তার হানি পশুবান।।
সরে বিদ্ধ হয়্যা অলম্বুষ নিশাচর।
বান বিসর্জ্জিল ঘটোৎকচের উপর।।
বিপক্ষের দুর্বক বানাবিদ্ধ সরে।
ঘটোৎকচ মহির পড়িল সমুরে।।
যেন আশির্ব্বিষ সর্পগণ অনংবাত।
মহাবেগে প্রবেশিল গিরির গুহাতে।।
তবে পান্ডুবীরগণে পরম আবেগে।
দশোদিশে সর করি[৪৪] বাদ্যক আনন্দে[৪৪]।।

৯৬(ক) শেষ।
৯৬(খ)

হিড়ম্বা তনয় সর করি বিপরিত।
অলম্বুষ রাক্ষস হৈল জর্জ্জরিত।।
বহুবানে রাক্ষসের ছিন্ন হৈল কায়।
মূর্চ্ছ্র হয়্যা হৈল রণে লোহিত পরায়।।
বিপক্ষ বিধুন দেখিয়া রণমাঝে।
বাদ্য ঘটোৎকচ অলম্বুষ বধ কাজে।।
সগুণ্ড বলে সব হিড়িম্বার সুত।
আকাশক বাণি দেব দিল অদ্ভুত।।

রথ উপাড়িয়া তার ভুজবলে ধরি।
ভূমি আছাড়িল বলে পরাক্রম করি।।
হাড়চূর্ণ করি তার ভূমিতে পীষিল।
যেন ঘট কুম্ভক শিলাতে আস্ফালিল।।
নাকে মুখে রক্ত বান্তি করিল প্রচুর।
ঘর্ঘর শবদ করি মরিল অসুর।।
পাঁচ ভাই সকলে তবে হৈল হর্ষমনা।
[illegible] শংখ ভেরী দিংহ শব্দ বাজায় বাজনা।।

[45]বিপক্ষ মারি ঘটোৎকচ নিশাচর।
মহানন্দে যুধিষ্ঠির কম্পমান নিরন্তর[45]।।
যেন বল অসুরক মারিল বাসবে।
প্রশংসা করিল তার দেবগণ সবে।।
দেখিয়ত ঘটোৎকচ বিক্রম তখন।
সাধু সাধু বুলি প্রশংসিল বিপ্রগণ।।
অলম্বুষ পড়িল সমরে পায় ভয়।
পালাইয়া নাশিল তদা দুষ্ট দৈন্যচয়[46]।।
পড়িছে রাক্ষসরাজ পর্ব্বত আকার।
মহোৎপাতে প্রজার [illegible] কৌরবের হাহাকার।।
অংশারক প্রায় যেন পড়িছে আপনে।
বিস্ময় লভিয়া দেখি কতো বিপ্রগণে।।
ধন ভবি সেনার তথা মুনি হর্ষমুখ।
মুনি কোলে লাখা কুরুগণ আনর্দ্দন।।
সাত্যকি প্রভুদে জত শান দ্রুপদের সব[47]।
[48]দ্বোদেশ আলোক তথা করি কোলাহল।।

সঞ্জয়ক যুদ্ধে কথা কৌরব নৃপতি।
যুযুধান যায়্যে যদি আচার্য্যক প্রতি।।
দ্রোণ সাত্যকির জেনমত হৈল রন।
একথা শুনিতে মোর উতাবল মন।।
সঞ্জয় বলতি রাজা শুন হয়্যা স্থির।
যুযুধান আদি পান ডেবর জত বির।।
কোপে গুরু সৈন্যেক দেখিয়্যা আসে ধায়্যা।
দ্রোণে নিবারিল সাত্যকি বাণ খায়্যা।।
সাত্যকিয়্যো আচার্য্যের বেগ নিবারিল।
পঞ্চিশ ক্ষুরপ্র বাণে হৃদয় ভেদিল।।
দ্রোণে পঞ্চ বানে দেবপুৎব মানাইত।
মর্ম্মস্থানে শৈনেয়ের ভেদিল ত্বরিত।।
বিষবহ্নি প্রায় সর্পসম দ্রোণ বান।
সাত্যকী হৃদয়ে পশি রক্তখৈল পান।।
তবে দীর্ঘবাহু যুযুধান বীরবর।
শৎকুলের ধার জেন মথিল কুঞ্জর।।
পঞ্চ সত নারাচ হানিল ভয়ংকর।
দ্রোণের হৃদয়ে ভেদিলেক যদুবর।।
তবে গুরু দ্রোণ কোপ করি অতিশয়।
বিষধিত বান বরিষিল জ্ঞানাময়।।
সুপর্ব্ব পুঙ্খ মানাদিত পরগণে ।
সাত্যকীর ভেদিলেক মর্ম্ম মর্ম্ম স্থান।।
দ্রোণ বানে বিকল হৈল সেন যুযুধান।
৪৯ বিমদ্ধবদন কিছু দৈ সেন অজ্ঞান। ৪৯

১৬(ব) শেষ।

কি কর্ম্ম করিবোঁ রণে হৈল দুর্দ্ধি হত।
ব্যথায় আকুল বীর রহিল রথত।।
তবে সাত্যকীক গুরু দ্রোণ করি শর।
রথধ্বজ সারথিক ঢাকিল সত্বর।।
গুরু কটকত তবে আনন্দ মিলিল।
শংখ সিংহনাদ ভেরি দুন্দুভি বাজিল।।
দ্রোণবাণে পিড়িত হৈ গেল শৈনি বীর[৫০]।
দেখি সর্ব্ব সৈন্যক বুলিল যুধিষ্ঠির।।
সাত্যকিক ত্রাস করে দ্রোণ মহাবাহু।
যেন দেখ পূর্ণিমা চন্দ্রক গ্রাসে রাহু।।
একারণে ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি বীরগণ।
শীঘ্র যাব সাত্যকির রক্ষার কারণ।।
জানিবা আমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি।
দ্রোণ হন্তে ভয় উপস্থিত হৈল অতি।।
সুতাবান দুর্ধি[৫১]পতি যেন হাবাসে খেলায়।
দ্রোণ হন্তে সাত্যকিয়ো হৈব সেহিপ্রায়।।
ভিম আদি বীরগণ কেন আছে চায়া।
দ্রোণ হন্তে সাত্যকিক রক্ষা কর জায়া।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুবত যেন আছে জুজুধান।
আজি রক্ষা কর তাক হয়া সাবধান।।
এহি বুলি বীরগণ সংগে যুধিষ্ঠির।
দ্রোণক বাম্যক রক্ষাকারে সাত্যকির।।
একাগুরু দ্রোণক বেড়িল[৫২] বিরপক্ষ বলে।
বান ভরি সেনাত হৈল আন্ধার[৫৩] উবলে।।

একসংগে অস্ত্র বৃষ্টি কৈল অতিশয়।
দ্রোণক বেড়িল তদা পান্ডু বীরচয়।।
গুরুদ্রোণ অস্ত্রের অস্ত্রবান কৈল অতি।
অন্ধ কি বৃষ্টি অম্বুর ঘন তির্ন্ন দু তপতি।।
একে দ্রোণে রাখিলেক পান্ডু বাহিনিক।
উভয় প্রবন্ধে যেন পাল্লা অতিথিক।।
দ্রোণ অরচয় পান্ড্য অর্থ বরাসনে।
তবু কৈল অতিথি অসংখ্যী পান্ডবী বীরগণে।।
দ্রোণের অস্ত্র তুত তদা দেখিয়া বিস্ময়।
রনভূমি কৈল যাহেন বুদ্ধিরে কর্দম।।
দ্রোণক চাহিতে না পারিল একোজন।
নিদাঘ কালের যেন মার্গ অংশু কিরণ।।
বিবস্ত্রি অব ভিন্ন অর রশ্মি জালে।
পান্ডুবি সেনাক তাপ দিল একেকালে।।
দ্রোণ অরে বধাবান পাকাল দুরন্ত।
রনে রক্ষা না পায় দেখিল তরোময়।।
শংকত অর্জিল যেন রুদ্র এ দেবগণ।
নিরুপায় হৈল অবে মুখাক্য বদন।।
পাক নি বত্তমের পক্ষ বিংসতি দুবার।
দ্রোণ বানে দগ্ধ এ হয়্যা যেন অবন্ধার।।
রঘু পুত্র বীরের জাক বির বুনি অ গণে।
দুরগুরু অকরে তরুন রনে রনে।।
অবরে আরম্ভি অবে গুরু অহারথ।
দ্রোণ অরে অবে অড়ি যেন অবগথ।।

কৈকেয় বংশের রথি একশত শূর।
সবে গুরুদ্রোণ পাঠাইল যমপুর।।
পাঞ্চাল সৃঞ্জয় মৎস্য কৈকেয় সকল।
সবারে জিনিল রণে দ্রোণ মহাবল।।
দ্রোণভয়ে কম্পিতে লাগিল সেনাগণ।
শিতবাতে গাভী যেন সকল কম্পন।।
মহাভয় আর্তনাদ করে সেনাবৃত।
দাবানলে দগ্ধ যেন পশু পর্বত।।

৯৭(ক) শেষ।

৯৭(খ)

অগণিত দেবতা সব ঋষিপিতৃগণে।
পান্ডু সেনা পলায় দেখিয়া দুঃখমনে।।
পাঞ্চালের প্রবর পরয় ভয়দুরে।
কেহো তার আগ না রহিল যুদ্ধ কালে।।
ভয়ংকর সমর জিনিল সে সময়।
পান্ডু প্রতনার গজবাজি নরচয়।।
হেনকালে পাঞ্চ জন্য শংখের নিস্বন।
শুনিল আথাতে[৩৬] রাজা ধর্মের নন্দন।।
বারম্বার শঙ্খ বাদ্য পুরে দামোদর।
পার্থের না শুনি দেবদত্ত শব্দস্বর।।
পান্ডির শব্দর ঘোষণা শুনি সেকাল।
পরম দুঃখিত হৈল ধর্ম মহিপাল।।
কৌরবের সিংহনাদ শাঙ্খ গর্জন।
শুনি ধর্মরাজ হৈল বিষাদে বিমন।।
অর্জুনক স্তুতি চিন্তা হৈল অতিশয়।
মূর্ছা যায়া পড়ে শুনে ধর্মের তনয়।।

যেদিন শুনের তুমি মোর পঞ্চজন্য শুন।
দুষ্টবনে কুরুগণ নর্কো বিচক্ষণ[৫৮]।।
অর্জুনের ধনুর টংকার সিংহনাদ।
[৫৯]না বুঝিলা শুনে রাজা গণিল্লা বিষাদ[৫৯]।।
অনন্তুরে দুঃখবনে ধর্ম্মের সনুতি
গদ গদ বাক্যে আভাকিল নিশপতি।।
বিকল সুভাবে বলে বলে মুর্চ্ছা জায়। ত্রাহি
ত্রাহি ছেরে বিপাকে বিকান ধর্ম্মরায়।।
যুধিষ্ঠীরে বোলে বাপু শুন যুযুধান।
তুমি বিনে পান্ডবের গতি নাহি আন।।
যে কারণে পান্ডব বাক্য করে মন।
সেহিকাল উপস্থিত দৈব বিরবর।।
সবাতে অধিক তুমি সুহৃদ আমার।
একেবারে তোমাতে সমর্পিল করো ভার।।
পান্ডবের গতি কৃষ্ণদেব জেন হত।
কৃষ্ণ তুল্য পরাক্রমী তুমিও তেমত।।
মোর বাক্য দুঁখা ন করিবা বসুবির।
সমরে আগাবাঁ আছি কর[৬০] পান্ডু ডি পির।।
ত্রাহিসবা বন্ধুবা তোমার বলজন্তু।।
অন্তগন্ত পতাকে বিশেষ সুহৃ বন্ধু।।
শিষ্যের আম দ্রম শাস্ত্রি তুমি মহাত্রত।
সুরগণে তোমাক প্রসংসে তাবস্ত।।
কুলপিয়ে বিরাজে বিধিতু আপনার।
বিষয় সমরে কীর্ত্তি রাখিয়ো অপার।।

তুমি বিনে কোন বির আছে ত্রিভুবনে।
অর্জ্জুনের অনুব্রত করিব মোর জান রনে।।
যে জনে মিত্রের কার্য্য করে অবধান।
সপ্তদ্বিপা পৃথ্বি ব্রাহ্মণক দেএ দান।।
দুইয়ো সমান ফল জানিবা নিশ্চয়।
তুমি দান করি পুর্ণ পাইবা অক্ষয়[৬১]।।
তোমার শাবির্ত[৬২] কহো যত্ন কৃতাক্ষ হি।
অর্জ্জুনের আক্রুশে চলিয়ো মহাবলি।।
যুধিষ্ঠির দানতোষিক এ পুনা অধিক।
সহরে সাহায্য করি জাব কিরিটিক।।
আমার অন্তরাত্মা এক কৃষ্ণ দেব।
দ্বিতীয় সাত্যকি বিনে আর নাহি কেব।।
এমত বিষম্ম ডঙ্কের রণ আছে।
তুমি বিনে কে জান্য অর্জুন রক্ষা কাছে।।
যুদ্ধের সাহায্য রণে এড়ে যুযুধানে।
ত্রিভুবনে ধুরমধা নহে কদাচনে।।

১৭ (খ) শেষ।
১৮(ক)

আমার আগত তুমি যুদ্ধ ধনঞ্জয়।
করিবে তোমার মহাগুণ কর্ম্মচয়।।
মনুষ্যন্ত ক্রিয়যোধি বিশাল বিক্রম।
মহা ধনুর্দ্ধর মহাকুল প্রজে তপ।।
মহাবল এ বিনা মোর দুই যুযুধান।
আমার কার্য্যত আক্তিবাক পারে প্রাণ।।
বারম্বার আঁবাক বুনিছে ধনঞ্জয়।
সাত্যকি থাকিতে কৌরবক নাহি ভয়।।

পাণ্ডবের কাছে যদি যুদ্ধে চক্রধর।
ধনঞ্জয় যুদ্ধে যা প্রত্যুগ্র বিষধর।।
অনিরুদ্ধ দেব মদ শাম্ব সারণ কুমার।
এ সকল বন্ধু অতি সহায় আমার।।
উপাধিয়া সাত্যকির কেন্দ্রী সহে সব।
পাণ্ডবের বল এ যুযুধান উগ্রতপ।।
দ্বৈতবনে ধনঞ্জয় আমার আশ্রত।
তোমার পরোক্ষ গুণ করিবে বেকত।।
এতেকে আমার বল এ তুমি যুযুধান।
মোর বাক্যে আর ধনঞ্জয় শক্তিমান।।

তীর্থযাত্রা হেতু যে কালত ধনঞ্জয়।
দ্বারকা পুরক প্রতি যেব[৬৩] যে সময়[৬৩]।।
অর্জুনক ভক্তি জ্ঞান [৬৪]দেখিল্যো তোমার।
সেবক গৌরব স্নেহ জ্ঞান গুরু বারম্বার।।
উপপ্লব্য[৬৫]নগরত আপনে আসিয়া।
সহায় আমাক যে বুলিছ বুঝিয়া।।
সে সকল সত্য কর[৬৬] সত্য মন এ বির।
সমরে সহায় হয়্যা আর শিনিশির।।
কুমকির্তি গৌতম দ্রোণিও মহারথি।
অক্ষৌহিনী পাপ সহ সৈন্য মিল এ যদি।।
দুর্যোধন কোপমনে চলিবে আপনে।
অভেদ কবচ তার বান দিয়াছে দ্রোণে।।
কৌরবের মহারথিগণ নিরন্তর।
মহাসেনগণ যেন গর্জ্জে ভয়ঙ্কর।।

কৌরব সৈন্যের বীর যুঝিল্যা আপনার।
গর্জ্জ সমদ্রুত যেন সমুদ্র কল্লোল।।
কুরুবীরগণ কত মহাঅস্ত্র খায়্যা।
অর্জ্জুনের সমরে দেবাদিগণ যেন খায়্যা।।
মহাবাহু নামি যেন সমুদ্রের জলে।
ব্যাকুল উঠয়ে যেন চলিছে সকলে।।
কুরুরাজার সেনার পদাতি গজবাজি।
অর্জ্জুনের শরে সব হৈয়েছে আজি।।
দুর্য্যোধন সেনার বুঝি সেবে একাকার[৬৭]।
অর্জ্জুন সহিতে বিধি আছে সম্মুখায়।।
সৈন্য গণের রণকালে থাকি কুরুচয়।
অর্জ্জুনক আবরিলে মহারথি চয়।।
এ সকল বীরক না থাকি আগে রণে।
ভিন ভিন রূপতিক পাব্য অর্জ্জুন কেমনে।।
কুরু সৈন্য সমুদ্র দেখিয়া একাকার।
পৃথক পুন যুঝিব বান্য পর্য্যন্ত দুর্য্যোধন।।
রথযুদ্ধ গজচয় যুঝিতর কংশর।
শর শক্তি যথা জলজন্তু ভয়ংকর।।
দ্রোণের পাছে ভিন ভিন রাজার আগত।
শংখ্যা নাহি মহারথিগণ আছে যত।।
সমুদ্রক যুঝিতে হৈল দুর পরাজয়।
জানিলো বিষয়ে ঠেকিলেক ধনঞ্জয়।।
দুর্য্যোধন বিক্রম অসংখ্যাত কুরুবীর।
আজি পরানত আশা নাহি পান্ডু বীর।।

মহাশোক দুঃখ মোর শিবির ভিতর।
তুমি বিনে তার কে করিবে প্রতিকার।।
পাণ্ডব যুবা পুত্রশোক শুন হর শরীর।
মধ্যে প্রবেশিব দিয়া তুমি বাহিনীর।।
অপরাহ্ন দৈবে দিন অতিক্রম হয়[১৮]।
জিনে কি না জিনে আজি দিব ধনঞ্জয়।।
দেখি ধায় গুরু দ্রোণ সৈন্যত আবার।
বিপরীত কদন করয় বারম্বার।।
দ্রোণক তুষিতে নারে যত বার বাণ।
অর্জুনের বার্ত্তা দিতে নারে যুযুধান।।
উত্তর কর্ন্দের মধ্যে এহি কর্ম্ম সার।
অর্জুনের বার্ত্তা দিতে নাশয় আমার।।
ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি বীরগণ সংগে।
দ্রোণক সমরে নিবারিব আদি রংগে।।
অর্জুনের উদ্দেশে যাহ আর নাহি।
দুরবীর্য্য কৌরবে দেখোক তুমি আজি।।
কৃষ্ণকো না করো শংকা সমরত আদি।
জিন তিনলোকে জিনিতে পারয় কৃষ্ণস্বামি।।
তুমি গুরুরাজ্যের গোবিন্দ দেবর আগে।
অর্জুনক প্রতি বাম শংকা বাম মোর লাগে।।
জাদব বংশের মধ্যে তুমি বীর সার।
সাত্যকি প্রত্যয় তুমি হও[১৯] অনির্ব্বার।।
গোবিন্দ দেবর পদ বিরঞ্চ বন্দনে।
কহে কবচন্দ্র মধ বোধিয় সকলে।।

এতেক সাত্যকি তুমি কর এহিক্ষণে
অন্য গুরু অর্জ্জুনের প্রকার কারণে।।
দ্বিতীয় অর্জ্জুন বলে তুমি বীরবর।
ভীষ্ম দ্রোণ তোমার না হয় সমসর।।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
জান যুযুধান আমি আমার বচনে।।
ধনুর্ব্বেদ গুরু তুমি বীর ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনের গুরু আমি জান মহাশয়।।
গুরুর গুরুবাক্য করিতে জুয়াx জুয়ায়[৭০]।
গুরুর উপদেশে শীঘ্র জান যদুরায়[৭১]।।
যুধ ্র ত্রুধ ্রা না করে পাবায় ত্রিভুবনে।
সংগ্রামে রক্ষিতে গর্ব্ব করে সুরগণে।।
তুমি অন্য বলবীর্য্য জগতে বাখানে।
ক্ষেত্রের কর্ম্মকর্ত্তা জান পার্থ স্থানে।।
সত্বর সম্প্রতি এহিপথে যুধিষ্ঠির।
অনেক বুঝিল হয়ু বলি সাত্যকির।।
প্রীতি যুক্ত মধুর বচন নানামত।
অনেক বুঝালা সাত্যকি সেনাপত।।
তবে ধর্ম্ম রাজার সম্প্রতি যুযুধানে।
ন্যায়যুক্ত বচন কহিলা মহাজ্ঞানে।।
দেশকাল উচিত কহিলা যত কথা।
তোমার বচন লাগে করিতে সর্ব্বথা।।
প্রাণকো রাখিতে লাগে ধনঞ্জয় কাজে।
বিশেষত আজ্ঞা আরো কর ধর্ম্মরাজে।।

তুয় বাক্যে আমার জানিবা মহাশয় ।
তিলোক জিনিবাক পারেন আমায়।।
কোন ছার দুর্য্যোধন সৈন্য হিনবল।
অর্জুনের বার্ত্তা আমি শোনাবোঁ সকল।।
কিন্তু মন ওাবক পারি বীর ধনঞ্জয়।
আমিব কুপণে প্রভু না কর সংশয়।।
কৃষ্ণ যার সারথি অর্জুন বীরবর।
তার আগে কুরুসেনা তৃণ সমসর।।
যদি ইন্দ্র কুবের বরুণ বৈশ্বানর।
সাধ্যবসু সুরগণ সঙ্গে রুদ্র কিঙ্কর।।
দানব মানব যক্ষ রাক্ষস ভুজংগ।
অর্জুনক জুঝিতে আশয় রণরংগে।।

১৮(খ) শেষ।

১৯(ক)

তথাপি সবাকে পারি বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্য এবক পারি রণে সাধিব বিজয়।।
সে কারণে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় দুই জনে।
ফিরে দু রাত্র ঘর কাছে জায় রণস্থলে।।
যাহাক তখন অর্জুবীর বিদ্যাবান।
সে বুঝিবে পুত্রো তাক কর অবধান।।
রাজাক বধিতে সদা চাহে দুর্য্যোধন ।
তাহাক সমরে নিবারিব কোন জন।।
তুমি বা পারেন কিবা দ্রোণগুরু পারয়।
কিবা কৃষ্ণ পারে কিবা পারে ধনঞ্জয়।।
এমত বুঝিয়া সবাপাটি নারায়ণ।
মোর হস্তে তোমাক করিবে সমর্পণ।।

কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ৰ যে বাক্য ব্যৰ্থ কৰি।
কেমনে আইব অৰ্জুনক অনুসৰি।।
তোমাক ৰাখিব কাক সমৰ মধ্যত।
নবু হন্ত ছিন্ন বোধি দ্ৰোণেৰ প্ৰকৃতি অদ্ভুত[12]।।
প্ৰভুৰ আমাৰ যদি বুদ্ধি নি মন দুন।
তাৰ হাতে তোমাক কৰবোঁ সমৰ্পণ।।
নিবাৰন দ্ৰোণক কৰোক কৃষ্ণ যুদ্ধে।
জানবোঁ বুজি ধনঞ্জয় স্বহানে অতি যুদ্ধে।।
তোমাক ৰাখিব কায়[13] সমৰ ভিতৰ।
আমাক বিদায় যদি দিলা নৃপবৰ।।
[14]এতেকে জানাবোঁ বুজি [14] অৰ্জুনেৰ স্থানে।
কে তোমাক ৰাখিব গুৰু দ্ৰোণশিষ্য বিদ্যমানে।।
অৰ্জুনক শংকা ন কৰিবা নৰপতি।
পাৰ্থক জিনিতে আছে কাহাৰ শকতি।।
কৰ্ণ আদি মহাৰথিগণ কৌৰৱেৰ।
ষোড়শ কলাক নাটে বলে অৰ্জুনেৰ।।
তিনো লোকে সাজি যদি হয় একস্থান।
তেবেঁ অৰ্জুনেৰ বলে ন হয় সমান।।
এতেকে পাৰ্থক প্ৰতি ন কৰিবা ভয়।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় দেৱলোকেৰ দুৰ্জ্জয়।।
সাৱধানে দ্ৰোণক যুঝিও মহাৰাজ।
যুঝি তথা থেলে গুৰু জিনিব অকাজ।।
যুধিষ্ঠিৰ বোলে বীৰ কৰিলা উত্তম।
কৃষ্ণ অৰ্জুনেৰ বুজি জানো পৰাক্ৰম।।

তথাপি পার্থক প্রতি তার যুদ্ধ নয়।
আতুর হৃদয় মোর দেখো তপোধয়।।
আর তুমি অর্জুনের উদেশে এখনে।
আপনার রক্ষা যুক্তি করিবো আপনে।।
ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন পঞ্চ পুত্র দ্রোপদির।
কৈকেয়র পঞ্চ সহোদর মহাবির।।
বিরাট দ্রোপদ ঘটোৎকচ নিশাচর।
সহদেব নকুল শিখন্ডি বিরবর।।
কুন্তি ভোজ ধৃষ্টকেতু থাক না বিজয়।
দ্রোণ হৈতে মোক রক্ষা করিবো নিশ্চয়।।
দ্রোণ কৃতত্ত্বা হৈতে মোর নাহি ভয়।
আরো এক কথা কহো শুন মহাশয়।।
ধৃষ্টদ্যুম্নে দ্রোণেক মারিব রণমাঝে।
ঈশ্বর জনম জান দ্রোণ বধ কাজে।।
আমাক ধরিতে দ্রোণ আয় যথা [illegible] যথা।
দ্রোপদ তনয় নিবারিব তথা তথা।।

১১(ক) শেষ।

১১(খ) আরম্ভ।

দ্রোণ বধ হেতু এহি যজ্ঞ সেন সুত।
যজ্ঞের অগ্নিত হৈতে উঠিছে অদ্ভুত।।
স্বর্ণ কবচ ধ ধনু খড়্গ চর্ম্মধর।
দ্রোণের বিনাশ হেতু এহি মি বীরবর।।
এতেকে অর্জুন স্থানে জাব তুমি রণে।
দ্রোণক জুঝিবো আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগে।।
সঞ্জয় বদতি ধর্ম্ম রাজের বচনে।
শুনিঞা গুনির মনে মিলির মন দুন।।

রাজাক রাখিতে বুলিয়াছে ধনঞ্জয়।
আজ্ঞা ভংগ গুরুর বড়ত মহাভয়।।
যদি অর্জুনের স্থানে না যাব এখন।
তিনু বুলি আমাক খাণ্ডিব অর্জুন।।
এমত নিশ্চয় করি বলে যুযুধান।
ধর্ম্ম নৃপতিক প্রতি দিল সমাধান।।
দ্রোণ হন্তু তুমু যদি নাহি কোন ভয়।
এখনে যাইবো যথা আছে ধনঞ্জয়।।
তোমার আজ্ঞা হক প্রভু করি শিরোগত।
এখনে পশিবোঁ কুরুসেনার মধ্যত।।
অকার্য্য করিতে নাপে বচনে তোমার।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আচরিবো ব্যবহার[৭৫]।।
তুমি গুরু পুজ্য মোর পিতৃহেন দেখি।
তোমার বচনে নিজ প্রাণকো উপেখি।।
যথা আছে কৃষ্ণ মহা ধনঞ্জয় মহারথ।
এথা হন্তু জান তিনি প্রহরের পথ।।
তোমার আদেশে পঞ্চসৈন্য সংহরিয়া।
এহিক্ষণে যাবোঁ অর্জুনক অন্বেষিয়া।।
জানা বুঝি যথা আছে ধনঞ্জয় বীর।
মধ্যত পশিবো যায়া শুনু যুধিষ্ঠির।।
দেখ রাজা কুরুসেনা সমুদ্র আকার।
অনেক প্রকার করিছে হস্তির পাটোয়ার।।
অঞ্জন বংশত জাত এরে গজকুল।
অঞ্জ দ্রুম হু পর্ব্বত প্রায় শরীর বিপুল।।

মেঘ জেন বরিসে ধারায় ঘনজল।
ভয়ংকর নাদে গর্জ্জে গজেন্দ্র সকল।।
নানা অস্ত্র ধরি কত দেখ আছে ম্লেচ্ছগণ।
প্রাণ থাকে প্রx থাকে রমেনদে নিবর্ত্তন।।
এ সবাক প্রাণে ন করিয়া রনে হত।
না পারি পশিতে আয়া কুরু কটকত।।
দেখ কুরু আছে আর মহারথিগণ।
সমরত পৃষ্ঠ না দেখায় কদাচন।।
কুরুপুত্র সকলে বিপুল পরাক্রম।
রণেশক্তে অস্ত্র অস্ত্রে করিয়া সে শ্রম।।
ধনুর্বেদ বিশারদ বীর মহাবল।
৭৬ মদ্রি পুত্র[৭৬] বহুল চর্ম্ম গদাত কুশল।।
[৭৭]বিবিধ বিদ্যাত সবে করিছে অভ্যাস।
বিষম সমরে সবে বিপুল সাহাস[৭৭]।।
দারুণ সমরে কর্ণে জিনিছে পূর্ব্বত।
সাজ হয়া আছে দুর্য্যোধনের বশত।।
কর্ণের বচনে অর্জ্জুনক না জুঝিব।
যার বাণে আছে সবে পরাক্রমশীল।।
অক্ষত শরীর সবে প্রাণু নাহি হয়।
তোহ্মাক যুঝিবাক প্রতি আছয় নিশ্চয়।।
এসকল বিরের বিক্রম অনির্ব্বার।
গোবিন দ্রুর প্রসংসা করিয়াছে বারম্বার।।
এ সকল বীরক জিনি কে রণমাঝে।
শত্রু সৈন্যে পশিবো তোমার প্রভু কাজে।।

১১(খ) শেষ।

দেখ আর মধুমত মত্তগজ সংহে।
দুর্জ্জয় কিরাতগণ আছে রণরঙ্গে।।
কিরাত রাজাক পূর্ব্বে অর্জ্জুন জিনিঞা।
বধ করি ছত্র আগে দিলেক আনিঞা।।
তোমার কিংকর বিপক্ষের হয়্যা হিত।
তোমাক যুঝয় দেখ কাল বিপরীত।।
কর্কশ কিরাত কত হস্তির মাহুত।
দুর্য্যোধন বশ হয়্যা আসিছে বহুত।।
প্রথমতে দেবাক না জিনি কেন মতে।
দুষ্ট প্রবেশিতে পারি যুদ্ধ কটকতে।।
দুর্জ্জয় উত্তরা পথ বাসি ম্লেচ্ছগণ।
হস্তি স্কন্ধে আছে সবে সংগ্রামক মনে।।
গোযোনি সম্ভব ম্লেচ্ছগণ অসংখ্যাত।
মনুষ্য শরীর ধর বহু যোনি জাত।।
কতো ম্লেচ্ছ বানর যোনিত উতপন।
নানাবিধ যোনি ম্লেচ্ছ বিকৃত ভীষণ।।
শিরমুণ্ডু পুর্ববাসি ম্লেচ্ছ পাপকারি।
[78]ধূম্রবর্ণ দেখি পাপ নাহি অনাচারি[78]।।
এসকল ঠাঁই লোনাক লড়িয়া দুর্য্যোধন।
যুধিষ্ঠির তোমার সহিতে করে রণ।।
দ্রোণ দ্রোণি কৃপ সিন্ধু রাজ সোমদত্তি।
কর্ণক সহায় পায়্যা সবে মন সুখতি।।
আজি সবে জানিবেক মোর ভুজবল।
সবাকে দলিয়া নির্মলিবো কুরুদল।।

সেখ আরো কাম্বোজের মহারথি তুর।
কাক ন কবচ সুবর্ণের উচ্চ তুর।।
মথরত মতে পরস্পরের সহায়।
একো একো অর্বুদ ঘোঁর আছে সৈন দ্রু রায়।।
ঘোড়ে প্রতি সারথাে আছে যুঝিবাক।
তুণ যেন রথে থানি আইবো তাবাকর।
একেকে[৮০] আঘার রথ করোক শাজন।
নানাবিধ[৮১] আয়ুধ আলোক বানগণ[৮১]।।
সুর্য্যের মহরে পরে দন্ড টৈরেছে বাজি।
তুষ দুর করি পুষ্প রথে আন সাজি।।
স্নান পাসে মন্ত্রোষ নতোক অশ্বগণ।
পুষ্পরথি কর শীঘ্র শীঘ্র রথত সাজন।।
শুখির বচন শুনি সারথি সুজান।
মত্তুরে সাজিল সারথিও[৮২] রথবান।।
রজত বরণ অশ্বগণ সুশোভন।
স্নান পাসে মন্ত্রোষ নতিয়া বিচক্ষন[৮৩]।।
সরমতে[৮৪] দন্ড বংশ নিজ করে সাজি।
[৮৫]তুষ দুর টৈহন যদি টৈবন রথ সাজি[৮৫]।।
সুবর্ণ পতাকা মনি শিংহধ্বজ বর।
তুলিল সারথি দিব্য রথের উপর।।
মনি মুক্তা প্রবালে শোভিত রথবর।
নানাবিধ আয়ুধে পুরিত নিরন্তর।।
দারুকের সোদর সারথি বিচক্ষণ।
সাত্যকির আগে রথ যোগাল্য তখন।।
১০০(ক) শেষ।

তবে শুচি হৈল স্নান করি যুযুধান।
সহস্র সুবর্ণ তাম্র গরু দিল দান।।
বিপ্রগণে আশীর্বাদ কৈল সুপ্রসন্ন।
অনুপম হৈল সূত মাগধ চারণ।।
নানা গন্ধ নানা ধূপ কুসুম চন্দন।
যাত্রার মঙ্গল করিলেক সম্পাদন।।
দধিযুক্ত বীর কাংস্যপাত্র পরশিল।
কবচ পিন্ধিয়া ধনু কণ্ঠত বান্ধিল।।
কৈরাতক মধুপান করি যথাবল।
লোহিত লোচন কিছু হৈলেক বিকল।।
দ্বিগুণ বিক্রম তেবে হৈলা মহাবীর।
প্রণাম করিল পাছে ধর্ম্ম নৃপতির।।
তবে শিরস্নান করি স্নেহে ধর্ম্মরায়।
আশীর্বাদ দিয়া রাজা দিলন্ত বিদায়।।
অনন্তরে বীরচূড়ামণি যুযুধান।
প্রদক্ষিণ করি অতি করিল প্রয়াণ।।
সাত্যকির ভাবে বাহিলেক দিব্যরথ।
বেগে নিরগুণিল তেবে আকাশের পথ।।
ভীমসেন পাছে চলিল সাত্যকির।
তবে যুধিষ্ঠির বলিল মহাবীর।।
শুন ভীমসেন মহাবীর অনির্দ্দার।
সঙ্গতে রহিবা তুমি পাছতে রাজার।।
দ্রোণ হন্তু রাজাক রাখিবা যতন করি।
বুঝি দেব আগ অর্জুনক অনুসরি।।

যুদ্ধ বাহুবল বির্য্য জানো মহরত।
মোর তুমি জান পরাক্রম জেনমত।।
কর্ণবিদ্ধ পতির রক্ষা তোমার এ ভার।
যুঝি আর পঞ্চসেনা ভেদিয়া দুর্ব্বার।।
নিবর্ত্তিয়া আর তুমি ভীম মহাবল।
রাজা রক্ষা হৈবে শুনু পবনের কুমর।।
তবে সাত্যকিক নিগদতি বৃকোদর।
আর মহাবলি ধনঞ্জয়ের গোচর।।
যুঝিব যুঝি রণে থাকিবোঁ রাজার রক্ষা কাজে।
ভীম ছিদ্র বানে কি করিব ভারদ্বাজে।।
আর তুমি কার্য্য সিদ্ধি কর মহাবল।
সেবগণে বলে যুদ্ধ করোক বৎসল।।
সাত্যকি বদতি মোর নিশ্চয় বিজয়।
তুমি জাতো আমাত উপর মহাশয়।।
~~জৈমন্ত্রবক অর্জুনা করিব [illegible]~~
বিজয় বচন মোর হৈবে মহাশয়।
জৈমন্তুবক অর্জুনা রখিব কনক ধ্বজ।।
পার্থ যদি প্রাণ হৈল সিন্ধু নৃপতির।
আলিংগন তোমাক করিবোঁ মহাবীর।।
কর্ণ নৃপতিয়ো আলিংগিয়া তুমি পতি।
সন্তুষ্ট করিবোঁ বির তোমা সিদ্ধুকরি।।
এ বুলিয়া ভীমক করিয়া বিসর্জ্জন।
তোমার সেনাক কোপে বধিব ভবন।।
নৃপগণ দেখি জেন ব্যাঘ্র দুগ্ধাতুর।
কৌরব সেনাত পশু মিলিল প্রচুর।।

১০০(ক) শেষ।

রাজ শিরোমণি ধর্ম্মরাজের আদেশে।
যদুবির রাজ্য কম   বলক দুর উদ্দেশে।।
দেখিতে জানিল তাক দুষ্ট দুর্জন।
সাত্যকীর পথ যবে নিরোধন।।
দুর দেশ অদুনত যত তার নাম।
জিনিয়ে শৈথাক ধনঞ্জয় মহাভাগ।।
অলংকৃত বলিয়া কিরাত বধিবারে।
দেখাক তোমাক দিবে আমি জানি তারে।।
অগ্নি যোনি এসব কিরাত মহাবল।
দুর্য্যোধন বচন বলিয়া সে সকল।।
তোমাকে জুঝিতে পাঠা করয়ে যতনে।
দেব গুরু বিপর্য্যায় কেমত কারণে।।
ঐরাবত সব গোত্র কবচে আবৃত।
শুন এত দুর্দ্দম দস্যুগণ অধিষ্ঠিত।।
উত্তর পর্ব্বত হস্তু আনিয়াম তার।
মবে মমবত অঙ্গ নাহি মরিবার।।
গোযোনি কতেক কপিযোনি কতোজন।
নরযোনি কতো নানা যোনি কতগণ।।
এ সকল অসুর শুদ্ধ বর্ণ সৈন্য।
থিমবন্তু দুপ্যতানি ছাড়ে আরো অন্য।।
এ সবার আরো অন্য রাজা সকলক।
সবায় বলিয়া দুর্য্যোধন পাল উবক।।
নানা ক্লেশ অপমান দিয়া আপনাক।
কৃতার্থ হইব যেন মাথে মরিবাক।।

মোর নারাচের সোরচক পাঞা পাপি।
মুক্ত হঞা রনে আছি না জাব্য কদাপি।।
যদিবো সেবক মহাবাহু জে বন্ধন।
এহি বুলি রথ সাজিবাক যুযুধান।।
আনেদিল শ্বেতবত বর্ণ ঘোটক যুগুত।
[illegible] পক্ষি সাজি আনে রথখান অদভুত।।
নানা অলংকৃত তাক করি ভালমত।
সিংহ ধ্বজ পতাকা তাহার উপরত।।
[৮৬]দারুকের কনিষ্ঠ সারথি মহাভাগ।
সুনি সেহিক্ষণে রথ সাজি কৈল আগ [৮৬]।।
দৈব দুর্ব বিধান জেন জোগাল্য সাতকি।
সুপ্রব[৮৭] হঞা তবে সে সাত্যকি মহাবলি।।
স্নান করি স্নাতক বিপ্রক বিধিমত।
দিলেক সুবর্ণ[৮৮] নিষ্কবলি কতমত[৮৮]।।
বিপ্রের আশীষ সিরে লৈলন্তু হরিষে।
কৈল নানা কৌতুক মংগল চতুর্দ্দিশে।।
গন্ধমাল্য নানা সিদ্ধি বস্তু[৮৯] কন্যাগন।
পাছে প্রণামিল যুধিষ্ঠিরের চরণ।।
স্নেহে ধর্ম্মরাজে তার কৈল সিরঘ্রান।।
করিলন্তু তবে কৈরাতিক মধুপান।।
ভীমসেনা পুরস্কার করিল তখন।
রথত সাত্যকি তবে কৈল আরোহন।।
করি শুভযাত্রা চলিলন্তু রণরংগে।
ভীম সেনা পাছত চলিল তার সংগে।।

১০৯(ক) লেখ।

খণ্ড সাত্যকি তবে সম্বোধে ভীমক।

যেন চন্দ্র অনিলে মুনিয়ে বুলিল বচনক।

এথা হস্তু নিবর্ত্তন হৈলো অতঃপর।

যুঝি জায়া হৈলো এতে বুহের ভিতর।।

মোর বলবির্য্য তুমি জান ভালাভালি।

তছু বল বিক্রমেক আমি ভাল জানি।।

মোক লাগি চিন্তা করিবার কাম নাহি।

রক্ষা করি রহিবা রাজাক এহি ঠাঁই।।

সবাতে অধিক কার্য্য রক্ষা যুধিষ্ঠির।

তবে সে উত্তর কার্য পুন্ এ মহাবীর।।

মোর যদি ত্রিষ্ণ করিবাক দুর্ব্বল।

রাজাক রাখিতে তবে হব নির্ব্বল।।

যেন মুনি ভীমসেন বুলিলন্ত তাক।

আর তুমি আমি রক্ষা করিবো রাজাক।।

সাত্যকি বলিল জয় অর্জ্জুনা আশিষ।

ভালো মোর[১০] বচনক হৈলা তুমি ভীম।।

আরো নানা বৎসর জিনিব মহারথ।

একেকে অর্জ্জুনে বধিলেক জয়দ্রথ।।

এহি বুলি শিংহ বিনোদনে কোপ হৈল।

দেখি দুষ্ট সেনা যুগগ্রাম কম্প হৈল।।

তবে অর্জ্জুনক জায়া দেখিবার কাজে।

সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল সাত্যকী সংগ্রামে।।

নলবনে অনুলোট পশিল যেমন।

মত্তহস্তী প্রবেশিল যেন পদ্ম বন।।

দুর্ঘা প্রবেশিল যেন মত্ত মহাগত।
জয়ন্ত জলসন্ধ্য সাত্যকি বধিল সেইক্ষত।।
তবে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠীর নৃপতি দুর্য্যো [১১]।
রহিল আবৃত হৈয়া আপনার সৈন্যে।।
পাঞ্চাল রাজার পুত্র রণে মহাশূর।
সাত্যকির পাছে গেলেন্ত কতোদূর।।
বসুদান নামে রাজা সে কালত।
সবাক বুলিল জানি পাণ্ডবী সৈন্যত।।
সবে মহারথ বেগে আইল রণমুখে।
বীর যুযুধান যেন চলি যায় সুখে।।
প্রহার করিলো দিয়া বীরধর্ম্ম গুণি।
সেন মহারথখন সে কথাক শুনি।

১০১(খ) শেষ।
১০২(ক) শুরু।

সাত্যকীর রথক করিয়া লক্ষ তবে।
মহা ভয়ানক ঘোর শব্দ হৈল সবে।।
তবে কম্প হৈল পুত্র সর্ব্ব লোকার।
সেনাক সাত্যকি তবে করেক প্রহার।।
শরের জাল বাজে ভেদিলন্ত মহাবীর।
রবির কিরণে যেন ভেদিল তিমির।।
বিদীর্ণ সৈন্যের সেজে মধ্যে সে সমস্ত।
সপ্ত মহারথিক জিনিল অতিশয়।।
অন্যরাজা সকলক অগ্নিরূপ শরে।
সেজেনা সমরে বাধি দীন মহারে।।
যখনি বাধিল যেন সুযান বনত।
বধিল লোমক বায়ু যেন উল্কাপত।।

শতশর শতেকক করিল ছেদন।
একাকি সাত্যকি হেন করিল কদন।।
হস্তী হস্তী আর অশ্ব অশ্ববার সনে।
সারথি সহিতে রথ রথিক বিক্রমে।।
যেন অদভুত সমরে শরবৃষ্টি করিয়াছে।
দেখি তব মহারথিগন তাত পাছে।।
রন্মেতে না পেন কেহো অগ্র সাত্যকির।
জেন ঘন প্রকারে [illegible] বাড়া না জায় বহিস্ক।।
অনন্তরে সাত্যকি সমরে হৈল হত।
শিংহে পশুপাল জেন মারে অরন্যাত।।
তেত্রে অদভুত[১২] হয়া তব বীরচয়।
সাত্যকির একেবারে অনেক দেখয়।।
তত্র হৈল রথবরতার পরিহরি।
থাকিলেক যুদ্ধ প্রবন্ধে কম্পিত থরথরি।।
দেখয় শুভ্র পড়ি হৈল অসংখ্যাত।
সুবর্ণের মুকুট কতবা হৈল হত[১৩]।।
চন্দ প্রেমে লেপিত পুষ্প হস্তি যুগ প্রোথর।
পড়ি হৈল কতো বাহু দণ্ড মনোহর।।
জেন রনভুমি যুবতিক আলিংগিয়া।
পড়ি পড়ি হৈল রণ মধ্যাত সুতিয়া।।
ছিন্ন হয়া তুণ্ড জেন খণ্ডিত মুণ্ডচয়।
তারা মধ্যে চন্দ্র জেন পড়ি প্রকাশয়।।
মহা হস্তিচয় পুঞ্জ পর্বত পরায়।
কবচে আবৃত হ্রত ঘোটকের কায়।।

সে সকলে সবু লোভিবনু বসুমতি।
প্রেতের নগরী যথা ভয়ঙ্কর অতি।।
এহিমতে মহারাজ নানান প্রকার।
তোমার সেনাক বীরে করিল সংহার।।
তবে মন ক্র জয় জেহি পথে গেছে চলি।
সে পথে জাইতে ইচ্ছা কৈল মহাবলী।।
দেখি শত্রু সমুদ্রত রাখিতে সেনাক।
সেনাপতিদ্রোনে জাহ্না নিবারিলতাক।।
পূর্বে যথ'। মেরু পর্বতের রক্ষা কাজে।
বাড়ি আছে বাহুক শত্রুক পড়িরাজে।।
দ্রোনক সমুখে তদা পাইয়া যুযুধান।
জুড়ি নানাইত মর্মভেদি শক বান।।

১০২(ক) শেষ।
১০২(খ)

অঙ্গিতে পুত্রুর ভেদিল কলেবর।
পুনু ভেদিলেক প্রহারিয়া শাতশর।।
তবে পুনু স্বকনক সুবর্ণ পংখিজা।
আচ্ছাদিল সাত্যকীক শর বরষিয়া।।
রথ ধনু সারথি সহিতে আচ্ছাদিল।
মহারিপু জালে যথা আচ্ছাদিল শৈল।।
শিলাধৌত শরে আরো ভেদিলন্ত তনু।
মহাবীর সাত্যকি দ্রোণকে তদা পুনু।।
গননা না করি সিংহনাদ করিলেক।
আকর্ন পুরিয়া সপরে ভেদিলেক।।
প্রথমে ভেদিল বীর একবান হানি।
তবে পুনু দ্রোণ সবরের মর্মস্থানি।

সাত্যকীর ধ্বজ অশ্ব সারথি বধিলে।
পাছে ধনু ছৈদ কেহো না পারে বধিতে।।
যেন মত্তহস্তী এ চাপিল চন পুৰাক।
অক্কলে না পারে যোকে বধিবাক তাক।।
সমরে চতুর পুত্র নাম সেনাপত।
দ্রোণেকো করিল ধনু খণ্ডে সেহিষত।।
শানাইত ধনু খণ্ডে ছেদিল দুর্দ্ধার।
দশশরে গুরুক ছেদিল পুনর্ব্বার।।
সারথিক পাদিল পাছুক বীর এক।
চারিশরে কাটিল্লো অষ্টকছেদিলেক।।
যেন বৈদুর্য্যের মধ্যনাট্য বিধিছক।
অভিমন্যু মায়াজালে ব্যাপিল জীবক।।
সাত্যকির দ্রোণে বুলিলন্ত সে সময়।
রণে আছি তোমার আচার্য্য ধনঞ্জয়।।
না পারিয়া তাক সে লোক ছেদিল পৌরুষ।
প্রবেশিল করি বেগ যেন কাপুরুষ।।
দুর্ব্বৌ সেহিষতে চলি না জানিম তবে।
জানে জিম তাবে মোর হাত হন্তু তবে।।
সেহিরূপে কদাচি কহিত্বো নিষ্ঠু কথা।
দ্রোণক সাত্যকি বুলিলন্ত তবে তথা।।
আজি আমি গুরু ধর্ম্ম রাজার আজ্ঞায়।
অর্জুনের পাছে চলি যাই যথাকায়।।
ব্রাহ্মণ ঠিকক হৌক কুশল তোমার।
কাল অতিক্রম আর ন হৌক আমার।।

মক্ত রুদ্র বসতি রাজা কর অবধান।
অতবায়[১৬] দ্রোণক রুষিয়া যুযুধান।।
প্রদক্ষিণ হলে বাম করি রথ বায়্যা।
দ্রোণক তেজিয়া বির কলো দূর জায়্যা।।
আপনার সারথিক বলিলন্ত পাছে।
দূর দেখ অবন্তি দেশের সেনা আছে।।
তার পাছে আছে দাক্ষিণাত্য সেনা যত।
আছন্ত বাহ্লিক সৈন্য তাহার পাছত।।
কর্ণেরো দৃঢ় মহাসৈন্য তাত অনন্তরে।
অভিন্ন এসব সৈন্য জানা পরস্পরে।।
কাহাকো কাহাকো ন করয় পরিহার।
এতেকে রথক বায় সকত ইহার।।

১৩২(খ) শেষ।

১৩৩(ক)

সারথিক সাত্যকি বুলিল এহি মত।
মধ্যে সারথি করি দ্রোণক বামত।।
কর্ণের দমক আয়্যা হৈল উপনত।
দ্রোণ সেনাপতি তবে তাহার পাছত।।
বিশ্বর মাহাক দেখি কোপে বাইল তাক।
সাত্যকি দখিয়া তবে কর্ণের সেনাক।।
তারপর সেনাত আয়্যা হৈল পরবেশ।
ইক্ষুবনে যেন মত্ত মাতংগ বিশেষ।।
তাক দেখি বধে আবরলে কৃতবর্ম্মা।
সাত্যকিকো আয়্যা নিবারিলো উতুকর্ম্মা।।
যেন মহেন্দ্রানিধি তব করিতে পরীক্ষ।
তিরে নিবারিলো তার সে তোর উর্ম্মিক।।

তবে কৃতবর্ম্মাকে সাত্যকি হয় বাণে।
বহু কোটে ডাকিলেক সেবেনা সন্ধানে।।
চারিয়ো ঘোটক মারিলেন চারি শর।
পুনু কৃত বর্ম্মাক তাহাত থননুর।।
পানাইত ঘোড়ব সাড়কে বলে টানি।
দুইশত বথেত ভেদিব হহাযানি।।
সাত্যকির তবে তীব্র শরে পায়া ব্যাথা।
ক্ষমা না করিব কৃত বর্ম্মা বীরে তথা।।
অনল সদ্বিত বৎসদনু সাব বাণে।
সাত্যকিক ভেদিলেক দারুন সন্ধানে।।
হৃদয় বিদারি বাজ[১৭] টৈল পৃষ্ঠদেশে।
ভূমিত পশিল পুংখ বাজ থবশেষে।।
সূর্য্যের কিরণ যথা সন্ধ্যা সময়ত।
সমুদ্রক ভেদি পশিবনু পাতালত।।
সেহিমতে কবচ ভেদিছে সাত্যকির।
পুনু বহুশর করি কৃতবর্ম্মা বীর।।
পুণ সবদ্বিতে ধনু কেনাইল ছেদি।
দশ শরে পুনরপি পুন বথেত ভেদি।। নির্ভয় কেশরী যেন রহিল সে
নির্ভয় কেশরী যেন রহিল সে স্থানে।
তবে পড়িম্বনু শ্রেষ্ঠ বীর যুযুধানে।।
শক্তি এক তুলি বলে লৈল অদভুত।
পিড়িল দক্ষিণে কৃতবর্ম্মার বাহুত।।
দুই অন্য এক ধনু ধরি সিবেনাত[১৮]।
শতে শতে শরজাল শরন্ত্র অসংখ্যাত।।

শরবৃষ্টি মাধবে করিল মহাবল।
বরষাত মেঘ জেন বরষিল জল।।
কৃত বর্ম্মা বীরক আচ্ছন্ন করিলেন।
অসংখ্য শরতে ব্যাপে বৃক্ষক জেমন।।
পরে ভোজ রাজাক আচ্ছাদি এ প্রকার।
ছেদিলেক শিরশোষ্ট সারথির তার।।
পাছে সেনা রথি রথ হন্যু হৈল পাত।
কৃতবর্ম্মা মহারাজা ভবে সে দেখাত।।
আপনে ঘোড়ার বাগজড়ি লৈল হাতে।
তথাপি যুদ্ধক যুদ্ধা ছেড়িল তথাতে।।
হেন দেখি তাক সেকাল সবে সৈন্য।
সমংশিক্ষা পূজি বুলিলেক ধন্য ধন্য।। ১০৩ (ক) শেষ।
সেহিবেলা পাণ্ডব সকল কতূহলে। ১০৩ (খ)
সাত্যকির পাছতে চলিল সবদলে।।
ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যতবীরগন।
কৌরবী সৈন্যক সবে করিল কদন।।
সাত্যকীক ভেজি কৃতবর্ম্মা হেন দেখি।
থাকিল তা সম্মুখ নাদি থাকিক না দেখি।।
সাত্যকিয়ো ভোজ সৈন্য হন্যু সেবেজাত।
বায়ু বেগে প্রবেশিল কাম্বোজ সৈন্যত।।
বহুবীর তথাত তাহাক আবরিল।
একক্ষণ সাত্যকি পথযাত্রো না চলিল।।
দ্রোণ তার পাছতে চলিল জুঝিবাক।
পাঞ্চালের বড় বড় যত বীরে দেখি তাক।।

এমতে প্রভু সৈন্য করিল নিবারণ।
নদীর বেগক বারে পর্ব্বত জেমন।।
তীর জেন আসি পাণ্ডবের বীর জত।
কৃতবর্ম্মা বীর একলায় ঠেকাবত।।
তাপিত করিয়া নিবারণ করিলেন।
ঘোর ঘনঘটাক বাধিল বায়ু জেন।।
জয় জয় মোনারায়ন নৃপবর।
দুর্গভূমি কমতাপুরের পুরন্দর।।
অভিনব রূপে প্রভু মূর্ত্তিমন্ত কাম।
[৯৯]শোভে বিহারত অযোধ্যাত জেন রাম[৯৯]।।
অমৃত বরিষে হাসি মুখ চন্দ্র বন[১০০]।
[১০১]দিগপাল ব্যাপিছে চন্দ্রিকা প্রায় জস[১০১]।।
গুরুবার শরীর প্রকাশ প্রকাশে দিবারাত।।
প্রজা সকলের জেন আনন্দের বাতি।।
শুনে জগন্নারায়ন কুমারত জার।
একভাব চিত্তে গুন গুনী জে প্রকার।।
মেজে প্রতাপার প্রসাদ হৌক চিরজীব।
এহি কামনায় প্রভু বোলা শিব শিব।।
তার আজ্ঞা পরবাসে প্রিয় কবিরাজ।
পদহন হরি বোল সকলে সমাজ।।

বর্ধমান

প্রতাপ্রীত কয় কহিল্লো নরেন্দ্রয়

[১০২]রণের মোক্ষ কাহিনী[১০২]

বিপুল অপার সাগর আকার

অন্য ভুত মোর বাহিনী।।

অশ্ব শস্ত্র চয় রথ হস্তী হয়।

সবাকে[১০৩] শিক্ষা করিছে।

নানান প্রকার করিয়া বিচার

যুদ্ধ এক বরি আনিছে।।

নহে অতি বাব অতিরূপ এ কাব

সকলে যুধা বাক্ষব ঃ

রবত[১০৪]বিপুল নহে অতি স্থূল

নহে কেহ অতি কৃষ ।।

দিবাক শৌরবে প্রজা পুর সবে

করিছে নানান প্রকার।

প্রতি উপকার করিতে আমার

দেখাছে[১০৫] দিতো আমার[১০৫]।।

১০৩(খ) শেষ।

১০৪ (ক)

[redacted] সেজে সেনাচয় গায়া ধনক রয়

যুদ্ধ দূর করিবয়ু কয় ।

দেখি অনেকক ভেদিব ব্যূহক

এক রথে অভিমন্যু[১০৬]।।

তাত অনবুর আদেশ প্রবর[১০৭]

সাতাশিল্লো একে রথে।

অনেকক মারি ব্যূহক বিদারি।

যেন অর্জুনের পথে।।

দেখে রথ যুথ   বধিতে শক্র কুল
যুদ্ধে[১০৮] ঘোর যুদ্ধ করে।
আরো পাণ্ডুবর   বাণের গোচর
হৈল অদ্ভুত করে।।
কি কর্ম্ম করিল   কি বুদ্ধি স্ফুরিল
করিলোক নিষু[১০৯] হরি।
আমি হেন বাণি   কৌরবক আদি
প্রাণ হৈল কালে ধরি।।
আজ্ঞা অনুসারে   পার্থ যুদ্ধ থানে
ব্যূহত প্রবেশ হৈল।
ঘোর ঘনা কত   প্রাণে হৈল হত
[১১০] কতবা পালাতো হৈল[১১০]।।
হয় হস্তি রথ   যেন জলধর
পুরবশ ই ঘোর রণে।
উৎসাহ দেখিয়া   বিস্ময় লভিয়া
রহিবেক বহু ক্ষণে।।
দেখি[১১১] সেনাগণ   করি নিদর্শন
সাত্যকি হৈল প্রবেশ।
[১১২] পাণ্ডবক স্থানে   যাইব কি মনে
বুঝিবক বিশেষ।।[১১২]
স্থান পাক ঢের   দুর্য্যোধ নগর
কি প্রকার হৈল পাছে।
ইহার তাহার   পারের ওপার
পুর্ব্বপের বন্ধু আছে।।

যৈন এব রাজের উদ্যোগ বলের
অর্জুন রাজ্যে করিল।
তাক কহিল্লোক সকল স্ব লোহক
কহিছে তুমি সুন্দর।।
সুজন পালন দুর্জন শাসন
দোদন্ডারায়ন ভুপ।
ধর্ম্মী যুধিষ্ঠীর বলে ভীম বীর
বিক্রমে অর্জুন ভুপ।।
রূপেত নকুল সহদেব ভুল মহাদেব তুল
জানত পট্টু বিশিষ্ট।
কাঁদিছে দ্রৌপদি বাসিছে বিনোদি
কৃষ্ণ ক করিছে বিষ্টু।।
তাহার আজ্ঞায় ভকতি ভুম এড়
ভারত ভারত পদ।
ভনে কবিরাজ বড়ি জানকাজ
কৃষ্ণ বোল সভাসদ।।

সঞ্জয়X সকল রুদ্র বদতি আত্রাদেব আপনার।
এত দুঃখ উপস্থিত হৈয়াছে তোমার।।
শৈহাতে পাবানায়ন নায় মহারাজ।
অসন্তোষ করিবা র নাহি কিছু কাজ।। ১০৪(ক) শেষ।

১০৪ (খ)

বিদুরাদি সুহৃদে বুলিল দুর্ঘকাল।
পাণ্ডবক তুমি না রাখিবা বহীপাল।।
অভাগ্যের কলে তুমি না শুনিলা তাক।
না পায় ঔষধি যেন রোগী মরিবাক।।

বিশেষি বিদুর বাক্য না শুনহ কার্য্যে।
কুরুরাজ অবশ্যে দুঃখ পায় তার্য্যে।।
পাণ্ডবক বৎসলতা করিবা অপার।
ইনিকি বুঝিব আর উচিত তোমার।।
পূর্ব্বে আরো আমি কৃষ্ণ দেখেছো তোমাক।
যাংশিবলু কুরু পাণ্ডবের অবতাক।।
তাকো না বুঝিবা অহাঙ্কারা দুষ্ট চিত্তে।
শুন অকলের পদ পাতের নিমিত্তে।।
তোমার দুর্গুণ দেখি দেব নারায়ণ।
আয়া এবে যুদ্ধ করিব মিচক নিয়োজন।।
এবে অম্বনার আমি বন্ধু ব ব্য কার।
তোমার কেয়ুক কৃষ্ণে [১১৩]না দেখিব আর।।
চলি গেল কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ তোমার।
[১০৪]যুদ্ধের কড় দৈব[১০৪] জোর দেখ যায়।।
দুর্য্যোধন দোষে এত অনর্থ দৈবেক।
[১১৫]এবে পরাভবের বুঝিয়ো মুল এক[১১৫]।।
অবন করেন কর্ণ কি কারণে বাপ।
আর্ত্ত হয়া কয়ে যেন বাসুদে প্রবাপ।।
দেবাসুর অবর পরাই ঘোর রণ।
কথো কুরু রাজ শরীর হয়া শুন মন।।
তব সৈন্য দৈব যদি আতাকি প্রবেশ।
তবে জীব আদি পার্থ[১১৬]সকল নিপ্রুষ।।
অনুচর মধ্যে আয়া বলিল বাহত।
লোকের প্রবল কাল দৈব উপগত।।

তবে কৃতবর্ম্মা বীর করিয়া আস্ফোট।
যেন গজ যূথক বারিল সিংহ গোট।।
সমুদ্রের বেগক বারিল যেন তীরে।
ভীমাদিক তেমতে বারিল তোর বীরে।।
পাণ্ডু পাক রথ একে করি আচ্ছাদিত।
সাগরক করে যেন পবনে[117]তাড়িত।।
তবে ভীমে কৃতবর্ম্মা বীরক সংগ্রামে[118]।।
আবরলে সভু তেজিলে   ভেদিলন্ত তিনি বাণে।।
পাণ্ডবী সেনাক অতি করিতে হরিষ।
সিংহনাদ শবদ করিল বিসদৃশ।।
সেহি বেলা সহদেব কোপে তুষ্টিপরে।
কৃতবর্ম্মা রাজার ভেদিল কলেবর।।
কর্ণরাজে পঞ্চ বাণ হানিল বিপুল।
সন্ধানে শতেক শরে তাড়িল নকুল।।
দ্রৌপদির পুত্র প্রতিবিন্দ্য আদি করি।
প্রহারিল শর তিনিধিক সমতরি।।
ঘটোৎকচ সাত ধৃষ্টদ্যুম্ন তিনি শরে।
কৃতবর্ম্মা বীরক ভেদিল দৃঢ়তরে।।
মৎস্যরাজ বিরাট দ্রুপদ মহীপাল।
তোমক তি তিনি বাণে ভেদিল সেকাল।।

১০৪(খ) শেষ।

১০৫(ক)

পাঞ্চাল কুমার শিখণ্ড ক্রিড়ো পঞ্চ বাণে।
সেহো কৃতবর্ম্মাক ভেদিল বড় টানে।।
পুনরপি হাস্যকরি হানি কুড়ি শর।
ভেদিলন্ত তোর নৃপতির কলেবর।।

১০৫(ক) শেষ।

কৃতবর্ম্মা বীরে সে শর প্রহার।
জলি যেন বহ্নি যেন নাশ করিবার।।
খণ্ড খণ্ড শরে শরস্তকে শরাঘাতে।
একাকিব প্রতি প্রতি ভেদিল সংগ্রামে।।
পুনু ভীম যেনক ভেদিল সাতশরে।
ধনু মুকুট ধ্বজ সারথিক ছেদি তাত শরে।।
রথহন্তু পৃথিবী উপরে পাড়িলেন।
আকাশত হন্তু যেন যুদ্ধ পড়ে যেন।।
পুত্র সেহে ছিন্ন ধনু ভীমের হৃদয়।
শরজরি শরে ভেদিলেক অতিশয়।।
তবে তার বিধিধের বিষে ভীমসেন।
রথের উপরে যেন পর্ব্বত কম্পন।।
যমের তনয় নাহি হয় নিশ্চিন্তক।
ন হরিল যমদূতে সেহেতু জীবক।।
যেন দূত জীবক দেখিয়া তাত পাছে।
যুধিষ্ঠীর প্রভুর পাণ্ডব জত আছে।।
ঘোর শর বৃষ্টি করি রাখিতে জীবক।
কোট করি আবরিল সে ভোজ রাজার রাজাক।।
পর্ব্বত আবরিল যেন জালে যেন।
নড়িয়া চেতন সে বেনাত ভীমসেন।।
লোহময় যেন দণ্ড শক্তি এক ধরি।
পাছে কৃতবর্ম্মার রথক বধ করি।।
বায়ু বলে প্রহারিল চলিল আকাশে।
দুখ দেখি কাল সর্প[১১৯]দেখি যেন[১১৯] আসে।।

তীন রূপা ত্রায় প্রকাশ করিয়া আসো চলি।
দেখি দ্রুতে তাব কৃতবর্ম্মা মহাবলী।।
পথতে যেদিন যাখি পানাঙ্কিত বান।
দেখি কোপে ভীম বলি অন্য ধনুবান।।
যেথন্যায় পরবৃত্তি করিয়া সেকালে।
কৃতবর্ম্মা রাজাক[১২০] ব্যাপিল শরজালে।।
শতনবধ্য দেশে আরো ভেদি পক বান।
তব দুর্ম্মদ হলাত দৈ সেন এ বন বাম।।
কৃত ক্রম্বা শোভিন মর্দ্ধাংশ হয়া বড।
পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষ শোভে যেন মত।।
হাস্য করি কৃতবর্ম্মা বীরে রাতেx তাত পারে।
মহাবীরে ভীমক ভেদিয়া তিনি শরে।।
অন্য মহারথ[১২১] অকরক তাত শরে[১২১]।
মমশত্রুক ভেদিলেক তিনি তিনি শরে।।
প্রাণকৃষ্ণক পাপ ত্রবের মহারথগণ সেবেনাত।
সাত সাত শরে তাকো[১২২] ভেদিল তথাত।।
তাত পাছে কোপে কৃতবর্ম্মা মহাবীর।
ভেদিলন্তু দূরবাসে ধনু শিখণ্ডির।।
শিখণ্ডি দুধার তবে[১২৩] কাটা সেন ধনু।
তৈর বণ্য চর্ম্ম কোপে কম্পমান তনু।।
ঢালাইল চর্ম্মখান সুবর্ণে ভূষিত।
তুলিল তিখান খড়্গ দেখি লাগে ভীত।।
রংগে তনু রক্তক করিতে যেন পান।
রণ চণ্ডি দেবী[১২৪] যেদিলন্তু দ্বিত্যখান।।

[১২৪]ক্ষেপ করি তাক কৃতবর্ম্মার হাতর।
কৃপিবীত পাড়িল ছেদিয়া ধনুশর।।[১২৫]
পাণ্ডবের মহারথি সবে সে সমর।
বেড়ি কৃত বর্ম্মাক ভেদিল অতিশয়।।
তবে কৃতবর্ম্মা ছিন্ন ধনু পরিহরি।।
যুদ্ধ অভিমানে অন্য[১২৬] দৃঢ় ধনু ধরি।।
পাণ্ডব বর্গক বীরমধ্যে নববানে[১২৭]।
সবাকে তিতিলি বানে ভেদিল সন্ধানে।।[১২৮]

১০৫(খ) শেষ।

১০৬(ক)

শিখণ্ডিক বায় তিনি বান হানি বীর।
পুনরপি পঞ্চ শরে ভেদিল শরীর।।
শিখণ্ডিয়ো অন্য কোদণ্ডক ধরি করে।
দুর্দ্দান্ত বানগন হানি তাত পরে।।
কৃতবর্ম্মা রাজাক করিল নিবারণ।
সমর আবেশে ক্রোধ নৃপতি তখন।।
নিরখিয়া আপনার পৌরুষ বলক।
ভীষ্মের নিহন্তা[১২৯] হেন জানি সে বীরক।।
পরম আবিষ্ট হয়া ধাইল শিখণ্ডীক।
ব্যাঘ্র যোটে দেখি যেন যেনকু হস্তীক।।
দিগ্‌গজ সদৃশ দুয়ো বীর তাত পরে।
একত্র হৈলেক পরস্পরে পিড়িবারে।।
ধারাসারে শর হৈল দুয়ো মহাতাপ।
রণস্থি যুদ্ধ দুই সূর্য্যো যেন হৈল তাপ।।
দুয়ো জনে গর্জ্জে যেন মেঘ দুই খণ্ড।
গর্জ্জে চাপ সব লোকে[১৩০] দুইরো কোদণ্ড।।

পাছে উগ্রকর্ম্মা কৃতবর্ম্মা মহারথ।
শিখণ্ডিক ক্রোধে মেলিবারে মহাশর।।
খরতর সহচরী শর প্রহারিয়া।
পানাশিত সাতশর অপর মারিয়া।।
অতিশয় ভেত হৈল শিখণ্ডির তনু।
খসিয়া পড়িল হাত ধনু শর ধনু।।
মূর্চ্ছা যায়া রথপৃষ্ঠে বসিল তখন।
বিপন্ন দেখিয়া তাক তব সৈন্যগন।।
কৃতবর্ম্মা নৃপতিক[131] পুজিল গৌরবে।
শিখণ্ডিক সে প্রকার দেখি পার্থ[132] সবে।।
ক্রোধ রাজে পীড়িত হয়াছে অতিশয়।
জানিয়া অনেক রথসবে[133] সে সময়।।
আবরিল কৃতবর্ম্মা রাজাক ত্বরায়।
অন ভুত বিএশ্ব উদা হৈল জোরমায়।।
[134]একেশ্বরে নিবারিল পার্থ সকলক[134]।
বারিল পবনে যেন গগনে মেঘক।।
তাত পাছে জিনিলেক ফেলি সমুখক।
জিনিলেক বিকশ্বে পাক যে দুঃখ প্রয়ক।।
একাকি কেকয় সৈন্যক জিনিলেক।
গজ যুথ যেন মত্ত সিংহে বর্জিলেক।।
সবাকে জিনিয়া মোড়িলেক রথাবল।
ধুমহিন হয়া যেন জলিল অনল।।
সে সকল সৈন্য কৃতবর্ম্মা নৃপতির।
হয়া শরজালে ক্ষত বিক্ষত শরীর।।

উৎসাহক জেহি যথা তথা দেব চলি।
আনের কি কথা ভীষ্মাদিয়ো মহাবলী।।
জিনি লোভা হৈল জেন নিধুব ধননি।
তিমির বিনাশী জেন লোহিত তরণী।।
ভীমসেন আদি বীরগণ সেনাবত।
যুধিষ্ঠির হয়্যা কৃত বর্ম্মার শরত।।
যুদ্ধ এত বিমুখ হয়্যা রথির দেবায়।
মঞ্চ [illegible] বনতি মুন দ্রুপদ মহীপায়।।
মগরের কথা কহো জে শুনিবা লোক।
কান পাতি তাক একচিত্তে শুনিয়োক।।
কৃত বর্ম্মা পাণ্ডবী সৈন্যক বেদিলেক।
বর্ম্ম ভীম আদি সবে পরাজিত হৈলেক।।
তোমার সৈন্যত হৈল শবদ আনন্দ।।
শবদ বৎসির আয়্যা জয় জয় বোল।।
মুনি [illegible] সাত্যকি তাক বড়িয়া বিস্ময়।
পরিবর্তি তথা দেব অনর্থের ভয়।।

১০৬ (ক) শেষ।

১০৬ (খ)

যদে বোলে [illegible] জেনো [illegible] দ্রোণে পরশু রামক।
তবে কি করিলো বয়া পার্থের বার্তাক।।
ব্যর্থ হৈল ততেক করিলি আরম্ভন[১৩৬]।
উম্মত আহুতি দান জেন নিরর্থক।।
যদ্যপি যুদ্ধর ব্যুহ ভেদি দেখে চলি।
তত্তো কৃত বর্ম্মাক পাইল মহাবলী।।
কৃতবর্ম্মা রুপতিয়ো করি তাক দৃষ্টি।
বায়া জান হৈলেন করিয়া শরবৃষ্টি।

সাত্যকিয়ো তবে তাক জয়নাথ পরে।
আকর্ণ পুরিয়া ভেদিলেক দৃঢ়তরে।।
সেহি সময়ত পুনরপি চারিবানে।
চারিয়ো ঘোড়াক তার তাড়িল সন্ধানে।।
পুনু দুয়ুবানে হানি জয়নাথ বান।
কাটি রথ খানকো করিল খান খান।।
দুষ্ঠরদা সারথিকো তাত অনন্তরে
ভেদিল সাত্যকি হানি পাঁচাইত শরে।।
বিরথি করিয়া তাক সাত্যকি প্রচণ্ড।
১০৭ হানিলন্তী সমুত পর্ব্ব পর দুই খণ্ড।। ১০৭
বিমর্দ্দিল তাঁর রথের জত সেনা।
তরঙ্গে ভাংগিল জেন সাগরের ফেনা।।
অন্য সেনা সকলকো আক্রমী সত্বরে।
দ্রোণের সমক আরম্ভীলা তাতপরে।।
পাণ্ডবি সেনার ভয় করিল নির্য্যান।
রণতিল দুর্দ্দিন দিবাকর জে বন বান।।
হয়া হরষিত পাছে সবার উৎসবে ।
সারথিক বুলিল সাত্যকি বীর তবে।।
সসন্ত্রম কাবাকো ন করি অতঃপর।
ধরি রথ বাহি দিয়ো সারথি প্রবর।।
তাতপাছে অনেক অসুরে যথাবর।
দেখিলো তোমার প্রভু চতুরঙ্গ দল।।
পরিপূর্ণ রথ হস্তী রথি পদাতিক।
দেখি পুনরপি আসেসিল সারথিক।।

১৩৮ দ্রোণের সেনার বাব ভাগে সেব যুদ্ধ। ১৩৮
সেব পরকাশ পরমঘটা পরিপুর।।
অনিবার্য্য এক্ষে দুর্য্যোধনের আদেশে।
প্রানপোঁ তেজিয়া সৌ ক ঝুকিবাক আসে।।
একমাত্র হয়া রহিআছে সাব সেজো। ১৩৯
গজ যুথ আছে জেন শিখরি শিংহক আবেশে।।
এক্ষে ত্রিগর্ত্তর সঙে দ্রোণের আগত।
সেব জায়া যুধ ্ব আহ্নি করো কেন মত।।
এতেকে দ্যোড়াক বাহি নডি সোক তথা।
দুনিআঁ শারথি সাত্যকীর সেজে কথা।।
হৈন দু কুন ্দ কুন্দুম রজত বর্ন হয়।
বায়ু বেগে সারথী বাহিল সে ময়ন্ত।।
আসিবার দেখি তাক দুর্বর্ত্ত সকল।
চৌদিগে বেড়িল অসংখ্যাত দন্তাবলে।।
দুর্য্যক চাকিল ঘনঘটা জে সব ুআমক বন ্বান।
তীব্রতর শর বরষীল অতমান।।
সে সব শরক দেখি তবে যুযুধান।
বরষার দেখ জেন বরষিল বান।।
শরবৃষ্টি চাকিলন্ত সে গজ ঘটাক।
ঘনে ঘন্ন হৈল জেন পর্ব্বত মালাক। ১৪০
বজ্রের প্রহার প্রায় শরে সাত্যকীর।
বিদীর্ণ করিল কাটি সে সব হস্তীর।।
দন্ত কর্ন হস্ত শির করিলন্ত ভগ্ন।
মাহুতক মুণ্ডা কাটি হৈল খণ্ড খণ্ড।।

১০৬(খ) শেষ।

বৎসদন্ত নারাচ ক্ষুর প্র   অর্দ্ধ চন্দ্রিক।
অস্ত্র অর্দ্ধ চন্দ্র আরো কতবা হস্তীক।।
একে রথে সাত্যকী সবারে নিবারিল।
ঘোর শব্দে রক্তমুখ পুরিষ ত্যাগিল।।
যুঝিঞা কতবা গজ বরিল তথাতে।
কত পাঁচাধিক সাত্যকীর শরঘাতে।।
অগ্নি সূর্য্য প্রকাশ প্রখর শরজ্বাল।
সাত্যকি করিল গজ যুদ্ধের প্রলয়।।
ন মরিল তার জন মন্দ্র শীঘ্র পায়ে।
জাত বস্তু সেন্যে গজমুখ পাগ্ন আছে।।
বীর বেশ করি তাঞি চড়ি গজ শব্দ হব।
ঐরাবতে যেন হ্রু যথা পুরন্দর প্রবল হব।।
সে গজক বারিল সাত্যকি হানি বাণ।
মেঘক নিবারে রবি রশ্মির যেন বান।।
সাগরের উর্ম্মীক বারিল যেন তীরে।
দেখি ক্ষুদ্র হৈল জয়মন্দ্র মহাবীর।।
তারবর[১৪১] দুষ্মার পঞ্চ দশ শর তুলি।
সাত্যকিক প্রহার করিল যাত্রা ভুলি।।
শিনির পুত্রের বক্ষস্থল হৈল ভেদ।
অন্তবানে হস্তের ধনুক হৈল ছেদ।।
ছিন্ন ধনু ফেলে সাত্যকির পুনর্ব্বার।
পঞ্চাশত শরে আরো ভেদিল দুর্ব্বার।।
সেয়ে জয় সন্দ্র হৈব বিশ্বতর শরে শত্রু।
কম্পিত সাত্যকি কিঞ্চ চেতো ন হৈলন্তু।।

অন্য ধনু ধরি মহাবাহু বীরবর।
রাজা জলসন্ধ এক বুঝিল হরহর।।
পাছে অতিশয় রূপে রূপস্থ তাহার।
পাতি শর হৈল হাস্য করিতে প্রহার।।
সেথা জেন হৈল দেখি সকল ভনুক।
আর শরে যুযুধান কাটিল কার্ম্মুক।।
পুনু তিন শরে তার কেশিল পাগর।
তেজি জলসন্ধ দুখ ভরে ছিন্ন ধনুধর।।
ছুবিয়া তোমার এক সাত্যকির প্রতি।
হানিলো না দেখি কেশিলন্ত শীঘ্রগতি।।
সাত্যকির বামভুজ ভেদিয়া চুকিত।
স্বাস ছাড়ি সর্প জেন পশিল ভূমিত।।
রক্তে রক্তবর্ণ হৈল কলেবর তার।
অস্তাচলে রক্ত সন্ধ্যা শোভে জে প্রকার।।
বামভুজ বেগ হৈল ক্রোধে যুযুধান।
সন্ধানে হানিল শানাইত বিশবান।।[142]
ভেদে সাত্যকীর শরে জেন হয়্যা বর্ম্ম।
জলসন্ধ ক্রোধে ধরিল দুই খড়্গ চর্ম্ম।।
রহি রবির কিরণ তাত লাগি সেকালত।
শোভিল খড়্গের ঝিল্লাবলি জেনমত।।
আবেগে ফেলিয়া পাছে মেজে খড়্গ খণ্ড।
দেখি কোটে[143] সাত্যকীর কাটিল কোদণ্ড দোখণ্ড।।
সমর বার্ম্মিক[144] যুযুধান তাতপর।
হৈল সর্ব্বকায় বিদারণ ধনুশর।।

১০৭(ক) শেষ।

পাবশ্চমণ্ড প্রতিকাশ সুদীর্ঘ কঠোর।
ইন্দ্র বজ্রসম শব্দ আর ঘোর।।
সে ধনুক ধরিয়া যবদণ্ড সম ধরে।
জলসন্ধ রাজাক ছেদিল দৃঢ়তরে।।
গর্ত্তে যেন সর্প প্রবেশিল বেগে বড়।
বিষবাণ্ড সেমে রাজা হৈল যেন জড়।।
যত্নের সহিতে সবাপব যেন হৈল।
সুপুর্ব্ব রাজাক জটিবা যেন বাজা হৈল।।
তবে তার সায়ক[১৩৩] বাহু দুইখান।
ছেদিল সাত্যকি হানি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।।
সেমে দুই বাম বাহু বলিত বলিত।
পঙ্ক গিরি সর্প যেন পড়িল বহিত।।
সুন্দর নয়ন[১৩৪] সুবর্ণ কুণ্ডল সুশোভিত।
চন্দ্রসম শিরো কাটি পাড়িল ভূমীত।।
জলসন্ধ কবন্ধ হৈলেক খরচোট।
রুধিরে বর্ণ ছিত তার হৈল হস্তী পোট।।
ব্যথিত হইয়া তার্ক্ষ্য সাত্যকির শরে।
আপনার সেনাক বর্জ্জিয়া আর্ত্তস্বরে।।
প্রাণলয়া পালাইল সেমে গজরাজে।
তবে এক নিষাদ ভূপতি রণ মাঝে।।
হস্তীর স্কন্ধত আছে করিয়া আস্ফোট।
ছেদিল সাত্যকী শরে তার শিরগোট।।
জলসন্ধ রাজাক বেঢ়িল যদুবার।
তোমার সৈন্যত ঘোর হৈল হাহাকার।।

সে কারণ সকল তোমার যোদ্ধাগণ।
ভয়ে ভাগি গেল পরিত্যাগ করি রণ।।
হেন কালে বেগ করি অস্ত্র সম্বরিতে।
গুরুদ্রোণ সেনাপতি[147] সেনাক রাখিতে।।
সাত্যকীর সম্মুখ হৈলেন ধনু ধরি।
যেন ক্ষুধা হস্তীক ভেদিল যুদ্ধ করি।।
কৌরব সকল ক্রোধ করি অতিশয়।
সাত্যকীক আগ্রা আবরিল সে সময়।।
তবে কুরুবর্গ গুরু দ্রোণের সহিত।
হৈল সাত্যকীর ঘোর যুদ্ধ বিপরীত।।
পূর্ব্বে যেন হৈছে দেবাসুরের সমর।
সঞ্জয় বদতি শুন যুদ্ধ নরেশ্বর।।[148]
[149]একেশ্বরে সাত্যকী যুঝিল অনেকক।
বরসাত বৃষ্টি যেন হৈল বলাহক।।[149]
তখনতে হানি সপ্ত সহস্রী শর।
ভেদিলেক দ্রোণ সাত্যকির কলেবর।।
দুর্য্যোধনে[150] বাছি শর করিল প্রহার।
কণ্ঠ পরী তিন শর বিকর্ণ কুমার।।
সাত্যকীর বাম পার্শ্বে ভেদিল সত্বর।
অতনমতে দুর্ম্মুখে হানিল দশ শর।।
তীর আগপরে দুঃশাসনে হানিলেন।
দুই বান সম্মুখে হানিয় চিত্রসেন।।
শরবৃষ্টি করি দুর্য্যোধন নরনাথ।
ঢাকিলেক শরে সাত্যকীর সর্ব্বগাত্র।।

কৌরবের আরো অন্য বড় বড় বীর।
সকলে ভেদিল[১৫১] চতুর্দ্দিকে সাত্যকীর।।
একাকী সাত্যকী তবে সে সব বীরক।
শরে সবু ভেদিলেক পৃথকে পৃথক।।

১৩৭ (খ) শেষ।

১৩৮ (ক)

তিনি শরে ভেদিলেক প্রথমে দ্রোণক।
ভেদিলেক পাছে দশশরে দুঃসহক।।
পাছে বিকর্ণক ভেদ করি কুড়ি শরে।
সাত শরে চিত্রসেন বীরক সত্বরে।।
বার শরে বীর দুর্মর্ষণ তো পাড়িল।[১৫২]
আটশরে বিবিংশতি বীরকো ভেদিল।।
সত্যব্রত বীরক ভেদিয়া[১৫৩] নববাণে।
বিজয়ক দশশরে ভেদিল[১৫৪] মন্ত্র বাণে।।
তবে তব পুত্র দুর্য্যোধনক নির্ভয়।
শরে সবু সাত্যকী ভেদিল অতিশয়।।
দুঃখে দুর্য্যোধনের দশব কলেবর।
অনুকালে পাড়ে যেন সন্নিপাত জ্বর।।
দুর্য্যোধন সাত্যকী তাহাত অনন্তর।
শর বরষিয়া দুহোজনে পরস্পর।।
ঘোর যুদ্ধ করিলেক[১৫৫(ই)] দেখিলি সাবধাত[১৫৫(ক)]।
কুরুরাজ শরে ভেদে হৈয়া সেবেলাত[১৫৫(খ)]।।
সাত্যকীর সুবীর স্রবিল বহুতর।
স্রবে যেন রক্ত চন্দন তরুবর।।
তব পুত্রো ভেদ হৈয়া সাত্যকীর চোটে।
শতছিদ্র শোভা হৈল যেন বড় যুদ্ধ গোটে।।

মারিতে সাত্যকী লেকালত সাত শর।
ছেদিলেক ধনু কুরু রাজা রাজের হাতর[১৫৬]।।
সেহে দুর্যোধন রাজা হয়া ছিন্ন ধনু।
[১৫৭]বহুতর বান জালে ভেদিলেক তনু[১৫৭]।।
পরে দুর্যোধন ক্রোধে তেদ মদ্যপি হৈলেক।
তেতেক্ষে তিক্ষ্ণ হৈতে সাত্যকীক না দিলেক[১৫৮]।।
দেবরুণ্ট অন্যাদ্যত ধনু ধরি হাতে।
আবরনে একশত শর জুড়ি তাতে।।
মস্তুকে ভেদিল সাত্যকীক কুরু রায়।
পীড়া পায়া তবেসে সাত্যকী মহাকায়।।
[১৫৯]আবরন বাড়ি[১৫৯] শর করি অতিবেক।
তোমার তুএক বড় পীড়া পীড়িলেক।।
মত্তশিখরে পায়া যেন মর্দ্দিল দণ্ডীক।
মহারণ্যাগুণে যেন পিড়িল বাঁধিক।।
রাজাক পীড়িত দেখি তব পুত্র জত।
বড় বড় মহাবিষ শর মেকাবত।।
শর বৃষ্টি মধু সাত্যকীক ঘন্ন হৈল।
সাত্যকী বিষের তাত জুড়ব না হৈল।।
একৈক বীরক তদা বীর যুযুধান।
সবাকে ভেদিল ক্রোধে পঞ্চ পঞ্চ বাণে।।
পুনরপি সাত সাত শরে মহাবীর।
একেশ্বরে সমস্তরে ভেদিল শরীর।।
পুনু দুর্যোধনক জুরিতে[১৬০] তাত শরে।
ধনুখণ্ড সাত্যকী ভেদিল[১৬১] আঠশরে।।

হাতের কার্ম্মুক তবে পড়ে ধনু কাটি।
যদিবহু ধ্রুবপোট কেবানা বিপাটি[১৬২]।।
চারিশরে প্রাণ লৈল চারিঘোড়ার।
কেশিব দুরন্ত শরে সারথিকো তার।।
হর্ষ হয়্যা পাছে দুষ্ট রাজাকো সন্ধানে।
তেমির সাত্যকী ধর্ম্ম তেদি বহুবানে।।
তবে যুযুধানের সন্ধানে দুর্য্যোধন।
দুতকন্ন হয়্যা পালাইল তেজি রণ।।

১০৮(ক) শেষ।

১০৮(খ)

রাজপুত্র বন্দু যেন চন্দ্র পালাইলন্ত।
পাছে চিত্রসেনের রথত চড়িলন্ত।।
দেখি জগতের লোক হৈল হাহাকার।
হাহা শব্দ কৃতবর্ম্মা শুনি তা সম্ভার।।
আও আও বুলি সারথিক পাছে পালি।
সত্বরে ঘোড়াক বাহ বোলে বনমালী[১৬৩]।।
সারথিক এহি বুলি ধনুক কম্পাই।
যথাত সাত্যকী আছে তথা দেখ যাই।।
রথ যেন যুব দেখি বেগি[১৬৪] আসিলন্ত।
দেখিয়া সাত্যকী সারথিক বুলিলন্ত।।
দেখ কৃতবর্ম্মা আস্যে গর্জ্জ্য হুঙ্কারে প্রতাপ।
লোক হয়্যা এক্ষেক তাহার আগে জাব।।
শুনিঞা সারথি বাহি রথের ঘোড়াক।
কৃতবর্ম্মা বীরের সম্মুখ হৈল তাক।।
কোপে অগ্নিপ্রায় প্রজ্বলিত দুর্য্যোধন।
একত্র হৈল যেন দ্বিতীয় বারণ।।

তবে সাত্যকীর কৃতবর্ম্মা মহাবীর।
হাস্যাধিক কুড়িশরে ভেদিল শরীর।।
আরো সাতশরে কৃতবর্ম্মা মহারায়।
ভেদিলন্ত সাত্যকীর সারথির কায়।।
পুনু প্রহারিয়া আরো শরচারি চোটে।
চারিয়ো ঘোড়াক তাড়িলন্ত[১৬৫] বড় চোটে।।
এ প্রকারে দুক্‌র দুন্ট মহাবল টানি।
দুই দুণ্ড[১৬৬] শরবৃষ্টি কৈল[১৬৬]মহাবানি।।
হেন দেখি কুপিল সাত্যকী মহারথ।
জার অর্জুনক দেখিবাক মনোরথ।।
কৃতবর্ম্মা যদি তাত শর নিরোধিল।
নারাচর বাছি তার শরীর ভেদিল।।
ভেদে শর মরুজের পাখা তবে বাঁধা।
শরবৃষ্টি কৃতবর্ম্মা কম্পিলন্ত তথা।।
কম্প যথা বাতে বিঘূর্ণিত তরুবর।
ভূমিকম্প কম্প যেন মহা মহীধর।।
সাতশরে[১৬৭]শরীর ভেদিল[১৬৭]সারথির।
অপর ত্রিবণ্ডী শর হানি মহাবীর।।
চারিয়ো ঘোড়াক [১৬৮]তার তাড়িল সেকালে[১৬৮]।
পুনরপি সুবর্ণ পুংখিয়া শর জালে।
যমদণ্ড প্রতাপ ভেদে শরে বিপরীত।
কবচক ভেদ হয়া ভূমিতে লিখিয়া বিধিত।।
পৃথিবীত পড়িল ভেদিয়া[১৬৯]কলেবর।
মেঘ ভেদি যৈল যেন রশ্মি আদিত্যর।।

সাত্যকীর শরে বড় পীড়ি   পাঞা তবে।[১৭১]
বিষ ব্যাঘ্রে ধনুশর ছাড়ি ১৭২ রাজা সবে[১৭২]।।
অচেতনে রথত পড়িল ভোজ রায়।
সাত্যকী অলোক্ত হয়া সেবেলা লিলায়।।
সকল সৈন্যক ভেদি সবার আগত।
চলিল নির্ভয় যত সিংহ যেন মত।।
চেতন লভিয়া কৃত বর্ম্মা মহাসুর।
দেখিল সাত্যকী চলি গেল বহুদুর।।
পাণ্ডব প্রবিষ্ট হৈল ব্যুহত আসিয়া।
এ ভাবিয়া সাত্যকীক না গেল খেদিয়া।।
রহিল [১৭৩]দ্বারত বেড়ি[১৭৩]কহিয়ার কার্য্য।
সঞ্জয় বদতি রাজা তবে দ্রোণাচার্য্য।।

১০৮(খ)শেষ।
১০৯(ক)

সাত্যকি বিকল হৈল সকল সেনাক।
শরবৃষ্টি করি গুরু বেধি গেল তাক।।
দ্রোণ সাত্যকীর তবে মিলিল সমর।
পূর্ব্বে দেবাসুরে যেন যুদ্ধ অদ্ভুত রুদ্র।।
সবে সৈন্য নিরেখি রহিল বিদ্যমান।
শস্ত্র হৈল নিষ্ফল সাগর যে বর্ষণ।।
টংকারে ধনু জলাকার করি ধনুবান।
দ্রোণে তিন বান তবে করিল সন্ধান।।
সাত্যকীর ললাটে ফুটাল[১৭৪]বড় টান।
তোড়িল সাত্যকী ধরি গোড়ে তিন বানে।।
তিক্ষি বৃক্ষ দুষ্ট পর্ব্বত যে প্রকার।
আর শতক তা গুরু দ্রোণ পুনর্ব্বার।।

ইন্দ্রের বজ্রের শব্দ প্রায় শব্দ তার।
যেন যত কত শর ফেলিল দুর্ব্বার।।
দ্রোণমুক্ত শরক সাত্যকী তাত ধরে।
ছেদিল একেক শর দুই দুই করে।।
যেনমত অস্ত্রের বারণ সাত্যকীর।
নিরেখিয়া হাস্য করি গুরু দ্রোণ বীর।।
সত্বরে বিংশতি শর যুড়ি অদ্ভুত।
সাত্যকীক ভেদিলেক ভরদ্বাজ সুত।।
অপর পঞ্চাশ শর করিল প্রহার।
কে সহে সাত্যকী বিনে বেদনা তাহার।।
সাত্যকীর বাণবৃষ্ট করিয়া আবেশ।
আপনার বাণবক দেখায় বিশেষ।।
তিন্যা হস্ত সর্পচক্র চলে যেন মত।
দ্রোণ রথ হস্ত শর নিক্ষপরে তৎরত।।
যেন দেখি সমর চতুর যুযুধান।
ধনুর বাণব হৈল বাণব সমান।।
দ্রোণের রথক অদ্ভু হৈল শর জালে।।
পর্ব্বতক প্রচ্ছন্ন যেন হৈল মেঘজালে।।
দ্রোণ সাত্যকির শর বাণব সে ঠাই।
দেখিলি সেকালে কেহো ন্যূনাধিক নাই।।
এ প্রকারে পরস্পরে করিয়া সমর।
কতোক্ষণে রহিলন্ত দুয়ো নরবর[১৭৫]।।
দ্রোণক সাত্যকী তবে মত শর্ব্ব ধরে।
দূর করি ফেলিলেক সে ঘোর সমরে।।

দ্রুপদো ভেদিল তীব্র শর বুকের দুয়ারে।
[১৭৬]সাতশরে সারথিক ভেদিল তাহারে।। ১৭৬
তবে যুযুধানের নখর এ বন্‌ এল।
দেখি দ্রোণে তাক ভেদিলেক সাতবান।।
চারিয়ো ঘোড়াক ভেদি তিনি তিনি শরে।
একশরে দ্রুপদো ভেদিল অনন্তরে।।
তাত পাছে হানি অর্দ্ধনাব একবান।
সাত্যকীর হাতের কাটিল ধনুখান।।
তবে যুযুধান কোপে কম্পমান তনু।
আবাড়িয়া ফেলায় হাতের কাটা ধনু।।
রথ হন্তে ঘোর গদা গোটা এক ধরি।
কেপ ঐ দ্রোণের রথক বধ করি।।
১০৯(ক)লেখ।
১০৯(খ)
পরে ধনু দ্রোণে তাক নিবারিল হৈল।
দেখিয়া সাত্যকি তবে অন্য ধনু লৈল।।
পানাইত পরে ধনু ভেদিল দ্রোণক।
ঘোর সিংহনাদ হৈল ভয়ানক।।
যেহেন সিংহনদক না গনি গণনাত।
ঘোর শক্তি দ্রোণে তুলি লৈল সিরেবাত।।
সাত্যকীর রথক করিয়া লক্ষ তবে।
ফেলিলেক শক্তি দ্রোণে গম্ভীর শবদে।।
সাত্যকির রথক ভেদিয়া সে শকতি।
ভূমিত পড়িয়া জলিবাক লৈল অতি।।
সেশবে যুযুধান ধনু ধরি তাত পরে।
দ্বিজরাজ দ্রোণক সিঞ্চিল[১৭৭] বহুশরে।।

পিত্রা পাগ্যা দ্রোণে হানি অর্দ্ধ চন্দ্র বান।
[১৭৮]কবচ ভেদিয়া শোনিতক কৈল পান[১৭৮]।।
যদ্যপি সে ঘোর শরে ভেদক ভেদ হৈল মর্ম্ম।
তেঁহো বাহ্য কৈল রথি সারথির কর্ম্ম।।
শরবৃষ্টি কৈল ঘোর দ্রোণক সমরে।
একবান হানি আরো তাত অনন্তরে।
ভেদ করি আচার্য্যের সারথি সোটক।
ভূমিত পড়িল যেন বাতাসে বৃক্ষক।।
অতঃপরি ঘোড় হানি বন ঢলে কাটি আর শরে ধনু।
চারিয়ো ঘোড়াক রথ হন্তু খেদিলিনু।।
হত হৈল সারথি দ্রোণের রথখানে।
বাহক বিহিনে ঘোড়া ভাগে সেইক্ষণে।।
[১৭৯]দ্রোণ সবে ভূমিত মগ জলাশরে ঘবে।
পাবাবার ঘোড়া সকলক তার সবে[১৭৯]।।
রাজা রাজপুত্র অন্যবীর যত আছে।
ধর ধর ঘোড়াক বুলিয়া তাত পাছে।।
সাত্যকীক ভেজিয়া দ্রোণের আগ কৈল।
তা সবাক সাত্যকী পীড়িত শরে কৈল।।
পীড়িত তাসাক দেখি হয়্যা বিয়াকুল।
গুরু পাবাবের দুহ [illegible] কটক বিপুল।।
তবে দ্রোণ গুরু ব্যুহদ্বার চলি গেল।
যুগান্তর সূর্য্য যেন ব্যুহ রাখি কৈল।।
সঞ্জয় বলতি শুন নৃপতি তিলক।
তবে দ্রোণ কৃতবর্ম্মা আদি সকলক।।

জিনিঞাঁ সাত্যকী সারথিক আপনার।
[১৮০]কহিলন্ত সাত্যকী কথার তত্ত্বসার।। [১৮০]
এসব শত্রুক পার্থে দলি গেছে চলি।
তুমি আমি জয়ের নিমিত্ত মাত্র হৈলী।।

১০৯(খ) শেষ।

১১০ (ক)

এ বুলিয়া শরবৃষ্টি করি বীর যায়।
যাংগ প্রত্যাশায় শ্যেন পক্ষী যেন ধায়।।
সেয়ে সাত্য কিক নিবারিতে সেকালত।
তোমার একএ বীর বীরে ন হৈল সকত।।
তবে সুদর্শন নাম রাজা মহারত।
তাঞঁ আগ্না নিবারিল সাত্যকীর পথ।।
শাড়ে সুদর্শন[১৮১]যুদ্ধ হৈল সে দুহার।
পূর্ব্বে বৃত্র বাসবের যুদ্ধ যে প্রকার।।
তবে তীক্ষ্ণ শরে সত্ত্ব সাত্যকীক রণে।
ভেদিবাক লেখিল নৃপতি সুদর্শনে।।
সে সকল শর নাহি আসিতে সংগ্রামে।
তবে দুরন্ত সুদর্শনকো সাত্যকী বীরবর।
[১৮২]বধিবাক প্রতি প্রহারিল ক্ষেপক শর[১৮২]।।
সুদর্শন রাজাও হানিয়াঁ তাক বান।
কাটিয়া পাড়িল করি দুই তিনি খান।।
পুনু সর হৈল সুদর্শন রাজা খণ্ড হে।
শিংহক বিরম্ব যেন দেখাইল মাতঙ্গে।।
পুনরপি হানি অগ্নি কল্প তিনি বাণে।
সাত্যকীর কবচ[১৮৩]ভেদিল বড় টানে।।

প্রবেশিল বেগে জাদবের কলেবরে।
দেখি পরত্রাস প্রহরষি চারি ধরে।।
চারিঘোটকের মুণ্ড করিল প্রহার।
সাত্যকীর আবির্ভুত হৈল এ প্রকার।।
বেগপানী সাত্যকীএ ন সহিল তার।
ধাইলেক পরে সুদর্শনের ঘোড়ার।।
বজ্র জেন ভাংজিল শিরির চারি মুংগ।
দেখি কৌরবের পুত্র হৈল রন রংগ।।
ঘোর নাদ করি ধাএ প্রজল্লক প্রচণ্ড প্রতাপে।।
সমর নীজায় অজুনায় শরধারে।।
সেজে সুদর্শনের জে সারথির শির।
তানকন প্রায় কাটি পাড়িলেক বীর।।
তাত পাবে দুর প্রবরে সারি জোটে।
সুদর্শন রাজার কাটিলা শির বোটে।।
বজনাম দৈত্যের শিরক সকুণ ভলে।
শৈল প্র জেন কাজি পাড়িলেক কুণ্ড ভলে।।
এহিমতে রাজা রাজপুত্র অসংখ্যাত।
মহারাজা শিকেরো করিয়া কম্মুর পাত।
অন্য সৈন্য সকলকো সমরে সংহারি।
অর্জুনের ঠাঁই গেল নৃত্য জেন করি।।
জয় জয় গোবিনারায়ণ মহীপাল।
সহস্র জনের বল দুর্যধনের কাল।
তা আজ্ঞা । পরমানে দ্বিজ কবিরাজ।
সদজনে হরিবোল সকলে সমাজ।।

(দীর্ঘছন্দ)

সঙ্গে অশ্ব ত্বরিত কয়   দুই পাশে সে সবয়

বুঝায়া আপন সারথিক।

আজি তব প্রসাদত   দ্রোণ সৈন্য সমুদ্রত

তরিলো বিস্ময়ে অনায়াসে।।

বড় বীর হৈছে ঋষভ্রায়   গদা ঘোর গ্রাহবয়[১৮৪]

চক্রশকার চর্ম্মে কর্ম্মধর।

ধবল চামর কেশ   পতাকা বলাকা যেন

পরিপূর্ণ রুধিরে কর্দ্দম।।[১৮৫]

১১০(ক)

১১০(খ)

শর শক্তি ধনুচয়   ঊর্ম্মি যেন [১৮৬]প্রকাশয়

[১৮৭]অদ্ভুত জলের সাতর[১৮৭]।

ঐহাক তরিয়া রণে   আসিলো তোমার সনে

রক্ষিয়া বিজয় রণরঙ্গে।।

জরাসন্ধ পুত্রবর   তাকো দিলো যমঘর

সৈন্যকো জিনিঞা[১৮৮]আসো তার।

সুদর্শন মহাশূর   সেও গেল যমপুর

সৈন্য নষ্ট হৈল সে রাজার।।

এতে সৈন্য অতরায়   সবে অন্ত নদীপ্রায়

ঐহাক তরিব কোন কথা।

যেন যাম্য পর্ব্বত   হাতে রাজে নাগ পাবেন পার্থ

বাহিক ঘোড়াক তুমি তথা।

এতে কুরু সৈন্য ঘোর   দেখিয়া সারথি মোর

তরিবার না লাগে মনত।

ভক্তি মোর পাণ্ডবত   অনুগ্রহ[১৮৯]যেন বড়

দেখোক সকলে সবরত।।

মহারাজগণ মহারথ নিরোধিয়া[১১০] আছে পথ
দেখ আজি বিক্রমে বধিব।[১১১]
মোর চণ্ড প্রতাপত যে সকল অসকত
সে প্রকারে সব সৈন্যক দেখাইব।।
সারথি বোলন্ত নাথ কে যুঝে তোমার সাথ
[১১২]দুর হৈল মোহরার বিক্রম।[১১২]
যথা আজ্ঞা কর স্বামী তথা রথ বাহো আমি
পার্থে মধ্যে যৌক সমাগম।।
রাজাক সঙ্গ ভুঞ্জি তবে কহিলন্ত সগৌরবে
সাত্যকী কহিল যদি হেন।
সিদ্দিত সারথি তারে বায়ুবেগে চমৎকারে[১১৩]
চালিও ঘোড়াক বাহিলেন।।
যথাত যবনগণে আছন্ত যুদ্ধ মনে
তথা সাত্যকীর প্রবেশলা।
তবে সে যবন চয় শরবৃষ্টি অতিশয়
ক্ষেপণ করি সাত্যকীক ঢাক্যা।।
সাত্যকী অদ্ভুত ধর্নু ধরে শরসারা ধর্নু
সে সকল ছেদিল লীলায়।
প্রত্যগণ্ড মানাইত [১১৪]প্রত্যগকে অদ্ভুত দৃষ্ট[১১৪]
যেন শর হানি শতবার।।
কম্বজ বাহ্লীক্য ভূপ যোদনারায়ন ভূপ
ত্রাস পাইল ততপর।
মদ্রভূপ কথনর প্রতাপক[১১৫]প্রতাপর
[১১৬]যেন রাম রঘুর কুলের।।[১১৬]

কন্দর্প স্বরুপ অতি   [১১৬]উৎকর্ষ বিরকতি[১১৭]
সৈব শাস্ত্রৈক বড় প্রীত।
তার আজ্ঞা পরবাসে   দ্বিজ কবিরাজ ভনে
পড় রুরত সমর্থিয়া চিত্ত।।

সেজে জবনের কারো হস্ত পদ শির।
তানকের প্রায় কাটি পাড়িলেক বীর।।
কতকের লোহময় কবচ ভেদিয়া।
তূণীর পড়িল শর শরীর পাণিয়া[১১৮]।।
দুই কোটে ম্লেচ্ছগণ অসংখ্যাত।
প্রাণ পরিহরি রুধিরাক্ত হৈল গাত।।
পাছে পাছে ধনুপাত প্রাণ আঠপর ধ বাছে।
কিরাত কাটুঁয়া সব জবন সেনাক সেনাকে।।
১১০(খ) শেষ

১১১(ক)

সবাকে মারাকি একাকিএ নিপাতিল।
যেন মহাবায়ু বৃক্ষ সমূহ ভাংগিল।।
রনভূমি লাগি তারা পড়ি পড়ি রৈল।
যাবন সেনে সকর্মতা বসুমতি হৈল।।
হস্ত হস্তি রুধি বধি বসুমতি বান।
করিলন্ত অশ্ব দুর্যোগ যুদ্ধ বান।।
অবশিষ্ট কতো পুষ্টি প্রাণ লয়্যা আগে।
স্থি রহিতে না পারি পালাইল দশোদিশে।।
শক জবনাদিক দেখায়্যা তাতপর।
জার জার সারথিক বোলে বীরবর।।
সম্মুখ না হৈল কেহো তব[১১৯] সেনাগণ।
দেখি বুঝিলেক তাক সব দুর্দ্ধ চারন।।

শল দ্রুম দু কহন্তু দ্রুপতিক সম্বোধিয়া ।
সাত্যকীএ তোমার সৈন্যের ঘন দিয়া ।।
জিনি জরনাদিক অর্জুন যথা আছে ।
দ্রুপদের জেন ব্যাঘ্রগোষ্ঠে পেল পাছে ।।

তবু সৈন্য ঘন্ত সেবেলা দুদ বজ্রিম ।
গোধুম ঘ্যাত জেন দুবেশিল দ্রুম ।।
ধনুক কম্পাগ্না পেল বিদ্যুত পরায় ।
দেখি তাক জেন্মদেব সহারব উত্তরায় ।।

রাজা দুর্যোধন দুঃশাসন চিত্রসেন ।
বিবিংশতি শকুনি দুশ্মহ দুর্ম্মর্ষণ ।।
আরোবা কতেক বেড়ি করিল আন দোল ।
গর্জ্জু সমদ্রেত জেন সাগর কল্লোল ।।

সে সব সবুধ সৈন দেখি বুদ্ধবান ।
হাসি সারথিক বুলিলন্ত বিদ্যুবান ।।
রথঘোষে সবোদিশে করি আন দোলিত ।
বীর বর্গ গজবাজি পদাতি সহিত ।।

কম্পাগ্না পৃথিবী দিশ সাগর আকাশ । ২০০
সবরক সবুবে আজনু ঘোর নাশ ।।
নিবারো কৈরাক রথবান বাহ বীরে ।
সমুদ্রক বারে পূর্ণিমাত জেন চাঁদে ।।

কৈল দ্রুত বিএস্ম ন্যায় করিবো বিএস্ম ।
সবে করি তাপিত শত্রুর সৈবো বধ ।।
সহস্রে সহস্রে হয় হস্তী পদাতিক ।
দেখি থাক ২০১ ঘবো আর রথি সারথিক ।।

এ বুলিতে সাত্যকীক অনুরূপ সদে ।
বার ধর পাটে বুলি বেড়িল সকলে ।।
তবে মেচ্ছে সেনার যুদ্ধার তিনিশত ।
পাষাণেত সাধুকে সাত্যকী কৈল হত ।।

চারিশত হস্তীর করিল সংহার।
সাত্যকীর সঙ্গে তবে সে সব সেনার।।
ত্রিদিব সমর দেবাসুর যুদ্ধ যেমত যেন।
সে সকল সৈন্য সাত্যকিক বেড়িলেন।।
অগ্নিসম শরক আকর্ণ পূরি হানি।
বধিল সাত্যকী বন্ধু তোমার বাহিনি।।
আশ্চর্য্য দেখিনি মহারাজ এক কথা।
সাত্যকীর বানিকো না হৈল শর ব্যথা।।

১১১(ক) শেষ।

১১১(খ)

আর্ত্ত হয়্যা তবে তব সেনা ভাগিলেন।
ব্যাঘ্রের ভয়েত যেন গোযুথ গেলেন।।
যেরূপ অর্জুন সাধি করি আছ রণ।
সে করিল সাত্যকী [২০২]দেখিল কুরুগণ[২০২]।।
সাত্যকীর সারথিক তবে সে সময়।
তিনি বাণে দুর্য্যোধনে ভেদিল হৃদয়।।
চারিশর ভেদিলেক ঘোড়াক সন্ধানে।
সাত্যকীক পুনু ভেদিলেক তিনি বাণে।।
হানিল ষোড়শ শর যেমতে দুঃশাসনে।
শক শর শকুনি হানিল কোপমনে।।
দুর্ম্মহে দুর্ম্মদ শক দশ শর হানি।
সাত্যকী বীরক ভেদিলন্ত মহাবাণী।।
শর বিন্ধ হানি হানি বীর যুযুধান।
সবাক ভেদিল হানি তিনি তিনি বান।
সমস্ত ধনুক শরে ছেদ করি অতি।
স্তুল পক্ষী যোট যেন রণে হৈল গতি।।

শাদে হনুবান শরে ভেদি শরুবির।
তিনি শর হানি [২০৩]দুর্য্যোধন নৃপতির[২০৩]।।
হৃদয় ভেদিয়া হানি একশত শর।
চিত্রসেন বীরের ভেদিল কলেবর।।
দুশ্মহেক দশ দুঃশাসনক বিংশতি।
সবাক ভেদিল এ প্রকারে প্রতি প্রতি।।
তব[২০৪]শ্যান যৌবন তাহাত অনন্তরে।
সাত্যকিক কোপে শত ভেদি আঠ শরে।।
পুনরপি হানিল অপর শক শর।
বারশরে দুর্ম্মুখ ভেদিল বৃকোদর।।
দুশ্মহে ত্রিতয় দুঃশাসনে পঞ্চবান।
রাজা দুর্য্যোধনে হয়া কোপে কম্পবান।।
তেহত্তরী শরে ভেদিলন্ত সাত্যকীক।
আরো তিনি শরে ভেদিলন্ত সারথিক।।
অতিশয় রূপে[২০৫]তা সম্রাক তাতপরে।
ভেদিল সাত্যকী শক শক শরে।।
তোমার পুত্রের সারথির সেবেলাত।
অর্দ্ধবানে সাত্যকী করিল কন্ধপাত।।
রথহন্তে সারথি পরিল পড়ি জবে।
ঘোড়াবে পালাহ্যা নিল নৃপতিক তবে।।
রাজার এ রূপ ভংগ দেখিয়া তখন।
চৌদিকে ভাগিল অন্যতর[২০৬]পুত্রগণ।।
রুদ্র পুংব শরবৃষ্টি করি দেখি তাক।
দেখিল সাত্যকী রাজা তোমার সেনাক।।

পার্থের বধক [২০৭]পাছে করিল প্রয়াণ।
দেখি সর্ব্বলোকে প্রশংসিল ভগবান।।
সঞ্জয় কহন্ত মহারাজে শুনহ প্রভু যুদ্ধে পুনর্ব্বার।
সাত্যকী ধর্ম্মিষ্ঠ জাত্যে সেনাক আধার।।
অর্জুন অর্জুন কর্ণ তাক্ষে টৈল ভরে।
কি করিল দ্রোণের নিশ্রুর্দ্ধ পুত্র মরে।।
পরাজিত হয়্যা দৈর্থ্য ধরি রৈল রণে।
সাত্যকীয়্যা তারা জিনা থাকিতে কেমনে।।
১১১(খ) শেষ।
১১২(ক)

অনেকক একে অতিক্রম করি গেল।
জানিল পুত্রকো দৈজা বিপরিত হৈল।।
এ মোর বিপুল সৈন্য মনুষ্যক সমুদ্রোত দিক।
রণে না চিকিত্সক জাতো [২০৮] এবে সাত্যকীক।।
পাণ্ডব সকলো রহস্যেক অতঃপর।
কাম্যো যুদ্ধ বাদের না হৈল মনমর[২০৯]।।
যুধ এত দুর্দ্দিন দ্রোণ জানিক আচম্বিতে আচম্বিতে।
যেন পশুপালক জিনিল সিংহগোটে।।
কৃতবর্ম্মা আদি মহারথি দিরি তাক।
ন হৈল সকত কোনো রণে জিনিবাক।।
যে প্রকার কর্ণ তাক্ষে করিলন্তু তথা।
মোর পুত্র সকলক জিনিব সর্ব্বথা।।
যেনরূপ কর্ণ অর্জুনেও সাধি করে।
সঞ্জয় কহন্তি রাজা শুন তাতপরে।।
তোমার পুত্রের হয়্যা অন্যায় তথন।
[২১০]সমর প্রবর্ত্তিল সংসপ্তকগণ।। [২১০]

দুর্য্যোধন আদি তিনি রাজার কুমার।
হস্তীত চড়িয়া বেড়ি দেন চুনর্দ্দার।।
বাহ্লীক কাম্বোজ শক যবনাদি যত।
পুলিন্দ বর্ব্বর পার্ব্বতিক রাজা কত।।
ধরিয়া বৈশাচ শিলা বান্ধৈ সাত্যকীক।
সকত সমুহ জেন ভুবনু অধিক।।
রাজপুত্র দুঃশাসন তাত অনুচর।
একাদশ শত রথ সহস্র সদন্ত কুঞ্জর।।
দ্বিতীয় রাজার ঘোড়া নানাবিধ আর।
এসব সহিতে সর হৈল আগুসার।।
অনেক পদাতি ধাইল তার নাহি ওর।
শিলাবৃষ্টি কতবা করিল আরো ঘোর।।
এ প্রকারে সমস্তক করিল বেড়ন[২১১]
সাত্যকীর পথ নিরোধিল দুঃশাসন।।
সাত্যকীর অদ্ভুত চরিত্র সেকালত।
নিরেখিলি সম্মুখ না হৈল শিবহবত।।
একেশ্বরে জুঝিল নীলাএ অনেকক।
সে সকল সর রথ পদাতি[২১২] ঘোটক।।
বাহুত বাহুত অসংখ্যাত দস্যুগন।
সমস্তকে মারি নিল যমের ভবন[২১৩]।।
তবে ভগ্ন রথ বরা মাতংগ তথাত।
মৃতক পদাতি ভগ্নযুদ্ধ অসংখ্যাত।।
বিচিত্র কবচ বর্ণ্ণ চর্ম্ম হয়া পাত।
রুধিরে রঞ্জিত বস্ত্র সব দেখেলাত।।

পড়ি পড়ি রহিল রৈল হস্তীগণ কতশত।
জার জন্ র সুপ্রতিক বাহন কুলজ।।
যশাধন্ র ঐরাবত বাহনের[২১৪] কুলে।
উপজিছে কতহস্তী সে সবো সকলে।।
পর্ব্বত পরায় পড়ি পড়ি রহিলেক।
নানা দেশোদ্ ভব আরো পদাতি অনেক।।
কাম্বোজ বাহ্ লীক দেশোদ্ ভব মনোরম।
পড়ি পড়ি রৈল ঘোড়া উত্তম উত্তম।।
পড়ে পড়ে সহস্রে সহস্রে মরিলন্তু।
রণভূমি শোভা কৈল সে সকলে সবু।।
শরত কালত জেন নির্ম্মল আকাশ।
গ্রহগণে সবু করিলন্তু পরকাশ।।

১১২(ক) শেষ।

১১২(খ)

দ্রোণপুত্রা কত সেনা পাঠাইয়া তখন।
কতেক করিক ন দেখিয়া দুঃশাসন।।
বুলিলন্ত শুনরে অধম অঙ্গ গণ।
কি যুদ্ ধ করেন তোরা হৈও নির্বর্তন।।
তোরা সব মরিলেক হৈবেক কোন গুণ।
তবে জে সকল শিলা যুদ্ ধত নিপুন।।
থাকি রনু[২১৫] পার্ব্বতিক দস্যু সকলক।
শিলাযুদ্ ধ বিনাশন কৌরব বর্গক।।
বুলিলন্ত তোরা কোনো[২১৬] ন করিবা ভয়।
শিলা যুদ্ ধ জানিবা সাত্যকী না জানয়।।
শুনি শিলাযোধি পার্ব্বতিক রাজাগণ।
হস্তি শিরত্রাণ শিলা[২১৭] ধরিয়া তখন[২১৭]।।

যাগ্রা রহিলন্ত জাগ্রা সাত্যকীর পাসে।
অন্যবীর জাগ্রা তন্তু যুদ্ধের আয্রাসে।।
শূন শিলা বরিষিল মহাঅদ্ভুত রূর।
সন্মুরে সাত্যকী তবে হানি ক্ষিপশরি।।
সেহের শিলাবৃষ্টি কাটি চূর্ণ করিলেক।
বহুসেনা মারি হাহাকার করালেক।।
শিলা চূর্ণিয়াছে কতো বীর বীর্য্যশীল।
পক্ষ ভঙ্গ বীরের তথা বায়ুক যেমিন।।
শিলাধারি আরো দশ শতেক বীরের।
[২১৮]শিলাসনে ভূমিত পাড়িল কাটি কর[২১৮]।।
আরো দশ হাজার বীরের বাহুদণ্ড।
শিলা সহস্রিতে ছেদি পাড়িল প্রচণ্ড।।
শিলা যোধিবর্গের বধিল এ প্রকারে× প্রকার।
দুর্য্যো সৈন্য সৈন্যে উঠেশের আন তপ হাহাকার।।
শুনি সারথিকে বোলে দ্রোণ সেনাপতি।
দেখ কালগ্রাস সাজে বীর রণপতি।।
সৈন্যক বিদীর্ণ করি বাজে বিনাশয়।
যেন তিমিরক রবি কিরণে নাশয়।।
একেকে যথাত সৈন্য আর্ত্তনাদ করে।
নয়া জাও রথ মোর তথাক সত্বরে।।
সারথি বোলন্ত সেহে সৈন্য আজ্ঞা তাকে বথা।
প্রাণেশ্বর আইসে পার্থ[২১৯]পাক তব তোমাক নাগি এথা।।
সাত্যকীও তথা হন্তু দূর সেন করি।
একেক নির্ব্বন্ধ[ঘঘ] [২২০] এক কর মহাবলি।।

একাত থাকিবা কিবা আইবা বধাক।
যেন মত আরথি কহিল ক্রমি তাক।।
তবে পরে সৈন্য রাজা দ্রোণ যথা আছে।
ভীত হৈয়া তাত পাছে দৈন আগ্না পাছে।।
মহ্ দেখি দুঃশাসনো দৈন দেখি ঠাই।
দেখি গুরু দ্রোণে বুলিলন্ত তাক চাই।।
রাজার কুমার কহিছোক দুঃশাসন।
কিমক পালাহ্ এতে মহারথিগণ।।
কুরুকুল রাজা জিয়া আছে কিবা নাই।
তুমি রাজকুমার রাজার আরো ভাই।।
মহারথ যুবরাজ সদক পাইছ।
তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদিক এমত বুলিছ।।
দাসী হৈলো তুমি তোক জিনিলো দ্যূতত।
তোর পক্ষ পড়ি হৈল নপুংসক মত।।
নাহি যেন জানি পতিবর তা সবাক।
যোদ্ধার শ্রেষ্ঠর বন্দ্যবাৰী থাক।।

১১২(খ) শেষ।

১১৩(ক)

সে তুমি তখন পালাএন কিকরণে।
দেখ আগ্না পাণ্ডু পাক দেখ আজি রণে।।
এখতে মাল্যর ভাবার সঙ্গ করি হৈল জাব।
এতে সাত্যকীত দেখে ধখন পালাব।।
পূর্ব্বে পন করি জেনা ধর ভাবাইলা।
সর্প সম বান[২২১] আছে তাক না ভাবিলা[২২২]।।
কহিলা কপটে পাহিলেন জত বায়।
কিকি তেক পাছ না চাহিলা মহাকায়।।

পাণ্ডবক অস্ত্রিষ্ঠ বুলিবা অতবার।
বড়িবে দ্রৌপদী আর অত দুxxxxx দুঃখভার।।
সবস্ততের দুঃশাসন তুমি সে দিলায়।
এবে কথা দেব তোর[২২৩] সর্ব অভিমান।।
সে তোর গর্জন কথা দেব যবোতাপ[২২৪]।
পার্থক করায়া কোপ কথাক পালায[২২৫]।।
রাজা রণ করে কিনা করে এতে ভয়।
আজি যুবারাজ অনুশোচ পরিহর।।
অবিলম্বে তা সবার সৈন্যক সংহার।
আপনার বিদীর্ণ সৈন্যক রক্ষা কর।।
সে সকল রাখিয়া সহক মিথ্যু দুঃখ।
সৈনার নায়ক হয়া জানিলা[২২৬] বিতৎপ।।
তুমি জানি পালাইবো যে রহিব আর।
এতেকে[২২৭] উচিত নহে পালান তোমার।।
আজি কি কারণে বাপু এত সাত্যকীত।
পালাবার বুদ্ধি তোর হৈল উপস্থীত।।
আরো জেনা [২২৮]ভীম অর্জুনক নিরেখিবো
[২২৯]পর মর্দে সংশিবেক সেনা কি করিবো[২২৯]।।
এঁই দেখিল আজি তুমি সাত্যকীর পান।
তাঁর্জে নহে অর্জুনের অরের সমান।।
পালাবাক প্রতি তোর বুদ্ধি হৈল অবে।
অর্জুনের বানে ভেদ নাহি হৈতে তাবে।।
তোর মত ভাই বার নাহি জায় জাবে।
পণ্ডুব সহিতে রাজক সবতাক হবা তাবে।।

যুধিষ্ঠীর পয়ান করিয়া বিবর্জ্জিক।
ভীষ্মের পুর্ব্বে যে বুলিছে তাকে সুমরেক।।
পিতামহ ব্রহ্মা তাঙ্ক বুলিছে পুর্ব্বত।
অজয় বাণ ও শক্ত তাহি সমরত।।
একেকে তাহার সনে [200] বড় সমতাক।
ভরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনে না বুলিল তাক।।
যুদ্ধ একে করিল যার সেয়ে বরাবরি।
একেকে সাত্যকী যথা তথা জাও চলি।।
তোক না দেখিলে গুরু একে সৈন্যচয়।
সকলে পালাইব কোন নাহিকে সংশয়।।
দ্রোণে এ বুলিলা দুষ্ট পুত্র দুঃশাসন।
শুনিঞাও না শুনিল অসভ্যের বচন।।
যথা অনি বর্ত্তি [201] দ্রোহ গণ সমস্তিত।
যুবনু সাত্যকী তথা হৈল উপস্থিত।।
সর্ব্বভেদ দ্রোণের বচনে পায়া লাজ।
যেন ব্রুপরাজাক ভেটিল গজরাজ।।

১১৩(ক) শেষ।
১১৩ (খ)

দ্রোহগণ সনে [202] যুদ্ধ একত্র তখন।
অপমানে সনু সাত্যকীক দিল রণ।।
এথা তবে গুরু দ্রোণ সেনাপতি পায়া।
পাণ্ডব পাক দ্র ঠেকাক সৈন্য, প্রবেশিল জায়া।।
শতে শতে সহস্রেক সহস্রেক কুমারক।
মারি খেদাইল যেন সিংহে মৃগানক।।
তবে গুরু খেলেতেক করিল বিশ্রাম।
গুরু পাণ্ডু পাক সিক করিল সংগ্রাম।।

তবে বীরকেতু পাঞ্চালের পুত্র এক।
দ্রোণক সম্মুখ পঞ্চ শরে ভেদিলেক।।
পুত্রকো ভেদিল প্রহারিয়া একশর।
সাতশরে সারথিকো ভেদিল অপার।।
অশ্ব চুড় ভেদিলা পতাকায় ভেদাইত।
দ্রোণে পাঞ্চালক নাহি করে জ্ঞেয় মত।।
শবে পিঠি মে[২৩৩]করিল পাঞ্চালে দ্রোণক।
মারিবার লাগি ধর্ম্মরাজের জনক।।
সে সব সৈন্যক দ্রোণ শরে নিবারিল।
প্রচণ্ড পবনে যেন মেঘক খণ্ডিল।।
পাছে সূর্য্য সংকাশ প্রকাশি[২৩৪]শর এক।
বীরকেতু বীরক বিদীর্ণ করিলেক।।
[২৩৫]পড়ি শরে মেরে সোতে[২৩৫] রুধিরে লেপিত।
দৈবের পর্বত[২৩৬] যেন ভূমিত উপিত।।
রথ এড়ি বীরকেতু পড়িল তথাত।
দৈব হন্তু দেবের চম্পক যেন পাত।।
পড়িবার দেখি তবে সে রাজপুত্রক।
পাঞ্চাল সকল কোপে বাইল[২৩৭] দ্রোণক।।
ভ্রাতৃর মরণে দুঃখিত বিশাল।
চিত্রকেতু চিত্রবর্ম্মা সুধন্বা সেকাল।।
চিত্ররথ চারিজনে দ্রোণক আবরিল।
বরষার মেঘনাদ শর বরষিল।।
তাক দেখি গুরুদ্রোণ সমর চতুর।
শর করি তাসার গরক করি দূর।।

সে কালত যে ঘোট্ট করিতে লাগে ক্রম রণে।
দুহু বঢ়া তাক না জানয় কোনো জনে।।
তবে ত মদ্রাক দ্রোণ সমরে প্রবীণ।
শরে কৈল অশ্বরথ সারথি বিহিন।।
পাছে অর্দ্ধশরে শির ছেদিল তাহার।
পাড়িলন্ত বাতাসে পুষ্পক যে প্রকার।।
পূর্ব্বে যেন দৈত্যক পাড়িছে দেবতায়।
দ্রোণে পাঞ্চালক নিপাতিল সেহিপ্রায়।।
তবে যুধামন্যু যত দেখি পাঞ্চালক।
তেজিলন্ত দুঃখে দুষ্টো চতুর জোতক।।
যেনমতে দুরু দ্রোণের রথক বাগ্না কৈল।
পাছে সেকালত হাহাকার শব্দ হৈল।। ১১৩(খ)শেষ।

১১৪(ক)

বহুবিধ বাণে যত্ন করিল দ্রোণক।
ব্যাপিলেক যেন যেন ধূমজালে অনলক।।
তথাপি অভংগ দ্রোণ ন বড়ি ব্যাথাক।
বদন প্রকাশি হাসি তুষিলন্ত তাক।।
তাক ন সহিল যুধামন্যু বীরবর।
হ ভেদিল মর্ম্মমরে হৃদয় দ্রোণর।।
চণ্ড বাণে উঠি অগনির উল্কা যেন।
দগধিতে গৈল শাল বৃক্ষক যেহেন।।
তবে অতিভেদ হয়া অতি বেদনাক।
রথত পড়িল দ্রোণ পাইল মূর্চ্ছাক।।
দ্রোণক সেরূপ দেখি যুধামন্যু বীর।
খড়্গ ধৈল সত্বরে ছেদিতে তার শির।।

ভেব[238] দিয়া বেগে ভৈল দ্রোণের রথক।
ব্যাঘ্রে যেন খাইতে ভৈল মূর্চ্ছিত শিংহক।।
যেনাগ্নিএ করিবাক চাহে ভস্ম যাত।
তেতন বজিল গুরু দ্রোণ সেবেনাত।।
কাটিবাক ধৃষ্টদ্যুম্ন[239] নিকটত আছে[239]।
দেখি বিতস্তিক[240] নাম বান জুড়ি গাছে।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরক করিল মুক্তকর।।
কেহি তবে আচার্য্যক কাটিল শংকর।
আপনার রথক বাঁধিল আরবার।
ধনু ধরি আরবয় শরে পুনর্ব্বার।।
আবেশে ভেদিল গুরু দ্রোণক দুর্ব্বার।
দ্রোণো ধৃষ্টদ্যুম্নক ভেদিল সে প্রকার।।
গাছে দুজো শর বরষিয়া বিবদুণ।
ব্যাপিল পৃথিবী দিশ আকাশ বিদিশ।।
দৈব দুজো নানা অস্ত্র প্রয়োগ সংহার[241]।
মন দু ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বে যুগ র জে প্রকার।।
সেইমত অদভুত ঘোর যুগ র দেখি তবে।
দুইকো পূজিবন্ত[242] রাতমু প্রাপ্তি আছে।।[242]
তবে দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের মস্তক।
সারথির শির ছেদিলন্ত তীক্ষ্ণ শরে।।
হৃষ্ট বচন্ত গাঢ়িলন্ত যেন শক্রুকর।
গাবাইল তবে তার ঘোটক সকল।।
পাক দি মুষ্ঠ বস্ত্র বত আছিল চর্ম্মক তথাতে।
সবাকে দেখাইল গুরু শরের আঘাতে।।

খণ্ড হু পাক নিজ রথে জিনি হেনমত।
বজ্রশিখর যেন তাহা রহিল ব্যূহত।।
মধ্যে দ্রোণ বসতি রাজা শুন পাছ কথা।
অগ্রভাগে দুঃশাসন ব্যূহমধ্যে তথাএ
নানা দেশী বীর মধ্যে বরশিয়া শর।
সাত্যকীর পথ[২৪০] নিবারিল বীরবর[২৪৩]।।
সাত্যকী তাহার মধ্যে মনু ছন্ন হৈল।
শরেছন্ন হয়্যা তারা পালাইবাক চৈল।।

১১৪(ক) শেষ।

১১৪(খ)

পাছে অগ্রভাগে পাবচিল দুঃশাসন।
মত্তপক্ষে তার যেন বাসিঞা তখন।।
শরে সাত্যকীক পীড়িলেক দুরাচারি।
ঘোড়াক তাড়িল তার চারি শর মারি।।
সারথিকো পীড়িলেক আরো তিনি শরে।
সাত্যকীক তিনি শর মারি তাত পরে।।
ঘোর নাদ হৈল দর্প দেখায়্যা দুর্জ্জোধ[২৪৪]।।
দুর্ব্বুদ্ধ সাত্যকী তাক দেখি হৈল ক্রোধ।।
ঘোটক সারথি রথধ্বজ সমে তাক।
চাকিলেক ক্ষুরু বাণে হানিশরি তাক।।
তাক দেখি দুর্য্যোধন দ্রুপর্দ্দ সেনাক।
পঠাইল আচুর সহায় করিবাক।।
কি দ্বিতীয় রাজার রথ দ্রুপর্দ্দের ডরে।
জিনি বা কি মরি এ নিশ্চয় করি মনে।।
তাহা বেড়িলেক যে সাত্যকী যথা আছে।
দ্রুপর্দ্দের পুত্র শত রথ আছে।।

শরে ভেদি বন্ধিল সাত্যকী মহাবলী।
২৪৫ বাতে বৃক্ষ যেন তারা পড়িলনু ঢলি।। ২৪৫
আরো শূর বাছি বিংশতিরথ ফেলিলেক।
সে সকল সন্তু কাটি রণভূমী লোটাইলেক।।
অবশিষ্ট দুটি পালাইল তার ভয়।
শত্রুদের ভয়ে ভাগে যেন পূর্ণচন্দ্র।।
যথা আছে দ্রোণ তথা গেল মহারাজে।
সাত্যকী চলিল পাছে অর্জুনের পাশে।।
দুঃশাসনে দেখেনা হানিল নববান।
পুনরপি ভেদিলেক হানি পঞ্চ বান।।
হাস্যকরি হাতের কাটিল ধনুখান।
পার্থের শালক পাছে করিল প্রয়াণ।।
তবে দুঃশাসনে তার নিরোধিতে বাটে।
ক্রোধে ক্ষেপ কৈল এক উগ্রশক্তিপাটে।।
হানিলেক সাত্যকী তবে পালাইত বান।
সে শক্তি পাইক কাটি কৈল দশখান।।
তবে অন্য ধনু ধরি দুঃশাসন বীর।
দশ শরে সাত্যকীর ভেদিল শরীর।।
সিংহনাদ কৈল পাছে হয়া হরষিত।
সাত্যকীও কৈল তাক শরে বিমোহিত।।
অগ্নিশিখা কার তীক্ষ্ণ দুই ধাঠসরে।
শতন খণ্ড দেশক ভেদিল হৃদয় ।।
তথাপিতো দুঃশাসন ভংগ না দিলনু
তুমি শত্রু রাজ হানি সাত্যকীক ঘিড়িলনু।।

তীক্ষ্ণ তিনি বান হানি ভেদিয়া হৃদয়।
মেরে দুঃশাসনের খাইল চারি হয়।।
তিনি শরে সারথির হরিল পরান।
যেমন বাতের ধ্বজ অজুনায় বান।।
তবে দুঃশাসন তাক ভেদি তীক্ষ্ণ শরে।
শাত শরে অপর ভেদিল দৃঢ়তরে।।
তোমার পুত্রকে তবে বিন্ধ দুষ্টবান।
সাত্যকিও পঞ্চ বান হানিল সন্ধান।। ১১৪(খ) শেষ।

১১৫(ক)

পঞ্চ পঞ্চ শরে দুজো হস্তক[২৪৬] যেকাল।
জর্জ্জর করিব শর্গবির যেন তান।।
দুই অর্দ্ধবানে ধ্বজ ঘোটক কাটিল।
ছুটি ধনু বকক সারথিক নিপাতিল।।
বিপর্য্য সহিতে দুঃশাসন তাতপরে।
প্রাণ লয়া পালাইতে সাত্যকী সমুরে।।
রথ খায়্যা কেনেক ধরিল আগুয়া তাক।
না মারিল সুমরি ভীমের প্রতিজ্ঞা রক।।
সভাত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ভীমবীর।
বধিয়া পিবার শবো তপত রুধির।।
এ যদি ন করো তবে মোহোর সম্প্রতি।
ন হইবেক পিতামহ সকলের সদ্গতি।।
সেহেতু তোমার তনয়ক ন বধিল।
অর্জুন যে পথে গেছে সে পথে চলিল।।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা শুনে কব যথাভাগ।
এরূপে সাত্যকী যদি টৈল তাক ত্যাগ।।

অদ্ভুত দৈন্য এবের বধের নিদান নিদানে।
শত্রুগন্য বধিছে অর্জুন যুযু বানে।।
সবে বীর বেড়ি তাক বেড়ি যুঝে সবে।
এথা থাকি আমরা কি কর্ম্ম করি তবে।।
যে যুদ্ধার অভাবে কৌরব বর্গ তবে।
দৈবেক কৃতার্থ জিনি বাধা তাঁরা[১০৯] সবে।।
এহিমতে বীর বৃহদ্রথ ভীমসেন।
রাজার সম্মতে সবস্তকে পাঠিলেন।।

১১৫(ক) শেষ।

১১৫(খ)

শিখের কার্ত্তিত তবে বীর জত রায়।
প্রাণক উৎসর্গ করি যুদ্ধ কামনায়।।
যুদ্ধ এত বধিতে আরম্ভিল কৌরবক।
তত্তু সৈন্য এস্পর্দ্ধ মনু রহিল যুদ্ধক।।
উভয় সৈন্যের হৈল যুদ্ধ ভয়ানক।
সাত্যকী জিনিলা তবে সবে কটকক।।
বেগে বাণ দিতে কৃষ্ণ অজ দুর্বর।
যুধিষ্ঠিরে তবে দুর্য্যোধন নৃপবর।।
পাণ্ডবের সৈন্যমধ্যে কো যে প্রবেশিল।
সঞ্জয় প্রত্রাস্তে যে কথা পুছিল।।
এ প্রকারে মাজি আয়া পাণ্ডু বীরগন।
তাক কেমে থাকি ন করিয়া রণ।।
একেশ্বরে দ্রোণ হৈল প্রবেশ প্রবিষ্ট।
একে অনেকক যুদ্ধ এ যেন বিনিষ্ট।।
বিশেষত আরো তাকে বাড়িছে দুখত।
কেমনে কেমে বিমুখ ন হৈল অনেকত।।

মধ্য ব্যূহ বসতি অন্ধ পুত্র দুর্য্যোধন।
করিল আশ্চর্য্য অনেকের সনে রণ।।
পাণ্ডবী সেনাক একেশ্বরে বিমর্দ্দিল।
নবনী কমল যেন দ্বিরদে দলিল।।
সেনার অবস্থা দেখি সেরূপ তখন।
পারক না সহিতে ভীম যথা আবর্ত্তন।।
বেড়িলেক[২৫২] রাজা দুর্য্যোধনক তথায়।
দুর্য্যোধন তাক না করিয়া দৃকপাত।
দুইশতে দশশরে ভেদিল ভীমক।
তিনি তিনি শরে সহদেব নকুলক।।
সাত শর মারি যুধিষ্ঠির নরেন্দ্রক।
ছয় শর ভেদিল দ্রুপদ বিরাটক।।
ছয় শরে তাড়ি শিখণ্ডিক তাত বরে।
শত মারি রথ মধ্যে পাড়িলেক শরে।।
তবে তার দণ্ড জন আসার অনুমান।
হেনিলেক যুধিষ্ঠির হানি অন্তবান।।
কবচ ভেদিয়া ভুমিত দশশর।
দুনু প্রবেশাল্য বর্দ্ধ ভূপতি উপর।।
বহা বর্ষ যত্না তবে পাণ্ডব সকলে।
রণ রঙ্গে আবরিল রাজাক সকলে।।
তোমার প্রতাপবন্ত পুত্র দেখি তাক।
রাজা যেন পাণ্ডবক দুনি বাক বাক।।
পারক না সকল আপ দৈব তাক দেখি।
ক্ষত্রে যাহ দৈব তাক বাদিক না দেখি।।

হৈল তবে উভয়র যুদ্ধ বিপরিত।
দরশন জয় জনু হৈল যোগাকি ত।।
হৈল যোদ্ধার কোনাবর ঘোর শব্দ দেকানত।
শানে শানে কত্তোবা নৃপতি হৈল হত।।
মধ্য কুরু বপতি অপরাক্ষ যদি হৈব।
দোষক গরিক দ্রোণে [২৫২] ঘোর রণ [২৫৩] কৈল।।
সোনা বর্ণ ঘোটক যুগুত রথে চড়ি।
শাণ্ডবেক ধাইয়া গেল মধ্য দেশ[২৫৩] করি।। ১১৫ (খ) শেষ

১১৬ (ক)

তোমার হিতের হেতু বাড়ি[২৫৪] জান জানে।
যোদ্ধা নকবক যুদ্ধ[২৫৫] গর জানে।।
যাত্রিবেক শাখিতে তোমার জয়কায়।
দেখি টৈকেয় রণ মধ্যে বৃহৎ কেত্র নামে।।
বরিষিয়া বাড়ি[২৫৬] তার্শ তীক্ষ্ণ শরচয়।
আচার্য্য দ্রোণক পিরিবেক অতিশয়।।
তবে তাক বৃদ্ধ যদ্যা দ্রোণ মহাজন।
কেশিবেক শিলাধৌত শর পঞ্চ দশ।।
এতেক শরক তার খণ্ড খণ্ড করে।
হেদিল মন বাদে বৃহৎক্ষেত্র বীরবর।।[২৫৭]
অন্যের বাপর দ্রোণা হেন দেখিতার।
আঠগোট শর যুড়ি করিল প্রহার।।
সেও আট শরক ছেদিল আঠ ধরে।
পুষ্কর কর্ম্মক তার দেখি তাত ধরে।।
তবে দ্রোণে উগ্রাস্ত্রক বেগি তাক প্রতি।
বৃহৎ কেত্রো উগ্রাস্ত্রক হানি শীঘ্রগতি।।

ধনঞ্জুরে[২৫৮] দ্রোণে শত করিল নিক্ষেপ।
বারিলেক তাক বৃহৎক্ষেত্র অবক্ষেপ।।
দ্রোণে তবে দিল তাক নারাচ দশ বাণ।
দেখি বৃহৎক্ষেত্র পুত্র মেলে বাণ।।
মধুজে দিলন্ত শর তুরীত সুবিশিষ্ট।
দুই ভেদ হয়া দিল কৈকেয় আবিষু।।
কোপে দেখি শীলাবৌত শর মহভুরী।
বৃহৎক্ষেত্র দ্রোণক ভাঙ্গিয় দুই করি।।
সারথিয়ো ধর্ম্মধ্বজা ভাঙ্গি এক শরে।
বহুবানে দ্রোণক ভেদিল বহুতরে।।
কৈকেয়র শরে দ্রোণ হয়া ক্রমশ উপিড়িত।
[২৫৯]ধ্বজকো পাড়িল একশরে দ্রুপিবীত।। [২৫৯]
চারি শরে চারিও ঘোড়াক পাড়ি তার।
এক শরে সারথিক নিল যমপুর।।
পাড়িল রথের হন্তে সারথি ভূমিত।
ধ্বজকো কাটিল এক শরে কোপান্বিত।।
পাছে অষ্ট নারাচ ললাটে লোটেক প্রহারিল।
হৃদয় ভেদিয়া বৃহৎক্ষেত্রকো বধিল।।
দেখি ধৃষ্টকেতু শিশুপালের কুমার।
ডাকে সারথিক বুলিলেক আপনার।।
কৈকেয়ক পাক দিক দ্রোণে যাবে যথা।
শীঘ্রে মাঝ সারথি[২৬০] ঘোক লয়া যাব তথা।।
শুনিয়া সারথি বেগবাহি[২৬১] ঘোটক।
চাবুকে তাড়িয়া দিল দ্রোণের পাশক।।

পতঙ্গে অগ্নিক যেন ঝাম্পা দেন চলি।
তবে সাঠি মারে ধৃষ্টকেতু মহাবলি।।
অনুরূপ যুদ্ধ অবন্তিতে অতি দুষ্টে।
ভেদিল দ্রোণক আম্বা পিশুণার মুখে।।
পুনু অন্য শর করি ছিণ্ডিল দ্রোণক।
ব্যথিত করিল যেন গুপুত ব্যাঘ্রক।।
তবে দ্রোণে দুর ও শরক প্রহারিয়া।
ম ধ্যদেশে ধনু তার কেশান্য ছেদিয়া।।

১১৬(ক) শেষ।

১১৬(খ)

তবে তাক ২৬২ অন্য ধনু ধরি তাতপর।
মুষ্টি কণ্ড মহুরের শাখাযুক্ত শর।।
ভেদিলেক বিপুল দ্রোণার কলেবর।
পাছে গুরু দ্রোণে তাক হানি চারি শর।।
মারিলেক চারিঘোড়া খোড়াক করি ছেদ।
হানিয়া করিল সারথির অঙ্গ খণ্ড ভেদ।।
পঞ্চ শর মারি ধৃষ্টকেতু তবে তাক।
কেশিল লোহার হেমভূষিত গদাক।।
দেখি দ্রোণে অনেক সহস্র শরজাল। শরজালে।
ছেদিলেক সেহি ধৃষ্টকেতুর গদাক।।
ভূমিত পড়িয়া গদা শতখণ্ড হৈল আতি।
ধৃষ্টকেতু ধরি তবে লোহার শকতি।।
আবরলে মধু বজ্র কেশিল দ্রোণক।
দ্রোণে পঞ্চ শরে ছেদিলেক তোমারক।।
শক্তিখণ্ড ছেদিল তবে হানি মহাবাণ। ২৬৩
গরুড়ে সর্পক যেন হৈল খান খান।।

তবে ধৃষ্টকেতুক দেখিতে যমরাজে।
খরতর শর করিলেক ভারদ্বাজে।।
কবচ ভেদিয়া[১৬৪] ভেদি ভুমিত সে বান।
পড়িলন্ত হৈল ধৃষ্টকেতুর নির্বান।।
তবে তার পুত্র দেখি পিতৃর মরণ।
হৈয়া মহাকুপিত দ্রোণক দিল রণ।।
দুষ্ট এ দেখি তাক গুরুদ্রোণ করি হাস।
মরে শনু যমের পুরত দিল বাস।।
বনে মৃগ ত্রিমুকি শিশুক মারিল ব্যাঘ্র যেন।
পাপ ভয় দৈন্যক দ্রোণে নাশ করিলেন।।
তবে জরাসন্ধ এ পুত্র পাইল দ্রোণক।
শরবৃষ্টি মনু যেন মেঘে বাশিতাক।।
দ্রোণে তার সে লাঘব[১৬৫] দেখি সতগণ।
শরবৃষ্টি করিয়া পরাণে কৈল হত।।
[১৬৬]আরবা দ্রোণক নাশি যেন জাঁএ জাঁএ ২৬৬।
যমের অতিথি জাঙ্গা হৈল তাঁএ তাঁএ।।
তবে দ্রোণো অনেক বিপ্রাষ করিলেক।
পুনু শতে শতে শর বৃষ্টি করিলেক।।
দেখি মরে নর নাশ বহু আরো রথ।
শতে শতে নারি প্রবর্তাধীন যমপথ।।
তাক দেখি ভেদি কাপি কোশল পাক্ষাল।
দুষ্ক ক্রয় সকলে পাইল দ্রোণক দেকাল।।
অন্যে অন্যে গুরুক পারিতে জ্ঞন হৈল।
তবে দ্রোণে পিসিপুৎ শর তুলি লৈল।।

তাহার প্রহারে কেনি আক্রমপাক নাদি শত।
কেয়েকে বধিল পঙৎশক বহিম্বত।
উত্তকর্ণ দ্রোণের দেখিয়া সে সময়।
তীরে প্রভুপ্রুপ বুলিল সবিস্ময়[২৬৭]।।

১১৬ (খ) শেষ।

১১৭(ক)

করিয়ে তপস্যা শিবা এরে বিপ্রবরে।
পরাগ্নিএ জাতো কেমিয়ুক্ত দাহকরে।।
কম্পে থর থর এহি বুলিয়া[২৬৮] থাক রন।
মুনি জেষ্ঠবর্ণা ধনু ধরিয়া সেকার।।
আকর্ণ পুরিয়া হানি[২৬৯] অর্দ্ধ চন্দ্র বান।
সরশনে দ্রোণের কাটিল ধনুখান।।
তবে পুনু দ্রোণে ধরি অন্য ধনুখান।
আকর্ণ পুরিয়া তাত যুড়ি উত্রবান।।
সেরে প্রভু মুখের পুলের নয়া প্রাণ।
ভুবিত পঞ্চিল সর্বসম সেয়ে বান।।
দেখি অন্য সৈন্য ভয়ে ভৈল কম্পবান।
তবে আয়া দ্রোণক দ্রুপতি কেবিতান।।
সেনাক করিয়া শর বৃষ্টি অতিশয়।
দশশরে ভেদিলেক দ্রোণের হৃদয়।।
শত শরে সারথিক ভেদি কেবিতান।।
চারশরে ঘোড়াক ভেদিলেক চারিবান।।
দ্রোণে তবে তিনি শর করিয়া প্রহার।
বাহু বক্ষ শ্বরক ভেদিল সে রাজার।।
মাতশর যারি পুষ্প লোটক যথিল।
তিনি শরে সারথিক যমপুরে নিল।।

হত হৈল সারথি ঘোটকে রথখান।
পাঞ্চাল্যা দেইল রথ হৈল চেকিতান।।
কোদণ্ড পণ্ডিত দ্রোণ আচার্য্য সেকার।
একত্র যে হৈতে কেহি পুরুক রুদ্র পাক নিব।
সবাকে বেদায় সোজা করিল উত্তম।
আকর্ণ পরিত স্যাবতনু সেখ সব।।
মহাজ্ঞ মহাবলবুলে আগিতোথিক তেতো ধ্রিতরাষ্ট্র।
পুন এত পর্য্যন্তে সোনা সোনো বৎসরিয়া প্রায়।।
পরপুর সেবে বহু দণ্ড দিল যুদ্ধে।[২৭০]
তবে দ্রুপদের পুত্র তাহাকে[২৭১] বুলিলেন।।
পুন পুত্র দ্রোণ কেড়িয়া হৈল হত।
ব্যাঘ্র বনে যাবে পশুপালক যেমত।।
তার রন্ধে তোমার দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন।
পাইল প্রায় তোর তার নাহি কদাচন।।
এ দুনি দ্রুপদ রাজা অক্ষৌহিণী পতি।
পার্থ সকল আগ করি মহামতি।।
লোটে দুঃখে অবমানে বাইল দ্রোণক।
বহু ব্যাঘ্র পাইল যেমত মেন মুক।।
সেইবেলা কর্ম আদি হত বীর আছে।
যুধিষ্ঠিরে তথা আর ভীমক প্রতি পাছে।।
অগ্নপা করিয়া চালিলেক এলে চাপে।
ঘোর ঘনঘটা সূর্য্যক যেন ঝাঁপে।।
পার্থক কৃষ্ণ ক সাত্যকিক তবে পাইয়া।
অদ্রুপা করিল দেখি অবশর পাইয়া।। ****

১১৭(ক) শে

মূল পুঁথির মধ্যে ১১৭ নং পাতার কেবল যায় ১১৭(ক) নং আছে-১১৭(খ) নং নাই। সুতরাং ১২০ (ক) হইতে পুনঃ

দণ্ড ভুঞ্জ রাজাক কয় পাণ্ডু তবি সৈন্যক দয়
দ্রোণে যদি ভৈল যেন ধুপ।
দেখি তাক বিদ্যমানে ধেয়ে রণভূমি খানে
চিন্তিলন্ত যুধিষ্ঠির ভূপ।।
এরে অভিরাম মোর কি প্রকারে দিলে মোর
দলোদিম আজ্ঞা চাহিব।
শ্রী কৃষ্ণ পুত্র অর্জুনর না দেখিল কুণ্ডর
পাণ্ডু ভিতের শুনি না শুনিব।।
না দেখি কৃষ্ণের মুখ ভৈল বড় মনো দুঃখ
সাত্যকি না দেখয় আর।
আকুলিত ভৈল খাব না পায় পান্তিক খাব
দিলেতে স দেখয় মন প্রকার।।
আরে অবর্যাদ মোক বুলিবেক সর্বলোকে
যুধিষ্ঠির মৎসর[২১২] এবত।
ব্যুহমধ্যে একাকি পঠাইল সাত্যকি।
বার্তা তার ন ভৈল পাছত।।
মোর আজ্ঞা শিরপানে চলিলেক যুদ্ধখানে
ব্যুহ ভেদি পার্থের বাটক।
তার বার্তা ন মইলে আকবার মোর দিলে
এতেকে পঠাব্য এবে কাক।।
এহি ভাবি যুধিষ্ঠির চিন্তাত করিল স্থির
ভীম বিনে গতি আন নাহি।
বুলিলা পঠাও তাক মোর ব্যুহ ভেদিবাক
আজ্ঞিলিতে[২১৩] তা সর্থীর ঠাই।। [২১৩]

অৰ্জ্জুনত থিতি যেন আতংকিলো মোৰ মন
মানি আছো আমি জৰা ৰোধে।
বিশেষত আৰু অতি অৰ্জ্জিলে তাহাক প্ৰতি
সেহে তাঞে মিত্ৰ অনুৰোধে।।
গুৰুদ্ৰোণ বিদ্যমান মহাতেজি ক্ষত্ৰধাম বলে তেজি গুণবান
শত্ৰু[২৭৪]সৈন্য বধি গেল চলি।
অধুদ্ৰেৰ জন যেন বিধৰ্ম্মিৰা পশিলেন
ব কত মকৰ মহাবলি।।
আমি জানি এতে ধৰ্ম্ম ভীমেৰ অসাধ্য কৰ্ম্ম
কোন কিছু নাহিকে সংসাৰ।
এতে অনুপ ৰূপ জত অৰশতৰে সৰৱত
বাহুবলে জিনিবাক পাৰে।।
[২৭৫]ৰাজপুত্ৰ প্ৰসাদত[২৭৫] আমি সবে অগ্ৰগত
[২৭৬]যাৰি আন্য [২৭৬]বিধৰ্ত্তিৰা এথা।
তাঞে চলি গেল যবে অৰ্জুন সাত্যকি তবে
দৈৱ দুই মনাৱ মৰ্দ্দুৱা।।
তাহাক নাখিলা মোৰ [২৭৭]কিন্তু প্ৰভি তবে দুকে মোৰ
ভীমে যদি আজ্ঞা দৈল মাধৱ
এ গুনি ত্ৰপাত তবে সাত্ৰথিক সন্তোৰবে
গুনিল বাম্পিক মহাৰাজ মহাভাগে।
নিৰপদ পৰাক্ৰম গুণ যোদ্ধাৰাক্ৰম
গুণোত্তম নৰ্বিন বৰুণ।
আকাশৰ চন্দ্ৰ যেন বিগ্ৰাহেক নাখিলেন
বধি শক্তি পূৰ্ণ চন্দ্ৰ ম্ৰ যম।।

ব্রাহ্মণ[২৭৮] ঋষিগণ   যত মুখ্য যত জন
সবারে কেবলে তার্কা প্রাণ।
তার্কা বিনে না জিবয়   এদেশের প্রজাচয়
জল বিনে যিন মেন বন প্রাণ।।
জগন্নারায়ন দেবে   পাংখা দেবে আমাক তার দেবে
পিবক যেমন মন দিলেন।
সোম কুলে জাত উত্তম   জানি হৈছে অনুরক্ত
একানু হৈব র বিষ্ণু যেন।।
তার আজ্ঞা শিরে মানে   দ্বিজ কবিরাজ ভনে
মেধা পাই তারকের পদ।
[২৭৯]মুনি সাধারণ লোক   হরি হরি বুলিয়োক
পাব পাবা নিত্যে পরম সম্পদ।। [২৭৯]

ধর্ম্মরাজা বোলে শোক হৈল আর যে তাই।
জ্বা স্বদত্ত পিংমোপত ভীম ভাই।।
না দেখি বসুদে বংশ প্রভু সাত্যকি।
দৈখাছো আজন[২৮০] বুঝি বাতুলতোষিক।।
যদ্যপি আছনু কৃষ্ণ মুখ্য বিশারদ।
তার বিদ্যমানে ম নাহি কিছি ত আপদ।।
তথাপি তাবাক [২৮১]শান্তি না ভিক্ষা মিলো হবে। [২৮১]
অবর্থাদ বুলি লোক নিম্ন দিবেক তবে।।
[২৮২]যেমন লোক বাধক প্রার্থনা করিবাক।
ভীমক পঠাঙা হৈতে তাবার বার্তাক[২৮২]।।
শুনিঞা মাদ্রিপি ধর্ম্মরাজার যে কথা।
হবে ক নু নিম জীবসেন আছে জথা।।

দুঃখে মগ্ন রাজা তবে বুঝিল জীবক।
যে বিরে জিনিছে দেব গন্ধর্ব্ব দত্যক।।
[২৮৩]তার কোনো চিহ্ন না দেখে আছে নাহি। [২৮৩]
পঠানেতে সাত্যকি তাহো বার্ত্তাক না পাই।।
তবে ভীম রাজাক বুঝিল সুন স্বামী।
তুহ্ম এ বন্ধুগন দুঃখ নাহি দেখো আমি।।
তুর্দ্দ আমি যব যদি হৈলি দুঃখ মনা।।
কন্নাতুর তবে তুমি শ্রীমুখে বাখুনা।।
যে তুমি এমন দুঃখি হৈছ কোন হেতু।
আজ্ঞা কর শোক কি করিব পুনঃ[২৮৪] হেতু।।
কোন অকর্ত্তব্য নাহি তোমার বচনে।
তুমি জিবা থাকিতে এ দুঃখ কি কারণে।।
তবে [illegible] পদ পদ্ম পুরে হয়া যজোতক।
রাম মুখে যুধিষ্ঠির বুঝিল জীবক।।
শক্ত জন্য শঙ্খুবের অবন ছগা হয়।
যেন যজ্ঞে বান্ধো তথা গেল ধনঞ্জয়।।
তাহার বীর্য্যক উপজিলা করি আছি।
হত হৈল প্রান দেখে মধ্যমাতি।।
না দেখি তাহার আর পুনরাবর্ত্তন।
অনুবাদে যাম্যো[২৮৫]যুগন্ধ করে প্রনার্জ্জন।।
একেলে ভেতোক যোগে যুগন্ধ ভুজাব।
সাত্যকি অর্জ্জুন যথা তথা নাহি আব।।
শিংহনাদ সংকেতে যে ঠাই দেখে থাকে।
জানাইবো অর্জ্জুন সাত্যকি যুদ্ধে[২৮৬] আছে।।

ভীম বোলে বলো দুঃখ ভৈল ধর্ম্মরায়।
অজয় অর্জুন মাতাকিগো দেখিয়াই।।
নাহিক ভৈল রথ হৈল দ্রু বল্লুন উদ্যায়।
চড়ি গেলে তাহাত অর্জুন অবতার।।

১২০(খ) শেষ।

১২১(ক)

ত্রৈলোক্যত বির নাহি জিনি[২৮৭]যেন তাক।
ভগাখিলো জিরে ধরি তোমার থাকা হক।।
যের প্রাক্রম তাক যথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আছে।
তাহার ঘরিতে এক ঠাইৰে ভৈলে পাছে।।
সিংহনাদে পৰু রাজা জিয়া আছে যেন।
জানাবোঁ তোমাক ধার্য্য শক্তা ন করেন।।
এহি বুলি রাজাক নথিল মহাযোধি।
পাছে কুন্তীপুত্র আদি বিরক[২৮৮] মর্দ্দ্রাধি।।
পুনু পুনু সবাকে বুলিল সগৌরবে।
দ্রোণ যেন বির তাক তোরা সবে।।
দেখে দ্রোণ দ্বিজ দ্রিজে[২৮৯]মর্দ্দিবায় মর্দ্দিবায়। [২৮৯]
জিবন্তে রাজাক যুদ্ধ দুব ধরিবাক চায়।।
সে দ্রোণত হন্তু মোর রক্ষা নৃপতিক।
এহিলোট যুদ্ধ কার্য্য সবাতে অধিক।।
তাত মোক রাজা পাছে[২৯০]অর্জুনের ঠাই।
না দেখেও সদে মোকবাদকো এড়াই।। [২৯১]
বুলি আজ্ঞা এতেকে তোমরা সবে মিলি।
রাখিবা রাজাক কোলে করি কৃতাঞ্জলি।।
পাছে কুন্তীপুত্রক বুলিল ধরি হাত।
রাজাক নিক্ষেপি জাঞ্জ কেবলে তোমাত।।

প্রদ্যুম্ন ভীষক হৈলিন সে সময়।
সাধিবো তোমার কাজ । ন করিবা ভয়।।
আমি হিয়া থাকিতে রাজার ছোলে এথা।
না পারিব বরিতে কহিলো সত্য কথা।।
হেন শুনি ভীষের হরিষ হৈল মন।
রাম্ব পক দিয়া করাইল ভুঞ্জন।।
রাজার সংগর নানা ২৬২ করিল কৌতুক।
নানা অলংকার আরো দিল দ্বিজ উৎসুকে।।
করি পাছে দিব্য হৈরাক্ষিক বধু দান।
যেন যথা কৃষ্ণ ধনঞ্জুর যুধুবান।।
সেহিবেলা হৈল এক অন্য সংবাদ।
শুনি হৈল যুধিষ্ঠির পরম বিষাদ।।
ভীষক বলিল বাপু চলিয়ো মথুরে।
এতেমুরে দুর কৃষ্ণ শংখ বাদ্য করে।।
জানিলো অর্জুন বস্ত্র হৈল আপাহত।
বলিল জননী কুন্তি শুভদ্রা দুঃখত।।
হেনমত জদি ধর্ম্মরাজে আদেশিল।
ভীমে শংখ সিংহনাদ পুন দড়ি ডাকিল।।
আকরশি করি ধনুগুনের নিষুন।
চলিল শ্রীকৃষ্ণ শত্রুর সর্ব্বনাশের কারণ।।
সোমক শাক তিষন চলিল পাছত।
দেবগণ জায় জেন ইন্দ্র নগত।।
তাক দেখি দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি।
দিন দ্ব অনুদিন দ্বারকো করি দুর্গতি।।

কুণ্ড ভেদি বিকর্ণ মুহোয় ভীমসেন।
সুদর্শন আদি ভীম মেনক পাইলেন।।
ভেটিল তাবাক তবে ভীম মহাতাপ।
জেন বৃগযুথের টেহগের সিংহবাপ।।

১২১ (ক) শেষ।

১২১(খ)

তবে তারা দিব্যাস্ত্র দেখাইয়া মেবেনাত।
আরো নানা মন্ত্র বরষিয়া অসংখ্যাত[২১৩]।।
ভীমক আচ্ছন্ন কৈল মেঘে পরজায়ে।
[২১৪]উদিত সূর্য্যক ঝাঁপে জেন মেঘমালে।।[২১৪]
ক্ষনেকে তাবাক তবে ভীম অতিকম্পী।
হ দ্রোণের সেনাক সেন মহাজিত দুখী।।
ঘোর শব্দ মটীক তথাত মরহানি।
প্রতাপে তাপিত করিলন্তু মহামানি।।
মারুতে প্রেরিত মেঘে যতখন মরে।
পাইল ভীমক ভয়ানক ঘোর রবে।।
তাকো ভীমসেন অতিক্রম্য করিলহে।
সূর্য্য জেন তিমির সংহারন করে।।
দর্শিতে জেন মহামোহবন শহরি[২১৫]।
রাবনার দুবনু অপনি আয় চলি।।
মহারুদ্র আয় জেন প্রবঢ়ক প্রতি।
দেখি দ্রোণে আসি নিবারিল দ্রুতগতি।।
সমুদ্রক তিরে নিবারিলো জেন মত।
বায়ুর বেগক জেন বারিল পর্ব্বত।।
আকর্ণ পুরিয়া একশত্ত্ব সে কাদত।
পড়িংথরে পড়িস্তেন হানিল বেশীক তা।।

বড় কোপে তাড়িল ভীমর ভীমের কপালত।
দীন হুয়্যা যেন বজ্র প্রহারিল পর্ব্বতত।।
ভীমের কুসুম মধ্যে শোভিল সে বান।
উর্দ্ধ মুখ ময়ূখ সূর্য্যের যে যেন বান।।
মনে মানিলন্ত গুরু দ্রোণ সেনাপত।
অনেক গুরু আজো মোক পুছিবে রনত।। ২৯৬
ভীমেক্যো দেবতে পুছিবেক যেন জানি।
হাস্য করি সগৌরবে বুলিলন্ত বানি।।
আমি যেন শত্রুক [২৯৭] না জিনি এবে ঠাই।
এ সন্যত পশিতে শকতি তোর নাই।।
অর্জ্জুন জানিতে মোক করিয়া ও কতি।
নতুংসক[২৯৮] ব্যাস মোর মহা অনুমতি।।
সে উপায় বিনে কোনে পশিব ব্যুহত।
দ্রোণ যেন শত্রুক না জিনি সমরত।।
যেন শুনি দেখবে ধন্য হৈল ভীমসেন।
চক্ষু হৈল আরক্ত বৎসর তুর যেন।।
কোপে প্রাণ ধাকে যেন কুম্ভের তক্ষক।
শুন ওরে দুষ্ট ধন্য বুলিল দ্রোনক।।
সুরাসুর নরের দুর্দ্ধর্ষ অনেক গুরু।
শত্রুর সৈন্যক আজি ভেদিতে পারয়।।
রণে তাক [২৯৯] সব সৈন্য ভেদিবে দুস্কর।
তোরে অনুমতি মনু দেবে যেন কর।।
সুরা সুরে দুর্দ্ধর্ষ যে অনেক গুরু জানা।
দ্রোণে পূজা করি যেন দেখি দুর্জনা।। ৩০০

যে অর্জুন নহো বুঝি তিন নাথ মোর।
শত্রু বুঝি মানিলো শত্রু এ দৈব্যোঁ তোর।।
যুদ্ধে আমার যেন আছিল মনত।
পাণ্ডু পিতৃতুল্য তুমি আমি পুত্রবত।।

১২১(খ) শেষ।

১২২(ক)

যেন কৃষ্ণ যেন যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ।
তুমিহো আমার তেন পূজ্য ভারদ্বাজ।।
তুমি সে শরণ মন দৃঢ় গুরু আমার।
আমি সর্ব্বদায় মানিছি এ প্রকার।।
প্রগত[৩৩১] পাণ্ডব সব তোত সে নিধানে।
পুত্রবুদ্ধি শত্রু বুঝি দৈব্যো কি মন জানে।।
সত্য শোক মে বুঝি দেখিলো বিপরিত।
করো দের মে করিতে শত্রুক উচিত।।
এহি বুলি ঘোর শরা তুলি মহাকায়।
ব্রহ্মাস্ত্র চক্রশরাদে বাণচক্র প্রায়।।
দ্রোণের রথক প্রতি দেখিব প্রচণ্ড।
যমে যেন ব্রহ্মায় হানিব যমদণ্ড।।[৩৩২]
দেখি দ্রোণে তাক নিবারিতে না পারিয়া।
পুত্র দৈল রথ হন্তু কাশ্ম[৩৩৩] এক দিয়া।।
পুত্র অর্জু সারথি মহিতে রথ তারে।
দৈল খণ্ড খণ্ড শরার প্রহারে।।
[৩৩৪]দ্রোণের দলক মলিমত্ত ভীমসেন[৩৩৪]
মত্ত মধুবক বায়ু বিমর্দ্দিব যেন।।
ব্যূহর দুয়ারত থাকে দ্রোণ রহিলেক।
দুষ্ট পুত্র সকলেঁ ভীমক বেঢ়িলেক।।

তবে ভীষ্ম ক্রোধ হয়্যা প্রবেশে তাহার।
সমরে বহু হানি শর ধার ।।
দুষ্ট পুত্র অকস্মাৎ নাশিতে বিরূপক।
একসাথ হয়্যা সবে জুঝিল[৩০৫] ভীমক।।
তাতে দুশ্শাসনে পঞ্চ হানি মন রঙ্গে।
ভীমে কাটি দুই বাণ ভঙ্গ হৈল অস্ত্রবাণে।।
রৌদ্রকর্মা আরো দুর্বিমোচন অভয়।
এ তিনি জনক নিল যমের নিলয়।।
তবে অন্য পুত্রগণ আরো কত আছে।
দুর্জয় তেজিয়া ভীমক বেড়ি পাছে।।
চারি শত বৃষ্টি করিলেক অসংখ্যাত।
পর্বতক ব্যাপি জেন মেঘে বরষাত।।
ব্যাথিত না হৈল তাত বীর ভীমসেন।
বৃষ্টিমনু পর্বত ব্যাপিল নহে জেন।।
বিন্দ অনুবিন্দ সুবর্মাক তাত পরে।
হানি শর হানি নিল যমের নগরে।।
পরে সুদর্শনক নিলেক যমঘরে।
তাক দেখি দুষ্ট অন্য রথিগণ ডরে।।
রণ পরিহরি পলাইল গোটে গোটে গোটে।
তবে ভীম হৈল সিংহনাদ বাহুস্ফোটে।।

১২২(ক) শেষ।

তদনন্তর দ্রোণ রথি সকলক

১২২ (খ)

তদনন্তর দ্রোণ রথি সকলক দিয়া জয়।
চলিল যে পথে চলি গেছে ধনঞ্জয়।।
দেখে গেল বড় বড় বীরক সংহারি।
দ্রোণে তবে তাক নিবারিতে হানা করি।।

বাণ বর্ষা বাণ হস্তা বরিষিল বান।
সে সব শরক ভীমে কৈল খেন খান।।
মঞ্চ রঙ্গ বন্দতি ভূপবর শুন কথা।
কতোবুদ্ধি তোমার পুত্রক দেখি তথা।।
যাইব তাহাক ভীম[৩০৬]প্রকম্পিত প্রতাপি।
ভীমকো কৌশালে তারা বেড়িলেক ব্যাপি।।
তবে ভীমে খিংসহ্রাস্ত্র শব্দ করি খাড়ি।
ঘোর গদা লইলেক সে সবাক প্রতি।।
[৩০৭]সে গদার শব্দ শুনে পৃথিবিক পুরিলেক।[৩০৭]
অন্তরালে কতেকে তাহাক বধিলেক।।
অবশেষ শবদ শুনি কতো লোক ডরে।
গদা পরিবার দেখি পলাইল সবে।।
শক্তিম ভূষিত কতো হস্তী নাল খান।
রথ হস্তু রথি সব পড়িল সেকান [৩০৮]।।
তবে ক্রোধে সে ভীমের শবক লিগতরি নিবারি।
শব্দ এক কৈল শাণ্ডবের ভয়ঙ্করি।।
ধারাসারে শর বরিষিল মেঘরাজ।
ক্রোধে ভীমে যুদ্ধ কৈল দেবাসুর মাঝ।।
শতে শতে সহস্রে সহস্রে শরজাল।
ক্রোধে বরিষিল ভীমসেনক সেকাল।।
সে সব শরক দূরপাত না করিয়া।
রথ হস্তু ভীম নাশিলন্ত খাণ্ডে দিয়া।।
বজ্রপাত হবে ঘোর বৃষ্টি সবে যেন।
দ্রোণ শরবৃষ্টিক সহিলা ভীম তেন।।

ভেদিলেক বায়ু বেগে গাণ্ডা পাশ ভ্রব প্রচণ্ড।
আবেশে রথের ধরিলেক দেশাদণ্ড।।
ভুমি বলে আহারেক দিল অদভুত।
বাণ্প দিয়া দুর হৈল ভরদ্বাজ সুত।।
অন্যরথে চড়ি দ্রোণ হৈল যুদ্ধ মুখে।
উঠিল আপন রথে ভীম আসি আগী সুখে।।
চতুর সারথি ভীম সেনর রথর।
বাহিল ঘোড়াক বেগ করি বরতর।।
তবে বীর[৩০৯] দুর্য্যোধন দলক দলিল।
তাত পাছে কাম্বোজ দলক বিদারিল।।
তাত পাছে সে তোখার সর্ব্বক বর্জ্জিয়া।[৩১০]
বায়ু বেগে ভোজ মধ্যে প্রবেশিল গিয়া।।
ভগেদন্তে আবর্জ্জিল করি [৩১১] তা সম্বাক ৩১১।
ঘোর শব্দ ভ্রমে অস্ত্র দিয়া সকল সেনাক।।[৩১২]
মাস্তুল সেনাক বধি তাত অনন্তর।
ম্লেচ্ছসেনা মধ্যে প্রবেশিল বৃকোদর।।

১২২(খ) শেষ।

১২৩ (ক)

তিন বাণে তাবাক বিএম্বে আএলিল।
ঘোর রৌদ্র অনরাশিক মুথিল।।
ক্ষুব্ধ হৈল তবা তবে মাতালিক দেখি।
বাড়িল সমুদ্র যেন চন্দ্র মুখ নিরেখি।।
অতিবেগ করি সবে যোধ গাক সংগ্রামে।
চলিলেক অর্জ্জুনের সরমম কামে।।
অদ্ভুত ব বত বিএম্ব করিয়াছে।
যেন অর্জ্জুনক ভীম দেখিবনু পাছে।।

আনন্দ করিলে ঘোর শব্দ[৩১৩] সিংহনাদ।
প্রলয় কালের যেন মেঘের সম্বাদ।।
ভীমের সে শব্দ শুনি কৃষ্ণ xxx ধনঞ্জয়।
দুর্যোধন শব্দ হৈল আনন্দ হৃদয়।।
তবে কৃষ্ণ ভীম ধনঞ্জয় সাত্যকির।
শব্দ শুনি দুঃখ ভাবিলেন যুধিষ্ঠির।।
পালিল মোহর আজ্ঞা আজি ভীমসেন।
জিয়ে ধনঞ্জয় যেন শব্দ জানাইলেন।।
অর্জুনো শবদে মোর আনন্দ বিস্ময়।
ভীমে শব্দ শুনু হৈল অতিশয়।।
শুনি শব্দ হাস্য করি ধর্ম্ম মহীপাল।
কহিল চিত্তের কথা চিত্ত সেকাল।।
ধন্য ধন্য ভীমসেন তুমি দিলা মোক প্রাণ।
পালিলা গুরুর বাক্য উচিত বিধান।।
যে লোকের শত্রু তুমি হৈলা মহাশয়।
কদাচিত যুদ্ধে সে জনার নাহি জয়।।
ভাগ্য বাসুদেব ধনঞ্জয় দুই জনে।
ভালে[৩১৪] আছে জানিলো শবদ শ্রবণে।।
যে দিলে যুদ্ধেত জিনি বলে বাসব।[৩১৫]
কম্পিতে ত্রিদিবিতি দেবতা দানব।।[৩১৬]
যে বিবেক করি বাহুবলক আশ্রয়।
জিয়া আছে আমি সব নিঃশত্রু নির্ভয়।।
নিবাত কবচ কাল কেয়ূর্দ্র যুদ্ধেত।।
জি দিলে জিনিলে xxx একে ধনু পুরীত।।

গন্ধর্ব্ব বনত দুর্য্যোধন রক্ষা কালে।
যে বিরে জিনিঞা আছে বিষম সংগ্রামে।।
উত্তর গোগ্রহে কৌরবক খন্ড দেখে।
যে বির জিনিছে পূর্ব্বে বিজয় বিশেষ।
পুত্রশোকত জয়দ্রথ বধং প্রতিজ্ঞা কৈ।
চলি গৈছে দুস্কর কর্ম্মক সাধিবাক।।
করিলেন কর্ম্ম জাতো ভীম দিমাকুল।
সেহেতু জানিলোঁ জিএ সে বির অর্জ্জুন।।
সে কৃষ্ণ সারথি ধনঞা রুদ্র রুদ্র ভাবে।
প্রতিজ্ঞা পালিবা যদি দৈবে রখক পারে।।
সিবাভাতে গৈছে খন প্রতাপ অদ্ভুত।
অর্জ্জুনের পরে যদি দেব যবপথ।।
তাক দেখি দুর্য্যোধন আথার দহিত।
সবতাক হৈংসা করিবেক যত্না ভীত।।
ভীম তার ভ্রাতৃগণ করিবেক নাশ।
তাকে দেখি সবতাক হৈব অভিলাষ।।

১২৩(ক)শেষ।

১২৩(খ)

দূর্ব্যা অন্ত নাহি জাতো জিনিঞা সমরে।
মোর মনে সবাধম হৈব অর্জ্জুনেরে।।
অদগ্র দুদগ্র রাজা যেন চিন্তি আছে।
অভিমন্যু মোর পুত্র প্রবর্ত্তিল পাছে।।
তবে মঞা দুরুক হুতরাস্ত্রে পুছিলোন।
যেন জান পর্ব্বিতে সাধিব ভীমসেন।।
সমুদ্র ব বাত যদ্যু বাড়বা অনল।
আদি আছে জেন দগধিতে ভুবন তল।।

জানা[৩১৭]কোন বিরে তাক বাড়িল যুদ্ধত।
না দেখো এমত রূপ তিনিয়ো লোকত।।
কে হৈব সমুখে আগ সে মহারথিক।
রণে রথ যাবে তাঞ্চ হস্তিএ হস্তিক।।
হেন মনে মানো বুঝি আযন্তুক প্রাণ।
সংগ্রামে ভীমের আগে বাঁচিবে বা কোন।।
যে জয় ভয় ভীমত হয়ন্তু মোর উপজয়।
অর্জুন সাত্যকি কৃষ্ণ তাহাতো সে না হয়।।
না হয় যে ভয় আরো জমত অদ্ভুত।
সে ভয় ভীমত হয়ন্তু হয় উপস্থিত।।
দ্রুপ রাজ্য মোর পুত্র সকলক বধে।
দহিতে লাগিছে মোরে ভীম হুতাশনে।।
কহ দুর্য্যোধনের হিতৈষি[৩১৮]কেকে জন।
[৩১৯]যে ভীম বধিস্ত হয়ন্তু কৈন নিবারণ।।[৩১৯]
শল্য অরু বসতি পুন নৃপতি যহন্তু।
যুদ্ধ অভিলাষী কর্ণ আবরনে যন্তু।।
ভীমের পথক নিবারিল বিরবরে।
বায়ুর পথক বাধি বৃক্ষ যেন রহে।।
তত্তকার করিয়া রহিলন্তু দেখিত্রায়।
দুহু দুহ[৩২০] শর দুষ্ট যেন তুলয় দিনায়।।
কর্ণর অস্ত্র[৩২১]তবে দেখি ভীমসেন।
ক্রোধে শিলাধৌত বানগন হানিলেন।।
তাক সহি কর্ণতো হানিল শরচয়।
ঝাক অকালে মেঘের যথা মিলিল তুলয়।।

যোদ্ধাগণ যত প্রাণ এড়ি পড়ি হৈল।
দেখি সবে রথির শরীর কম্প হৈল।।
ঘোরনাদ ভীমের শুনিঞা মুনিঞাঁ পড়িলেক।
সেনাপতি সকল এমত যানিলেক।।
এ শুনি আকাশ প্রতি দুহাতে ব্যাপিল।
ভীম বৃকোদর আজি আবার গ্রাসিল।।
অন্ধ এ সত্য সকলের তত্ত্ব যে সবত্র।
হাত বন্দু বলি পড়ে অশ্ব গজচয়।।
কতো প্রাণে মরিল ভাগিল কতো ভাব।
প্রাণে মনু হৈল কতো সবশুদ্ধ ভাব।।
গজ বাজি বাহনের[৩২২] মনতৎপর্যাদ্ধ হৈল।
ধুম এ কাক কণ্ঠ এ আকাশক ঢাকি রৈল।।
ভীমের কর্ণের মুখ এ হৈল বিপরিত।
হৈল উৎপাত যেন যত উপস্থিত।।
তবে কর্ণ কুড়ি শরে ভীমক তাড়িল[৩২৩]।
শত শরে সারথির তাহার ভেদিল।।

১২৩(খ) শেষ।

১২৪(ক)

হাসিয়া কৌন্তেয় শরে তবে ভীমসেন।
বিন্ধিলন্তু কর্ণক বুকত বহিদ্ধেন।।
তবে কর্ণ আবেগে হানিল নারিশর।
তাঞো নাহি ভাগিতে দুর্বার বৃকোদর।।
হস্তের সায়ক লঙ্ঘিয়া শরে মনু।
বহুবিধ প্রকারে শবত ভেদিলন্তু।।
তবে শরে মত্ত হয়া ভীমা হানি বান।
মুষ্টি দেশে কর্ণের কাটিল ধনুবান।।

কর্ণেরে অনেক শরে ভেদিল দারুণ।
অন্য ধনু ধরি কর্ণ লাগাইল গুণ।।
আকর্ণ পূরিয়া শরে ভেদিয়া ভীমক।
পদঘাতে কোপ যেন করাল্য সর্পক।।
কোপে তবে কর্ণক পাণ্ডব বরাবর।
তিনি বাণে ভেদিল বহুল বক্ষস্থল।।
যে শর কুণ্ডল ধরি কর্ণ যোড়িলেন।
তিমি শৃঙ্গ সুপুত পর্বত যেন ঘন।।
বৃকোদর শরীরের রুধির উঠিল।
গিরির গৈরিক যেন বহিতে লাগিল।।
বহু পীড়া পাইয়া প্রকম্পিত হৈয়া তনু।
ভীমেরে ভেদিল কর্ণ্যাল টানি ধনু।।
কর্ণশরে ভীমসেন হৈয়া প্রপীড়িত।
ক্রোধের পাবকে যেন সর্প প্রকোপিত।।
দশনপ্রকৃতি তিক্ষিয়া ওষ্ঠ কর্ণের প্রতি।
শাণিত ধনুকবাণে গুণ সমন্বিত।।
ভল্লবাণে সারথিক পাড়ি য় কর্ণের।
চারিঘোড়া যোড়াক পরে দিল জনধর।।
সেরে অনুবিদিন রথক তবে লাফি।
বৃষসেন রথত চড়িল তত্র লাফি।।
পুনরপি প্রতাপি ভীমে জিনিল ৩২৪ কর্ণক।
যেন গ্রাস শব্দ করিলেক ভয়ানক।।
দুর্যধন তাক নিরেখিয়া পাণ্ডুনন।
বান শব্দ শব্দ শুনি ঠৈল রণমধ্যে।।

সন্মুখ সমরে তা সম্মুখ ভীমসেন।
উৎকুল্ল[৩২৫] করায়া কনক সূর্য্য জেন।।
তথু সৈন্য সব দূর করিলেক তাক পুনি।
অর্জ্জুনা করিলেক চণ্ড পাণ্ডবের ধ্বনি।।
বাসুদেব কৈল শঙ্খ অন্যের সর্ব্বাঁদ।
সৈন্য মধ্যে হৈল অতি ভীমর নিনাদ।।
শঙ্খ শুদ্র বলতি সৈন্য হৈলেন চঞ্চল।
অর্জুন সাত্যকি কৃষ্ণ ভীম মহাবল।।
সৈন্য ধবের সমীপত হৈল উপস্থিত।
দেখি দুর্য্যোধন হয়্যা পরম চিন্তিত।।
একে রথে সত্বরে দ্রোণের আগ্যা পান।
শুনিব বচন রাজা তেজিয়্যা নিদ্রান।।
অর্জুন সাত্যকি ভীমে সবাকে জিনিল।
আগ্যা জয়দ্রথের সমীপ উত্তরিল।
কিমত কপটে সেনা কৈল দুর্য্যোধন।
অর্জুন তোমাক আজো উচ্চক কৈলো অতিক্রম।।
১২৪(ক) শেষ।

১২৪(খ)

ধনঞ্জয় শুদ্র জিনিল না করো তাতো বৎস[৩২৬]।
ভীম সাত্যকিতো কেনে হৈলা রণভংগ[৩২৭]।।
শত্রু সোসন অনন্ত জেন যত।
তেবত আশ্চর্য্য এক রাখিলা লোকত।।
দুই জন যোধে দুই যোধ রাখন যত।
দ্রোণে সে কেবলে ধনুর্দ্ধিত পার্থত।।
সে তুমি অর্জুন ভীমসেন সাত্যকিত।
পরাজয় হয়্যা এতি রাখিলা দুনিত।।

যে হৈল সে হৈল শৈশানিক দ্বিজবর।
সম্প্রতি যে লাগে অকপটে তাক কর।।
যামিনী[৩২৮]অজাপি বুঝি জাইবো যমলোক।
যে তোমার চিত্তে স্ফুরে[৩২৯]আজ্ঞা তাকে কহলোক[৩৩০]।।
তিনি জনে গেল দৈ্বরের সন্নিধান।
কর জানহতে তার রক্ষার বিধান।।
কার উপস্থিত হৈল এতেকে সম্প্রতি।
যে গোষ্টে কর্ত্তব্য তাক চিন্তু মহামতি।।
দ্রোণে বোলে দুর্য্যোধন শুন মহারাজে
যদুপিব চিন্তা বাঁধু করিবাক লাগে।।
যেহে তথা তিনি মহারথ পাণ্ডবের।
বোলে যায় অতিক্রম করিয়া সমরে।।
সমস্তকে অতিক্রম করি যেহে চলি।
অভিজ্ঞ হেন[৩৩১]বোল কি বুঝিবো হেতা বলি।।
[৩৩২]আপতে আহমু ভঙ্গ ন হইবা ক্রন্দ্র।[৩৩২]
কৃষ্ণ যথা সারথি অর্জুনে করে যুদ্ধ।।
এতেকে কহিল[৩৩৩] রাজা জিনিল তোমাক।
কর্ত্তব্য তথাপি দৈন্য রক্ষক রাখিবাক।।
শকুনির যুদ্ধ দিব সাথি মুহুতে জয়।
সে অসুক জয় যুদ্ধলোকে সে বোলয়।।
আমির যুদ্ধ এত জয়লক্ষ্মী সাথে আছে।
তারে জয় অসমা কল্যান বর তার্কে।।
যুদ্ধ তুমি দৈবে আছি যুত সজাবান।
অক দৈবে প্রকাশ্ত পাণ্ডব অনুমান।।

একাকী থাকি দৈবে জয়দ্রথের নিধনে।
তার রক্ষা কর্ত্তব্য এতেকে প্রাণ পণে।।
অর্জ্জুনির অঙ্গে তাকে আকাংক্ষা করিবে।
[334]কি চাহ সে সব তার সমস্ত পরিবে[334]।।
অর্জ্জুনই হন্তু জয়দ্রথ দৈবে জীত।
যখন তাহার রক্ষা করিতে উচিত।।
বুঝি দেখ এথা হন্তু অবশ্যে পাপ ভবে।
দ্রথা দ্রোণ দ্রুম তথা আদি আর্য্যা সবে।।
এতেকে উপাত তুমি আর কুরুরায়।
বাধি পঠাইবো তোর পাছতে[335]সহায়।।
ব্যাসোর ন হস্তা পরিবর রাজা জেন।
পাছে এতক তুমি ন করিব দুর ক্ষেদ।।
দ্রুক্ষ দ্রুম পাকান পাপ তু মনে করি দুঃখ।
নিবারিয়া রহ[336]তবে পরিনামে সুখ।।
দ্রোণের সাক্ষাতে তবে রাজা দুর্য্যোধনে।
উত্তকর্ম্ম আর তথা অনুচর সনে।।
দেখি সেনা বিলোকিল বুহের বাহিরে।
উঠনগীতা দুঃশাসন্তু আর দুই বিরে।।
বুহেরতে প্রবেশিতে পার্থর পাছত।
দ্রুত দুবার কৃত বর্ম্মা রাখিবে দুইত।।

১২৪(খ) শেষ।

১২৫(ক)

অন্য পথে সেনা ভেদি দুস্ত্রো বিরে রায়।
দেখিতার সত্তরে না দৈন কুরুরায়।।
দুর্য্যোধন দ্রুপতিক সে দুখ পাকান।
বন্ধু তুমি আগ দৈবেন সেকান।।

সে তিন জনের যুদ্ধ হৈল তারপরে।
জেমত জেন এক হস্তি দুই ব্যাঘ্রে যুদ্ধ করে।।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধন নৃপতির।
কতক্ষ ধরি বিংশ[১৩৭] শরে ভেদিল শরীর।
সারথির শরীরত কুড়ি শর মারি।
চারিও ঘোড়াক তাড়িলেক শরজারি।।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্নর ভুজকে দুর্য্যোধন।
একশরে মারি ভেদিলেক ভুজবন।।
ধনুক কাটিল তার হানি এক বাণ।
পুনরপি অস্ত্র এক করিল্লা সন্ধান।।
রথধ্বজ সারথিক ভূমিত পাড়িল।
তিন চারি শরে চারি ঘোড়াক তাড়িল।।
দেখবে ধৃষ্টদ্যুম্ন তবে থাকল কুমার।
ঝিপ শরে হৈল তনু পুরুষ উদার।।
অনন্তরে উত্তমৌজা দেখবে মহাবলি।
সুবর্ণে ভূষিত নানাবিধ বাণ হানি।।
দুর্য্যোধন রাজার রথের সারথিক।
মারি নিপাতিল জেন বাতে কদলীক।।
দুর্য্যোধনরাজা অস্ত্র উত্তমৌজাক ভেদিল।
চারি অশ্ব দুই পার্শ্বি সারথি মারিল।।
পড়িল সারথি সারথি ঘোড়া উত্তমৌজা বীর।
সত্বরে রথত আগ্গা চড়িল ঠাকুর।।
তথা থাকি উত্তমৌজা হানি তবে বাণ।
দুর্য্যোধন রাজার ঘোড়ার হৈল প্রাণ।।

হাতের ধনুক তার ছেদিলন্ত শরে[৩৩৮]।
রথধ্বজ কোপে তবে কাটি সুশরে[৩৩৯]।।
গদা ধরি কোপে ধাইল সে দুই বিরব।
তেজি দুজো ভাই ভয়ে তেজিয়া রথবর।।
ঝাম্প দিয়া বেগে ভাগি হৈল অন্তর্ধান।
লাফ পাড়্যা চাপে সুভদ্রার রথখান।।
সুবর্ণে চিত্রিত অশ্ব সারথি সহিত।
সাত্তুণ গদার ঘাতে হৈল চূর্ণাকৃত।।
চড়িলন্ত তবে দুই রাজা রাজের রথত।
শিখর জেন উঠি দোহা হৈল পর্ব্বতত।।
সে দুই পাঞ্চাল তবে চড়ি আন রথে।
অর্জ্জুনক প্রতি দেখ [৩৪০]চলি গেল পথে[৩৪০]।।
সঞ্জয় বলে শুন নরপতি রাজা শুন পাছ কথা।
ঘোর যুদ্ধ হ'ল কর্ণক জিনিল ভীমে তথা।।
সৈন্য হৈতে আপুন যুদ্ধ হুবর নিমিত্তক।
পুনরপি আছি কর্ণ হৈলন্ত ভীমক।।
যত বাতৎপক যত বাতৎপ পরায়।
পুনু মধ্যে ভ্রমক দেখে দ্রুপদ সুভদ্রায়।।
ভীমের কর্ণের[৩৪১] অর্জ্জুনের নিকটত[৩৪১]।
কহিলোক ঘোত যুদ্ধ হৈল জেন মত[৩৪২]।।

১২৫ (ক) শেষ।

১২৫ (খ)

প্রথমতে কর্ণক জিনিল ভীম রণে।
ফিরি সে কর্ণলো ভীমক পাইলা কেমনে।।
শুনিবাঁ ভীমেলো সে কর্ণক বাঘি হৈল।
নরত কিঞ্চিত ঘোর যুদ্ধ হৈল[৩৪৩]।।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মক দ্রোণক।
দুইকো এড়ি ভয় করি থাকি যে কর্ণক।।
জার ভয়ে তার কোন বীরে স্থির নয়।
তাহার বীর্য্যক সদা চিন্তা করি রয়।।
যোদ্ধা সকল দুষ্ট সমরে না ফিরে।
সে কর্ণক কেমনে যুধিন[৩৪৪]ভীম বধির।।
কবচ কুণ্ডল সহ যে কর্ণ জন্মিছে।
একে রণে যুধিষ্ঠির যে কর্ণ জিনিছে।।
পুত্র দুর্য্যোধনে সদা কহে হেন কথা।
মহে পার্থ জনক কর্ণ জিনিব সর্ব্বথা।।
সে কর্ণ ভীমের ঘোর সমর দুষ্মর।
যে প্রকারে দৈব যার সেমে লোক কহ।।
সঞ্জয় কহ বদতি ভূপ শ্রীমান ভীমেক জেমত।
জিনিছে কর্ণও তাক জিনিছে জেমত।।
ভাজো যথাবিস্তর কহো নৃপতি শুনিন।
জয় পরাজয় যুদ্ধ দৈবের অধিন।।
যথা বৃক্ষ বনস্থ বৃক্ষ উপাক নিবয়।
কর্ণক জিনিকা ? ভীমসেন চলি জায়।।
কর্ণের সমান বির নাহি জগতত।
দৈবি বির বারনে থাকুন দিংরবত।।
যেন জেন ধর্ম্মি কর্ণ পাহতে তাহার।
আত্মানির সর্ব্ববুদ্ধি করি নারানার।।
চলি যায় ভীম তাক কৃপ দেন বানি।
ক্ষমা করি তাক তুলিলন্তু কর্ণ বানি।।

জীব বুঝি যত গর্ব রাখিল্যা আমাক।
গর্ব যেন না জানিয়োঁ বুঝ্যো তাহাক।।
তাতে[৩৪৫] দুই অর্জুনকে দেখিবার কাজে।
দোহে কৃষ্ণ দেখাইয়া জাইল কোন লাজে।।
বুদ্ধিপুর্ব্ব জার্য্যে তার না হয় এ কর্ম্ম।
অধুগ ন হয় ঐছে অনুচিত কর্ম্ম।।
একেকে ফিরেক ভিন করি আড়ম্বর।
দোহোর অধুগ হয়্যা বান বুদ্ধি কর।।
আপরাপ বাকিল কর্মের যে উত্তরে।
যেশবে অম্বর্ঁ মঙ্গলাংকে মন ভ্রমে ফিরিল বৃকোদর।।
শাবজির ঘোড়া যেন চাবুকের চোটে।
অঙ্ক ভুমে ফিরিল যেন মত্ত হস্তি লোটে।।
ব্যাঘ্রে যেন ফিরিল দুষ্ট[৩৪৬] পাগ্যা টান।
কর্ণবাক্যে ভীমেরো ফিরিল সে মন প্রাণ।।
অন্দপিতা দেখাইত বালে যেন মত।
নরবুদ্ধি কৈল ভীম কর্ণক প্রেষত।
সামান্য লোকক নরবুদ্ধি কৈল অতি।
অন্দ নাগ্যা যত কর্ম তাহাক সম্প্রতি।।
আপনার অন্দ বিদ্যা যত করি জ্ঞান।
যুধিষ্ঠির ভীমক কৈকর্তন করি যান।।
ভীমো না গনির্ল্যাঁ তার বৈৎসিত যুদ্ধ এক।
কুশল দানিল বৎসদত্ত বিপাকে।।
অপর ঐকেশ পরে ফেরিলেক পুনু।
ভীমের রথের ঘোড়ার উপরে তনু।।

১২৫(ক) শেষ।

পঞ্চ পঞ্চ শরে কর্ণ ভেদিল সেকাল।
নিমিষ মাঝেকে আরো হানি শরজাল।।
ধ্বজ রথ সারথি সহিতে সে ভীমক
ছন্ন কৈল কর্ণ যেন পিপিড়ে ভুরুক।।
[347]আরো সে[347] ক্রৌষতিঙ্গ শরে কবচ ভেদিল।
মর্ম্মভেদি বাণে ছিন্ন ভীমসেনক তাড়িল।।
রাধেয়র সর্পমুখ শরে সমু তথা।
নারাচ ন বড়িশ বিন্ন ভীমসেন তুল্য ব্যথা।।
ভেদিল বক্ষিশ শরে কর্ণের শরীর।
অর্দ্ধচন্দ্রে সমু তাক সহি কর্ণবির।।
নাবক পুর্ব্বকে ভেদিলেক শরশত।
অন্ত্র অন্ত্র যুঝিল ভীমক যেনমত।।
সে ইৎপিত কর্ণের যুঝিয়া বৃকোদর।
পুর্ব্ব বৈর স্মরি ক্রোধ পুর্ব্বক সত্বর।।
যুঝিল ব্যথিত করি কর্ণের সায়কে।
বিন্ন শরঘাতে না গণিলা রাধেয়কে।।
অপরাপর অনেক শর বরষিতে হৈল।
শর্ব্ব করি পক্ষিগণ [348]যেন উড়ি গেল।।
কর্ণের রথত আগ্না গড়ি অধোমুখে।
বৃকে বাধা নদ্ধ ধুমীবন দুই যেন মুখে।।
যেন পুৎব এখনাত্র শর কতো গুচি।
বাযু বেগে জীবের বনুত বহু ঘাতি।
কর্ণক আচ্ছন্ন আগ্না করিল সত্বরে।
ভীম শরে কর্ণ বিন্নো তাত শরে।।

উত্তর শর বরিষিল তাত পরে। ৩৪৯
ভীমসেন নারি আসিতে বানক সত্তরে।। ৩৫০
বহুশর বরষিয়া করিল সংহার।
তবে কর্ণ শরবৃষ্টি সৃজে পুনর্ব্বার।।
আচ্ছাদিয়া বাণ ভীম টংকারিয়া ধনু।
তবে সে দশবাণ মারে ব্যাপু হয়্যা তনু।।
যেথা যেন হৈল ভীম দেখিলা সবে।
কর্ণের সে সব শর ধরি ভীমে তবে।।
সবার যত শোভা করিল অধিক।
জলিল আদিত্য যেন পরিয়া রশ্মিক।।
সর্ব্বাংগ শরীরে হৈল রুধিরে বেষ্টিত।
পুষ্পিত পলাশ প্রায় হৈল সুশোভিত।।
ক্রোধে তবে চড়ুক ফিরায়া ভীমসেন।
রাধেয়ক পঞ্চিশ নারাচ হানিলেন।।
পুনরপি প্রহার করিয়া বহু শরে।
রাধাসুত কর্ণের ভেদিয়া কলেবরে।।
অষ্টাদশ শরে মর্ম্মস্থলকে ভেদিল।
হানি অন্য বাণে ধনু খানো কাটিল।।
সূর্য্য তেজ সম আরো নারাচ সকলে।
দুর্দ্ধরে কর্ণের ভেদিল মহাবলে।।
ভেদি রাধেয়ক তবে লোকে সত্রাব।
ভূমিত পড়িল যেন ভুজঙ্গের পাব।।
তবে বিরু বৈকর্ত্তনের কাটা গেল ধনু।
ভীম শরে আরো প্রপীড়িত হয়্যা তনু।।

জীব মরে সবর তেজিয়া জেমেতেক।
অন্যরথ যথা আছে তথাক সেজেক।।
আপি সেগ্যোবার কর্ণ বিবর্ণ হৈলেন।
যনিল শক্তি[৩৫১] দুর্য্যোধনের মুর্ছা জেন।।

১২৬ (ক) শেষ।

সঙ্গে দ্রুয়ক রাজা যুদ্ধে।

সঙ্গ দ্রুয়ক রাজা যুদ্ধে কহিল্লো আবাত।
যুদ্ধ মকলের জয় প্রত্যাশা আবাত।।
সে কর্ণক জীবত বিমুখ দেখি রণে।
কি বোল বুলিব মোর পুত্র দুর্য্যোধনে।।
যুদ্ধু অবনি প্রায় সেতে বৃকোদর।
তাক দেখি কর্ণে কি করিব অতঃপর।।
সঙ্গ দ্রুয় বসতি শুন নৃপ ন্দ্র মহেশ্বর।
কর্ণ হৈব বাড়ে জেন কম্পিত সাগর।।
অন্য রথে চড়ি বৃকোদরক বাইলেক।
দেখি তনু[৩৫২] পুত্রগণ জেন মানিলেক।।
এবে সে শনিল ভীম যমের দুবত।
ধনুক টংকার করি কর্ণ দেখাইত।।
হাত তালি দিয়া হৈল মধুব ভিষর।
পুনরপি ঘোর যুদ্ধ হৈল উতুর।।
কোপে মনু দুর্য্যোধন কর্ণ ভীমসেন।
দুক দুকা দুয়ো আবেশে দহিতে চাহে জেন।।
দুই মর্দ্দে ম্রাগ ছাড়ে জেন হস্তা বৃন্দ।
বনমধ্যে জেন দুই ব্যাঘ্র করে যুদ্ধ।।
দুন্দ হস্তা যুদ্ধ জেন যুন্দ দুই বৃষ।
রজে মাথি যুদ্ধে জেন দ্বিতীয় বহিষ।।

দুই সিংহে যুঝে যেন পর্ব্বত উপরে।
যেন দুই বন্য হস্তি বনে যুদ্ধ করে।।
পক্ষি পাখী দুই শ্যেন যুঝে যেন মত্ত।
ভীমের কর্ণের যুদ্ধ বিদিত জগত।।
তবে দ্যুত কালে ভীম যে দুঃখ সহিছে।
সে সকল কভু মন বাজালেত পারেছে।।
তবু দুর্য্যোধনে আরো রাজ্য আহরিছে।
দ্রৌপদির আরো বা কতেক কদর্থিছে।।
ভূমিও কুন্তির পঞ্চ পুত্র সমন্বিত।
দূরিতে চাহিলা যেই দুষ্ট অবনিতে।।
আরো কৃষ্ণ দেবীর কেশক আকর্ষন।
যে প্রকার সভাত করিছে দুঃশাসন।।
কর্ণেতো কঠোর বাক্য সেকালে বুলিল।
সকলে তোমার স্বামী পার্থ নরকে পড়িল।।
আনক বরেক তুমি স্বামি অতঃপরে।
কৌরব সকল আর আমার গোচরে।।
অত বোল বুলিল দুষ্ট মানি তাপ।
পাক বিক চাহিয়াছে পাপী বাপেবাপ।
পার্থ সকলকো আরো মানি কুনত্রায়।
বধিয়াছে তোমার পুত্রগন অত রায়।।
সিন্ধুকাল বন্ধু সেরে দুঃখ সহরি।
অনন্ত্যোক্ষে প্রাণক উপর্গ ভীমে করি।।
যেন প্রণ্ঠ বলুক বুনিঞা ।৩৫৩ পাপ ভ্রুপুত।
কর্ণের রথক প্রতি অধুনে নিযুত।।

মুর্খক চালিব বুদ্ধি করি পরজান।
তবে হাস্য করি কর্ম্ম দিবে তত্বজান।।
সে সব নরক দুর করি মতে মনু।
সব মতে দাতুলে জীবক তেদিলনু।।

১২৬(খ) শেষ।

১২৭(ক)

তবে জীবে তাকো ন করিয়া কোন ভয়।
কর্ম্মের অকুর বাড়া যেন সে সময়।।
রথ বাড়া কর্ম্মজ্যা অনুপ হৈল তার।
হস্তি এ হস্তিক বাড়া যায় যে প্রকার।।
সৎব নাদে সকল সেনাক স্তাত হৈল।
দেখি জীব মেলে তাক শরে বদ্ধ হৈল।।
কর্ম্মো সেহে পাপ ভ্রক বদ্ধ হৈল শরে।
দুরতো রথ একএ হৈল তাত পরে।।
জন্তুক বরণ বৃক্ষ বোটক জীবের।
বৎন সব বুদ্ধযোদ্ধা রাখা তনভের।।
বিস্তৃত হৈবার দেখি তবে সেকালত।
হাহাকার শব্দ হৈল ভোসার সৈন্যত।।
উজ্জ্যের বহুতন্ত্র লোডিল তখন।
মুক্ত বৃক্ষ যেন লোতে আকাশে যেমন।।
যেমতে রতন চন্দু দেখ জীবর কর্মর।
কম্পহৈল দুই বহাবলি সকলর।।
পুনু যুদ্ধ আরম্ভিল কর্ম্ম জীবসেন।
রনভূমি লোডিল যমের পুরি যেন।।
তবে বহা দুর্ব্বার যুদ্ধ হৈল দুরাচার।
কোন জন জয় হয় কোন জন হারে।।

যে শোটক কোনো দিকে না পারে রহিত।
লোকের প্রলয় রাজা হৈল উপস্থিত।।
তবু দুর্দিন ক্রমাত এমত প্রভু হৈল।
পরস্পরে শরে দুজো আচ্ছাদন কৈল
দুজোবীরের ধনু বৃদ্ধি ধনু লেখ তায়।
পরস্পরে দুক লো[৩৫৪] দুই বধিতে ইচ্ছায়।।
দুইজো শর আকাশক ঢাকি গোডিলেন।
মরতত মারণ শক্তির ঝুকি ধ্রুপী জেন।।
দেখি কর্ণ ভীমের একত্র হৈবার।
রাখিল অর্জুন কৃষ্ণ হৈল অবাবার।।
ভীমের কর্ণের তবে শরের আঘাতে।
রথ হস্তি নর রথীগণ অসংখ্যাতে।।
পড়ি পড়ি রণ ধরণী ঢাকি হৈল।
তোমার পুত্রের সেনা অল্প বাকি হৈল।।
হত রাজ্যের মধ্যে ক্রমক পুড়িল প্রস্তুত।
ভীষণ বিশেষ হেন মানিলো অদ্ভুত।।
অসুর মানুষ যত মধ্যে দেবতাক।
সব রতে সে কর্ণ পারস্থ বধিবাক।। [৩৫৫]
[৩৫৬] অগ্নি হেন মানি [৩৫৬] আপনাকে মানে রণ।
আজির যুদ্ধ হত কি মানস্থ সে নিস্ফল।।
কুরুরাজ দুর্যোধন পাণ্ডা সে কর্ণক।
গোবিন্দ দ্র মাত্যকি মধ্যে জিনিবে [৩৫৭] পার্থক।।
জানিবোঁদেহা [৩৫৮] যোদ্ধার প্রভু পুত্র যুধিষ্ঠির।
কৌরব সকল নষ্ট হৈবেক নিশ্চিত।।

যথা প্রভু ইন্দ্র এবে পাপ ভয় যথাক।
কদাচিতো কর্ম্ম ন পারয় জিনিবার।।
যেবে ঠাই কর্ম্ম পাপ ভবক জুড়িলেক।
সেসে ঠাই কর্ম্মক পাপ ভবে জিনিবেক।।

১২৭(ক) শেষ।

১২৭ (খ)

ইন্দ্র মধ্যে দেবতার অজয় পাপ ভয়।
না বুঝেঁ অজানি তাক মোর পুত্র সব।।
হরিছে পুত্রের প্রায় যে ধন তাহার।।
তাক তারা ফিরিয়া দিবেক পুনর্ব্বার।।
পুত্র স্নেহে বুঝি ধন হরা তা মহার।
করি আছো যেবে পাপ তু দুষ্ক ন্যায় রূর।।
তথাপিতো যুধিষ্ঠির পাপ ভুর নম দলে।
সবতাক প্রতি ইর্ষ্যা করে প্রাণঃপনে।।
যেবে দুর্য্যোধনক[৩৫৯] অসঙ্গ দেখে যানি।
ন্যায় কার[৩৬০] করিছে পুত্র সকল অন্যানি।।
সে সব বনেক দুঃখ পায়ন্তু হৃদয়।
সে কারণে ভীমে রণে কর্ম্মক জিনয়।।
ভীমে কর্ম্ম পরম্পরে প্রানে মারিবাক।
যে যুদ্ধ করিল মোক কহিয়োক তাক।।
শক্র দ্রুহ বদতি রাজা কর অবধান।
ভীমের কর্ম্মর ঘোর যুদ্ধ যে বন্ধান।।
দুর্ব্বায় রাবেয় দেশদেব মতি মহাতেজ।
ত্রিশ শর হানিলন্ত ভীমক দৈবক তেজ।।
দুর্ব্বর্ণ ভুবিত পরে মধু পুনর্ব্বার।
পাপ ভবক ভেদিলেক রাধার কুমার।।

শানাইত শরে তবে পাণ্ডব প্রচণ্ড।
রাধেয়র ধরিবার কাটিল কোদণ্ড।।
সারথির শির অশ্ব ছেদি [illegible] অলক্ষিত।
পাড়িল রথের ধ্বজা রন ধরণিত।।
তবে কর্ণ সুবর্ণে খচিত চিত্র যড়ি।
ভীমক বধিতে ঘোর ধরিল সকতি।।
মৃত্যু দেবী তাতে যেন করিছে বসতি।
কোপে কর্ণ তাক দেখিলেক শীঘ্রগতি।।
লহ লহ করে কালানুক যেন নাগ।
অগনির জিহ্বা যেন জ্বলে অনুভাগ।।
ইন্দ্র যেন নিজ বজ্র প্রহার করিল।
ঘোর শব্দ করি শক্তি গগনে চলিল ।।
দেখে সব দ্র মুনি ভয়ু সুরগণ যত।
হর্ষ হৈল পাণ্ডব সভিন্দ্র হৈল হত।।
কর্ণভুজ মুক্ত শক্তি আসিতে পথত।
মাঝ পথে ভীমে ছেদিলু আকাশত।।
কাল সর্প প্রায় দেখে শক্তিক ছেদিয়া।
পাছে ভীমে কর্ণের প্রানক স্তুতিলা অম্বুবিলা।।
সূর্য পুত্র নিনাদিলা অখণ্ড প্রায়।
দেখিলেক শরচন্দ্র ভীম মহাকায়।।
কর্ণে তাক অন্য শর এড়ি তড়িৎক্ষন।
অনেক সার্থক শক্তি হৈল নিবারণ।।
মন বাজে ভীমক আরো প্রহারিল শর।
নবশরে তাকো ছেদিলেক বৃকোদর।।

কর্ণ আরো তাক জত শর দেখিলেক।
দেখি ভীমে সিংহ প্রায় শব্দ করিলেক।।
তবে দুই বীর দুই বৃষ জেন শুন।
অতিশয় রণ যুদ্ধা করিল বিপুল।।
১২৭ (খ) ৫ পদ।
১২৮ (ক)

যাহেন নিমিত্তক দুই বাঘে জেন যুঝে[৩৬১]।
সেহিমতে ভীমে কর্ণে দুইক দুই তর্জে।।
দুইক দুই বধিবাক আরতিx বাধি পরস্পরে।
গোষ্ঠে জেন দুই বৃষে কোপ বৃদ্ধি করে।।
হস্তিক হস্তিএ জেন দন্তু ভিড়িলেক।
সেহিমতে দুক দুকা[৩৬২] দুই শর হানিলেক।।
এক্ষনে দুক দুকা দুই চাহি করিল তৎক্ষন।
বীর দর্পে শব্দ বাদ্য[৩৬৩] হৈল যুদ্ধাজন।।
তবে ভীমে কর্ণের ধনুক দেখিলন্তু।
শত্রুবর্গ জোড়া দশনতো মরে মনু।।
বজ্রকোটে পঠাবন্তু তবের নিশ্চয়।
তাক দেখি রাজা দুর্য্যোধনে সে সময়।।
দুর্যাস্য ভ্রাতৃক আদেশিল ভেজি স্থান।
বোলে তুর [৩৬৪]কর্ণক করয় ভীমে ত্রাস।।
রাহু গ্রাসে[৩৬৫]গ্রাস জেন করে চন্দ্র সুধাক।
এতেকে মঙ্গুরে তাক রক্ষা করিবাক।।
যেনে তুমি যোদ্ধার বচনে।
মঙ্গুরে দুর্যাস্য জাত্রা যায় এতিক্ষণে।। [illegible]
তবে যে দুর্যাস্য দুর্য্যোধনের আজ্ঞা হয়।
জাত্রা পর রথি বিপর্য্যিত দেবতায়।।

দশ শরে ভেদিলেক প্রথমে ভীমক ।
আঠ শরে ভেদিলেক চারি ঘোটক।।
সারথিক ভেদিলেক হানি শর চারি।
ধ্বজকো ভেদিল তার চারি শর মারি।।
যব সব ভীম তবে হয়্যা প্রকোপিত।
তনু[৩৬৬]দুর্দ্ধর্ষক ধনু সারথি সহিত।।
কণেকেতে যমলোকে দেন[৩৬৭]শরজোটে।
জোটা বুটি করিলেক কাটা কায় গোটে।।
দেখি দুঃখি হয়্যা কর্ণ করিয় প্রবিল।
কান্দি কান্দি তাহাকে করিল প্রদক্ষিণ।।
তবে পড়ি দৈবরি রাজেন্দ্রক ভীমসেন।
বিরথ করিয়া শরবৃষ্টি করিলেন।।
সেহ্যো শরে ভেদ হয়্যা কর্ণ মহাতাপ।
সেউ[৩৬৮] কুন্দুর জীবকে ন দৈল পরিতাপ।।
নিশপতি সঙ্গ রুদ্র দুপতি সুন কথা।
এ প্রকারে বিরথ কর্ণক ভীম তথা।।
পুনর্ব্বার জিনিল বিংশতি সেহি রণে।
অন্যরথে চড়ি কর্ণ আসি সেহিক্ষণে।।
ভেদিল ভীমক করি শরের প্রহারক প্রহার।
ধনু ধরি ভীমেও মধুর দৈল তার।।
বারিবাক পরস্পরে ভেদিলেক শর।
দনু যুদ্ধ দৈল জেন[৩৬৯]দ্বিতীয় বৃত্র ব্রজ।।
তাত পাছে কর্ণ ভীমসেনক সেকাল।
শরে ভেদি শব্দ দৈল কালে যাবে তার।।

ভীমের হৃদয় পুনর্ব্বার ভেদিলেন।
দশো শরে কর্ণালে ভেদিল ভীমসেন।।
অপর মহুত শর্দ্ধ বিংশতি সায়কে।
পুনরপি কোপে ভীম ভেদিল কর্ণকে।।

১২৮(ক) শেষ।
১২৮(খ)

কর্ণেনিব শরে ভেদি ভীমের হৃদয়।
পুনু এক নানাবৈত শরে সে সময়।।
ভীমের রথের ধ্বজপাটক ভেদিল।
তথাপি চিত্তের ক্রোধ দূর না হইল।।
সহিতে না পারি তাক ভীম মহাবির।
তাড়িল ত্রিপণ্ঠী শরে কর্ণের শরীর।।
তন্তে বদ্ধ হস্তিক চাপুকে [৩৭০] তাড়ে যেন।
বৃকোদরে কর্ণক তেনতে পিড়িলেন।।
তবে ভীম শরে তেন হয়্যা অতিরেক।
ক্রোধে কর্ণ ওষ্ঠের প্রান্ত চাটিলেক।।
[৩৭১]ক্রোধে শক্ত[৩৭১] হয়্যা রক্ত মত্ত চক্ষু দুটি টৈল।
সর্ব্বকায় বিদারক শর এক টৈল।।
ভেদিল ভীমক করি প্রহার নিষ্ঠুর।
বৈন দুষ্ট যেন বজ্রে বিদারিল বালাসুর।।
মোহে চিত্ত দুঃখ ভিত্তিমুখ বেগশীল।
ভীমকো ভেদিয়া দুষিবীক বিদারি।।
তবে ভীম আরক্ত আখি হয়্যা কোপে।
ঘোর শরা প্রহারিল কর্ণক আটোপে।।
সে শরায় ঘোড়া দুটি শকল[৩৭২]কর্ণর।
দুহকোটে তবে গেল[৩৭৩]যমের নগর।

অনু অনু বরি আরো দুই দুর শরে
কাটিয়া পাড়িল ধ্বজদণ্ড সাত শরে।।
শরে শব্দ সারথিক পাড়িলেক বধি।
তবে কর্ন হয়্যা হত ধ্বজাশ্ব সারথি।।
তথাপিতো কোপে কর্ন কম্প্যাথা ধনুক।
রথির নির্ভয় হয়্যা নিবারি শত্রুক।।
দেখিলি অদভুত এক কর্নের কর্ম্মক।
রথহিন হয়্যা আতো বাড়িল ভীমক।।
বিরথ দেখিয়া তাক তবে দুর্য্যোধন।
দুর্ম্মুখ ভ্রাতৃক রাজা বুলিল তখন।।
দেখ ভীমে করিয়াছে বিরথ কর্নক।
রথক যোগাব যায়্যা অগ্র মহাতুক।।
রাজার সে বাণি শুনি দুর্ম্মুখ কুমার।
মহাতুক বেগে দেল রথ যোগাবার।।
[৩৭৪]রথিবার কর্নক ভীমক বাড়িলেক[৩৭৪]।
কোপে ভীম ওষ্ঠের প্রান্তক চাটিলেক।।
তবে শরে কর্নক নিবারি শীঘ্রগতি।
হরিলে বাহিল রথ দুর্ম্মুখক প্রতি।।
অনেক শত্রুত পর্ব্ব শরে সাত শরে।
দুর্ম্মুখক মারি ভীমে নিল যমঘরে।।
তত্রুপ দুর্ম্মুখ কুমার দৈব হত।
চড়িলন্ত কর্ন তবে তাহার রথত।।
দেখিয়ে দুর্ম্মুখ রক্তে হয়্যা রক্ত বর্ণ।
দেখি মহারথকে দুঃখিত রাধি কর্ণ।।

তবত[৩৭৫] নিশ্বাস ছেড়ি হয়্যা স্ফুর্ত্তিহীন।[৩৭৫]

ধরা ×পকা× দুর্ম্মুখক করিলন্ত প্রদক্ষিণ।।

তাতে সে কর্ণক ভীমসেন মহাবল।

ক্ষিপিলেন নারাচ তিখান চতুর্দ্দশ।।

১২৮(খ)শেষ।

১২৯(ক)

দৃঢ় কবচক ভেদি স্ফুটিয়্যা হৃদয়।

ত্রিপিবীত পড়িয়্যা সে সব পন্নগ।।

সর্প্প যেন নাশিলন্ত গতি করিবাক।

কর্ণো তবে সহিলন্ত সে শর ব্যথাক।।

প্রহারিয়া চতুর্দ্দশ নারাচ বিপুল।

ভেদিয়া ভীমের পুত্র বাম ভূজমূল।।

পাছে সেজে শর ভূমিবিত পড়ি রৈল।

যেনৈক পর্ব্বতক ভেদি পক্ষি যেন গৈল।।

ছেদ হয়্যা পুবে তবে ভীমের রুধির।

পর্ব্বতত হন্তে যেন বহি যায় নীর।।

তবে ভীম সেনো কোপে হয়্যা কম্পমান।

দৃঢ় করি কর্ণক ভেদিল তিনি বান।।

সারথিকো সাত শরে ভেদিল [৩৭৭]প্রতাপে।

[৩৭৮]তবে কর্ণ বিকুল হৈলেন শরঘাতে।।

[৩৭৯]বেগমানি ধনু মনু রহিতে না পারি।[৩৭৯]

যুদ্ধ ছাড়ি আপিল ভীমত হয়্যা হারি।।

কোদণ্ড খণ্ডক তবে পাণ্ডবে কম্পাই।

জনন্ত অপনি যেন রহিল সে ঠাই।।

ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গ ভ্রয়ক পুছে পুনর্ব্বার।

দৈবেসে অধিক পুরুষার্থের ধিক্কার।।

কৃষ্ণ সনে পাণ্ডব জিনিতে উৎসাহ।
সে কর্ণক লয়্যা দুর্য্যোধন করে দ্রুহ।।
না দেখো কর্ণের সম বীর সংসারত।
সে কর্ণে ভরিতে ৩৮০ না পারিব পাণ্ডবত।।
এমত ভীমক কেন বলে দুর্য্যোধনে।
একে দুর্ম্মুখক কেনে পঠাইব রx রণে।।
দুর্য্যোধনে পুছিতে কহিছে দুর্দ্ধ ঘোর।
মহাবলবন্ত কর্ণ জিতশ্রমী ঘোর।।
সে ঘোর সমাঙ্গ হৈল দেবতাগ্যে রণে।
সমর্থ না হয় যুঝিবাক ঘোর সনে।।
তার আগে পাণ্ডুপুত্রগণ তৃণ সম্য।
সে কর্ণক জিনিব নির্গুণ পার্থ প্রায়।।
তেও ৩৮১ দুর্ম্মুখক পঠাইল তার স্থানে।
তার বলে যুদ্ধ কার্য্য করিতে না জানে।।
দুর্ম্মুখ অগ্নিত জেন পতঙ্গ পড়িল।
তাক দেখি বলন্ত দুর্য্যোধন কি বুলিল।।
কৃপ দ্রোণি শল্য থিকি সকল যুদ্ধত। ৩৮২
সে ভীমের আগে রহিবাক অসকত।
বলবীর্য্য পরাক্রম পিতা তার জেন।
৩৮৩ দেখিলাহু সেহে কুশিতক যুঝিলেন।। ৩৮৩
পার্থের অন্ত্রে হৈছে সে বির আছিলু।
দ্রোণক মরিলা হৈছে সৈন্যত তুবিলু।।
জেন দৈত্য সেনাক জিনিল পুরন্দরে।
তার আগে রহিতে উৎসাহ কোনে করে।।

ফিরিবারে পারয় রণের আগ ভাই।
জীবের আশক যেন নিবর্তন নাই।।
আরো বা যে বিরে জীব সেনক বাহিন।
[৩৮৪]ভাস্কো অপনিত[৩৮৪]যেন পতংগ পড়িল।।
ভ্রাতৃগণে অস্থত জানিল দুঃশাসন।
দেখি সে দুর্দ্দর্ষ কি বুঝিল দুর্য্যোধন।।
জানিলো তাহার[৩৮৫] দৈব জীবন কঠিন।
শল্য রুদ্র বদতি মুন নৃপতি প্রবীন।।

১২৯(ক) শেষ।

১২৯(খ)

ধরাতল্য উপস্থিত হৈয়াছে এখন।
তাক নিরর্থক দুঃখ কর কি কারণ।।
তুমি মূল অনর্থ জগত বিনাশের।
[৩৮৬]দুষ্ট বাক্য ত্যত থাকি মূল সকলের।।[৩৮৬]
দৈব ভাব হৈল না মানিঞা হিতবাণি।
পথ্যক না খায় যেন মহাতুর প্রাণি।।
সদ উষধেণ সেবা না হৈল গ্রহন।
সে কর্ম্মের ফল প্রভু লভেন এখন।।
তথু জত যোদ্ধাগণ পরাভব পাই।
যে মুখে করিতে যুদ্ধ লাগিছে সে ঠাই।।
[৩৮৭]দেখো দুঃখ ছাড় কহো শুন সে কথাক।[৩৮৭]
কর্ণক জিনিল ভীম দেখিলা তাহাক।।
শক্ত যথা অনুদ্ধর তোমার সন্তান।
বিচিত্র কবচ অংগে করি পরিধান।।
অত্রয় যুদ্ধর আরো দুর্ম্মদ দুস্সহ।
দুর্ম্মর্ষণ এহি পঞ্চ ভাই করি সহ।।

ভীমের আবত উপগত হৈল জায়া।
হাসি হৈল মধুৰ তাবাক ভীমে পায়া॥
মনোদিলে[৩৮৮] ভীমের বেড়িয়া তারাগণে।
কর্ণ তাক দেখি তথা গাইল উৎসবে॥
বরিষিল তিক্ষ্ন শিলাশৌত শরজাল।
দেখি ভীমসেনে যেন হৈল যমকাল॥ [৩৮৯]
তথু পরদপ তাক নিবারণ করে।
কর্ণক পাইল তেও [৩৯০] বিষম সমরে॥
কৌরব সকল তবে আবরি ভীমক।
শর বরিষিয়া হল্ল হৈল পাণ্ডবক॥
তা সম্বাক গুণি ন মারুলে তবে ভীমে।
অপের পুত্রক[৩৯১] পঠাইল পরাক্রমে॥
সারথি যোদ্ধক সবে ভূমিত পড়িল।
প্রচণ্ড বাতাসে যেন বৃক্ষ ভাংগিল॥
অক্ত ভুত বিক্রম তথা দেখিলি ভীমের।
রাজপুত্রক নিবারিয়া রাজো একেশ্বর॥
বধিল তোমার শত পুত্রক যুদ্ধতে।
কর্ণকো হানিল পুনু তীক্ষ্ন শরজতে॥
তেও কর্ণ কোপ দৃষ্টি করি তাক দেখ।
যেনমতে রক্তসেনে ভীম দৃষ্টি করি হৈল॥
মধ্য ভুঞ্জ বসতি রাজা তত্র পুরিক্ষ।
পড়িয়াছে কর্ণ তাক দেখি সে সময়॥
শালকো তিতিলা হৈল যথাযোগ্যমতে মনু।
আপনাক অপরাধী হৈলো মানিলন্ত॥

ভীম সেনা দেখেণ তবে কর্ণের বালক।
দেখি কর্ণ হাসি পঞ্চ শরে ভেদিলেক।।
পুনু পুর্ণ পুংখ সাত শরে মারাইত।
ভীমকো ভেদিল্লা কর্ণ করিল ব্যাথিত।।
তবে ক্রোধে কর্ণের ধনুক[312] ভীমসেন।
দুহকোটে খাণ্ডা শর যেন হানিলেন।।
এক শত শরে ভেদিলেক নডি বেদ।
পঞ্চ পঞ্চ শরে বর্ম্মধ্বজ কৈল ভেদ।।

১২৯(খ) শেষ।

১৩০(ক)

এক ভল্ল[313] ধনুখান ছেদিল বাহুর[314]।
অন্য ধনু ধরি কর্ণ হাত অনন্তর।।
শরে সব্য সেরেবা ভীমক আচ্ছাদিল।
বাণচয় সব্য যেন অগ্নিত লাগিল।।
তবে তার রথের ঘোড়াক ভীমসেন।
মারিলেক আবেগে দুষক ব্যাঘ্র যেন।।
আর শরে সারথির কৈল ঘরাঘাত।
শরে ঘরাঘাত্য কৈল পাণ্ডব কুমার।।
যেনমত কর্ণক করিয়া প্রতিকার।
পুনুশরে ধনুখান কাটিলন্তু তার।।
তেজি তবে হাত ধনু পুর্ণ পৃষ্ঠ ধনু।
রথ হন্তু নামি কোপে কম্পমান তনু।।
কেশিল গোটেক গদা কর্ণ পাণ্ডবক।
আসিতে পথেতে সেজ্ঞ গদা ভয়ানক।।
দেখি ভীমে সমস্ত সেনার বিস্ময়ান্বিত।
নিবারণ করিল হানিঞা ঘোর বাণে।।

আশংকা করিয়া তবে কর্ণের বধক।
মহেন্দ্রক শর বরিষিল ভয়ানক।।
[illegible] তবে কর্ণ ধনা ধনু ধরি সেকালত।
শরে নিবারিল সে সকল শরজাত।।
পুনু প্রহারিলা সে সকল[৩১৫] শরজাল।
ভীমের কবচ কাটি ফেলায় অকাল।।
শক দশ শায়ক মার ভীমের শরীরে।
বর্ষিলেক রশ্মি যেন সোভিল রবিরে।।
ফেখিলেক ভীমেহো মারাচ ভয়ানক।
সে শরে কর্ণের ভেদি মজিল বাসুক।।
ভুমিত পড়িল যেন সর্প তড়ঙ্গর।
শরে হন্ন হয়্যা কর্ণ ভাত থনসুর।।
টৈসেব ভীমত হল্যু সংগ্রাম বিমুখ।
দেখি দুর্য্যোধন বুলিবাক ধৈল দুঃখে।।
কর্ণের রথক উভি চলি আয়[৩১৬] মনে।
আক্রুবাক ক্র শুনি তজু পুরন্দর তবে।।
শর বরষিষা গাছ্যা বেড়িল ভিমক।
ভীম সেনে সেহেন চডু পুত্র সকলক।।
একেক জনাত হানি শর এক এক।
যাতে তত্র বৃক্ষ যেন কাটি পাড়িলেক।।
দেখি বড়ু পূর্ণ পুৎ হয়্যা রাধা[৩১৭] সুতে।
পুনরপি বন্যত্রথে চড়ি থড়ি যুদ্ধে।।
বাণেষ ভীমক যেন বৃষভক বৃষে।
ভীমো গাছ্যা দেখ বধিষক যে ধরিষে।।

শরে সবু দুক দুলা দুই ভেদিয়া আবেশে।
পরস্পরে লোভাইল যেন দুই মেষে।।
সে বেলা বভিল শরে বীর বৃকোদরে।
শরীরের কবচক কাটিল কর্ণবীর।।
ভীমক ভেদিল কর্ণ শক শত শরে।
দুই ব্যাঘ্র যেন মন্তাদনি যুদ্ধ করে।।
তবে দুজো অন্যো অন্যো বান বরিষণে।
ঘোর যুদ্ধ হৈল যেন দেব দু বিরোচনে।।
ধনুক কম্পায়া তবে ভীম মহাকায়।
লোভাইল বিদ্যুত যুদ্ধ মেঘ প্রায়।।
ধারা সার শর হৈল বন ধারা প্রায়।
কর্ণ পর্বতক বিন্ধাপিল সমুদায়।।

১০০(ক) শেষ।

১০০(খ)

কর্ণো কত শর সহে হৈল আচ্ছাদন।
দেখি দুঃখি হৈলেন তোমার পুত্রগণ।।
তবে বাসুদেব কহে শুন সাত্যকি।
এ সবাক তুমি ভীম লোভিল অধিক।।
পঞ্চ কত কহয় ধৃতরাষ্ট্র নৃপ আগে।
তব পবন অর্জুন পবন শুনি কানে।।
বাহৈল কর্ণ ভীমক যে করিবা আক্রোশে।
যেন প্রতি আবেশে গজকে গজ লোটে।।
ভীমে তনু পুত্র সকলক গাড়ি আছে।
দেখি দীর্ঘ নিশ্বাস তেজিয়া কর্ণ পাছে।।
বান বৃষ্টি করিতে লাগিল[৩৯৮] বীরবর।
যেন রবি পঞ্চ কত তেজিল রশ্মিবর।।

তবে সেরে কX কর্ণ দেখিবার শরমত।
আয়া বাদা টৈলনু জীবের হৃদয়ত।।
বাদা বড় হেন পবিমকর বুকত।
পুত্র ধর বধু ও[৩৯৯] কর্ণের সে কারত।।
আকাশ পূরিল শর সব নিক্ষরিয়া।
যহা পরাক্রম জীব কর্ণের দেখিয়া।।
সেরে মর বৃষ্টি এ ব্যথিত না হইয়া।
অনধ্য কর্ণের বেগে[৪০০] প্রাণকো আসিয়া।।
সে তার মরক পরে পনু টৈল পুর।
তেদির পার্থিত পরে কর্ণাক নিঠুর।।
আরো অন্য সিনা সোত বিংশতি বাহ্যকে।
যহা মহারথ অর্জুন জীব তেদিব কর্ণকে।।
হেনতে আমন্ত্র কর্ণ করিছে জীবক।
পরে বহু জীবা টৈল তেনতে কর্ণক।।
হেনমত জীবের বিক্রম দেখি তবে।
পরিতুষ্ট চারণ[৪০১] তোবার দন্য দবে।।
কৃপ অশ্বত্থামা আরো সাত্যকি[৪০২] টৈল এব।
যুধিষ্ঠির উত্তমৌজা যুধামন্যু অর্জুন কেশব।।
আরো বৃদ্ধ শাণ ভবর মহারথ মন।
বুলিবনু সাধু সাধু জীব মহারথ।।
রণ রংগে সিংহনাদ টৈল হরষোৎসবে।
সেরে রোম হর্ষণ শবদ শুনি তবে।।
রাজা রাজপুত্র আরো ভ্রাতৃগণ যত।
সবাকে বুলিল দুর্যোধন সেনাপত।।

আগতে কর্ণক মারে দেখ ভীম শত্রু।
এতেকে তোমরা সব মহাধনুর্দ্ধর।।
রক্ষা করিবাক তাক লাগে যত্নে আই।
তাহার আদেশে সাত সহোদর ভাই।।
বাগ্না শত্রু বুদ্ধি করি লাগিল ভীমক।
মেঘে জল বারে যেন তাকে পর্ব্বতেক।।
ক্রুদ্ধ হৈল ভীমসেন তাবাক [৪০৩]বাণিঞা।।
[৪০৪]হানি বাণ হাতে ধনুখানক ছেদিঞা।। [৪০৪]
দুর্দ্ধৈর তাবক প্রহরিতে মহাতাপী।
দেহ হৈতে প্রাণ তার কাঢ়ি লৈতে বাণি।।
দেখিলেক তাবাক সব রাজ্য সাত বান।
তা সভার সে মতে সোনিত হৈল পান।।

১৩০(খ) শেষ।

২৩১(ক)

শরীর বিদার হয়া পিপিষ ভুমিরে।
আকাশক দেব দেখিলন্ত সব থিরে।।
পুত্র সকলের তুমি নাশের কারণ।
যেন তুমি পিতা তেন পুত্র [৪০৫]দুর্য্যোধন।।
কুন্দ্র বীর্য্য দর্পি হয়া পুরুষ সবারে।
বাক্ ক্রম বহিল যেন কলে সমু তারে।।
চিত্র সেন বিকর্ণাদি [৪০৬] বন্ধু পুত্র হত।
তবু পুত্র সকক জীবে হৈল হত।।
সঞ্জয়ক ধৃতরাষ্ট্র ধৃতরাষ্ট্রে পুছিবাক হৈল।
এখোট যোদ্ধার অনিচ্ছিত বন্ধু হৈব।।
জানিলোঁ এবুপে ধৃতরাষ্ট্র বিরলোক।
মোর দুর্নিতিত দেখ ভবের লোকক।।

যে দৈব সে দৈব কি কর্তব্য বৈধানিক।
মধ্য দ্রব্য কর্ম্ম তবে দ্রব্যের দ্রব্যতিক।।
কর্ম্ম জীবে যেন প্রাপ্ত দৈব সদবুদ্ধি।
সিদ্ধির[৪০৭] প্রকৃত যেন নষ্ট হয় শুদ্ধি।।
ভিষকুপি জীবধান জীব আরাধিতা নাথাতহিত।
[৪০৮]কর্ম্মের সম্পত্তি ভেদি পিরম্ভ বুধির।।[৪০৮]
কর্ম্ম নাশে যত হিত কর্ম্মের ঘোর পর।
শরীরক ভেদি রিপু জীবের বুধির।।
বিপুল তোমার সদ্য সাধর সাধ্যাত।
স্রোতে দৈব দেখিয়া দুধার শরপাত।।
যে দুখ সেনার জীব বাসে দৈবে প্রাণ।
হস্তি হস্তি পদাতি সকল হত যান।
রণ ভূমি লাগিল সে সব অসংখ্যাত।
বহু দ্রব্য আচ্ছন্নিয়া[৪০৯] পারিতে যেন বাতে।।
আরোহা কতেক সেনা যোদ্ধা কতসব।
জীব কর্ম্ম সত্রে সবে হত্যা হত দ্রব।।
[৪১০]কৌরব পৌরব সিন্ধু সৌবিরাদি হত। [৪১০]
গজ বাজি পদাতি পটিব[৪১১] হত্যা হত।।
প্রাণ রক্ষা জীবক কর্ম্মক পরিত্যাগি।
সহিতে না পারি সর্বোপিলে যেব জাগি।।
যত্নে মানিলেক পাপ জবেক নিশ্চিতক।
দেবতা বুধির আবরা সকলক।।
এ ভুলি ছাড়ি পর বুদ্ধি করিবাক।
পানাইল হৈত্যা ভেজি যুম্ব দেখিবাক।।

[৪১২] তথা তবে স্থির সকলের হর্ষকর।
তবু বিষণ্ণ দেখি তাঁর জন সকরার।। [৪১২]
যুধিরের নৃপ এক বসিল তথাত।
মানুষ কুতক গজ বাজি আছে তাত।।
তদ্রূপ তত্র দণ্ড হতে আবেষ্টিত।
যেন ভয়ানক নদি দেখি লাগে চিত।।
দাহণ [illegible] যেমে কর্দ্দম শোনিতে তার জল।
চিকুরে শৈবাল যেন পাঙ্গুড়ি পটল।।
পতাকা মজ্জা বলাকা গুল্ম রাজহংস যেন।
কোদণ্ড দণ্ড জল উর্ম্মি প্রায় প্রকাশেন।।
মুক্তা হৈল কুম্ভ শম্বুকে জিবরা তার।
মুণ্ড কপালা শিলা চর্ম্ম কচ্ছপ আকার।।
পড়ি আছে বর্ম্মচয় পুলিন আকাত।
লোকের মধ্যে হৈছে প্রবাহ তাহাত।।
কর্ণে ছিলে বিন্দু আরো করিছে বিস্ময়।
শক্তি প্রাস পরশু তোমর মুদগর।।
ধনুবান অন্য নানা অস্ত্র শস্ত্র চয়।
পড়ি পড়ি সে নদো ভূষিত প্রকাশয়।।
নানা অলংকার পড়ি শোভিল ভূমিত।
তবে সে মুখার কর্ম্ম দেখি বিপরিত।।

১৩১(ক) শেষ।

১৩১(খ)

মালিনি আকর্ষি দিন্দ চারণ সকল।
তবু দুর্য্যধন মুনার কে বোল এতো বল।।
আমি দুই গজের মুখ দেখ নবরম।
তাৎখি যেন তেঘতে তোমার সেনাপন।।

ভীমের কর্ণের ঘোর যুদ্ধ হৈত তথাত।
গজ বাজি পদাতি পড়িল অসংখ্যাত।।
সঞ্জয় বলে শুন নৃপতি রাজা তবে কর্ণবির।
তিনি পরে দেখি ভীমসেনের শরির।
ধারাপাতে শরবৃষ্টি হৈল বিপরিত।
ক্রোধ হৈয়া ভীমসেন হৈলেন ব্যথিত।।
সেহিবেলা ভীমসেন করিয়া সন্ধান।
বাণবর্ষে কর্ণের হানিল কর্ণিবান।।
নিস্তারিল সে শর দক্ষিণ কর্ণ দিয়া।
কেবারা কর্ণের তবে কুণ্ডল কাটিয়া।।
পড়ি সে কুণ্ডল ভূষণ ভূমে শোভা হৈল।
আকাশের সূর্য্য যেন খসি পাত হৈল।।
কর্ণের হৃদয় আরো দেখি অস্ত্র পরে।
পুনরপি দশ বাণ হানিল সত্তরে।।
কর্ণের ললাটে ফুটি পশিল সে শর।
তিনু দেখি বাবা যেন হৈল বিষধর।।
তাক ধরি কর্ণ শোভা হৈল সুবন তান।
যেন নিদাঘংপজের দিন দিন মাবাথান।।
ক্রোধ হৈয়া বিশ্বে[৪১৩] চক্ষু ঘুরিয়া তখন।
হৈল রথ এ বরক[৪১৪] করি আনযুন।।
[৪২৫]মুহূর্তেক অনন্তরে লভিয়া চেতন।
মহারাজ সত্বরে বুঝিয়া সিধু হৈয়া কোপমন।। [৪১৫]
ভীমের রথক উড়ি হৈয়া ধরতর।
বেগে পিড়িবাক উড়ি চলিল সত্বর।।

তবে ভীমে কর্ণক ফেলিল শরশত।
আরো উগ্র শরে বরিষিল কুপিত।।
কর্ণে তবে সে সব শরক অনাদরে।
ভেদিল ভীমের কায় চন্দ্র ত শরে।।
তবে দুষ্টো শরবৃষ্টি করি অতিশয়।
তন শব্দে ধনু দুখণ্ডো দুষ্টো দিল জয়।।
তবে ভীম ক্রুদ্ধ শরক হানি গাঢ়ি।
[৪১৬]কর্ণে অভিবাক ধনু কেবাজন কাটি।। [৪১৬]
দেখ হেন ভীম যেন ঘোর শব্দ দৈল।
ছিন্ন ধনু ত্যজি কর্ণে অন্য ধনু নৈল।।
দুর্দ্ধ দিল এ ভৌবিরাদি সেনা পড়ি আছে।
হত হস্তি পড়িছে তাহাক দেখি পাছে।।
ধনুক কাম্পায়া কর্ণে নিরেখি তিরক।
সূর্য্য প্রায় দিপ্ত করি বধিল শরক।।
তবে কর্ণ কোন সেনা ধনুবান টানে।
কোন সেনা শর ছোড়ে কোন সেনা হানে।।
তাক কোন জনে লখিবাক না পারয়।
পরিচ্ছন্ন প্রায় বাম দক্ষিণে ভ্রময়।।
যেন বুণে শরে লাফিয়েক দিগপাল।
রশ্মিযুক্ত পূর্ণ হেন সূর্য্য যেন আচ্ছাদে আকাশ।।
কৌরব পড়ি ধ্যাই শব্দ করি সেজে শর।
ভীমের রথেত আগ্রা পড়িল বিশ্তর।।
ধনবীর্য্য পরাক্রমো ধরে [৪১৭]সে সময়।
না দেখিল ভীমক ভীমেক তোমার পুত্রয়।।

তাক দেখি জীব লোকো না করি বিচার।
যাইব কর্ম্মক ক্ষেত্রং দেশং করি অনির্দ্ধার।।
মণ্ডল আকার ধনু বজ্র পরচণ্ড।
নিষ্পত্তিয়া আকাশ ব্যাপিল সে সময়।।

১৩১(খ) শেষ।

১৩২(ক)

তবে দুইয়ো শরে যেন করিল আকাশ।
ঢুকিল বায়ুর গতি সূর্য্যের প্রকাশ।।
অন্যোন্যের শরের ঘর্ষণে আকাশত।
উঠিল অগনি যেন দহিতে[৪১৮]জগত।।
আকাংক্ষা করিয়া তবে জীবের বধক।
কর্ম্মে বরিষিল বহু বার্জিত শরক।।
জীব তবে একেক শরক একোসরে।
শিলা বলে হেনিলেক রাবা তনয়েরে।। ৪১৯
রথ রথ কর্ম্মক কুলিজা প্রনর্দ্ধার।
উঠুশর আরো বরষিল ধারাসার।।
একে দুইয়ো ধনুর্গুন বজ্র শোনাবাত। ৪২০
চটে চটে শরত্র উঠিল অনংবাত।।
তব শরত্র সিংহনাদ করি দুয়ো আতি।
পরস্পরে দুইকো দুই বধিবাক প্রতি।।
দুইয়ো পরাক্রম দেখি অম্বপাত চয়।
রহিল অসুর হয়া ভয়[৪২১]যোদ্ধাচয়।। ৪২২
তবে ধরি আরো মিলংক্রি শিবত্র পনত্র্দ্ধ জতেক।
সাধু সাধু বুলিলা দুইকো পুজিলেক।।
দুহু হয়া বিদ্যাধরগন দেবেনাত।
করিল কুসুম বিষ্টি দুইয়ো মাথাত।। ৪২৩

তবে জীব অন্দের পনু কর্ম্মের অন্তর।
নিবারণ করিলা দেখিল শরীরত।।
কর্ম্মা তবে জীবের পঞ্জর নিবারিত।
সর্ব্বাঙ্গ আরো নারাচ নব দেখিলা।।
তবে[424] সেখে নব নারাচক জীবনেন।
আকাশতে[425] দেখি রহ রথ বুলিলেন।।
পুনু জনপদ্ভ সব পর অকনক।
কোমল ঢুক বণ্ ভজে জুঙ্গি দেখিল কর্ম্মক।।
তবে অনুণ্ঠর কর্ম হাস্য করি ক্ষেন।
সে সব মরক তিনি পড়ে দেখিলেন।।
পাছে জীব বরিষিল আরো উগ্রসর।
হানিলা নির্ভয়[426] কর্ম তাত অনুসুর।।
সে সব শরক আরো অনু অনুধুনি।
[427] গজ বাজি ঘোর বাজি কোঁনকো নিদারুন।। [427]
আরো তার লাগিল্যো ঘোড়ার দৈব প্রাণ।
সারথিক দেখিলেক হানি শক বান।।
প্রাণ লয়া তবে সে সারথি মহাবলি।
কাঙ্গে যু বামন্যার রথক গেল চলি।।
হাস্য করি কর্ম্ম ক্ষেন তাত অনুসুর।
দেখিল পতাকা পুজ্য গোটেকো জীবর।। [428]
বিরথি বিনু বিকবচ হয়া তবে।
পড়িল এক ভুমি দৈব পাবের পরবে।।
মুক্তি সুবর্ণ ভূমিত উল রা প্রায় জোয়া[429]লার।
দেখিল কর্ম্মক জীব মহাবলি আর।।

তাকো দেখিয়েক কর্ণ হানি দশবান।
ভূমিত পড়িল খণ্ডি হয়্যা দশখান।।
তবে ভীম কি বা করো থাকিল খানিক অন্তর।
খড়্গ চর্ম্ম লৈল ভীম তুলিয়া হাতর।।

১০২(ক) শেষ।

১০২(খ)

তাক দেখি কর্ণে হানি ক্ষুর একবান।
কাটিল ভীমের কুম্ভকার চর্ম্মখান।।
তবে মহা কোপানিয়ু পাণ্ডব প্রচণ্ড।
কর্ণের রথক দেখিলন্তু খড়্গ খণ্ড।।
সে খড়্গে কর্ণের ধনুর্গুণ সমন্বিত।
দুই খণ্ড করি কাটি পাড়িল ভূমিত।।
তবে কর্ণ অন্য ধনুখান ধরি হাতে।
সহস্রে সহস্রে শর বরিষে তথাতে।।
[৪৩০]জর্জ্জরিত করিল ভীমের কলেবর।
ফুলিল কদম্ব যেন বরষা কালর[৪৩০]।।
কর্ণ শরে হয়্যা তবে পাণ্ডব ব্যথিত।
আকাশক লাম্ফি দেব দিল বিপরীত।।
তবে কর্ণে কর্ণ পাণ্ডবর চরিত্র নিরেখি।
রথের উপরে আকাশক তাক রাখি।।
ভীমের বিজয় বাঞ্ছি তার্ক্ষ কিছু ডিয়া[৪৩১]।
সৈন্য মধ্যে প্রবেশি রহিল লুকি গিয়া।।
তবে তার রথের[৪৩২] উপরে ভীমসেন।
অবলম্ব করি রাধেয়ক না দেখেন।।
কর্ণের বৈরাগে তবে পাণ্ডব প্রচণ্ড।
ভাংগিল প্রতকো যেন গজে ইক্ষুদণ্ড।।

রথ হল্লু কর্ণক অসুর হইবার।
দেখি দুই দলর চারণগণ আর।।
বসন্ত ভীমক পূজা কৈল সগৌরবে।
দুর্ম্মর্ষক পাবি ছিন্ন ধনু করি[৪৩৩] তবে।।
আপনার পাবি রথখান পৃষ্ঠ করি।
রহিলন্ত যেন মত্ত প্রমত্ত কেশরী।।
তবে কর্ণ রথে উঠি ভীমক বাজেন্ত।
হানিলা টংকার করি চণ্ড কোদণ্ডক।।
দুয়ো পাছে যেন গ্রাহ গর্জে হস্তী ঐশ্বর্য।
দুই নরসিংহে আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ।।
নিরন্তর ভীমক কর্ণে হানে অস্ত্রজাল।
সহিতে না পারি তবে তার বেদনাক।।

পর্বত পরায় স্থূল বৃক্ষ ভুজ[৪৩৪] পটেল।
অর্জুনে বারিয়ে পড়িয়াছে যে[৪৩৫] সকল।।
আবি ভীম যোগে তথা থাকো[৪৩৬] বুঝি আছে।
তবে যে কর্ণের রথ না আব্য যে ঠাই।।

এথি বুলি যেন্থে গজা হস্তির সংহত।
প্রাণ রক্ষা কাজে তাহা হৈল উপস্থিত।।
দুর্জ্জয় হস্তির লোঠ করি ভীমসেন।
সোটেক হস্তিক হস্তে তুলি ধরিলেন।।

পর্বতক তুলি যেন ঔষধি লহিত।
আছিল বীর হনুমন্ত হৈল উপস্থিত।।
কর্ণে তবে কোদণ্ড খণ্ডিত তুলিবান।
যেন্থে গজ যুথক কাটি কৈল খান খান।।

তবে খণ্ড খণ্ড যেন্থে কাটা হস্তি তুলি।
পাবঠান[৪৩৭] হানিল কর্ণক হুড়ুবুলি।।
কলিলেক তবে তুলি রথচক্র।
তাকো দেখিলেক পরে সুতের তনয়।।

পাঞ্চল আর জত রাজু সুতক যোটক।
চুনি চুনি তাকো তীরে বধিল কর্ণক।।
দেখি দেখি কর্ণে তাক পাছিলেক[৪৩৮] বাণে।
তবে ভীম সেন সেবে জত জে জে স্থানে।।
তাকে তাকে চুনি কর্ণক প্রহারে।
অপনিক জেন অশিকার বান মারে।।
হাসি হাসি কর্ণে তাক পরে মনু কাটে।
সর্ব্বাংগ ভীমক ভেদে অনেক বিপাটে।।

১৩২ (খ) শেষ।

১৩৩(ক)

তবে বিশিখের বিষে ভীম মহাকোপে।
বজ্রমুষ্টি নিদারুণ ধরিল আটোপে।।
গজপতি চলিল কর্ণক বধিবাক।
তাতে হৈল স্মরণ পার্থের প্রতিজ্ঞাক।।
জানি মোমে পাপিযুক বুঝি মারো জবে।
অর্জ্জুনের অংশিকার পুর[৪৩৯] হয় তবে।।
প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হৈব অনর্থ দুর্ব্বোর।
এতেকে জে নাবে আজি সেহি দোষবোর।।
যদ্যপি সমর্থ ভীম বধিতে কর্ণক।
তথাপিতো না বধিল স্মরি এ যোটক[৪৪০]।।
রহিলন্ত সহিয়া কর্ণের শরঘাত।
বিষে হয়া ব্যাকুল কম্পিত সর্ব্বগাব।।
এ প্রকারে ভীমক রাধেয় মহাবানি।
মূর্চ্ছিত করিল বারম্বার শর হানি।।
সদা মোদ নরেন্দ্রের হৌক মহোৎসব।
[illegible] আজ্ঞা সাধু কুমুদের কুমুদ বান [illegible]।।

কীরণ অমৃত চাকি[৪৪১] তুয়া পাদম্ভোজ।
শিব বিধুবের জেন খুব না দেখোজ।।
দো তাম্বু গক করি থাউক উল্লাসিত।।
মুর্খো জেন করে কখনক প্রফুল্লিত।।
সে প্রভুক জগন্নারায়ন নাম দেবে।
এহি তুয়া কিঙ্কর মহানন্দে বোধে দেরে।।
যোদ ভুপ তার উপাসায় হয়া ফুর্ত্তি।
কমনু কাবত জেন চন্দ্রের দিপ্তি।।
দ্বিজ কবিরাজ তার আজ্ঞা পরমানে।
মহাভারথের পদ ভনে যথা জ্ঞানে[৪৪২]।।
ভুপার সকল জেন হয় চিরজীব।
এহি কামনায় মনু বোল সদাশিব।।

ঘষা ছন্দ ঃ-

কেশব কমলাকান্ত xxxxxxxxx মু কুন্দ মুরারি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র চারি অস্ত্রধারি।।

কুন্তির বচন করিয়া স্মরণ।
জীবকো কর্ম্ম না যারি।
রথ পরিহরি সেন ধনু ধরি
পাণ্ডবের অপকারি।।
পড়ি আছে জীব নাহি স্থির চিত[৪৪৩]
বুঝিরে দিশিধ কায়।
বিবে বিধিবের জীব শরীরের
চলিজাতো জেন চায়।।
কর্ম্ম সে বেলাজ জাগ্না চিবুকত
ধনুর নাপায়া আগে।
করি কদর্থন দুস্তর বচন
বুনিন হতেক বাগেনন

১০০(ক)শেষ।

ধুনরে রিবর[৪৪৪]   সংগ্রাম কাতর।
উদাসিক বিরাবর।
বস্ত্র না জানিম   তথাপি যুঝিম।
বালক তুঝি   পরব।।
কর্ম থাকে যথা   কেমে আম্য তথা
মুর্খ মরিবাক লাগি।
চোখ চোক্য যথা   তুঝি যোক্য তথা
রহিতে থাইবা লাগি।।
নাহিক পৌরুষ   ওরে অমানুষ
যুদ্ধ তুঝি কি করিম।
বরি ধুনি ত্রত   জাত্ম্য বরগাত
ফবধুন আহরিম।।
দুষ্টে[৪৪৫]লোক যত   দুতক জেমত।
যাহিয়া কর্ম্ম করায়।
যুদ্ধ না জানিম   থাইতে পারিম
তুঝো যোগ্য লেহিগ্রায়।।
অশ্ব শস্ত্রচয়   বিরক লোভয়
কি যার থাইম[৪৪৬]তুঝি।
আনক যুঝিম   তথা না জাইম
যথা যুদ্ধ করো মুঝি।।
মোর সদৃশক   তুঝিতে বালক
লিবয় এবি সে গতি।
অধিকো অবস্থা   আছত্ত মর্ইথা
না জানিম যুদ্ধপতি।।

কৃষ্ণ এনেক হু   জে শব্দে আইবু

সে শব্দক চলিয়োক।

সেজে দুইজনে   স্নেহে অনুরাগে

রঙ্গ করিবেক তোক।।

বালক কালত   যতু দৈহে জত

পরম আএর মোর।

তাক মুখরিয়া   তীমক পাইয়া

বুলিল বাক্য কঠোর।।

অথবা বনত   জাত্রা অনন্ত

ফল পুষ্প আহরিয়া।

সুজি অতিথিক   থাক নৈদানিক

মুনিব্রত আচরিয়া।।

অন্যথা অবন   পরিহর রণ

ভ অরকে নাশিয়া চল।

ভুঞ্জ ভ্রু অন্নপান   পাইয় জল যান

যুদ্ধত তোর কি ফল।।

মেদিনি রমন   নোদনারায়ন

পাউক চিরঞ্জিব হয়া।

প্রজা সকলত   জার পুত্রবত

পিতৃ আর্য্য সদা দয়া।।

১৩৩(খ) শেষ

১৩৪(ক)

বয়স নবিন   বুদ্ধিত প্রবিন

নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ মূর্তি।

বিধিত দাণ্ডত   ভুবন খাএত

দৈহ জায় সকল স্ফূর্তি।।

তাহার আজ্ঞায় অন্ন প্রত্যাশায়

দ্বিজ কবিরাজ নাম।

পদদ্বন্দ্ব হৃদে শুনিব আনন্দ মনে

শুনি যোগ্য রাম নাম।।

তার অনুরাগে পাএ মহাভাগে

শ্রীমন্ত কুমার আদি।

যিনি নৃপতির তনয় ঠাকুর

নিধি নরেন্দ্র শ্রীর নাতি।।

জগত রঞ্জ জন জগন্নারায়ণ

নিপুন রাজসেবাত।

সন্তোষ জড়িত হৈছে মহাপুত

যোদ্ধ মহিপতি রাত।।

দয়ায়[৪৪৭] সকল ভকত বৎসল

তার আজ্ঞা পরমানে।

পদ দ্বন্দ্ব হৃদে শুনে আনন্দে

দ্বিজ কবিরাজ ভণে।।

পদ

তাক দেখি বাসুদেব ভকত বৎসল।

অর্জ্জুনক বোলে শুন দেব মহাবল।।

কর্ণকিছে বাণিজে ভীমক এক[৪৪৮] কর্ণ।

দেখি ধনঞ্জয় হৈল দেখিতে কালবর্ণ।।

তীব্র শিরাবীত শানাইত সাত শরে।

মুণ্ডমুদ্গরে কর্ণমূলে ভেদিল কর্ণেরে।।

সাত কাল সর্প্প যেন পশিল বিবর।

রহিতে না পারি বিদ্ধে পশিলে ভীতর।।

ভাগি গেল কর্ণ তবে উঠি ভীম বীর।
ধরা যেন রথত চড়িল সাত্যকির।।
ভীমের সে দুঃখ দেখি বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণের উদ্দেশে শর যুড়ি জ্যোতির্ম্ময়।।
দেখিল নারাচ হয়্যা আতাম্র[৪৪৯] লোচন।
পঠায়্যা দিলেক তবে মৃত্যুক যেমন।।
সেহি শরে কর্ণ হত হেন জানি।
হেদিলেক অশ্বথামা দিব্যশর হানি।।
আসিতে শরকে যেন গিলিল সর্পক।
কুপিত অর্জুনে তবে গুরুর পুত্রক।।
সম্ বাণে কৌবণ্ডী শরে শরির ভেদিয়া।
আর না রাহস রহ বুলিল গর্জিয়া।।
অর্জুনের শরে তবে[৪৫০] পিড়া পায়্যা অতি।
হস্তিমাঝে রৈল গুরুর সন্ততি।।
ধনুর শব্দ তবে মহান্ত বীরের।
পাণ্ডবের সবনে চালিল অর্জুনের।।

১৩৪(ক) শেষ।

১৩৪(খ)

বাজে বিনাশিল শর রথ গজবাজি।
দেখি দ্রোণি পাছতে আসিল পুনু সাজি।।

[illegible]
ধৃতরাষ্ট্র দুঃখে দীর্ঘ তেজিয়া নিশ্বাস।
বোলে দেখ কেমত কালের বিপর্য্যাস।।

দ্রোণ দ্রৌণি কর্ণাদিয়ে রক্ষা করে যবে।
দেবতাস্থো প্রবেশিতে না পারয় তবে।।

কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আসি সে ঘোর সেনাত।
পশিল সাত্যকি ভীম সবে সেবেনাত।।

সেনা হন্তু সোকানলে ঘোর দাহ করে।
সুস্ক কাস্ঠ দাহ জেন করে বৈশ্বানরে।।
জয়দ্রথ বধে রাজা সকরুণ রণে।
গ্রাস করিবেক যেন নভ ঘোর ঘনে।।
সৈন্য এব অগ্রে যেন করি অর্জুনেরে।
দেখতে ছিবেক তার চক্ষুর গোচরে।।
অনুমানে জানিলোঁ সৈন্য এব নাহি আর।
কহিলোক যুদ্ধ এ পাছে হৈল কি প্রকার।।
সঞ্জয় কহয় যুদ্ধ এ কৌরব রাজাক।
কর্ণে ভীম সেনক নিরেখি পিড়িবাক[৪৫১]।।
ঘোর শব্দে তব পুত্রগণক কম্পাই।
মুর্ছা জেন প্রকাশি সাত্যকি গেল ধাই।।
সেবেলাত তাহাক তোমার পুত্রগণ।
ন হৈল সকতি কারো[৪৫২] করিতে বারণ।।
তবে দৃঢ় কবচ পিন্ধিয়া করেবরে।
নিবারিল তাক অলম্বুষ নরেশ্বরে।।
জেরুপ সমর নাহি করে কোন বীর।
সে যুদ্ধ এ দেখিলেন অলম্বুষ সাত্যকীর।।
সমরে করিল দুজো শরম গোতাক।
ভুখ মধ্যে অন্য সচে নিরেখিল তাক।।
তবে অলম্বুষ দশশর প্রহারিল।
আসিতে সাত্যকি তাক পথতে কাটিল।।
সে শরে কবচ ভেদি শরীর পশিল।
তিনি শর লেঞ্জে রাজা পুনু প্রহারিলন্ত।

চন্দ্র প্রায় শুভ্র চারি ঘোড়া সাত্যকির।
চারি শরে ভেদিলেক অলম্বুষ বীর।।
এমত প্রকার অলম্বুষের নিরেখি।
বেগধারি সাত্যকিএ বানিলো না দেখি।।
চারিহো ঘোড়ার তার শরে হৈল প্রান।
অল্পবানে সারথিক করিল নিজ জ্ঞান।।
চন্দ্র প্রায় শুভ্র কুণ্ডলে বর্ণ ছিত মুণ্ড তারে।
খাড়ি সাত্যকি কাটি শরেরপ্রহারে।।
তাক মারি তবে তুষ সেনাক দলিয়া।
অর্জুনের পাশ বীর উত্তরিল গিয়া।।
তবে তত্র যুদ্ধবল ক্রোধ্বা মন যার।
এক ঠাই হৈয়া সাত্যকিক জুড়িবার।।
বীর দুঃশাসনক করিয়া সবে আগ।
সাত্যকিক শরবৃষ্টি করি হৈল নাগ।।
তবে সে সবাক সাত্যকিএ তৎকালে।
অনেকতে নিবারণ হৈল শরজালে।

১৩৪(খ) শেষ।

১৩৫(ক)

পাছে স্বজ্ঞে দুশাসনের ঘোটক সকলক।
প্রজ্বলিত শরে দিল জয়ের পূরক।।
তাক দেখি অর্জুনের কৃষ্ণ ক নিরেখিয়া।।
হরষিত হৈল সাত্যকিক প্রশংসিয়া।।
শক্ত ত্রয় বধতি দুঃশাসনের রথক।
সাত্যকি বাধিল তবে উন্মাদ পূর্ব্বক।।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তগন রণে অনিবার।
বহুরথে আবরিল চতুর্দ্দিশে তার।।

আচ্ছাদন কৈল হানি পরিপূর্ণবান।
সাত্যকি তাহাক ন করিয়া তৃণজ্ঞান।।
দেখি দেখি এ কারণে[৪৫৩] রাজার পুত্রক।
জিনিলন্ত দেখিলি অদ্ভুত বিস্ময়ক।।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কৌণিলে।
বিদিশতো কৃত্যপতি কৈল বিসর্জ্জনে।।
দেখি তবে তার সে চরিত্র বিলক্ষণ।
না পারি ধিশর্ভশন দৈব নিবর্ত্তন।।
তবে পুত্র সেনাগন আরো অর্দ্দন।
শর জালে সাত্যকিক কৈল নিবারণ।।
হস্তিক বান ভিল যেন অঙ্কুশ নখ ঘাসে।
দুযুর্ত্তক তাবাক দুর্দ্ধায় যুযু বাসে।।
হেলে হেলে সব কবিন্দ্রের ব্যবহারে।
বণ ভিল সেবক যেন সূর্য্য অবতারে।।
কলিংগের সংগে যুদ্ধ এ করি অতিশয়।
তাকে অতিক্রমি গেল যথা ধনঞ্জয়।।
জল তরি শতমে যেন তৃপ্তি হয়্যা আসয়।
অর্জ্জুনক নিরেখিয়া প্রাণ যেন পাইল।।
পার্থক বুলিল তবে কৃষ্ণ কৃপাময়।
এহি বীর সাত্যকি তোমার শিষ্য হয়।।
[৪৫৪]ভুজ পাশ আসো জিনি দ্রোণ এ সকলক। [৪৫৪]
তৃণ প্রায় [৪৫৫] করিলা সকল কৌরবক।
দ্রোণ কৃত উদ্ধারক করিয়া কদর্থন।
ধর্ম্মরাজ হিতক করিয়া অন্বেষণ।।

মারি বড় বড় বড়ু [৪৫৫] বিরূপ মন লাজে[৪৫৬]।
থাকিলে তবে দুষ্কর[৪৫৭] কর্ম্ম করি রণে।।
সুরাসুর সমাজ বিদির্ন করি রণে।
জিনি দুর্য্যোধনক সকল ভ্রাতৃগণে।।
দুর্মুখ্য বন্ধু দুঃশ্রদ্ধা থাক্য চলি।
ঘোর রণে বন্ধু যেন শিবের মহাবলি।।
যজ্ঞে[৪৫৮] বধিলেক অক্ষয় এ সুদর্শন।
সম্প্রতি হরিল অনন্তসেন জীবন।।
অশ্বে গজে রথে রথ ভঙ্গ[৪৫৯] দৈবে তার[৪৫৯]।
বসন্তে শোভিত যেন পুষ্পিত বন রাজ[৪৬০]।।
অর্জুনে যোগায় পুন নাথ[৪৬১] নারায়ণ।
সাত্যকি আমাদু ঘোর জিনি রণ।।
তিতি ঘোর বড়াত নাহিকে কিছু ভেক।
কে রাখিব রাজাক সাত্যকি ব্যতিরেক।।
তাহার কর্ত্তব্য নাহি রাখিতে রাজাক।
সে না করি দ্রোণত উৎসর্গ করি তাক।।
দুর্মুখ ধনুষ দেখি আসো যুদ্ধ মাঝে।
জিন কি না জিন ধর্ম্মরাজ তথা গ্রাসে।।
আপনেও ভ্রাতৃ জিনি দৈবে জিনি সে সবাক।
সাত্যকির ভ্রাতৃ দৈবে রথ বাহিবাক।।
অনু সব পরিত্রাণ দৈবে পরিপুর।
তাত তাক পাঞ্চা আয় ভুরিশ্রবা দুর।।
ইহাক রক্ষণ দ্রুপতিক অন্তজন।
দিবাভাগে আরো বহ্নিদেবের দিবস।।

এত্তে তিনি যত্যভার দোহোর মিলিল।
সুর্য্য অত উদ ্ব হন্তু অবত নামিল।।
এ যুদ্ধ দুক্ষ দুপন নাহি কাহার সর্ব্বথা।
আতো[৪৬২] ধর্ম্মরাজে কাঁতি কর্ম্ম[৪৬৩] কেন তথা।।
দ্রোণে তাক পরিবাক বাকিতে থাকেন।
বাংদক গ্রহণ করিবাক জেন জোন।।
তথাপিতো তাক করি পরিহার।
পঠাইল সাত্যকিক অন্নেষে আমার।।
শক্ত দ্রুত বনতি পার্থে কহিতে এ কথা।
বাহ্না ভূরিশ্রবা সাত্যকিক তবে তথা।।
বোলেরে সাতাকি কি সুভাগ্য মোর আজি।
আতো[৪৬৪] তুক্ষি চক্ষুত[৪৬৫] পড়িলো আমি আজি।। [৪৬৫]
চিরকাল অভিলাষ[৪৬৬] জে মোট মোহোর।
পূর্ণ হৈল তাকেঁ আত নাশ পাব্য তোর।।
আজি জদি তুক্ষি ওরে না ছাড়িস রণ।
তবে জিম তাবে তোর নাহি নিবর্তন[৪৬৭]।
তোক তুক্ষি [৪৬৮] বধি দুর্য্যোধন নৃপতিক।
নাহিক সংশয় হর্ষ দিবো নৈবাসিক।।
তুনিত পাড়িবো তোক হত করি রণে।
তাক কৃষ্ণ অর্জুনে দেখোক বিদ্যমানে।।
ব্যুহযত্নে জে তোক পঠাইছে ধর্ম্মরাজ।
তোর মৃত্যু শুনি[৪৬৯] জেন তাকো পায় লাজ।।
বলি শবে সুম দুক্ষ জে বিক্রমে হরি রয়স হয়।
করিআছে সে বিক্রম করিবো নিশ্চয়।।

বচনে বধিছে যেন মুজিতক জেবত।
তোরো প্রাণ সংহারিবো বুঝি সেহিমত।।
বুঝি জাক জাক বধিছিস দুরাচার।
তোক বধি শিরোজোকক হর্ষ দিবো তার।।

১০৫(খ) শেষ।

১০৬(ক)

তোত হন্তু নিষ্ঠুৎসাহ হয়া আছিরেক।
কৃষ্ণ অর্জুন ধর্ম্মরাজো যুদ্ধ এ তেজিবেক।।
সাত্যকি উত্তর দিল করি তবে হাস।
আততাই হয়া মোক না করাস্য আস।।
কেবলে বচনে মোক ভয় করাবেক।
সংসারত না দেখো এবত পুরুষেক।।
যে লোক যুদ্ধত পারে নিরস্ত্র করিতে।
সে বিরে সে পারে ওরে মোহোর বধিতে।।
মোক সে করিব যেন নাহি ত্রিভুবনে।
বুদ্ধেরো অশাধ্য তোক দেখে কোন জনে।।
ব্যর্থ বাক্য বিস্তর[৪৭০] বুলিলা কি হৈবেক।
যে কর্ত্তব্য তাক কর্ম্মে মনু করিবেক।।
তথাপি চর্ষিত্য শরতের যেন ঘন।
হাসি উঠে শুনি মোর তোহোর গর্জ্জন।।
বহুদিন হন্তু ভুরিশ্রবা তোর মনে।
বুঝিবাক প্রতি বাক্য করিয়াছো মনে।।
সে [৪৭১]তোর মোহোর প্রবর্ত্তাক মোর রণ।
তোক আজি না মারি না হবো নিবর্ত্তন।।
এ প্রকারে পরস্পরে দুইক দুইজন।
বধিবাক দেখ জেন করিল গর্জ্জন।।

বীর ধৃষ্টকেতু আরো বীর যুযুধান।
দুই মত্ত হস্তি জেন হৈলা এক স্থান।।
দুর্য্যো বীর শর বরিষিল ধারাধার।
তবে ভুরিশ্রবা সোমদত্তের কুমার।।
সাত্যকি আচ্ছন্ন করিল পূর্ণ শরে।
কতো তাপ বাণে ভেদিলেক কলেবরে।।
পুনু আরো দশশরে ভেদিল সেকাল।
হানিলেক আরো নানাজিত শরজাল।।
তবে বীর যুযুধান শর সে বহলে।
ত্রাণ করিলেক নিজ অশ্বধারা[৪১২] বলে।।
আবরণে তবে দুর্য্যো ছুবে শরে ধনু।
মধ্যে ধনু দুই খান্ড জেমত যুবনু।।
দণ্ডু ধনু যুগ্ম জেন করনু দুঞ ক্রম।
সেহিখতে দুর্য্যোবীর করনু সমর।।
দুহের দুহে শরে রথ সজিম্ব কাটিল।
তিরধার স্থান নাহি শরীর ছুটিল।
রুধির শুষিয়া দু ও করিল প্রকাশ।
বসনু কবত জেন ছুটিল পলাশ।।
এ প্রকারে কৌরবগণের বিদ্যমানে।
দুক দুকা দুহে তর্জ্জিল মহা গর্জ্জিল রণস্থানে।।
প্রাণঃপনে দুহেক দুহে অতস্তিত করিয়া।
দুহের দোহাক দুহে দেখাইল রাখিয়া।।
দুর্য্যো প্রশ্নলোক জাইতে দৈন্যাবলে।
দেশাবে বস্তু চর্ম্মক বরিষা দুর্য্যোজনে[৪১৩]।।

১০৬ (ক) শেষ।

আবিদ্ধ এ উদ্ধ প্লানুত প্লানুত আপ্লুত বিপ্লুত।

এবমাদি ত্রিশগতি করিয়া অদ্ভুত।।

অপর নানান গতি করি বহু বন্ধ।

দুহার ছিদ্রক দুজো নিরেখে প্রবন্ধ।।

দুহকো দুজো শিকার নাবর পরস্পরা।

বারম্বারে খড়্গ দুর্দ্ধর প্রহার করে থাপ্পা।।

এ প্রকারে খড়্গ যুদ্ধ এ করি বিপরিত।

প্রভু হয়া দুজো থির রহিল ভূমিত।।

মুহুর্তেক অন্তরে উঠিল পুনর্ব্বার।।

খড়্গ চর্ম্ম তুলি দুজো বিশাল প্রকার।।

দুহকো দুহে করি ছিন্ন খড়্গ দুর্দ্ধর খণ্ড খান।

দুহার ফেলিল দুহে চর্ম্ম দুহখান।।

খড়্গ ছাড়ি তবে দুজো বিদারুন রণ।

[474]বাহুযুদ্ধ আরম্ভিল নি যুদ্ধ নিপুন[474]।।

লোহার পরিখকার বাহুদণ্ড মনু।

দুহকো দুজো বলে পিড়িবার লাগিলন্তু।।

সকল যোধ এর বিদ্যাবালে সে দুহার।

বিগ্রহ[475]নিগ্রহ দৈহন অনেক প্রকার।।

কতবা দৈহনের আর দুজের আঘাত আঘাত।

পর্ব্বত উপরে জেন হয় বজ্রাঘাত।।

দন্তু দন্তু দন্তু জেন যুঝন্তু মাতঙ্গ।

মদমত্ত বনে জেন তুঙ্গে তুঙ্গে তুরঙ্গ।।

সেহি মতে দুই বীর জুঝে জুঝে যুঝে।

ধাধাই ধাধাই ধমাধমি করি মাতে।। [476]

পাকে পাকে জড়া জড়ি জঠরে জঠরে।
যুধিবিত পড়ি আরো জড়াজড়ি করে।।
কত উঠে কত পড়ে কত পাক ভ্রমে।
সর্প্প প্রায় প্রাণ যেন যাছে পরিশ্রমে।।
শত প্রত্যাঘাত আরো আক্ষেপ পাতন।
উৎখানক আস্ফোটক পুন[৪৭৭] বিতর্ক ভ্রম।।
প্রবাধ উন্মাথ সন্নিপাত অবধুত।
এবমাদি বন্দ্ব করে যোদ্ধায় অদ্ভুত।।
মল্লযুদ্ধা বর্ত্তিম বিধান এ প্রকার।
ভুজিলেক দুক ঢুকা দুবে প্রাণে যাত্রিবার।।
বিরথ সাত্যকি এ প্রকার যুদ্ধ করে।
দেখি অর্জ্জুনক বুলিলন্ত দামোদরে।।
দেখিয়োক সখি অস্ত্রহীন সাত্যকীক।
তেবি আর দুর্য্যোর আরথ বাহিনিক।।
ব্যুহত প্রবেশ হৈছে তোমার পাছত।
প্রাণু হৈছে বল নাই নাহি শরীরত।।
এ সময় যোদ্ধার সমান হেন[৪৭৮] জানি।
নাশ হৈল তাক ভুরিশ্রবা মহামানি।।
এহি কথা কৃষ্ণ দেবে কহিল পার্থত।
ভুরিশ্রবা তবে কোপে তোমার[৪৭৯] পার্থত[৪৮০]।।
অতিশয় দেখে বলহীন সাত্যকিক।
ধায়্যা গেল যেন মত্ত হস্তি এ হস্তিক।।
বধিত উদ্যত হয়া করিল প্রহার।
অভয় সাত্যকী হৈল সে প্রকার।।

তবে ভূরিশ্রবা সাত্যকীক বলে ধরি।
আছাড়িয়া পাড়িল ভূমিত দুহু বুলি।।
বলে পশু পাড়িল হাথিক জেন হাথি।
হুনন্ত শির পদে দুই এক লাথি।।
বাম হস্তে ধরি তার চূড়াবন্ধ চুল।
কাটিবাক লাগি খড়্গ ধরিলা বিপুল।।
দেখি বাসুদেব পুনু বুলিল পার্থক।
[481]করিয়া সাত্যকী দুর দুষ্কর কর্ম্মক[481]।।
ভ্রাতৃ হস্তা প্রবিবিত পড়ি মহারাজ।
দেখ ভূরি শ্রবার হস্তাকে দুর রণ।।
প্রিয় শিষ্য বন্ধুক তুষ্টের বিশেষত।
টিকাবে পড়ুর বধ তোমার কার্য্যত।।
এতেকে এগোট ভূমি পত্রে করেন।
সাত্যকি না হয় বধ [482]দেহার জেহেন।।
কৃষ্ণক অর্জ্জুনে বুলিলন্ত তাত পরে।
এপীড়া করে জেন মত কঞ্জ ক্রুরে কুঞ্জ ক্রুরে।
সাত্যকি সহিতে সেহি মতে ভূরিকেতু।
রণক্রীড়া করিতে লাগিছে জয়হেতু।
পাড়িয়া ভূমিত বলে করিয়া বিক্রম[483]
শিরে হাত [484]দীপ্তিক করন্ত অসমর্থ মহাবল।

১৩৬(খ) শেষ।

১৩৭(ক)

বুকে লাথি দিয়া হাতে ধরি কেশ পাশে।
তুলিছে ভাবের খড়্গ কাটিবার আশে।।
তথাপি সাত্যকি তার হস্তে সমন্বিতে।
কিরায় মস্তক কণ্ঠ না পারে লড়িতে।।

চক্রাকারে ফিরে যেন কুম্ভারের চাক।
ভূরিশ্রবা মন দিক না পায় কাটিবার।।
ফিরে ফিরে সমর করয় যথান্যায়।
কহ প্রভু সাত্যকিক রাখোঁ কি উপায়।।
তাক শুনি দেখি আরো সাত্যকির ক্লেশ।
পুনু অর্জুনক বুলিলন্তু হৃষিকেশ।।
প্রিয় শিষ্য তোমার সাত্যকি নির্দ্দোষ[৪৮৫]।
তাত করি [৪৮৬]ভূরিশ্রবা হৈলেন বিশেষ।।
এতেকে তোমার শিষ্যা বন্ধুর বিক্রম।
শুনি যুধকেতুক অর্জুন নরোত্তম।।
অনেক প্রকারে পূজা করিল অনন্ত।
সাত্যকিক হৈল জানো বিকুল[৪৮৭]এমন্ত।।
অনন্ত হস্তিক যত সিংহে জেন করে।
পাছে কেশবক বুলিলন্তু প্রিয়ক্ষ ফির বরে।।
[৪৮৮]আলকত দৃষ্টি হৈছো মৈন এব বত।
না দেখিলো এথা তাতে হৈল যেনমত।। [৪৮৮]
তোমার আজ্ঞায় সাত্যকির রক্ষা কাজে।
করো যের অবানুষি কর্ম্মক সংগ্রামে।।
এ বুলি প্রচণ্ড শর গাণ্ডিবে যুড়িল।
অগনির উল্কা জেন জ্বলিতে লাগিল।।
খড়্গ যুক্ত অলংকৃত বাহুক সমরে।
ছির ভূরিশ্রবার ছেদিল দেখিশরে।।
সঞ্জয় বদতি মহারাজা কথা শুনি শুন।
যেত্রে খড়্গ যুক্ত বাহু দণ্ডক অর্জুন।।

শর পুরা খ্রিষা ফেলিলেক পাছ পাকে।
মহাবীর ভুরিশ্রবা নাহি দেখে তাকে।।
তাতে সে বাহুক শরে কাটিয়া পাড়িল।
খক লিয়া সর্পজেন ভুমিত পড়িল।।
তবে ভুরিশ্রবা বুলিলেন দেখি লোকে।
নির্ব্বন্ধ অর্জুন এমত কৈল [৪৮৯]লোক।।
সাত্যকিক তেজি হয়া অসত্যের মনা।
অর্জুনক ক্রোধে করিলন্ত গরিহনা।।
অন্য[৪৯০]সনে যুদ্ধ কৈত দৈবাহো অনকত[৪৯১]।
নাহি দেখোঁ পার্থ বুজি তোক মুর্খমত।।
তাত মোর বাহুক ফেলিলো কাটি চোট।
মহা পাতকের কর্ম্ম করিলোঁ এ গোট।।
পুত্র যুধিষ্ঠীরকে বা কি বুলিবোঁ আর।
তুমি হেন পরম পাতক ভ্রাতৃ যার।।
অন্য কে সকল আরো বোলো হেনমত।
অত্র শুনে পাহিল ভুরিশ্রবা দৈব হত।।
এ সমস্ত বুজিঁ তো সমুখ কি বুলিব।
এ কথা সুধিলে হবে কি উত্তর দিব।।
এহি উপদেশ তোক দিছে পুরন্দর।
এহি অস্ত্র তোক শিক্ষি দিছে মহেশ্বর।।

১০৭(ক) শেষ।

১০৭(খ)

দশ দিগপালে তোক এহি অস্ত্র দিছে।
কৃপগুরু দ্রোণে তোক এ অস্ত্র দিয়াইছে।।
তোক বুজিঁ না বুজো অনেক করো রণ।
অস্ত্র ধর্ম্ম এ হানি হয়া তাত কি কারণ।।

কে বলে প্রহার মোক কৈলোঁ পরিহিত।
যে[৪১২] মহাপুরুষ তার এনিতি উচিত।।
অপুষ্ট যেলোক যেলোক হয় ভিত।
নির্ধন যেলোক আরো যেলোক দুঃখিত।।
যে লোক মত্ত বাৎসে প্রাণের কাতরে।
অন্‌এবিধে এ সবাক প্রহার না করে।।
আজি মোক প্রতি তুমি কৈলা যে অধর্ম্ম।
কাপুরুষ নিচ আর্য্যে ভাবে সে একর্ম্ম।।
দুষ্কর পাতক তুমি করিলি কেমত।
অসাধু লোকে সে সুখ পায় এ কর্ম্মত।।
সাধু আর্য্যে তার্য্যে এ কর্ম্মত পায় দুঃখ।
এ কর্ম্মে অসাধু লোকে সে পায় সুখ।।
[৪১৩]এতেকে যে সব যে সবার মনে থাকে। [৪১৩]
তাবে তার স্বভাবে সে পায় তাকে তাকে।।
এ দোষে তোমোর্ত্ত বুঝি দেখিলোঁ প্রত্যেক।
কৃষ্ণে র সংগত তোর এ বুদ্ধি হৈলেক।।
এখে দুষ্ট্রদনের বল হয় আর্য্যে।
নানা কুট কপটে পণ্ডিত হয় তার্য্যে।।
সাত্যকির নিমিত্ত্যে কৃষ্ণে র মন ক্ষুন্না।
কে বলে [৪১৪]করিলোঁ তোর[৪১৪] না মানিল ক্ষুন্না।।
চন্দ্র বংশ ভরত কুরুত জন্ম নিছিল।
আবার কৌরব বংশি কেমতে আমরি মানিল।।
দুঃখ দিল অন্য মনে করিতে সংগ্রাম।
কৃষ্ণ সখি বিনে নাহি আনের এ কাম।।

অৰ্জ্জুনক ভুৰিশ্ৰবা এ বোল শুনিয়া।
বাম হাতে শৰ সকলক অৱাইয়া।।
যোগাসন কৰি তাৰ উপৰে বসিল।
সূৰ্য্যক নিৰেখি ধ্যান ব্ৰহ্মক কৰিল॥
শক্ত সন্ধানে শক্ত প্ৰাণ কৰি নিয়োজিল।
[৪১৫]অনত মনত বায়[৪১৫] নিবৃত্ত কৰিল।।
তাক দেখি সেনামধ্যে যত ৰাজা জনা।
কৃষ্ণ সেকা প্ৰভুক কৰিল গৰিহনা।।
সাধুজ্ঞান বীৰ ভুৰিশ্ৰবাক কৰিল।
শুনি কৃষ্ণ অৰ্জ্জুনে অভিপ্ৰ না বুজিল।।
সেয়ে যুপকেতুক বৰ্জ্জনা না কৰিল।
এ তোমাৰে প্ৰভুক বাম নিন্দিতে বুলিল।।
সৰ্ব্বোধি বুলিল ভুৰিশ্ৰবাক অৰ্জ্জুন।
সবে ৰাজা জানে মোৰ এয়ে[৪১৬] বীৰ্য্যগুণ।।
[৪১৭]বুদ্ধিৰ গোচৰে ৰহে[৪১৭] যে জন আমাৰ।
ৰাখিবোঁ তাহাক যুঝি কৰিয়ে স্বীকাৰ।।
সকতি কাহাৰ নাহি বধিতে তাহাক।
এতেকে না পাৰ গৰিহনা কৰিবাক।।
ধৰ্ম্ম জানি আপনে কৰহ গৰিহিত।
পৰক গৰিহা কৰে এ নহে উচিত।।

১০৭ (খ) শেষ।

১০৮(ক)

অন্যদিন সাত্যকিক ভুৰিশ্ৰবা মাৰে।
তাত প্ৰাণ ৰাখিলোঁ বাহুক ছেদি তাৰে।।
এৱে ধৰ্ম্মগোটে গৰিহিত হেন মানি।
কিনু তোৰা কি কৰিলা হয়া ধৰ্ম্মজ্ঞানি।

বিরথ বিধনু বিকবচ অস্ত্রহীন।
অসহায় থাকন্ত মুর্চ্ছিত অস্ত্রবান।।
হেন অতিঅন্যায় দেখিলা সবে জগলোক।
এহে মোটে ধর্ম্ম জান নিমিত্তি কহিল্লোক।।
হেন বাণি শুনি কর্ণপুটে কিরিটির।
অর্জুনক বাণ করি ভুরিশ্রবা বির।।
শির শিরে সমু পৃথিবিক পরশিয়া।
মুনি হয়া রহিল মুখক ফিরাইয়া।।
অর্জুনে বুলিল দুঃখে তাক দেখানত।
তাতু সকলত মোর প্রিতি যেনমত।।
সে প্রিতি তোমাত মোর কহিলোঁ স্বরূপ।
এতেকে জানিলোঁ তুমি পুরুষ স্বরূপ।।
কৃষ্ণে ও জানিল তুমি যেন শুদ্ধমতি।
এতেকে মোহোর বরে তোমার সম্ভুতি।।
যে লোকক পৈয়াছে সিবি ওশিনর।
সে পুন্য লোকক তুমি চলিয়ো সত্বর।।
তবে বাসুদেবে ভুরিশ্রবাক বুলিল।
তুমি মহাপুরুষ সর্ব্বদা জ্ঞানিশীল।।
যে শ্বদন বিষম ব্রহ্মাশিয়া থাকা । করে।
সে মোর লোকক চল প্রচুর প্রবরে।।
গরুড় র বাহন চতুর্ভুজ তেজোময়।
মোর তুল্য হৌক তোর শরীর অব্যয়।।
সঞ্জয় বদতি শুন রাজা মহাভাগ।
তবে ভুরিশ্রবা সাত্যকিক করি ত্যাগ।।

ছিন্ন হস্ত হস্তীনায় হৈছে যুপকেতু।
উঠিয়া সাত্যকি তার কাটিবার হেতু।।
তুলি খড়্গ ধায়া অপমান খেদ।
দেখিয়া করিল কৃষ্ণ অর্জুনে নিষেধ।।
ভীম যুধামন্য উত্তমৌজা দ্রোণিকৃপ।
কর্ণ বৃষসেন শৈল্য বাদি অন্য ভূপ।।
সকলে নিষেধ করিলেক কাটিবাক।
তথাপিতো না মানিঞা সে সবার বাঁক।।
ব্রতধরি ভূমিত বসিছে যুপকেতু।
ছেদিল সাত্যকি তার শির কোপহেতু।।
সে কর্ম্মক দেখি সবে পড়িয়া বিষাদ।
সাত্যকিক কেনহ না করিল সাধুবাদ।।
সিদ্ধ সবে ধিক্ দেব চারণ মানব।
বীর ভূরিশ্রবাক পুজিল এহে সব।।
কুরু সৈন্য সাত্যকিক নিন্দিল তথাত।
কত[৪৯৮] সন্তোষচিত্তে করিয়া পক্ষপাত।।
সাত্যকির অপরাধ না হয় ইহাত।
ভবিতব্য আছে ভূরিশ্রবার এমত।।
এতেকে কর্ত্তব্য নহে দুঃখক তোমার।
এসব লোকে দুঃখ ভুঞ্জ মনুষ্য সবার।।

১৩৮(ক) শেষ।

১৩৮ (খ)

যেমতে অন্ধ হৈআছে এতেকে কুরুরাজে।
বধিবাক পায় ভূরিশ্রবাক পরাজে।।
শুন্ত ইহার মৃত্যু হয়ু সাত্যকিত।
হৈতে লাগে যেন আছে বিধির লিখিত।।

পরস্পরে এহি বুলি মৌন হয়্যা রৈল।
তা শুন্যা সাত্যকি বুলিতে তবে লৈল।।
শুন ওরে কৌরবের অধার্ম্মিক লোক।
আপনার ধর্ম্মক দেখায়্যা নিন্দ মোক।।
অধর্ম্ম করিয়া পরিনামক না চাই।
পাছে ধর্ম্ম দেখায়্যা সাধিতে মিছি পাই।।
বারিবাক ইহাক না পাই একান্ত। ৪৯৯
যেন বাক্য তোরা সব বোল কেমমত।।
অস্ত্রহিন বালক যুর্দ্ধিত বিশেষত।
হেন সৌভদ্রক বেঢ়ি মারে কৈল হত।।
তখন এ ধর্ম্ম কথা আছিল তোমার।
আমি তো করিছি ক্ষত্রিয়ের অধিকার।। ৫০০
যে লোক জীবন্তে বলে কেশে কেশ আকর্ষনু।
যুধিষ্ঠির পাত্রি আগ্রো পাছে যে তারনু।।
সেজে মোর শত্রু যদি যুদ্ধি হয়্যা থাকে।
তথাপি অবশ্যে যুজি বধিবো তাহাকে।।
আরো এজে ভূরিশ্রবা মোক বারিবাক।
অস্ত্র তুমি ধরিছে দেখিছ সবে তাক।।
তার হস্তে শত্রু আছে মস্তক পাকাই।
শিরচ্ছেদ করিতে আছিল ইচ্ছা চাই।।
তাতে পার্থ আপনার প্রতিজ্ঞা পালিতে।
ছেদিল ইহার বাহু অস্ত্র শরক্ষিতে।।
ইহাতে ইহাক নিকি না পাড়ো বধিতে।
অনর্থ বুদ্ধি তোরা বুঝ্য না পার বুঝিতে।।

যে হৈবাক নাগয় হৈবেও সে করেন।
কি মোর অধর্ম্ম তাত তোমরা দেখেন।।
শুন যে কহিয়াছে বাল্মীকি মুনি রায়।
স্ত্রীলোকক কদাচিতো বধিতে না পায়।।
শত্রু শরনক যে করিলে পিড়া বধ।
তাকে করিবেক কোন হিকে সংসয়।।
সত্য ধর্ম্ম বসতি এ বুলিলে ভুভুবান।
মৌন হৈল কুরুগণ [৫০১] শুনি সে বচন।। ৫০১
বনত পূজিল ধুপকেতুর বহুত।
তবে বহারণ বক্রে হয়্যা মন ক্রপুত।।
শুনির বরণে ভুরিশ্রবা বরি হৈল।
তথাপিতো কোন জনে আনন্দ না হৈল।।
অশ্বপুত হয়্যা উদ্ধগতি মনু বলী।
আকাশ নংহিয়্যা তেজ ভুগে গেল চলি।।
কৃত রাশ্ব রাজা পুছে ক্রিমো[৫০২] অদভুত।
জার্জ্জ যুধিষ্ঠিরত কহিয়া প্রতিষ্ঠুত।।
এমোর সমুদ্রপ্রায় সেনাক বিনাশি।
নর রথ গজবাজি অসংখ্যাত মারি।।
আসেতে জাহাক দ্রোণ কর্ণ কৃতবর্ম্মা।
না পারিল রাখিতে এসব উগ্রকর্ম্মা।।
হেন সাত্যকিক কি প্রকারে বৃথিবিত।
বলে পাড়ি ভুরিশ্রবা বধিল চুনত।।
সত্য ধর্ম্ম বসতি রাজা শুন কথা সাক্ষি যার।
হৈছে ভুরিশ্রবার উৎপত্তি যে প্রকার।।

সাতকির যে প্রকার জন্ম কহো [৫০৩] জানি।
যে কর্ম্মেত মন দেহ তোমার দৈবে প্রাপি।।
পুর্ব্বেত ক্ষত্রির পুত্র জন্মিল চন্দ্র প্রভা।
তাঁর পুত্র হৈল পুরুরব পুন্যবান[৫০৪]।।
পুরোরবা রাজা হৈল বুধের তনয়।
তার পুত্র হৈল আয়ু রাজা মহাশয়।।
নহুস নৃপতি হৈল আয়ুর সন্তুতি।
নহুসের পুত্র হৈল যযাতি নৃপতি।।
জেষ্ঠ পুত্র যদু যযাতির জন্মিলেন।
সেহে যযাতির পুত্র হৈল শুরসেন।।
সুরপুত্র সুরের জন্মিল তাত পরে।
বসুদেব আর শিনি সাবত অপর।।
দেবকের পুত্রী দৈবকী তাত পাছে।
সুয়ংবরে সকল ক্ষত্রিয় আসিয়াছে।।
তবে বসুদেবের নিমিত্তে হৈরাল দৈবকীক।
বলে জিনি শিনিহে সকল নৃপতিক।।
দৈবকিক আপনার রথত তুলিল।
দেখি সোমদত্তে সহিবাক না পারিল।।
তবে সোমদত্ত আরো শিনি বলবন্তু।
চিত্র যুদ্ধ হৈল দুই প্রহর পর্য্যন্তু।।
তবে শিনি সোমদত্ত হয়া মহাক্রুদ্ধ।
৫ কাছে পরস্পরে আরম্ভিল বাহুযুদ্ধ।।
পাছে শিনি পাড়ি সোমদত্তক ভুমিত।
বুকে লাথি মারি হাতে ধরিল চুলিত।।

জত রাজা আসিআছে সবাকে সাথ্যাতে।
কাটিবাক খড়্গখান তুমি লৈল হাতে।।
পাছে কৃপা উপজিআ সিনির তাহাক।
ছাড়িদিল না কাটি বুলিল[৫০৫] থাক থাক।।
তবে সোমদত্ত এহি অপমানে মনু।
তপস্যাত্রে শিবক প্রসন্ন করিলন্তু।।
বর লব সোমদত্ত বুলিল শঙ্কর।
সোমদত্ত বলে প্রভু দিয়ো এহি বর।।
হেন এক পুত্র প্রভু জন্ম হোক মোহোর।
রাজা সহস্রেক ৫০৬ মধ্যে সংগ্রাম দুর্ব্বার।।
সিনির পুত্রক পাড়ি ধরিআ কেশত।
বুকে লাথ দি থাকিবাক পারে সবরত।।
এহি ক্রোধ বুলি ধনু বান লৈল করে।
সাত্যকির ভুরিশ্রবা জিনি সেহি রণে।।
পাড়ি দুনষ্ট পাড়ি চরণ[৫০৭] প্রহার।
চুলে ধরি খড়্গ তুমি লৈল কাটিবার।।

১০৯ (ক) শেষ।

১০৯(খ)

কহিলেন মহারাজা কহিলো সেহেতু।
সাত্যকির এতেকে এতেকে জিনিল ভূপকেতু।।
সাত্যকির অন্যথা না পারে জিনিবতে।
কাহারো শকতি নাহি কহিলো যুদ্ধপতে।।
দানব মানব দেব[৫০৮]গন্ধর্ব্ব সবাকে।
সাত্যকি সবাকে পারে রণে জিনিবাকে।।
মহাবল বির্য্য বিক্রমেতের সব্বাতে।
সাত্যকির সম কেহো না দেখি জগতে।।

উগ্ৰপ ৰাক্ষস জত সব আছিলেক।
যুঝি বিৰ সাত্যকীক না পাৰয় তেও।।
যেহুক বধিতে পাৰেসাক তৰয় সাগৰে।
সে সব একত্ৰ হয়া অদ্যাপি সমৰে।।
নাম হৈব সে সবো তথাপি সত্যকিৰ।
নাম মাহি তোমাক কহিলো কুরুবিৰ।।
জাত আছে তোমাৰ সংসয় মহাৰাজ।
তুমি অনিতিত হৈছে সে সব অকাজ।।
পুনৰপি ধৃতৰাষ্ট্ৰ পুছে সঞ্জয়ত।
এহি যুদ্ধে ভুৰিশ্ৰবাক মৰণে হৈল হত।।
কহ পুনৰ্বাৰ যুদ্ধ হৈল কি বৰ্ধমান।
সঞ্জয় বদতি ৰাজা কৰ অবধান।।
ভুৰিশ্ৰবা জদি পৰলোকক চলিল।
ধনঞ্জয় তবে বাসুদেবক বুলিল।।
যথা ধনঞ্জয় ৫০৯ তথা তাকিল্লো যোদ্ধাৰ।
আজি গুৰু সাক্ষ কৰাল্লো প্ৰতিজ্ঞা যে।।
সূৰ্য্য অস্ত নাহি জাইতে বধি হৈন ধৰক।
কৰো সত্য জ্বেয়তে প্ৰতিজ্ঞা বচনক।।
মহাৰথ সকল সহিতে কুরুগন।
হৈ আছে বাধক মোৰ নাথ নাৰায়ণ।।
সূৰ্য্য জাত ভুৰায় অস্তক নাপি জায়।
হেন সুনি ভকত বৎসল যদুৰায়।।
যথা জয়দ্ৰথ তথা জগত নিবাস।
বাহিল পাৰ্থৰ ঘোড়া ৰজত সংকাশ।।

সবিশক পার্থ আসিবার দেখি তবে।
কর্ণ দুর্য্যোধন সৈন্য রুষলেন সবে।।
অর্দ্ধবাণা কৃপ অশ্বত্থ দেল পাইয়া।
তবে সৈন্য একক একা ভ্রষ্ট নাশ পাইয়া।।
ক্রোধে কোপ দৃষ্টি চাহিল দ্রোণ ভক্ষ্য করিবার।
দেখি দুর্য্যোধনে তার রক্ষা করিবার।।
ত্বরা করি কর্ণক বুলিল মহীপাল।
উপস্থিত হৈল দেখ ঘোর যুদ্ধকাল।।
একে একা ভ্রষ্ট অশ্বত্থক দেখলে।
না পারে মারিতে তার কর প্রাণ সংশয়ে।।
শাল্ব বলবীর্য্য পরাক্রম ধরমান।
দিবস অল্প বা বাম আছে তার চাব।।
একেকে শত্রুক পীড়া কর তুমি রণে।
এহি অবশিষ্ট দিবাখানি অবসানে[৫১০]।।
অবশ্য আমার জয় হৈব দিবা পুজো।
সূর্য্য অস্ত নাহি জানিতে[৫১১] দিবাত হৈব পুজো[৫১২]।।

১৩৯(খ) শেষ।
১৪০(ক)

না পারিল যদি অশ্বত্থক মারিতে।
প্রতিজ্ঞা বিফল হৈলে অর্জ্জুন মরিতে।।
প্রবেশিয়া মরণ হৈবেক একা ভ্রষ্ট।
অর্জ্জুন বিহিন হৈলে তার ভ্রাতৃবৃন্দ।।
বৃকোদর প্রাণ ধরিবার না পারিব।
পাণ্ডব সকল এহি প্রকারে মরিব।।
সসাগরা বসুমতি সকলে আমার আমারে।
তোমা হৈব যদি অশ্বত্থক না মারে।।

জানো তার্কে না বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব।
প্রতিজ্ঞা করিল বিনাশের নিমিত্তক।।
তুমি কর্ণ জিতে আরো আমি দ্রোণ কৃপ।
বৃষসেন দুঃশাসন সৈন্য[৫১২] অন্য নৃপ।।
বুঝিবারে নারিবে দুর্য্যো৹ নাহে তাত।
কেমতে সৈন এব বধ করিব নিবাত।।
তবে জম্বু পুত্রক বলিল কর্ণবীর।
ভীম মরে অর্জ্জুনিত হৈ আছো মরিয়া।।
রহিবাক মাগে বাদে রহিয়ো রনত।
কিকিতো শাবর্ম্ম নাহি মোর মরিরত।।
যথা শক্তি যুদ্ধ এ ততো করিল কেবলে।
মোর এ প্রাণ অর্দ্ধ জানো তোমারে সকলে।।
অর্জ্জুনে না পারু অদ্ভুতক কেমতে।
সে কর্ত্তব্য কিন্তু অর্থ দৈবের হাতে।।
তোমার প্রতিজ্ঞে[৫১৩] রকাকালে সৈন এবর।
মোর অর্জ্জুনের জোড়ক দেবোক সমর।।
কর্ণ দুর্য্যোধন এহি সম্ভাষা করিতে।
অর্জ্জুনে লাগিল যুদ্ধ দমক দমিতে।।
দেশে দেশে সানাগ্নিত সর… বাজা সারে।
রবি রশ্মি পুঞ্জ যেন তিমির সংহারে।।
কতেকের হস্তি মুদ্গার কুম্ভম ত।
প্রকাণ্ড কাণ্ডের কোটে হৈল খণ্ড খণ্ড।।
কারো পদ ত মুণ্ড ত মুখণ্ড ডিত সকুণ্ডলে।
ফিণাতিব গ্রীবাদণ্ড হস্ত কুণ্ড ভলে।।

কাটি মহোদণ্ড[৫১৪] হস্তি তুরংগ প্রচণ্ড।
ধ্বজবর পতাকাকো হৈল খণ্ড খণ্ড।।
প্রকাণ্ড বাণ ভিন্ন কোদণ্ড ছেত্র চণ্ড কাণ্ড।
যেমিব চাবর দৈপায়ণ্ড পরকাণ্ড।।[৫১৫]
খণ্ডিল রথক বিখণ্ডিল পদাতিক।
করিল রুধির নদ্ম নদীবণ্ডিনিক।।
তবু বড় যোদ্ধা রক্ষ এরূপে করি রঙ্গ।
আগ্না দৈল ব্যবের নাম হৈল ভঙ্গ।।
ভীমসেন সাত্যকি রক্ষক হৈছে তার।
দেখি দুর্যোধন দুঃখে অন্ত তোমার।।
কর্ণ বৃষসেন শল্য অশ্বত্থামা কৃপ।
সমন্যে যবাত আছে অদ্ভুত রূপ।।
তার পৃষ্ঠ করি হৈল পার্থের সন্মুখ।
যত জেন দেখে দেখি দেখিমুখ।।
আর কত হৈব তবে আশ্চিত্য খণ্ডন।
তবে কৃষ্ণ অর্জুনক প্রতি সে সকল।।

১৪০ (ক) শেষ।

১৪০ (খ)

রুধির সদৃশ বীর্য বরীষিল বহুবান[৫১৭]।
অর্জুনে সে সব শরক করিয়া নির্যান[৫১৮]।।
অনেক প্রকারে ভেদিলেক তা সবাক।
তবে আপনার বলবির্য দেখাইবাক।।
অশ্বত্থামা আচ্ছাদিল পার্থের সমোদিম।
দশসরে পুনু ভেদিলেক অসদৃশ।।
নানাবিধ সাতসর কৃষ্ণ কো হানিল।
যেন পুষ্পমালা পারিজাত অর্পিল।।

পার্থের রথের ধবজ করিয়া নিরোধ।
রহিলন্ত পুত্রর তুমার মহাযোধ।।
আরো কৌরবের যত মহা[৫১৯]বীরগন।
ধনুক কম্পায়া কৈল বান বরিষন।।
অর্জ্জুনের চারিদ্যো দিগক আবরিয়া।
রহিলন্ত সবে দিন দু রাজাক রাখিয়া।।
তবে পার্থ দুই ঘোট ঘোনের ধনু।
গান্ডীব দণ্ড ডের আরো দেখাইতে ধনু।।
দেখাইতে বাহুবল[৫২০] আপনার।
অস্ত্রচয় রূপ অদ্ভুত হানিবার।।
আপনার অস্ত্রে সবু করিয়া নির্বান।
পাছে একৈকক হানি দশ দশ বান।।
সকল লোকের অরিরত ত্রুটি ত্রুটি।
সেরূপে অর্পিল সব অতি দু তগতি।।
তবে তাক দেখি পুত্রপুত্র মহাজ্ঞানী।
হানিল পঞ্চ দশ সর অর্জ্জুনক বাণি।।
বিশ ব্রষসেন সাত সর মারিলেন।
তেহওরি সর দুর্য্যোধনে হানিলেন।।
মহাকোপে দশ সরে কর্ণও ভেদিল।
পাছে পুনু পুনু ধনু কাম্পায়া গর্জিল।।
আদিত্য অন্তক হৈলা করিল তখন।
এ প্রকারে নরনারীর অস্ত্রবৃষ্টি ঘন।।
তোমার সৈন্যত তবে অনেক যোধ থাক।
বধিলেন পার্থ সব যুবক বধিবাক।।

তবে ভীমসেন যুযুধান ধনঞ্জ ক্রুদ্ধ।
একে কর্ণে তিনিজো বারিল[৫২১] সে সময়।।
পাছে সেজে রাধেয়ক দুর্জয় অর্জুনে।
অতি কোপে দশ শরে ভেদিল দারুনে[৫২২]।।
সাত্য কিও তিনি বানে ভেদিলেক তনু
ভীমে তিনি বানে ভেদিলেক টানি ধনু।।
দুর্জয় অর্জুনে পুনরপি সাত শরে।
ভেদিলেক দারুনে কর্ণের কলেবরে।।
মহা ধনুর্দ্ধর কর্ণে তাত অনন্তরে।
ভেদিল তিনি সে কোপে সাঠি সাঠি শরে।।
দেখিনি কর্ণের শরে পৌরুষ অদ্ভুত।
একাকি তিনিকো জাতো জুঝীল ত্রুম্ভুত।।
তবে শর শতে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ মহাবল।
ভেদিলেক কর্ণের সকল মর্ম্মস্থল।।
সর্ব্বাংগ রুধিরে ব্যাপু হৈল তবে কর্ণ।
অস্তকালে আদিত্য যেমত রক্তবর্ণ[৫২৩]।।

৬৪০ (খ)শেষ
১৪১(ক)

পঞ্চাশত শরে কর্ণে অর্জুনক তবে।
ভেদিল[৫২৪] অর্জুন পাছে [৫২৪]হস্তের লাঘবে।।
শরে বৈকর্ত্তনের [৫২৫]কোদণ্ড খণ্ড ছেদি।
শতন ধরে জুরায়ে [৫২৬]হৃদয় তার ভেদি।।
কর্ণক বধিতে তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সুর্য্য প্রায় প্রকাশ হানিল এক শর।।
বেগে জায়া সে শর কর্ণক বধিবাক।
হেন দেখি অস্তব্যস্তে অশ্বত্থামা তাক।।

অথ দ্বিজ দু বাণে আকাশতে মেঘ[৫২৭] হৈল।
পড়িল[৫২৮] ভূতলে জেন উল্কাপাত হৈল।।
সেহি বেলা কর্ণে অন্য ধনু ধরি করে।
আৎমাদিল অর্জুনক অসংখ্যাত শরে।।
সে সব শরক পার্থ শরে নিবারিল।
বায়ু জেন মেঘত রাশিক উড়াইল।।
সমস্ত যোদ্ধার বিদ্যমানে তারপরে।
বাণবর্ষ নরনাথা উভয় হস্তেতরে।।
আৎমাদিল কর্ণক অর্জুন ধনুর্দ্ধর।
কর্ণো তার প্রতিকার করিতে সত্বর।।
অনেক সহস্র শরে ব্যাপিল পার্থক।
কুহাশে ঢাকিল জেন উদিত সূর্য্যক।।
দুই দিকে জেন দুই ব্যাঘ্র করে যুদ্ধ।
দুই সিংহে যুঝে জেন হস্তী মহাক্রুদ্ধ।।
দুয়ো আকাশক শরে বন্ধ করিলেক।
দুইরো শরজালে দুয়ো অদৃশ্য হৈলেক।।
পরস্পরে শরে দুয়ো দুহাকো ভেদিল।
কর্ণক অর্জুনে তবে ডাকিয়া বুলিল।।
দুর্জ্জি বংশজ জয় মোর আগে তোর গর্ব।
ন থাকি পলাইল কর্ণ জনেতেক রহ রহ।।
বীরদর্পে কর্ণেও বুলিল তবে তাক।
দুর্জ্জি কর্ণ দর্পে জনেতেক[৫২৯] ~~দুর্জ্জি~~ থাক থাক।।
এ প্রকারে দুইক দুই বাক্ জলদ হানি।।
তর্জ্জিল গর্জ্জিল দুইরো দুই মহাধ্বনি।।

অশ্বএবাক্যে নাথবেজুঝিল দুয্যোজন।
দুষকো প্রসংশিল শিষ্য্ব বন্ বর্দ্ধ নারন।।
তবে দুয্যোধন রাজা সকল যোদ্ধাক।।
সম্বোধিয়া মনোহরে বুলিল সবাক।।
মোর আগে দেছে কর্ণ বুলিয়া এখন।
অর্জুনক না মারি ন হৈবো নিবর্ত্তন।।
এতেকে এবেনা থাকি অনুগ্রহে মোক।
কর্ণক সকলে মিলি রক্ষা করিয়োক।।
কর্ণে বিএম্বে তবে পাণ্ডু প্রচণ্ড।
টংকার করিয়া চণ্ড পাণ্ডীব কোদণ্ড।।
আকর্ণ পুরিয়া প্রহারিল শরজারি।
চারিয়ো ঘোড়াক মারি দিল যমপুরি।।
পুনরপি অস্ত্রবান করিআ প্রহার।
কাটিল রথের পতা[৫০০] সারথিক তার।।
কর্ণকো তোখার তনয়ুর বিশ্বখানে।
অর্জুনে করিল বদ্ধ পরিপুর্ন বানে।।

১৪১(ক) শেষ।

১৪১(খ)

হত হৈল সারথি ঘোটকো হৈল হত।
কর্ণক্যো সহিত শরে হৈল শেকানত।।
কি মোটে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কোন মোটে।
উপস্থিত কর্ণের না হৈল বুদ্ধ কোটে।।
তবে অবসর দেখি বিরথী কর্ণক।
অশ্বত্থামা আগ্ন যুদ্ধ দিল অর্জুনক।।
তেজিল পার্থক জিপ শর দৈবাস্ত্রায়।
কৃষ্ণক বিংশতি মরে কৃপ উপাধ্যায়।।

ভেদিয়া দ্বাদশ শরে প্রহারিয়া পুনু।
ত্রিশ বিংশ অর্জুনের ভেদিল তনু।।
জয়দ্রথ চারি সাত শর বৃষসেন।
কৃপ অর্জুনেক তিন তিন তিনে হানিলেন।।
তবে তারা প্রহার করিল যে প্রকার।
অর্জুনো তেমতে করিলন্ত প্রতিকার।।
প্রথমে চৌষষ্ঠী শরে ভেদিল দ্রোণিক।
ভেদিল সতেক শরে সৈন্য নৃপতিক।।
সৈন্য ও রাজাক দশশরে ভেদিলেন।
অবিশ্রাম বাণের করিল তার ছেদন।।
তিনি বাণ হানি বৃষসেনক ভেদিল
বিংশতি সায়কে কৃপাচার্য্যক সানিল।।
অর্জুনে গর্জিয়া তবে ঘোর শব্দ হৈল।
সবে সেনাপতি সে শবদে স্তব্ধ হৈল।।
যক্ষ রক্ষ দলপতি সুর নৃপ শিরোমণি।
সেহে চণ্ড পাণ্ডবের গাণ্ডিবের ধ্বনি।।
মুনিঞা তোমার হৈল আকুলিত।
প্রলয় পবনে যেন সাগর কম্পিত।।
তবে চতুর্দ্দিগে শর বেধাইতে সম্প্রতি।
যুদ্ধ দেখি দিগ্বিজয় পার্থ হৈল যেন গতি।।
কোন কালে অস্ত্র তোলে কোন কালে লয়।
কোন কালে কোদণ্ড মণ্ডলে নিয়োজয়।।
কোন কালে টানে কোন কালে হানে শর।
[৫০১]না পারিল লখিতে মাধব অর্জুনের[৫০১]।।

এ প্রকারে অনেক[৫০২] সৈন্যক করি নাশ।

[illegible]

পারথ সৈন্যক ভবে করাইতে ত্রাস।।

দুবাদশ সৈন দ্রোণক করিল প্রহার।
তাতে বজ্র মধ্যে মতে বাজার বাজার।।

অগ্নিমুখ শর শর শর প্রাদুর্ভাব হৈল।

উল্কানলে যেন আকাশক বজ্র হৈল।।

কৌরবের বড় বড় বীরে দিব্যাস্ত্রক।

প্রহারিল সম্মুখ করাইতে অর্জ্জুনক।।

অন্য প্রকার করিবেক নাহিক প্রকাশ।

দিব্যাস্ত্রে অর্জ্জুনে তাক [৫০৩] করিল বিনাশ।।

যেন রজনীর তিমিরক প্রাতঃকালে[৫০৪]।

নিবারিল সূর্য্যে প্রচণ্ড রশ্মিজালে।।

পার্থে পাছে দ্রোণার সৈন্যক সুমিলেক।

নিদাঘের সূর্য্যে জীবনক শোষে যেন।।

শত্রু সৈন্য মারিতে মেলিল শরজাল।

রবি যেন নিক্ষেপ করিল রশ্মিজাল।।

সে সব বৃত্তান্তে[৫০৫] প্রতিকারের কারণে।

[৫০৬] একে ঘনে মেঘ[৫০৬] অর্জ্জুনক বাধা রণে।।

সেমত পার্থ রাজেন্দ্রক করাইতে ত্রাস তবে।

অর্জ্জুনে মেলিল দীব্য অস্ত্র মহোৎসবে।।

১৪১(খ) শেষ।

১৪২ (ক)

ঘোর শব্দ করিতে লাগিল হাহাকার।
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণে পার্থক বুলিল পুনর্ব্বার।।

অতঃপর কি চাহিছ সখি অনর্থ ভয়।
সূর্য্য অস্ত নাহি জানিতে শীঘ্র শীঘ্র স এসময়।।

যেন যেন পিত্র বিনম্রের কন নাহি।
কিন্তু যে কর্ত্তব্য তাক শুন মোর ঠাই।।
দুর্ব্বৃত্ত পিতার পিণ্ড পুত্র এর দ্বারা নাসে।
অপবজ্ঞ করিল অনেক দুঃখ পাবে।।
থাকে চিরকালে অনন্তের যশোগবে।
এক্ষে অগ্রজপক পাইল পুত্র তবে।।
সেবেজা আজাদি বানি দুনির ভূপতি।।
শুন পুত্র এ কর্ম এবে তোমার সম্মতি।।
হৈবেক কুনতী কুরণীর সমন্বয়ে।
কুশিরের শ্রেষ্ঠ হৈব পরম বিক্রমে।।
এরখাদি অনেক প্রকারে গুণে মনু।
উভয় কুলের হৈব সদৃশ বংশু।।
কিন্তু পুনু পুত্র একালে সঙ্কট সহিতে।
সমুদ্রে মস্তক বেদিবেক অনন্তিতে।।
মুনি চিরকাল উপায় করি ধ্যান।
পুত্র স্নেহে মুনির জ্ঞান হৈল বিদ্যমান।।
অতিভার বহিতে পুত্র এত যে সকলে।
পুরমির কাটি তার্ক পাত্রে ভূপণ ভজে।।
তাহারা পুত্রী সতপণ্ড হয়া হৈল পাত।
নাহিক কদাপি কোন মন দেহ পাত।।
এহি বুঝি শ্রাপি অগ্রজপক রাজ্যত।
তপস্যাক পুত্র এর দেখ সেদে অরণ্যত।।
এতেকে নিব্যাসএ কর্ম্ম করিতে আর ভুত।
সপুণ ভজে পিতার মস্তক ছেদি দুঃখ।।

ভূমিত না পড়ি যদি শিবাস্ত্রের হাতে।

কেনাচ্ছেক শিক্ষা। বৃদ্ধক্ষত্রের কোলাতে।।

অন্যথা ইহার মুণ্ড পড়িবে ভূমিত।

তারো মুক্ত্রক মুণ্ড শতখণ্ড হৈবেক নিশ্চিত।।

~~তারো মুণ্ড হৈবেক নিশ্চিত x x~~

তারো মুণ্ড শত খণ্ড হৈবেক নিশ্চিত।।

বৃদ্ধক্ষত্র এতেকে তপস্যা করে যথা।

তার্ক্ষে নাহি জানিতে ইহার বাপা তথা।।

শিব্যাস্ত্রে কেনাচ্ছো শির্কা তাহার কোলাত।

জাতো তোর অকর্তব্য নাহি জিষ্ণুত।।

যে কর্ম্ম করিবে তার্ক্ষে পাইব তার দেখ।

মুনি পার্থে ওস্তের প্রাণক চাপিবেক।।

শব্দ বাদি পুজিত যে অস্ত্র যুক্তি মারে।

পাছে সৈন্ধবের করে প্রহারিন পারে।।

শুন যদি প্রায় যেন জায়া দেখে শর।

ভূমির উদ্ধক শির যেনি সৈন্ধবর।।

মান বন্ধু শদ্ধ যেন জাংশিয়া বাতাসে।

আহরিখা উড়ি যেন সৈন্যেন আকাশে।।

দেখিলি আশ্চর্য্য কার্য্য সেজে অর্জুনের।

অজয় মহারথিক ভুবির একেশ্বর।।

সন্ধ্যা করে বৃদ্ধক্ষত্র দেখ শত্রু কি তোমার।

কেনাল্য তাহার শির দেশফ্ল তাহার।।

১৪৪(ক) শেষ।

১৪৪(খ)

তবে বৃদ্ধক্ষেত্র উঠিলনু হয়া চিত।

তার দেশফু হন্তু মুণ্ড পড়িল ভূমিত।।

তারো শির শতখণ্ড হৈল দেখিতে।

আপনার শাপে রাজা মরিল আপনে।।

সবে সৈন্য দেখি সবে হৈল অদভুত।
হৈল কৃষ্ণে অর্জ্জুনক প্রসংশা বহুত।।
পার্থে তবে সৈন্য প্রবর করিল সংহার।
বাসুদেব সংহারিল সেক্ষে অন প্রকার।।
তক্ষু তনয়ের তবে অনুজ নিস্পন্দনে।
বাসুদেবি যাত্রা হেন বুঝিল তবে সে।।
অযুত অক্ষৌহিনি সেনা বধি এ প্রকার।
তক্ষু জাবাতাক পার্থে করিল সংহার।।
নিরেখিয়া তবে জয়দ্রথের বধক।
দুঃখে দুর্য্যোধনে তেজি সেবের লোভক।।
জয়তো নিরাশা হয়া রহিলন্ত শুনি।
পাছে কৃষ্ণে হৈল শঙ্খ জন্য সংবধুনি।।
দেবদত্ত পঞ্চ দ্রবাবাদ্য হৈল বনঞ্চ দ্রুম।
পৌণ্ড্র শঙ্খবাদ্য ভীমে হৈল অতিশয়।।
উত্তমোজা যুধামন্যু সাত্যকিয়ো তবে।
পৃথকে পৃথকে শঙ্খ বাদ্য হৈল সবে।।
তাক শুনি রাজা যুধিষ্ঠীর সকরুন।
জানিল সৈন্য বধ করিল অর্জ্জুন।।
বাদ্যবাজা সকল বাদ্যক বাজাইবাক।
আদেশিল দ্রোণ বার আনন্দ বাজাইবাক।।
মন ক্রোধ সাগরে মগ্ন হয়া নৃপবর।
দ্রোণের সহিতে যেন করিতে সমর।।
অন্ত যেন আদিত্য তথাপি দে রাজিত।
দ্রোণ সোমকের যুদ্ধ হৈল রোমাঞ্চিত।।

পাণ্ডব সকল জয়দ্রথের মরণে।
জয়ে উনমত্ত হয়্যা যুদ্ধ দ্রোণ সনে।।
প্রবর্ত্তি হৈল দ্রোণ শত্রু সৈন্য সংহারণ।
অমৃতক পিয়া[৫৩৭] দেবে দৈত্য বধে জেন।।
অর্জুন সৈন্য সব বধি শত্রু সৈন্য মারে।
উদিত আদিত্য জেন তিমির সংহারে।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে পার্থে বধিল সৈন্য সব।
কহ শুনে কি করিল মোর যোধা[৫৩৮] সব।।
সঞ্জয় বলতি কুরুবর এ শুন কথা।
সৈন্য সকল বধিবার দেখি কৃপে তথা।।
শ্রাবণে শরবৃষ্টি করিল অনেক।
আবেগে পার্থক অশ্বত্থামাও আজ্যেক।।
দুই পার্শ্বে দুইজন শরবৃষ্টি কৈল।
অর্জ্জুনে কিঞ্চিত তাত ব্যথিত না হৈল।।
গুরু আর গুরুর পুত্র মহারথী।
দুরন্তো হিংসা না করিল বধিবাক নাথি।।
দুইজনা[৫৩৯] অশ্ব নিবারিয়া কৈল অস্ত্র সমু।
অনুগ্রহে মধুরেশে শর দেখিনু।।
সে দুই ব্রাহ্মণ তথাপিতো পার্থ শরে।
দুঃখি হৈল অতি জেন হয়্যা কলেবরে।।
পড়িলন্ত কৃপে পীড়া লড়িয়া মুর্চ্ছাক।
তবে তার সারথি বিদুর[৫৪০] দেখি তাক।।
রথ হৈল সেন থানি অন্তর করিল।
কৃপতনয় হৈল অশ্বত্থামাও জানিল।।

২৪৪(ব) শেষ।

অর্জুনে মুর্চ্ছিত তবে দেখিয়া কৃপক।
করিল অনেক দুঃখ হয়া সশোতক।।
অয় যোধনারায়ন নৃপতি সাধ্যাত[৪৪১]।
কলি ধর্ম্মরাজ কিকি তেকো নাহি জাত।।
পরদারা পরনিন্দা পর সম্পত্তিক।
মুত্র অবন্দহাতো বালে বিন্দাতো অধিক।।
কবিরাজ দ্বিজে ভনে তাহার আজ্ঞায়।
দ্রোণ পর্ব্ব পদ[৪৪২] রাখ যোন সর্ব্বদায়।।[৪৪২]

নতি মহা মনোদুঃখ হয়া অশ্রু পূর্ণ মুখ
বুলিলন্ত বীর ধনঞ্জয়।
এবে মুঞি দুর্য্যোধন উপজিলে দেখিলন্ত
বুলিছে বিদুর মহাশয়।।
এ পুত্র জন্মিল তোর কুলের পাতক ঘোর
ফেলাইয়ো করিয়া নির্ঝান।
না রাখ ফেলায়া জলে কৌরব কুলের তলে
মহাভয় দেখো বিদ্যমান।।
তাত হন্তু[৪৪৩] নররায় অন্য দৈব জত রায়।
জে করিলোঁ ন দৈব অন্যথা।
দীর্ঘদর্শি মহাজ্ঞানি বুলিছে এমত বানি
তেহো[৪৪৪] তার না রাখিল কথা।।
সেজে দুর্য্যোধন মুন হৈদানিক কুরুকুল
হরি হরি হয় দেহ নষ্ট।
মরণতে অধিক মোর এবে অনুতাপ ঘোর
দেখি মুই কুলের এ কষ্ট।।

কি বুদ্ধি পাপিষ্ঠ হৈলোঁ গুরুক এমত কৈলোঁ

ধিক জাতি ক্ষত্রিয় আচার।

অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা বল সকলে দেখোঁ নিষ্ফল

গুরুসঙ্ক গুরুপাপেঁ মোহোর ধিক্কার।।

ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট যতি ঋষিপুত্র দ্রোণ যতি

তাতো হৈয়া আচার্য্য আমার।

আছিলে পুন নরে হেনাক বিদ্রোহ করে

হেন জন না দেখোঁ সংসারে।।

মোর পিতৃ পাণ্ডু নৃপ তাতো অধিক হৈয়া কৃপ

মোক জ্ঞান পুত্র হেন মানে।

সে মোর মরিতে রণে রথে আছে অচেতনে

৪৪৫ দীক্ষা শায়া পড়ি আছে বামে।। ৪৪৫

জ্ঞাতি অস্ত্র শিখাইল তাহাকে করিলোঁ হেন

গুরু তাঙ্ক ৪৪৬ দেখন্তক জায়। ৪৪৬

এরে দুঃখ অনাদিক পুত্রের শোকতধিক

হৈল মোর গুরু অনুরায়।।

অস্ত্র শিখাইয়া পাছে উপদেশ দিয়া আছে

মোক কৃপ গুরু সকরুন।

অস্ত্র শস্ত্র যত্নবত বাপু তুমি সমরত

না মারিব গুরুক অর্জুন।।

গুরুর সে বাক্য স্মরি প্রহারিল অন্তপ করি

তাতে গুরু হেন মত হৈল।

এ বুলি কৃষ্ণের আগে আচার্য্যক অনুরাগে

বিলাপ করিতে পার্থ পার্শ্বে গৈল।।

এ বুলি কৃষ্ণের পাবে	শুনিঞা ভক্তিভাবে

আপনাক করিয়া ধিক্কার।

হৈল ঘোর প্রত্যবায়	যেন মানি মহাকায়

[547]আছে পার্থ পাপ ভুর কুবার।[548]

এ রূপে অর্জ্জুন পাছে	সে সময় তাক পাছে

দেখি অগ্রপুত্রের মরণ।

সুবর্ণের বর্ন কর্ন	কোপে হয়্যা অগ্নিবর্ন

গাণ্ডীব করি গজেন দু গর্জ্জন।

১৪৫(ক) শেষ।

১৪৫(খ)

তাক দেখি ক্রুদ্ধবান	উগ্রযোদ্ধা বলবান

আরো দুধ্যন্য তার ভাই।

এক্ষে তিনি মহাবীর	মধুদূক জেন তিরে

নিবারিল রাধেয়ক[549]বাণে।।

সুত পুত্র তা সমরে	বীরদর্পে চমৎকারে

সমুখ হৈলন্তু রথ বায়্যা।

দেখি হাসি ধনঞ্জয়	গোবিন্দ প্রক সে সময়

বুলিল ভকতি দয়ামায়া।।

শুন প্রভু নাথ কথা	ঘোড়া বাহি দিয়্যো তথা

যথা আছে রাধার কুমার।

ভুরিশ্রবা সাত্যকিক	যে করিল বৈমানিক

সে জেন না হয় পুনর্ব্বার।।

ধনঞ্জের কামতা দেশ	করিআ তপস্যা ক্লেশ

স্থাপি বাইছে যোন মহেন দুক।

আর্য্য চিত্ত সরোবরে	বন্ধি থাকে নিরন্তরে

শিবের চরণ কমলক।।

মিথ্যাবাক্য কার কয় সপনেতে না জানয়

সত্যবাদি শিশুকাল হন্তে।

করে গুরু জে আজ্ঞা ক কদাপি না লঙ্ঘে তাক

রহে চন্দ্র আদিত্য পর্যন্ত।।

কায়[৫৫০]বাক্য মনে শ্রীল জগন্নারায়ণে

[৫৫১]সেবে তাক ভজিলেন।[৫৫১]

জেন বিষ্ণু বৈষ্ণবে [৫৫২]শিবে দৈবে সেবে[৫৫২]

[৫৫৩]সত্তিস্ত সাওঁ জেহেন।।[৫৫৩]

সেজে যোদ্ধ পতিপতি সে সে জেহে তাক প্রতি

যেন শত পালিয়য় হৃদয়।

দেবার সমান আর ত্রিয় জন আন আবার

আছে লোকে দেবার নয়।।

তার আজ্ঞা শরধান্যে পদ কবিরাজ জনে

অপর নরিষ্ঠ দামোদর।

দীন বন্ধু মোর সেব [৫৫৪] সে বিজে মীহিতে কেব[৫৫৪]

নিতাইব অপনি ঈশ্বর।।

অর্জুনে কৃষ্ণ ক বুলিলন্ত যদি জেন।
কৃপায়ে কৃষ্ণে ও অর্জুনক বুলিলেন।।
শুন বীর বৃন্দ শিরোমণির[৫৫৫] একে ক্ষয়।
এতে যুযুধান বীর সমর নির্ভয়।।
কর্ণ মন্দে আদি একাকি দেবাজোঁ পাবে রণে।
তাতে আরো পাকান দ্বিতয় আছে মনে।।
কথা কর এতেকে কর্ণক বুলিবাক।
সত্রধাবে জেহেনা পথিবা তুমি তাক।।

সে কারণ বুঝি জানো ন জানো আপনে।
যখন দুর্য্যোধ কর্ণ সাত্যকির সনে।।
[৫৫৫]অন্যথা অন্যকে বা দুর্য্যোধ রাখা যুত।
হুত রাশ্ব যুদ্ধে কহ সঞ্জ প্রভু উপযুত[৫৫৬]।।
সৈন্ধবের বধে ভুরিশ্রবা হৈল হত।
অর্জুন কর্ণের সবাহন কেন যত।।
রথহিন হৈছে যে সাত্যকি বিরবর।
আরোহিল তার্কে কোন রথের উপর।।
রথচক্র রক্ষক পাঞ্চাল[৫৫৭] দুই জনে।
তাহারাহো কোন রথে চড়িল তখন।।
তাক মোক কহিয়োক করিয়া বিস্তর।
সঞ্জ প্রভু বন্দতি দুষ্করিয় ত[৫৫৮]তোমার।।
১৪৫ (খ) শেষ।
১৪৬ (ক)

ভূপ হত মধ্যেক হৈছে অনর্থ অশেষ।
শিহর ধরা শুন তাক কহো সাবশেষ।।
সাত্যকি ভুরিশ্রবা জিনিব ভূপ হত।
ইহাক সর্ব্ব কৃষ্ণে জানায় পুর্ব্বত।।
যে হৈল যে হৈব যেবা হয়[৫৫৯]বিদ্যমানে।
সবে জনার্দ্দনে জানে ন জানয় আনে।।
দারুকক আদেশিছে রথ সাজিবাক।
বুলি আছে প্রাতঃকালে এথা আনিবাক।।
উরগ গন্ধর্ব্ব দেব রাক্ষস দানব[৫৬০]।
কৃষ্ণ অর্জুনক নাকে জিনিতে এসব।।
পিতামহ প্রমুখে দেবতা সিদ্ধ গণ।
জানিলন্ত যেহেতু সে রথের গমন।।

ধনুর্দ্ধর ধনুর্দ্ধর কর্ম্ম যথাযথ।
ক্রোধন্ত টংকারি কম্পাইতে থরথর।।
ক্ষুদ্রত উদ্যত তাক দেখিয়া দ্রোণার।
রথহিন সাত্যকি নিরেখি সেকাল।।
শতঘ্নি শতক্ষেতে কহিল দারুক।
যোগাইল্লো সাত্যকি সত্বরে রথক।।
দারুক সারথি তবে শুনিঞা তাহার।
সত্বর জুড়িত রথ দৈবের তথাক।।
সে সব্য সুগ্রীব মেঘ পুষ্প বলাহক।
এচারি ঘোটকে জুড়ি সে চারি[৫৬১]রথক।।
সে কৃষ্ণ বন্ধুরের অনুমতি লহু।
বীর শিংহ সাত্যকি আবেশে চড়িলন্ত।।
মেঘনাদসম ব্যাপ্ত বরিষিয়া বান।
কর্ণক থাকল রণে বির ভুরুকাং ভুভুগান।।
তবে উত্তমোজা যুধামন্যু সে ঠাই।
থাকিল অশুদ্ধ রথে চড়ি দুল্লো ভাই।।
তবে বীর কর্ণো করি বিবিধ কৃত্তিক।
মহা ক্রোধে সন্ধু হয়া গেল সাত্যকি।।
গাজে ঘোর ভুরঙ্গ যুদ্ধ আরম্ভিল বিপরিত।
যে সমরে কেহো নাহি করে প্রথিবিত।।
যেন যত যুদ্ধ নাহি হয় পূর্বপুরে।
যে প্রকারে যুদ্ধ নাহি করে দেবাসুরে।।
গন্ধর্ব্ব রাক্ষসে বা যেরূপ সমর।
[৫৬২]নাহি করে সে যুদ্ধ মিলিল ভয়ঙ্কর।। [৫৬২]

নাহি দেখি নাহি শুনি হেন যত রণ।
হত হৈল হস্ত হস্তি রথি রথবন।।
অশ্ব নাহি অতেক পদাতি কেবা যায়।
যুদ্ধ দেখি তবে নরশ্রেষ্ঠ সে দুহার।।
সাত্যকের অমানুষি কর্ম্ম শুবিদিত।
দেখিয়া আকাশে রথি[৫৬৩] সকলে বিস্মিত।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব দানব অতেক।
চিত্রের পুতলি প্রায় চাহি রহিলেক।।
শিষ্যের শিষ্যের হেতু দুজ্ঞো মহাবীর।
শর বরিখিল যেন বরিষার নীর।।
দুইজো দুজ্ঞো পরস্পরে যুদ্ধ দ্বন্দ্বা করি।
তবে ভুরিশ্রবা হৈল ক্রোধের বশ শ্মবরি।।
শ্মবরি জগমন্ত্র সুবর্ণ্নের বক।
কোপে কর্ণ সর্পপ্রায় ভেদি নিশ্বাসক।।
পুনু পুনু সাত্যকিদ থাইব মহাযোধ।
সাত্যকিয়ো না করি সম্ভুবোধ।।
গজে যেন গজক থাইব কোপ রুষ্টি।
দুইজো দুই বারস্থাম হৈল শররৃষ্টি।।
দুইজো দুই জিনিবার যুদ্ধ ক্রত দ্বন্দ্বায়।
অশ্ব একত্র হৈলেন যেন[৫৬৪] ব্যাঘ্র দুইটায়।।
তবে বাহুঁরে [৫৬৫]প্রহারিয়া বহুবান।
সর্ব্বপায়ে কর্ণের ভেদিল বুধুবান।।
সারথিক রথ অশ্ব পাড়ি ভল্লবানে।
চাহিয়ো যোদ্ধাক চারি পরের সন্ধানে।।

মহাবির সাত্যকিক[৫৬৬] বন্ধিল গোটে গোটে।
রুদ্রগোটে কাটি পারিলেক সর ছোটে।।
তমু পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের অদ্ভুত।
কর্ণক বিরথি করিলেক হেন মত।।
তবে সেজে কর্ণমন সৈন্য বৃষসেন।
অশ্বত্থামা কৃপাদিত্যো বিমনা হৈলেন।।
তাত ধনঞ্জয়ে সে সকল মহারির।
আবরিল সরে চতুর্দ্দিকে সাত্যকির।।
কর্ণক বিরথি দেখি সেনাত তোমার।
সেবেলা হৈলেন মহারাজা হাহাকার।।
তবে সেজে কর্ণাদি বিরক হয়্যা ক্লেশমত।
কুরুধান বীর না করিব চূণ[৫৬৭]বোব।।
কর্ণে তবে নিষ্প্রাণ তেজিয়া সেকালত।
আরোহিল রাজা দুর্য্যোধনের রথত।।
তবে সেজে কুরুরাজ সাত্যকি কর্ণক।
দুঃশাসন আদি তুমু পুত্র সকলক।।
ন্যস্ত শস্ত্র করি দূর দেব অভিমান।
পারিতেও মারিতে না দৈল তার প্রাণ।।
সুমরিয়া ভীম[৫৬৮]অর্জুনের প্রতিজ্ঞা যক।
জিবমাত্র রাখি ত্যাগ দৈল তা সমুঁহক।।
বিরথ বিধনু করিলন্ত যুযুধান।
হৈলন্ত বিবর্ণ কর্ণ পায়্যা অপমান।।
পিতৃকাল বন্ধু দৈয়ি[৫৬৯] দুর্য্যোধন তার।
রাম রাধ্য লয়্যা মিত্রে করিয়াছে অংশিকার।।

সে আহোক যুদ্ধ করি সাত্যকির সহে।
বীরগন সবে রথভঙ্গ হয়া থকে।।
সাত্যকির বধিবারে করিল যতন।
তেবো [৫৭০]তার সকত ন হৈল কোন জন।।
অন্য মহারথ অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা।
বৃষসেন দুঃশাসন সৈন্য উগ্রকর্ম্মা।।
কুরু রাজ দুর্য্যোধন আরো কৃপাচার্য্য।
শরশতেরে সাত্যকি হৈলেন অনিবার্য্য।।
হস্ত্যকরি সাত্যকি ধরিয়া এক চাপে।
সবে যুধ্য বধিয়া জিনিল প্রতাপে।।
বলবীর্য্য সনু কৃষ্ণ অর্জুনের সম।
আপনার জানাইল করি পরাক্রম।।
আরো জানাইল পার্থ সাত্যকি পুরারি।
তিনি বিনে যুদ্ধ কর্দ্দমের নাহি চারি।।
[৫৭১]যুধিষ্ঠির রাজা [৫৭১]জার স্তিতি পাখিলেক।
পাছে দ্রুতরাষ্ট্রের সঙ্গ রাক্ষ বধিলেক।।
সেজে সে বাসুরের দুর্য্যয় রথবান।
দারুকে বাজিয়ে তারে চড়ি যুদ্ধ বান।।
কর্ণক বিরথ হৈল শুনিলো তাহার।
পুনর্ব্বার করো কহিছো আমার।।

১৪৬(খ) শেষ।

১৪৭ (ক)

সঞ্জয় বদতি মন কর কুরুভূপ।
সুনু সেজে শ্রেষ্ঠ রথবান যে স্বরূপ।।
অনেক প্রকারে চিত্র করে বিচিত্র বিরচিত।
পঞ্চ পুত্র যুদ্ধে বন্ধ তারা সহস্রেক রচিত।।

বায়ু বেগগামি চারি ঘোটকে অদ্ভুত।
তাতে অস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধ এ সারথী বহুত।।
সে রূপে সাজুয়ে দেবে কৃষ্ণ সন্নিধান।
তাতে চড়ি সে রূপে যাইব যুযুধান।।
শত্রুর সৈন্যর প্রায় অর্দ্ধ যুঝি রণস্থানে।
চড়ি কর্ণকো সাত্যকি যাইব সে বন বাণে।।
যাবে সে সুখার দৈব সংগ্রাম স্থানে।
কহিল তাহাক শুনি মুনিবা আপনে।। ৫৭২
কিন্তু অকুশল এ সকল রতবান।
যুদ্ধ অনিচ্ছিত হয় দৈবে [৫৭৩]দেন জ্ঞান[৫৭৩]।।
দুর্য্যোধাদি এক ছিংস[৫৭৪]যুবক তোমার।
যুদ্ধ অনিচ্ছিত ভীমে করিল সংহার।।
ভীষ্ম ভগদত্ত আদি বীর শতে শত।
[৫৭৫]সাত্যকি অর্জুন ভিমে করিলন্ত হত[৫৭৫]।।
তবু দুর্য্যোধন রাজা অন্য আরো কিবা হয়।
রাজা বোলে ভীম যুযুধান ধনঞ্জয়।।
কি কর্ম্ম করিল তাক কহিয়োক মোক।
ধনঞ্জয় বদতি কথা কয়োঁ শুনিয়োক।।
কর্ণে কটুবাক্য শর হানিছে অনেক।
সেজে সংকেবে আপরণে ভীমে বেদিলেক।।
শুনিয়োক ধনঞ্জয় অনুপ ইর সার।
এহি কর্ণে মোক আজি আপদে তোমার।।
বারম্বারে কটুবাক্য শুনিল দুর্ব্বোর।
তু বর বালক অশক্ত ন নাহি তোর।।

সংগ্রামে কাতর যুদ্ধ উপাস্থিক আতি।
যুন্দ্র না করিল মোক বুলিছে কুমতি।।
শুন তোক এ কথা কহিলো যে কার্য্যত।
তুমি মনে আমি করিয়াছি যেন ত্রস্ত।।[৫৭৬]
এ সব দুষ্ট দুর্ব্বল জাত্র বোলয় প্রমাদক আমাক।
সে সকল কথা মোর কহিবোঁ তোমাক।।[৫৭৭]
তুমিও এমত বুলিয়াছ সেবেন্দ্রাত।
নাহিক সংশয় কনিষ্ঠ ভ্রম এ কথাত।।
এতেকে তোমার যুধিষ্ঠিরা এক বাক।
যে গোষ্ঠে উচিত বধ করিব্যেক তাক।।
অর্জ্জুনে ভীমের যেন বাণি শুনি দুঃখে।
বুলিল বাণিক জানি কর্ণক সমুখে।।
কর্ণ কর্ণ যুদ্ধ তুমি দুর্বুদ্ধি[৫৭৮] অপার।
এহি গোষ্ঠ শঙ্খ বাজিছিল আপনার।।
যুদ্ধি তাক যে বোলো বিচারি তার বর্ম্ম।
জয় পরাজয় দুই বিরেরে সধর্ম্ম।।
আনের কি কথা যদি যুঝে হরিহর।
এ দুই বর্ম্মর তেবোঁ[৫৭৯] নাহিক নিশ্চয়।।
এতেকে বিবেক জানি শত্রু বীর জনা।
জয়ক নাহিলে সে ন করয় কদর্থনা।।

১৪৭(ক) শেষ।

১৪৭(খ)

সেব তাক[৫৮০] মোর বধ জানি কুরুবানে।
বারিবাক পারিতেছো না বাহির প্রাণে।।
বিরথ করিয়া তোক কৈল মৃত্যু সমা[৫৮১]।
[৫৮২]তেনেকি তোমোক আজ তাকে কৈল কদর্থনা।।[৫৮২]

তীরে তোক ভুম ব্রত করিছে যে বন ্বান।
মরে তাক জানে তার[৫৮৩] আৎখা ও প্রধান[৫৮৩]।।
পাছে দৈব বলে সেই বীর জীবসেন।
বিরথ বিকবচ নিরস্ত্র হৈলেন।।
তাক তোক ন বধিব মোর বধ্য জানি।
তুমি তাক বুঝিলা কঠোর কটুবাণী।।
একোটি অকর্ম তোর হৈব অতিশয়।।
সাধু জানকি তার এরে চরিত্র না হয়।।
সাধুলোকে ভূপ দুখ জমি মনুক ক্ষিতয়।
ন কদর্যে না মিল দুষে দুর্ব্বাদ না বোলয়।।
এরে কর্ম তাকে করে যাকে ক্ষুদ্র লোক।
চক্ষ ন মুঞ্চাব তোর কি বুলিবো তোক।।
মোহোর কৃষ্ণে র আরো সকল সেনার।
বিদ্যমানে এহি তীনে তোক বারম্বার।।
বিরথ বিকুষ[৫৮৪] হৈল তথাপি সৌরুষ।[৫৮৫]
না বুঝিল জাতো তাঙ্ক অবধু পুরুষ।।
আরো তোরা সবে মিলি মোর পরকত।
সৌভদ্রক বধি হৈলাঁ আপনাকে হত।।
তুমি যে হাতের তাঁর ধনু ছেদিছিল।
কৃতা যুত বন ্ু সবে বধ্য[৫৮৬] হঞাছিল।।
অহাতত্র হৈছে তাতে না দেব পাপর।
ইদানিকো তোর যে কর্তব্য তা কর।।
এরে বৃষসেন নাম তোহোর তনয়।
তাহাক তোহোর আগে বধিবোঁ নিশ্চয়।।

তাক ৰাখিবাক মোক আজ্ঞা আজ্ঞা খায়।
তাহাকো বধিবোঁ তোৰ আগে সৰ্ব্বথায়।।
যেৱে অস্ত্ৰ ধৰি ভৈলোঁ সত্য প্ৰতিজ্ঞা হব।
তোক আৰো তোহোৰি পুত্ৰক এ পুত্ৰাক।।
সবৰত বাজি ৰাজা দুৰ্য্যোধনেক সৰ্ব্বথা।
অনুতাপ দিবো নাহি ইহাত অন্যথা।।
পাৰ্থে এ বুলিতে মহাৰথি সকলৰ।
খিলিব দুন্দুভ মহাশব্দ ভয়ংকৰ।।
ঘোৰ ভয়ানক যুদ্ধ আৰম্ভিল সবে।
মন্দ্ৰ শিষ আদিত্য অস্তক যাইব তবে।।
অনন্তৰে অৰ্জ্জুনক আলিংগিয়া ধৰি।
বুলিলন্ত ভকত বৎসল দেব হৰি।।
ভাগ্যে আজি এহে প্ৰতিজ্ঞাক পালিলা।
ভাগ্য সুপুত্ৰকে যুদ্ধ কৰ্যক বধিলা।।
দেবেৰ অসাধ্য এহে কৌৰবি সেনাক।
তুমি বিনে কে পাৰে ইহাক জিনিবাক।।
হৈআছে অনেক ৰাজা একত্ৰ যুদ্ধত।
তোতধিক কাহাকো না দেখো মহাৰথ।।
ইন্দ্ৰ বৃত্ৰ তাৰ বলবীৰ্য্য পৰাক্ৰম।
যে দুখ কৰিলা তোমে সত্যে তোৰ সম।।

১৪৭(খ) শেষ।

১৪৮(ক)

সবান্ধবে কৰ্ণ হত হৈলা[৪৮৭] এ প্ৰকাৰ।
তোমাক হৰন কৰাইব পুনৰ্ব্বাৰ।।
তুমি মিত্ৰ উত্তৰ অৰ্জ্জুন অৱতাৰ।
মা ধৰ্ম্মা প্ৰতিজ্ঞা এহে প্ৰসাদে তোমাৰ।।

নাথ নারায়ণ তুমি হৈলা হে সবার।
অল্প লোকে না হয় আশ্চর্য্য সে সবার।।
তোমার প্রসাদে সসাগরা বসুমতি।
পাইল প্রভু যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নরপতি।।
এ বিজয়ে তোমার তোমার সবে তার।
[৪৮৮]পাসরিবার নাই আমি সকলে তোমার[৪৮৮]।।
[৪৮৯]এ বুলিয়া অর্জ্জুনে[৪৮৯] করিয়া অনুগ্রাস।
মাধবে বাহির হোয়া জগত নিবাস।।
তবে অর্জ্জুনক দেখাইয়া ভগবান।
বুলিলন্ত ইন্দ্র দেব বিদ্যমান।।
অস্ত্র জনম্যাক প্রতি বীরগণ জত।
প্রার্থনা করিতে তোর সবে হয়্যা হত।।
তেজি অশ্ব সশ্ব অস্ত্র সারথিক।
করি পরিহার কতো পদাতি হস্তিক।।
পড়ি পড়ি সমুন করিছে পৃথিবীত।
দেখ পৃথিবায়ো হৈছে কেমত শোভিত।।
মুকুট কুণ্ডল কণ্ঠমালা আরো হার।
পঞ্চুড়ি পটের নানাবিধ অলঙ্কার।।
কিরিট অঙ্গদ অন্য নানা আভরণ।
পড়িয়া পতাকা ধ্বজ দেখাবসুগন।।
ভগ্ন রথচক্র আরো রথের কুবর[৪৯০]।
শক্তি শূল পরশু পট্টিশ মুদগর।।
তূণ ভিণ্ডি শতঘ্নি বজ্রি ত্রিশূল তোমর।
ভিন্দিপাল মুষল অষ্টৌরথ অনুসর।।

অত কুপ পরিব পনাত্রাম অন্যঅস্ত্র।
পড়ি আছো নানাবিধ বহুমুল্য বস্ত্র।।
এ সকলে রনভূমি করিছে প্রকাশ।
গ্রহগনে সমু জেন সরত আকাশ।।
দেখিয়োক ভূমিতো ভূপতিগন যত।
অতি ক্রোধে সমু ত্রিভ্র পৎলিক জেবত।।
চাকি চাকি পড়িআছে করি আলিংগন।
দেখ আরো তোর বাসে অন্য প্রানিগন।।
রচ রথা পড়ি আছে তুরংগ মাতংগ।
ছিন্ন ভিন্ন হৈছে রথ সারথিক সংগ।।
[৫৯১]ধনু নাহি[৫৯১] ছিন্নমুণ্ড রুক্ত পতাকার।
পড়ি আছে সতে সতে হাজার হাজার।।
বাহুকি ধনুকি গদাতির নাহি ওর।
ভূক ভূর পিচাস ভূক রাক্ষস দুর্ঘোর।।
এ সব প্রানির হর্ষকর অতীসয়।
তোত হলু উচপন্ন হৈল অনঞ্জ ক্ষয়।।
শুন হে ভূমি এবুগ দেবাথ্যা অর্জুনক।
সথা দেন থাছে যুধিষ্ঠিরের পাসক।।
ভগ্নপ্রথ হত হৈল হেম নিবেদন।
করিল প্রাজাত অনঞ্জ ক্ষয় জনার্দন।।

১৪৮(ক) শেষ।

১৪৮(খ)

সঞ্জয় বলতি কথা[৫৯২]শুন দৈবাদিক।
কৃষ্ণে বুলিলন্ত ভবে কর্ণ নৃপতিক।।
দৈব হত সমু হৈলা বৃন্দ[৫৯৩] রথা থাক।।
তরিল অর্জুন দৈবে সমু প্রতিজ্ঞাক।।

মুনি হর্ষ হয়্যা রাজা রথ হৈতে নামি।
গোপালক আসি৲খি বুঝিলা বন্য স্বামি।।
আনন্দ মনেতে মগ্ন হয়্যা কোন [৫৯৪]কিছু বাক।
দুর্দ্দৈব মান না পারিল বুঝিবা ক।।
পরিপূর্ণ মেঘ হয়্যা আনন্দ দে জোহকে।
বুঝিলেন্ত পরম আনন্দ মে গোবিন্দ মনে।।
হর্ষবার্ত্তা মুনিঞা তোমাতে হৈতে আমি।
আনন্দ ভেদের পারক না পায়[৫৯৫]জান স্বামি।।
এতে অদভুত কর্ম্ম কৈল একা জয়।
কি[৫৯৬]তুমি পরমেশ্বর আমার আশ্রয়।।
কৃপায় আমার জন্মেব পাষিণ্ডক।
পুত্রতে বধিলা তুমি কে পায় বালুক।।
সবন্দতে আপনা তুমি সবন্দতে রহ।
তাতে জানি ভক্তিশ্বরু তাকে অনুগ্রহ।।
আমি সব কি তোমার করিমি স্তুতি।
তেবেঁ দেনবত কৃপা কর নন্দীপতি[৫৯৭]।।
এতে কর্ম্ম দেবোত্তমো অসাধ্য নিশ্চয়।
তমু বলবুন বিধ্নে সাধিল একা জয়।।
জনমে আমাক তুয় হৈছে অনুরাগ।
তবমে আমার রাজ্য হৈছে মহাভাগ।।
শিশুকাল হৈতে তুয় অমানুষি কর্ম্ম।
যাক শুনি দেব মুনিহে কহিবাহে মর্ম্ম।।
অমিত নারদ পিতামহ বাশিদেব[৫৯৮]।
তুমি তেত্রোময় দেব[৫৯৯]কহিছে এসব।।

তুমি পরংব্রহ্ম সত্য তুমি সে তপস্যা।
কল্যাণ স্বরূপ তুমি সে জগন্যা।।
তুমি সে অজ অমর তুমি সে মৃত্যুঞ্জয়।[৬০০]
তুমি প্রজাপতি তুমি অনন্ত অচ্যুত।।
তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি পরমাৎমা সনাতন।
তুমি সে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানগম্য নিরঞ্জন।।
জগত ব্যাপক তুমি জগত নিদান।
[৬০১]তুমি সে অব্যক্ত তুমি পুরুষ পুরান[৬০১]।।
স্থাবর জংগম রূপ[৬০২]জড় চরাচর।
তুমি সৃজ তুমি পাল তুমি সে সংহার।।
সপ্ত দ্বীলোকে হোকবা অথবা এ স্বরগত।
জে বস্তু জে হৈল জেজে হৈবেক এ লোকত।।
তাতে মোর অতিনাশি রাজা জে সকল।
তা সভাঁর গতি তুমি সে একান্ত কেবল।।
এবমাদি তুয় গুনগনক গোসাঞি।
সংখ্যা করি কহিবেক হেন জন নাহি।।
হেন নারায়ণ তুমি সর্ব্বগুনান্বিত।
নিজ রূপী হয়্যা আমার হয়্যাছ উপস্থিত।।
[৬০৩]ধর্ম্ম নৃপতির হেন সুনিঞা বচন।
অনুরূপ উত্তর দিলন্ত জনার্দ্দন[৬০৩]।
উগ্র তপসাএ সম এজে মহাভুজ।
পরম পুরুষ শ্রেষ্ঠ তো মার অনুজ।।
পাপি অপ্রতুষক বিএক্ষর হৈল হত।
বৈরার সমান বীর নাহি সংসারত।।

জাগো এবে অর্জুন তোমার অনুগত।
বধিব অনেক যোদ্ধা আরো সংগ্রামত।।
স্নেহে তবে রাজা অর্জুনক আলিংগিয়া।
শিরঘ্রাণ লৈল তবে বদন মার্জ্জিয়া।।
বুলিলা যে কর্ম্ম তুমি করিলা দুর্ব্বার।
হৈল দু সবে অসাধ্য যে কর্ম্ম দেবতার[১০৪]।।
ভাগ্য এবে মোর কর্ম্ম হৈল নিস্তারিলা।
ভাগ্যে শত্রু বধি প্রতিজ্ঞাক রাখিলা।।
এহি বুলি অর্জ্জুনের প্রশংসে ধর্ম্মরায়।
হস্ত মেলি পরশি খসিল ঘর্ম্মায়।।
পাছে কৃষ্ণ অর্জ্জুনে বুলিল হরষিত।
জয়দ্রথ বধ হৈল তব প্রেম বাঞ্ছিত।।
আমি কিছু না হই তোমার ক্রোধানলে।
ভস্ম হৈল ধৃতরাষ্ট্র[১০৫] সেনাক সকলে।।
মরিল কৌরব ভীষ্ম তব ক্রোধানলে।।
দগ্ধ হয়া পড়ি হৈল শরশয্যা তলে।।
আর প্রতি তুমি ক্রোধ হৈলা মহাশয়।
নষ্ট হৈব তার বংশ রাজ্য সুনিশ্চয়।।
সেহেবা সাত্যকি আর ভীম মহাবীর।
যুদ্ধে আসি হয়া ক্ষত বিক্ষত শরীর।।
রাজাক প্রনামি হয়া থাকিলে আস্থিত।
রহিলন্ত যে শবন্ত রহন উচিত।।
করি কৃতাঞ্জলি আছে দেখে যুদ্ধবীর।
দেখি অনুরাগে বুলিলন্ত যুধিষ্ঠির।।

সহু অন্য সাগর তরিয়া আন্য চলি।
যে সাগরে গ্রহ গুরু দ্রোণ মহাবলী।।
কৃতব্রহ্মা রাজাদ্যে সমর হৈছে জাত।
অন্য জলজন্তু হৈছে রাজা অশৎথ্যাত।।
ঘোর বোজে জিনি নিস্তরিয়া আন্য তাক।
কি ভাগ্য মোহেরার আছে দেখিলো তোমাক।।
দ্রোণ কর্ণ কৃতব্রহ্মা আদি জত রায়।
জিনি [illegible] ভাগ্যে আইলা তোরা মোর প্রান প্রায়।।
এহি বুলি দুহাক হরিসে যুধিষ্ঠির।
ডুবাইল আলিংগি যামন দু নেত্র নিরে।।
সঞ্জয় ক্রয়বসতি হৈলা চৈন্য সব বিনাস।
তহু পুত্র দুর্য্যোধনে তেজিয়া নিশ্বাস।।
দুঃখে অশ্রু পূর্ণ মুখে বলিলা বসত।
অর্জ্জুন সমান বির নাহি জগতত।।
তেসব হৈলে ইহাক কাহার্ক্কে বিদ্যমান।
[৬০৬]দ্রোণ কর্ণ কৃতবর্ম্মা বন্ধু আদি জত রায়।।[৬০৬]
রনযুদ্ধে রহিবাক না পারে এসব।
জাতো এ সবার আগে বধিল চৈন্য সব।।
জানিলো অর্জ্জুন অস্ত্র প্রহারর জাক।
দৈন দেবো না পারে রান করিবাক তাক।।
করি আদি জে কর্ণর বলক আদুর।
পাণ্ডবক অপমান করিলো নির্ভয়।।
জে কর্ণ ইৎপিত করি বধিয়া সভাত।
পাণ্ডবক দিনিছে কঠোর[৬০৭]বজ্রাঘাত।।

যে কর্ণের বলবির্য্য বীরশ্রেষ্ঠের ভয়।

সবতা পাংশিব আদি দৈবকী তনয়।।

সে কর্ণ অর্জুন ভীমসেন সাত্যকিত।

জিনিলো দৈবনু পরাজয় বিপরিত।।

হত হৈল ভগ্নরূপ নিরেখিয়া তাক।

নিবেদিতে দেখনু দ্রোণক দেখিবাক।।

দ্রোণের শরানক জায়া তবে কুরুভূপ।

দৈবে আপনার পরাজয় জেনরূপ।।

জেরূপ বিজয় আরো দৈবাদে শত্রুর।

কহিল দ্রোণক রণে কুরুরাজ এক্ষর।।

পুন যুদ্ধ ভীষ্ম আদি জত রথিগন।

সবে সর্বনাশ হৈল কর্ণ নিশ্চিন্ত।

শিখণ্ডি ভীষ্মক বধি বাহি আছি।

সবে পাঞ্চালের আশ হয়া আছো সাজি।।

তত্র পুন রথিন পিতা পার্থ মহারথ।

সাত অক্ষৌহিণী ভেদি জয়দ্রথ।।

এতেকে আমার উপকারের কারণ।

জয় বাঞ্ছি মরিল জে সব রাজাগন।।

তাহার ঋণক [৬০৮]বুঝিঁ মুঞো[৬০৯]কি প্রকারে উকার।

মোর সম কাপুরুষ কে হৈবেক আর।।

রাজ্য যুধিষ্ঠির সংগ্রামের ঐশ্বর্য্যক।

পরিহার করি বরে মোর নিশ্চিতক।।

না পারোঁ তাহার[৬১০]ঋণ শুজিবাক তবে।

সহস্রেক অনুরোধ করিলেগো তবে।।

পবিত্র হৈবাক হয় ন পারোহো নিদু নিদু।
পরিবারেহোঁ যুজি পাপি অধর্ম্মিষ্ঠ পাপিষ্ঠ।।
বিবর্জ্জিয়া ব যুধিষ্ঠির কাহাকো না দিব।
সর্ব্বশাস্ত্রে আশা করি তোমতে আছিল।।
পিতদ্রোহি এহিমত পতিত[৬১১]পাপি ঘোর।
যদি জানো কেমতে যুধিষ্ঠির দৈব ঘোর।।
যুদ্ধিত জেপিত হয়া সর্ব্বাংশ শরীর।
পড়ি আছে পিতামহ ভীষ্ম মহাবীর।।
অন্য বন্ধু বিরগন মোর নিমিত্তক।
পড়িছে মুনিবর্গ উপেখি প্রানক।।
সুদর্শন জলসন্ধ রাজা অলম্বুষ।
ভূরিশ্রবা আদি নানা মহন্ত পুরুষ।।
প্রান এড়ি পড়ি আছে নিরেখি তাহাক।
এতেকে ষেবার যুজি মন সুজিবাক।।
করিবো জমুনা জলে তর্পন ষেবার।
তোমারে আপতে আরো করো পরিহার।।
পাঞ্চাল [৬১২]সহিতে পাণ্ডবক সংহারিবো।
না পারিলে সমরত আপনে মরিবো।।
কর্ণ বিনে মোর সহায় নাহি আন।
তুমি পাণ্ডবের বাক্য সর্ব্বদা কল্যান।।
ভীষ্মে আপনার মৃত্যু আপনে বিধান।
করিলন্ত তাহাক দেখিলো বিদ্যমান।।
স্নেহে অর্জ্জুনক তুমি না যুঝেন রণে।
সত্য দৈব শুনু গোষ্ঠি মোর এ কারণে।।

শুর-সেন শিবি আরো বসতি সকল।
মোর অনিতিত হত হৈল যে সকল।।
মোর হেতু পাণ্ডবক তুমি তারা যথা।
চলি গেছে যে শ্বানক বুঝি আমা আবো তথা।।

১৪৯(খ) শেষ।

১৫০(ক)

কুরু পাণ্ডবের তুমি দুহার আচার্য্য।
তোমার উচিত নহে পক্ষপাত কার্য্য।।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা পুত্রে অর্জুনে তুল্য ব্রত।
যদি ভূরিশ্রবা সৈন্য পবক হৈল হত।।
তাহার চিত্ত তবে কি শোক[৬১৩] হইল।
দুঃখে দুর্য্যোধনে যদি এবত বুলিল।।
দ্রোণে তাতে কি বুলিল কহিবোক মোক।
সঞ্জয় বসতি কথা শুনিয়োক।।
বির ভূরিশ্রবা অর্জুন হৈতে হত।
অসন্তোষে দেখেনা তোমার সৈন্য জত।।
[৬১৪]তোমার পুত্রের মন এনাত কোন জন।
তাক না মানিব কেহ হৈলেন বিমন।।[৬১৪]
তবে শুনিচন দুর্য্যোধনের শুনিঞা।
দ্রোণে দুর্দ্দৈক বান বাছিব শুনিঞা।।
মহাদুঃখি হয়া তবে তোমার পুত্রক।
বুলিলন্তু বাপু তুমি কেনে নিরর্থক।।
যুদ্ধাক্ত করিতে মোর লড়ির চিত্রিম।
অজ্ঞ অর্জুন তুমি তাক না জানিম।।
সেহার বির্য্যক রাজা আজ জানন্তে না জায়।
শিখণ্ডি ভীষ্মক বধে জাহার সহায়।।

জে ভীষ্ম অথবা দেবাসুরের যুদ্ধ হত।
তথনে জানিলো জেনো তার্ক্ষ্য হৈল হত।।
ন রহে ভারথ সেনা সকলে অসংখ্য।
এ জে যুদ্ধ নহে বাপু শকুনির অক্ষ।।
জে সকল হিতবাক্য বিদুরে বুলিলা ।
অভাগ্যের কর্ম্মে তুমি তাক না শুনিলা।।
না শুনিলা জাতো সে হৈব্বের বাক্য হিত।
সে হেতু এ ঘোর দুঃখ হৈল উপস্থিত।।
উপকারি সুহৃদের বাক্য জে না ধরে।
[৬১৫]ততকালে সোকনদে মেজে সুহৃদরে[৬১৫]।।
আরো বাপু উত্তম কুলত হৈছে জাত।
সকল ধর্ম্মের আছে আচার জাহাত।।
হেন দোপদিক রাজসভাক আনিলা।
তারে কলে অপমান[৬১৬] এলোক নজিলা।।
বিষ দ্যুতত তুমি জিনি পাণ্ডবক।
দুগন্ধ্য দিল দ্রিয়া[৬১৭] পঠাইলা অরণ্যক।।
সুব্রত ধর্ম্মযোত আচরে পাণ্ডবে।
হেতো[৬১৮] তোর হেতু বুজি তাথাক আহবে।।
অপমান করিলোঁ পারিলোঁ জত মানে।
কোন দ্বিজে এথত করয় বুজি বিনে।।
পিতৃর সম্মতে তুমি শকুনি সঙ্গ সহিত।
দুশ্শাসন সংগে হয়া রাদেয় রক্ষিত।।
একত্র হয়ৈয়া সর্ব্বনীর সমস্থিতে।
করিলা জতন অর্জুনক নিবারিতে।।

না পারিনা বাধিতে তাহাকো কদাচিতে।
মোকে নাব দোষ বুঝি দিম কি আক্রাতে[৬১৯]।।

তুমি জিতে কর্ন জিতে দুস্সাসন জিতে।
সকুনি প্রমুখে[৬২০]ইন্দ্রে জিবন্তু থাকিতে।।

৯৫০ (ক) শেষ।
৯৫০(খ)

সবার সাক্ষাত সৈন্য একক বধে প্রানে।
তথাপিতো মোকে দোষ দিম কি অজ্ঞানে।।
রাজাগন মধ্যে অর্জুনক হন্তু এন।
মোত হন্তু হবতে চাহিম কি বন যান।।
আজি[৬২১] প্রভু নৃত্যুরত নিবগ্র দৈবো বুঝি।
মোক এন কে করিব কহো দেখি বুঝি।।
অনুভবু হয়া বুঝি থাকি নিরন্তরে।
তাত মোক কতেক কাজিম বাক্যসরে।।
দেবেরো অজয় ভীষ্ম তাক কহে হত।
সৈন্য একক বধ করে সবারে আগত।।
যারে আরো ভুরিশ্রবা প্রমুখে সবাক।
তেহেঁ[৬২২]অবশেষ হয়া থাকি স জিবাক।।
জখনে দেখিলো বুঝি ভীষ্ম গেল মার।
তখনে জানিলোঁ বসুমতি নাহি আর।।
বুঝি আজি জে করিবো শুন দুর্যোধন।
পান্ডবক মোয়ক মুঞ্চ ভ্রুগের সেনাগন।।
একমাত হয়া জদি থাক্কা আমে এথা।
সবে পাক নক তবে বধিব সর্ব্বথা।।
শরীরের কবচ তোহার হিত কাজে।
ন খসাবেয়া নিজু জিবু শুন কুরুরাজে।।

অশ্বত্থামা পুত্রক করিবা[৬২৩] তুমি আর[৬২৩]।
তাহাকে করিব তার্ক স্নেহে পরিহার।।
তথাপিহো না ছাড়িব মোহর সেনাক।
পিতৃভক্ত দেহে মোর পালিবা এ বাক।।
তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম সবাতে সুজন।
নহো তুমি যাচক পুরুষ মহাজন[৬২৪]।।
মৃত্যু কালে কহি আমি উপদেশ দিত।
[৬১৫]মুনিবোক বাক তুমি [৬২৫] স্থির হয়া চিত।।
ধর্ম্মর্থ জেবত পীড়া না হয় তুমার।
সেবতে করিবা তেন্তে পরিনাম ভাল।।
কার্য্য সকলের মূল ধর্ম্ম সে প্রধান।
ধর্ম্মত অধিক বাপু বস্তু নাহি আন।।
কায় বাক্য মনে সব শক্তি অনুসারে।
পূজা করিবাক লাগে বিপ্রক সবারে।।
বিপ্রের অসন্তো[৬২৬] কার্য্য করিতে না পায়।
জানো বিপ্রবর্গ বাপু অগ্নি শিখা প্রায়।।
গুরু সাধু বাক্যে[৬২৭] প্রপীড়িত তুমি হয়া আতি।
দেহ আত্মা সেনা যতো প্রবেশো সম্প্রতি।।
অতঃপর তুমি[৬২৮] দুর্য্যোধন মহীপাল।
আপনার সেনাক করিয়ো প্রতিপাল।।
আজি রজনীত মুণ্ড পাণ্ডবী সবর।
দৈবেক দেখিয়া দুঃখে দ্রোণ দ্বিজবর।।
বায়ু চলি গেল পাকালক পাণ্ডবক।।
মধ্য মৃত্যু কহয় ধন্য এ বৃষ এ নরেন্দ্র মুক।
গুরু দ্রোণে এ বোল[৬২৯] বুজিলে দুর্য্যোধন।।

গুরু দ্রোণে এ বোল[৬২৯] বুলিলে দুর্য্যোধন।
আবরণ দিয়া সবরত দিল ধন।।
সেখিয়েবা কর্ণক বুলিল দুর্য্যোধন।
কৃষ্ণে র সহায় দেব অর্জুন কেমন।।

১৫০(খ)শেষ।

১৫১(ক)

দ্রোণে রচিবার ব্যুহ দুস্তুর ধনু[৬৩০]।
[৬৩১]আক দেবতাহ্যো ভেদিবাক ন পারন্তু[৬৩১]।।
দ্রোণের সাক্ষাতে দেখি সেহে খুঁহবান।
আজো সবে রাজা সকলের বিদ্যমান।।
দ্রোনে রচিবার ব্যুহ দুস্তুর ধনু।
আক দেবতাহ্যো ভেদিবাক ন পারন্তু।।
দ্রোণের সাক্ষাতে দেখি সেহে খুঁহবান।
আজো সবে রাজা সকলের বিদ্যমান।।
এতে ধনঞ্জ ক্রুদ্ধে সংশপ্তক জিনিলেক।
শিবের যেন রূপ সকলেক পাড়িলেক।।
অসুস্তুণ নৃপতিক ধরিলেক পাছে।
মোর সৈন্য অবশিষ্ট অল্প রবায় আছে।।
যত্নে যদি ভুলে দ্রোণ গুণে বড় নিপুন।
তবে নিশ্চি ব্যুহ ভেদি[৬৩২] পাণ্ডব অর্জুন।।
প্রতিজ্ঞা সাক্ষি সৈন্য ধরিব সংহরয়।
এতেকে[৬৩৩] দ্রোণের প্রিয়পায় ধনঞ্জ রয়।।

সে নিমিত্তে দ্রোণে বাড়ি দিব খুঁহদ্বার।
দেখ রূপ এ বিপ্রের এনিকি ব্যবহার।।
অসুস্তুণ রাজাক অভয় দিয়া দান।
অর্জুনত করে পক্ষপাত এত মান।।

ধর জানিতে তাহার অনুজ্ঞা দেহ রণে।
এতশান শুনদ্রু হবনিবি তবে।।
ধরিয়া দ্রোণের হস্ত অভয় শবদ।
ধর জানিতে যুদ্ধে বাধা কৈলাতিন ৻বক।।
আশিষ মাথুর চিএনেন আসি তাই।
আগতে তীবত হস্তু হত দৈন জাই।।
কর্ণে বোলে কুরুরাজ আচার্য্য দ্রোণক।
শর্তির হব না বোল পরিহাঁ বচনক।।
যথাশক্তি প্রাণ পণে যুঝিব ব্রাহ্মণে।
পার্থ তেজো তার অতিএশ্য কৈল রণে।।
নাহি আচার্য্যের দোষ কিছি তেজে যাহে[৬৩৪]।
সুরাসুর অর্জুনে সকল অস্ত্র জানে।।
দিব্যাস্ত্র যুযুত কপিধ্বজ চিহ্ন রথ।
কৃষ্ণ সারে অলঙ্কিতে জায় দুরপথ।।
রাখি পাণ্ডুব রক্ষিয়া রাসবুদ্ধি করি যায়।
অতিএশ্য দ্রোণক করিতে ভার্জ্জ পায়।।
জাতিত ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ দ্রোণ পরিশ্রম।
শীঘ্র গতি করিবারে না পারে তেমত।।
গরিবার[৬৩৫] না পারে তেমত পরিশ্রম।
এতেকে অর্জুন তার কৈল অতিএশ্য।।
আসিতো গুরুর দোষ না দেখি কিছি ত।
দৈবে যে হবার নাশে সে হয়ন নিশ্চিত।।
জানো যদি সব যুদ্ধ কৈলা প্রাণঃত্রাসে।
তথাপিতো দৈন্যেক রথিনু রণে।।

দৈবে সে অধিক আর যত রাহু[৬৩৬] দিয়া।
পাপা পরাক্রমক করিল যত ইচ্ছা।।
সবশত্রুক দৈবে পায় দৈল মৃত্যুগতি।
দেখ পাপ ভুবর ন হবয় কোন গতি।।
রাজা ভোগ করিলি দেবতা ছুটে পাপ।
পুরিবাক জন্তুরুহে নাগানন্দী মুজায়।।
বিষ তুকা জানিলি বনবাস দিলি আর।
পুচিব সকলে আজো দুর্দ্দিন তাবার।।

১৫১ (ক) শেষ।

১৫১(খ)

এতেকে পরব জৎনে সবে প্রভু করি।
সুম্‌ব কর নিজ কেশিয়ুর ধর্ম্মপরি।।
তোমারে বা তামারে অবজ্ঞো দোটেক[৬৩৭]।
সে দোট দিবার লাগে সে দোট দিবেক।।
পুর্ব্ব জন্ম কৃত পাপ পুন্য অতিশয়।
না দেখি এতেকে নাহি কর্ম্মের নির্ণয়।।[৬৩৮]
কিন্তু তার ধন্ম মানুষের দৈবে এক।
তার দোষ ধন্ম দোষ দোটেক[৬৩৯] দিবেক।।
তোমার কেবত সেনা কেবত কুমার।
এবত না দেখি নাহি পাপ ভব সবার।।
অর দুঃখ অনেকক দন্ড করে তেহো[৬৪০] রণে।
যনে মনু সত্যরা মোজি করো এ কারণে।।
দৈবে মনু করে প্রভুবার্দ্ধক আমার।
সে কারত অপ্তামা করিতে এ প্রকার।।
পাপ ভবি সেনাক মুদ্ধ কুদিত দেখিব।
দন্ড দন্ডিত রণসৈন্য আমারো সাজিল।।

শত্রু সৈন্য সনে যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল ঘোর।
সঞ্জয় বলতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র কথা শুন মোর।।
তবু শত্রু বাহি সৈন্য সব পরাক্রমি।
যুধিষ্ঠির সৈন্য পাণ্ডবী সেনাক অতিক্রমি।।
কৌরব পাকার শরলোকের কারণ।
দুয়ো সৈন্য অন্যো অন্যে সৈল ঘোর রন।।
বীর মকরক নাম পাইয়া বীরগনে।
করিল তোমার শর নানা[৬৪১] বরিষণে।।
পরস্পরে নয়া[৬৪২] যেন যরের পুরিক।
সারিথেক অসংখ্যাত হস্তিএ হস্তিক।।
ঘোড়াক ঘোড়াক পদাতিএ পদাতিক।
রথিএ রথিক সারথিএ সারথিক।।
আপনা আপুনি অন্ধ বরি বিমুখ।
সরে ছৰ্দ্ধ সৈল অন্যে অন্যে সপোনিখ।।
নাহিক প্রকাশ দিনপাল সৈলো য়ান।
সূর্য্য অস্ত গেলে[৬৪৩] দিষ্টি নাহি জে বন ্ বান।।
রাজা পাণ্ডব নির্ভয় হয়া করে ঘোর রণ।
দেখি সৈন্যব্যবর বন্ধু দুষি দুর্য্যোধন।।
নরিবাক বাক্রেকলাপয় বানি রোষে।
পৃথিবি কম্পায়া যেন অমদ্ভুতে।।
পাছে শত্রু সৈন্য মধ্যে পশি নরেশ্বর।
পাণ্ডু সৈন্য সবে সৈল ছত্রভঙ্গ সত্বর।।
শরজালে সবাকে তাপিত করিলেন।
রশ্মি যুক্ত হৈয়া[৬৪৪] মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্য জেন।।

পাণ্ডবের বীরে চাহিবাক না পারিল।
উৎসাহক পরিহরি পলাইতে লাগিল।।
তোমার পুত্রের দুরু দুঃখ সরজালে।
পিড়া বাপ্পা বন্না যেন দৈবগু পাকালে।।

১৫১(খ)শেষ।

১৫২(ক)

রহিতে না পারি প্রান লৈয়া পালাইল।
নলিনী বনক যেন দ্বিরদে দলিল।।
যে কর্ম্ম সমরে নাহি করে কোন জন।
সে কর্ম্ম করিল তযু পুত্র দুর্য্যোধন।।
বারম্বার[৬৪৫]দেখি তবে পাণ্ডবি সেনাক।
ভীম আদি পাকালে বান্দিল তবে তাক।।
পাছে দুর্য্যোধন রাজা হানি সমসর।
প্রথমতে ভীমের ভেদিল কলেবর।
মাদ্রিপুত্র সহদেব নকুলক তবে।
ভেদিল তিতিনি শরে দুহাকো লাঘবে।।
শত শরক বিরাটক তাত অনুক্রমে।
দুইকো হানিল ভেদি ছয় ছয় শরে।।
দ্রুপ্যায়র বিরকো হানিল সহস্রি।
পাছে শিখণ্ডিক সত শরে ভেদ করি।।
ধ্রুবিক যুধিষ্ঠির রাজাক ভেদিল সাত শরে।
কেশি কৈকেয়ক ভেদিলেক তাত শরে।।
ভেদিল পঞ্চাশ[৬৪৬]শরে সাত্যকির কায়।
দ্রৌপদির পঞ্চ কুমারকো দুই রায়।। ঝিঁ
তিনি তিনি বান হানি ভেদি সবন্তক।
ভেদিলেক পাছে ঘটোৎকচ রাক্ষসক।।

বহু হস্তি মরে যোন্ধা অনেক আর।
উভয়দলে মেদিলেক অনয় তোমার।।
দুর্য্যোধন বামে দুত কনূপ হয়্যা মরে।
[৬৪৭]আশিবাক নাশিল[৬৪৭]পাণ্ডুবি সেনা তবে।।
চরিবাক[৬৪৮]কেহো তাক ন হৈল শকত।
না যায় চাহন আদিত্যক যেন মত।।
পাছে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনক বাজ্যেক।
উভয় নৃপতি তবে পরবশ হৈলেক।।
পরাবন্ধ হৈল তবে[৬৪৯]আপনার কাজে।।
ক্রুদ্ধ হয়্যা তবে দুর্য্যোধন কুরুরাজে।।
নবুরে মহাতপর্ব্ব হানি দশশর।
যুধিষ্ঠির রাজার ভেদিল কলেবর।।
একশরে কাটি পাড়িলেক ধ্বজদণ্ড।
আরশরে কাটিলন্ত হাতের প্রোজ্জ্বল কোদণ্ড।।
তিন দুষেন বাম পারথির ললাটেক।
কোপে ভেদিলেক তাক বিতম্ব পায়ক।।
চারিয়ো ঘোড়াক ভেদিলেক চারিবান।
পাছে যুধিষ্ঠির হয়্যা কোপে কম্পবান।।
নিখিলেক অন্য ধনু বরি টংকারিয়া।
দুর্দ্ধ রশ্মিবান্ধ কোপে[৬৫০]বান বরিষিয়া।।
[৬৫১]হত হৈলা দেহ যুধিষ্ঠির সে বুলিল[৬৫১]।
আকর্ণ পুরিয়া মহাগোটেক হানিল।
সেহি কোটে দুর্য্যোধন হয়্যা অচেতন।
পড়া হেন রথ পার্শ্বে করিল শয়ন।।

১৫২(ক) শেষ।

দেখি পাঞ্চালের সৈন্য নড়িয়া চলিল।
ঘোর শব্দ করি যুঝিবেক চলোদিশ।।
[652]আরো তথা দলের শব্দ শুনি অতি[652]।
রাজা হত হৈল যেন জানি সেনাপতি।।
সে শরানত দ্রোণ হৈল উপস্থিত।
উঠি দুর্য্যোধনে দেখি হৈয়া হরষিত।।
দৃঢ় এক ধনু ধরি হৈয়া বিরথহ।
ধায়া যুধিষ্ঠিরক করিয়া রহ রহ[653]।।
পাঞ্চাল সকল দেখি ধাইয়া গেল তাক।
দ্রোণ সেনাপতি তবে বাজিল সে সবাক।।
ঘোর যুদ্ধ হৈল তবে তোমার তাহার।
শঙ্খ দুন্দুক ধৃতরাষ্ট্র বুঝে পুনর্ব্বার।।
পশিল কোপিত দ্রোণে পাণ্ডবি সৈন্যত।
পাণ্ডবেরা তাক নিবারি। কেহ নত।।
সে দেবাত আচার্য্য দ্রোণের কোন জন।
রথের দক্ষিণ চক্র করিল রক্ষণ।।
উত্তর চক্রক তার রাখিলেক কোনে।
অনেকেক বহু করে সেয়ো গুরু দ্রোণে।।
কেশবে দ্রুতক তার্ক্ষ্য[654]যানা কহলোক।
শঙ্খ ব্রহ্ম বলতি তাক[655]কবো যুধিষ্ঠোক[655]।।
বধি সব কৌরবে হৈল একক তাতপরে।
সেবা দিয়া রাজাক অর্জ্জুন বীরবরে।।
ধনু ধরি দ্রোণক বাণিল রণরঙ্গে।
চলিলেন ধাইয়া সাত্যকিও তার সঙ্গে।।

যুধিষ্ঠিরো তাঁহা অন্য সৈন্য সমন্বিত।
ধান্য দ্বিজরাজ[৬৫৬] পুত্র দ্রোণক ঘুরিত।।
দুইপুত্র সহদেব নকুল কুমার।
[৬৫৭]বিরাট দ্রুপদ আন্য কৈকেয় কুমার[৬৫৭]।।
ঘটোৎকচ দ্রোণক ধাইল দেখি রনে।
ধাইল রাজার ছত্র উত্তুক গজে[৬৫৮]।।
পাণ্ডবের পুত্র পুত্র আরো জত রায়।
সবংশে দ্রোণক ধাইল মধুনায়।।[৬৫৯]
তবে ভীম সকলের অগ্র বিষম ধ্বনি।
সে বেলা থিলিল ঘোর[৬৬০] দুর্যোধ রজনি[৬৬১]।।
বির সকলক অগ্র দিবাক দেকায়।
শত্রু করিবাক জৈন শৃগালের পায়।।
অগ্র সরমাত্যে জেন বীর সর্বক।
উড়ি উড়ি পাজে পাজে থাদিল দেচক।।
কৌরবেক বিশেষত সরমাত্যে ভীত[৬৬২]।
উত্থকের রবকব তৈল উপস্থিত।।
তবে সৈন্য অপাত থিলিল মহারোল।
ভেরি শঙ্খ দুন্দুভি জগর ঢাক ঢোল।।
ঘোড়ার হেষন আরো গজের গর্যাদে।
চতুর্দিশে ব্যাপিলেক তুমুল নিস্বনে।।

১৫২ (খ) শেষ।

১৫৩(ক)

অনন্তরে দ্রোণ পুত্র ক্রদ্ধে সে সময়।
নিশির আকুল ঘোর যুদ্ধ অতিশয়।।
সে যুদ্ধ হৈত ঘোর অন্ধকারের কারণ।
চিনিবারে কাহাকো ন পারে কোন জন।।

আসি সবে ব্যাপু হস্তা ডুবাএ সেকাল।
অধিবাহ কোনো ন পাবিবাম বহীপার।।
অশ্বের সবদ বাএ দুন্দিভি উৎকট।
বননাদে বৎস জেন ফুটে চট চট।।
তুরংগ কারাল ক্ষোভ ঘোড়ের চিৎকারে।
আকুল হৈল সেন সৈন্য সেজে অন্ধকারে।।
সে রাত্রিত ঘোর হয়যম সমরত।
নিরেখিতি সেনা সকবক হেনমত[৬৬৩]।।
অৎবদ কুণ্ডল আদি বস্ত্র অলংকার।
সোভিল বিদ্যুত যুত মেঘ জে প্রকার।।
রুষ্টি শক্তি গদাঘাত পট্টিশ মুষলে।
জনবু অসন সম জলে এ সকলে।।
তবে দ্রোণ পাণ্ডবের হৈলেন সেঘদুর।
মেঘধ্বনি হৈল নানাবিধ বাদ্যচয়।।
বড় শক্তি গদাঘাত হৈল বজ্রাঘাত।
কোদণ্ড খণ্ডন হৈল বিদ্যুত আঘাত।।
সে রাত্রি যুবত তবে দ্রোণক সেকাল।
একলে বাহিল দেশতে[৬৬৪] যুদ্ধ গাকাল।।
রাজৌ রাজৌ বাস্থা আদ্য দ্রোণে তাক তাক।
বিমুখ করিল[৬৬৫] দ্রোণে রণে সে সবাক[৬৬৫]।।
কতেকক বাহ্রি প্রানে দিলা যমঘর।
দ্বৈত[৬] সহস্রেক রথি আরো থাকিল তাহার।।
অযুতেক রথক সংহার করিলেক[৬৬৬]।
সিপাহির পদাতি[৬৬৭] অযুতে অর্বুদেক[৬৬৭]।।

একেশ্বরে দ্রোণ সেহি রজনি যুঝত।
বহুতর সামন্তে ভেদিয়া হৈল হত।।
ধৃতরাষ্ট্র পুছে শেষে শুন প্রভু সেনাত।
দ্রোণাচার্য্য জাগ্য প্রবেশিলা সে সেনাত।।
তোমার চিত্ত তবে কি সোষ[১৬৮] হৈলেক।
সর্বজিত অর্জুনর তাতে কোন বুদ্ধি জন্মিলেক।।
রিপু ভুরিশ্রবা আরো হৈল বধ পড়িল।
পাঞ্চাল সেনাত দ্রোণে প্রবেশে প্রবেশিল।।
তোরা সব সেবেরা কি সোষ[১৬৯] যানিলেন।
মন্ত্র দুর্য্যোধন কিবা কর্ম্ম করিলেন।।
দ্রোণের পাছত কে সকল চলিলেন।
দ্রোণে শত্রু বধিতে কে তার আগ হৈল।।
হেন বলে বাক্যে দ্রোণবাক্যে বিষদৃষ।
বাণ ত্রিব বিদ্ধিত হৈয়া রাজা হৈয়া[১৭০] দুঃখ।।
আবুধ পিপির সবধৃত দ্রব বন ত্রাণ।
হীন হৈয়া দিতে শত্রু হৈয়া কম্পমান।।

১৫৩(ক) শেষ।

১৫৩(খ)

সেরে দ্রোণ প্রবেশিয়া পাঞ্চাল সৈন্যত[১৭১]।
অজয় পুরুষ কি প্রকারে হৈল হত।।
সে রাখিত একত্র হৈলেন সেনা জত।
যুধিষ্ঠির বন্ধু কে হৈল কে হৈল যুধিষ্ঠির হত।।
সারথি বিরথি রথি সকল রবে।
সে বেলাত আলোড়ন করিল পাণ্ডবে।।
অন্ধকারে আবৃত হৈয়াছে দিগপাশ।
কেমতে তাহার [১৭২] বধো হৈলেন প্রকাশ।।

সঞ্জে প্রভু করহ নিবারণ সে রাহুত।
দ্রোণক পাণ্ডব সব সৈন্যক সহিত।।
রাত্রা যদি হৈল তবে দ্রোণ হৈলেক্রুদ্ধ।
আরো ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় সকল।।
বধ হৈল একেকতে দ্রোণ মহাতাপ।
যে যে মহারথি আরো হৈল তার পাশ।।
সে সবক মারি পিতৃলোক পঠাইল।
[673]মহারথ সবাক মথিল ক্ষত পাইল।। [673]
তবে সে দ্রোণক দেখেনাএ শিবিরাজে।
সে ঘোর যুদ্ধত দেখাবে বাল্য রণমাঝে।।
তবে শিবি আসিবার দেখিয়া সত্বরে।
কেশিয়েক দ্রোণে সানাইত দশ[674]শরে।।
শিবিয়ো দ্রোণক প্রতি [675]ষড়ি মহাবেগ।
সানাইত ত্রিশ শরে করিল সু ছেদ।।
হাসিয়া গুরুয়ো সারথিক তত্ক্ষণে।
রথ হন্তু পারিল দ্রোণের বিদ্যমানে।।
তাক দেখি কোপে গুরু দ্রোণ মহাক্রুদ্ধ মহাবির।
মারিলেক শরে বধু সারথি শিবির।।
শিবিরো শিরকো মুকুট সহিত।
পরিলন্তু পারিলন্তু পৃথিবীত।।
রথ বাহিবার নাহি সারথি দ্রোণর।
দেখি দ্রু তপতি দুর্বো এক রূপবর।।
শিল দিব্য সারথি গোটেক[676] মহোৎসবে।
বাইল সত্বর দ্রোণ পুনর্বার তবে।।

কলিংগ রাজের পুত্র তবে সেবেনাত।
রথত[৬৭৭] কলিংগ সেনা লয়া অসংখ্যাত।।
পুর্ব্বত পিতৃক বধিআছে নিমিত্তক।
অভিমন্যু ভেদবে নসু বর্ষিল[৬৭৮] ভীমক।।
তবে সে কলিংগ পুত্র ভীমক সমরে।
দুই কড়ি ভেদিলেক[৬৭৯] তিনক মধুরে[৬৭৯]।।
পুনরপি সাত শরে ভেদিল তিমক।
তিন শরে ভেদিলেক সারথি বিশোক।।
একশরে দুজালো ছেদিল ঐ পগ ভবর।
পাছে সেজে কলিংগ পুত্রক বৃকোদর।।
রথ হন্তে রথের উপরে ঝাম্প উঠি।
কোপে প্রহারিল হৃদয়ত বজ্রমুষ্টি।।

১৫৩(খ) শেষ।

১৫৪(ক)

দুখতে দুখতে দৈল তাৎখি অস্থিচয়।
ভূমিত পড়িল জলি কলিংগ তনয়।।
তবে তার পুত্র তাত আরো কর্ণবীর।
সহিতে না পারি হৈয়া ক্রোধিত শরীর।।
নারাচে ভিনিল্লো বীরে ভেদিল ভীমক।
তবে ভীমে ভেজি সেজে শঙ্কুর রথক।।
দুবের রথত পড়িলন্ত ঝাম্প দিয়া।
মুষ্টির প্রহারে তার বিদারিল হিয়া।।
পাতিয়া ধুবক মুষ্টিচোটে করি হত।
ঝাম্প দিয়া গেল ধবরাজের রথত।।
সিংহ প্রায় গর্জ্জি তাক আক্রোশ[৬৮০] করিয়া।
প্রাণ কাড়ি লৈল দুষ্ট চাপরেক দিয়া।।

কর্ণ আগে ছৈল জেন মত্ত হস্তি ঘোটে।
ম ধরিয়া কর্ণে তবে তাহার আস্ফোটে।।
হেমবস্ত্র পড়িঞা এক তুনি হানিলেন।
বাম্প দিয়া তাহাক ধরিল ভীমসেন।।
কর্ণক করিল হেন সে ঘোর সকতি।
আসিতে আকাশ পথে তাক শীঘ্রগতি।।
সকুনি ছেদিল হানি ৬৮৯ নানাবিধ সরে।
তবে অদভুত কর্ম্ম করি বৃকোদরে।।
আপনার রথে আসি চড়ি দুর্দ্ধার ।
বাণেন দারুন ঐ ভীম সেনক তোমার।।
সেহে ভীমসেনক তোমার পুত্রগন।
সর বরষিয়া করিলন্ত নিবারণ।।
তোমার দুর্ম্মদ তনয়ের তাতপরে।
হাস্যকরি মারিল অমুক বৃকোদরে।।
বরতর সরে চলাইল যমপথে।
দুর্ম্মদ চড়িল যাহে দুস্কর্ণের রথে।।
একে রথে চড়িল দুয়ো ভাই তবে কোপে।
সংগ্রামে বাঞ্জিল ভীমসেনক আক্রোশে।।
দেখিয়াছে তাক দুর্য্যোধন কর্ণ কৃপ।
গুরুপুত্র অশ্বথামা সোমদত্ত ভূপ।।
বাহ্লিক প্রভুবে চাহি আছে বিদ্যমান।
বাস্প ভীমে চড়ি সে দুহার রথবান।।
দুর্ম্মদ দুস্কর্ণ দুয়ো রথে দিয়া লাথি।
চুর্ণিত পারিল পানও বৃক জেন হাতি।।

তবে তত্রু দুর্য্যো তনয়ক বুদ্ধিঘাতে।
মর্দ্দিয়া করিল শব্দ যেন বজ্রাঘাতে।।
সৈন্য সকলক করাইল হাহাকার।
ভীমক বুলিতে লোকে হৈল এ প্রকার।।
যুদ্ধে ভীমরূপে ধৃতরাষ্ট্রর সেনাক।
[৬৮২]সংহারে বুলিয়া পলাবয় রাজা যাক।।
সে পালান দেখি দুষ্ট দুষ্ট রাজাগণ।
সকলে যুজিল ভীমসেনক তখন।।
যুধিষ্ঠির রাজা আরো অবর্দ্ধ কুমার।
বিরাট দ্রুপদে হর্ষ লড়িয়া যথার[৬৮৩]।।
সবে ভীম সেনাকে সেনক সাদরে পুজিলেন।
অন্ একক বধিলে বিবক দেবে যেন।।

১৫৪(ক) শেষ।

১৫৪(খ)

ত্রঙ্গ তবে তত্রু পুত্রগণ কোপ হয়া আতি।
পুত্রসবে লয়া রথ তুরঙ্গ ধ্বজ পদাতি।।
সবে ভীমসেনক বারিল সে রাখিত।
শিল পাদ হৈল ঘোর তিমিরে[৬৮৪]আবৃত।।
তাতে পুন এ আরম্ভিল মহাতয়ানক।
বৃক বৃন্দ এ শৃগালের আনন্দ দায়ক।।
সপ্ত রথ রথতি ধৃতরাষ্ট্র দৃপতিক।
তবে লোমহর্ষে পুত্রঘাতি সাত্যকিক।।
তেশয়ে বধিবার নিমিত্তক যাত্রা দেল।
নাগ পাত্রা পাছে তাক বুলিবাক হৈল।।
দৈবেরি নির্ম্মিত কেবিধুর শ্রেষ্ঠা [৬৮৫]বর্ণ।
তাক তেজি কেনে আচরিলা সম্মুকর্ম্ম।।

জয়দ্রথ কর্ম্মেত নিরত হয়্যা আর্ক্ক।
পরাংমুখ দুঃখিত না যায় তার্ক্ক।।
তোর্ক্কে কামদেব বুদ্ধি দিলের বধ্যত।
যদ্যপিহ হেন জাতি সকল লোকত।।
সে লোকেক দিয়া কেনে করিলে ঘাতক।
অর্জ্জুনে ছেদিলে ভুরিশ্রবার বাহুক।।
তাতে তার্ক্কে হয়্যা বিদগ্ধত বিরকত।
ছাড়ি দিয়া তোক বধিলেক সুনিশ্চিত।।
সে কারণে শিরচ্ছেদ করিলা তাহার।
সে কর্ম্মের ফলভোগ কর দুরাচার।।
আজি যদি অর্জ্জুনে না রাখে তোক এথা।
শরজালে শির তবে [৬৮৬]কাটিবো সর্ব্বথা।।
তোর দুই পুত্র দিব্যনন সমন্বিত।
পার্থে রক্ষা না করিলে বধিবো বাহুত[৬৮৭]।।
এবে রাখি আজি নাহি দৈবে সুপ্রভাত।
না পারিলে রাখিতে কৃষ্ণ নরকে দৈবো পাত।।
এহি বুলি দ্রোণে শতেক শিরদ্রমান দৈল।
সাত্যকিয়ো দ্রোণে তাক বুলিবাক দৈল।।
বচনে কৌরবে[৬৮৮]বাণ করাইস লোক।
সাত্যকি কদাপি নহে ভয়াতুর লোক।।
সকল সৈন্যক জিনি করিয়া সহায়।
তোহোক যুঝিম আমি লোকদণ্ড রায়।।
তথাপি মোহক ভয় করাবাক তুতি।
কিঞ্চি তেক না হৈবেক তোহোর শকতি।।

ব্রহ্ম যদি তোহ্মি কেহ্মিনু অর্পিত হৈল শিহত।
যুঝিবাক ইচ্ছা আছে মোহোর সহিত।।
তবে মানাইত বাম উহারের লোক।
তবে[৬৮৯]পাছে উহার করবোঁ যুঝি তোক।।
তোর পুত্র ভুরিশ্রবা[৬৯০] আরো ভ্রাতৃগন।
[৬৯১]সবাকে বধিলো পাণ্ডু পান্য জে কারন[৬৯১]।।
তোকো আজি সপুত্র বান এবে করো হত।
না ভাবি কি রহিম বাণ জমি সবরত।।
কিন্তু যুধিষ্ঠির রাজা কিছু ব হিংসাত।
কেবা দৈর্য্য লগ্না দান লগ্না আছে রাত।।
সে রাজা কথির তেজে পূর্ব্বত তোমার।
বধিতে সৌবন কর্ণ সহিতে তোমাক[৬৯২]।।

১৫৪(খ)শেষ।

১৫৫(ক)

[৬৯৩]বিনামক ব্রহ্ম পারে যাএ অবন সর্ব্বথা[৬৯৩]।।
শুন সোমদত্ত আরো কহো কিছু কথা।।
আজি সপুত্রকে তোক না সংহারো জবে।
ভক্তিশহিন হবো হরি চরণত তবে।।
তাত যদি তোক্তোঁ মোক আজি পলাইস।
আতি আততাই তোক্তি তবে সে মারিম[৬৯৪]।।
এক্ষুণে সম্ভাব দুয়ো করি পরস্পর।
দুয়েকো দুই আ৽স্তির[৬৯৫]বরিষিতে শর[৬৯৫]।।
সে সময় রাজা দুর্য্যোধন মহাতাপ।
সংগে লগ্না হাজারেক মদমত্ত নাগ।।
আরো অযুতেক রথ সংগে চলি গেল।
পাছে সোমদত্তের সহায় ভক্তি হৈল।।

সেসেনা তোমার ন্যায় সৌবল পান আর।
পুত্র পৌত্র ভ্রাতৃ সমন্বিত আপনার।।
তায় [৬৯৬]সোমদত্তের রথার নিমিত্তক।
সহায় ভজিল আয়া লক্ষ যোটক।।
সৌবলে রক্ষিত সোমদত্ত তাত পরে।
সেজে যুযুধানক আবর্ণ[৬৯৭]হৈল শরে।।
সাত্যকিক শরে বদ্ধ দেখি মহাবলে।
এমতে বায়া রঘুদ্যুম্ন সেন সেনা সহলে।।
উভয় সেনার তবে মিলিল আর দ্বোন।
প্রচণ্ড পবনে যেন সাগর কল্লোল।।
দুতয় সেনার মধ্যে এরমমে[৬৯৮]হৈল আতি।
সাত্যকিক তবে সোমদত্ত নরপতি।।
নবশর প্রহারিয়া ভেদিল শরীর।
তবে সোমদত্তক সাত্যকি মহাবীর।।
নবশর প্রহারি বিদির্ন হৈল কায়।
বিশিখের বিসে তবে সোমদত্ত রায়।।
হয়া অচেতন রথ পার্শে হয়া পাত।
সারথিএ দেখি তাক বুতক সাব্যাত[৬৯৯]।।
যুদ্ধ ভূমি হন্তে রথ আমি হৈল দুর।
তাক দেখি গুরু দ্রোন সমর চতুর।।
বাক্য এমতে সাত্যকির বধক ইচ্ছায়।
আসিবার দেখি তাক তবে ধর্ম্মরায়।।
সমসত্ত্বে দ্রোনক করিল নিবারণ।
গরুড়ে বারিয়ে পুর্ব্বে বাসুক যেমন।।

পাণ্ডব সহিতে তবে দ্রোণ উপাধ্যায়।
যুদ্ধ কৈল বলি সবে জেন দেবতায়[৭০০]।।

তবে দ্রোণে রণে ভেদি পাণ্ডব সবাক।
ভেদিলন্ত যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক রাজাক।।
দশবাণে ভেদি যুযুধানক সত্বরে।
বীর ধৃষ্টদ্যুম্নক ভেদিল কুড়ি শরে।।
ভীমক ভেদিল নিদারুন নববাণে[৭০১]।
নকুলক ছয় শরে ভেদিল সন্ধানে।।
সহদেব কুমারক আঠ শর হানি।
শিখণ্ডিক সতশরে ভেদি মহাবাণি।।
[৭০২]দ্রুপদ পুত্র সকলক[৭০২]তাতপরে।
প্রতি প্রতি ভেদিলন্ত পঞ্চ পঞ্চ শরে।।
বিরাটক আঠ যুধামন্যুক তিনয়।
উত্তমৌজা বীরকো ভেদিল শর ছয়।।
অন্য সেনাপতি সকলকো ভেদি তথা।
যুঝে পাইল রাজা যুধিষ্ঠির আছে যথা।।

১৫৫(ক) শেষ।

১৫৫(খ)

পাণ্ডবের সেনাপতি প্রথম সব দ্রোণ শরে।
কৃতকর্ম্ম হয়া পালাইল আর্ত্তস্বরে[৭০৩]।।
দ্রোণ শরে দেখি তবে তাসাক বিকুল[৭০৪]।
ধান্য পুত্র দ্রোণক অর্জুন যশোধন।।
তাক দেখি পাণ্ডবের সেনা পালাবার[৭০৫]।
পারচিত্তা দ্রোণক ধাইল পুনর্ব্বার।।
তবে তত্ত্ব পুত্র সবে দ্রোণ দ্বিজরাজে।
চতুর্দ্দিশে পাণ্ডবক বেড়ি রণ মাঝে।।

পাণ্ডবি সৈন্যক তবে হৈল প্রপিড়িত।
বহ্নি জেন করে তৃণরাশিক তাপিত।।
দুরন্ত আদিত্য প্রায় দ্রোণ মহাতাপ।
শরজালে জেন রশ্মি যুক্ত দ্রু হৈল ত্যাগ।।
কেহ তাক চাহিবাক না পারিল রণে।
জিবক উৎপন্ন দ্রি রহিলন্ত জেজে রণে।।
ভুমিত পাড়িল কাটি তার তার শির।
[106]সর কড়ি নাহয় এ সব দ্রোণ বীর[106]।।
দূতকন্ত্র বহু পাণ্ডবের সেনা জত।
পুনু পালাইল ধনঞ্জয় অদ্ভুত।।
তাক দেখি কৃষ্ণ বুলিল পার্থ পাছে।
নিয়োজোক যথাত[107]দ্রোণের রথ আছে।।[107]
তবে হৈল গুরু শিষ্য দুহুর রজত সংকাম।
চাহিল যোদ্ধাক হরি জগত নিবাস।।
হেন কালে অর্জুনক দেখি আইবার।
ভিমে বুলিলেক সারথিক আপনার।।
দ্রোণের সেনাক নাশি বহু জাব লোক।
তাক শুনি অর্জুনের পাইতে বিশোক।।
ভিমের রথক তথা বেগে বাহিলেক।
[108]বায়ু বিজয়বু[108]জেন একত্র হৈলেক।।
ভিম ধনঞ্জয় আইবার দেখি তবে।
চলিল পাঞ্চাল সৎস কৈকেয়াদি সবে।।
পাছে ঘোর সমর মিলিল বিপক্ষিত।
জাক দেখি হৈলাহ্ন সন্নির লোমাঞ্চিত।।

অর্জুন দখিনে বাম ভাগে ভীমসেন।
মহারথ সব সবল্লিতে অছিলেন।।
আবরিয়া রহিলেক দ্রোণার সেনাক।
যুযুধান সাত্যকি সেন দেখি[৭০৯] তাক[৭০৯]।।
তবে দুই সৈন্য অন্যো অন্যে প্রহারত।
সব্দ হৈল চণ্ড বাত সমুদ্রে জেমত।।
মুবরিয়া তবে ভুরিশ্রবার নন্দন।
সাত্যকি বধিতে নিশ্চয় করি মন।।
কোপে গুরুপুত্র[৭১০] অশ্বথামা মহাবলি।
বির যুযুধানের রথক সেন চলি।।
তাক দেখি ঘটোৎকচ হিড়িম্বার সুত।
বহু হস্তি নরে জেন বাহনে যুযুত ।।
ঘোর রথে আরোহিয়া দিব্য ধ্বজ সাব্যাত।
রথে জলে রত্নস্বর্ণ পতাকা জাহাত।।
নানা চক্র চরণ মেলিয়া নিরন্তরে।
পুত্র বুক গোট অদ্ভুত রূপ সব্দ করে।।

১৫৫(খ) শেষ।

১৫৬(ক)

দেখা দিছে আতনাদা[৭১১] গিরিগুহা প্রায়।
অধুচন্দ্র যুক্তরথ অদ্ভুত রূপ কায়[৭১২]।।
ভয়ানক অক্ষোহিনি রাক্ষস সৈন্যক।
লয়া নিবারিল জায়া দ্রোণের পুত্রক।।
তাক দেখি রাজাগণ ভয়পায় মনে।
যুবানু যথক দেখি ভয় হয় জেনে।।
~~হৃদয়সম আর তার সৈন্য সব তনু।~~
হৃৎগঠার দণ্ড ও তার সৈন্য সব তনু।
উর্দ্ধে বক্ষ বিস্তার অদ্ভুত রূপ ধনু।।

তবে ঘটোৎকচে করিলেক সিংহনাদ।
তবু গজ যুথ সুনি সে ঘোর সম্বাদ।।
গর্জ্জন লাগি ভেজিলেক যুবগন।
ব্যথিত হইল আমি পদাতি সকল।।

বাজি সেট ঘুর্ণ দেলা রথ জেন আসে।
কুরু পুর সৈন্য দেখি লোক [৭১৩] হৈল ত্রাসে।।
সেহে ঘটোৎকচের রাক্ষসগণ তবে।
রণ ভূমি ঢাকি শিলাবৃষ্টি হৈল সবে।।
বরিষিল আরো নানা অস্ত্র শস্ত্র জাল।
লোহবদ্ধ চক্রগতির প্রাস ভিন্দিপাল।।
ভূষণ্ডি শতঘ্নি শূল তোমর পট্টিশ।
পড়িবাক লাগিল ব্যাপিয়া দশোদিশ।।
ভয়ানক যুদ্ধ দেখি কুরু পুত্রগণ।
কর্ণ আদি বিরেও ব্যাথিত [৭১৪] হয়্যা মন।
পালাইবাক লাগিল বিবর্ন [৭১৫] হয়্যা সবে।।
অভিমানি একে অশ্বত্থামা বাস্ত তবে।।
ন হৈল ব্যাথিত তাঞ্জ রহিল তথাত।
গিরী জেন পরি রহে বৃষ্টি অসংখ্যাত।।
গুরু উপদেশ এস্মে হানি শরজাক।
নষ্ট হৈল সেহে ঘটোৎকচের মায়াক।।
তবে ঘটোৎকচের মায়া গেল দুর।
ঘোর শরজাল বরিষিল বরিপুর।।
অশ্বত্থামা বীরের শরীরে সেহে শর।
প্রবেশিল জেন বন বল্মীক বিষধর।।

ব্রাহ্মণ তনুক তবে তেজি গেল্লে বাণ।
ভূমিত পড়িল পাছে কতো দুরবান।।
তবে ক্রুদ্ধ হয়্যা অশ্বত্থামা মহাবীর।
অতি কোপাবিষ্ট ঘটোৎকচের শরীর।।
তেজিলেক ঘোর খরতর দশবান।
জলিল রাক্ষস তেজ হয়্যা মর্ম্মস্থান।।
হাজারেক আর যুক্ত চক্রধরি এক।
বীর অশ্ব থামাক আবেশে ক্ষপিলেক।।
সে চক্র আসিতে আকাশেতে দেখে সবু।
শরে অশ্বত্থামা নিবারন করিলনু।।
রাক্ষসের চক্র ব্যর্থ[১১৬] হয়্যা পড়িলেন।
অভাগির মনোরথ নিরর্থক জেন।।
চক্র নষ্ট দেখি ঘটোৎকচ তাত পরে।
ধনুক টংকার করি বাণাসার শরে।।
আচ্ছন্ন করিল অশ্বত্থামাক যুদ্ধ ব্রত।
সুর্য্যক আচ্ছাদে বাহুগ্রহে জেনমত।।

১৫৬(ক) শেষ।

১৫৬(খ)

দেখি মহাবল সমস্তেত ঘটোৎকচের কুমার।
তার ঘোর কলেবর অঞ্জন আকার।।
তাকে আগ্যা দ্রোণক করিল নিবারণ।
বায়ুক নিবারে মহা পর্ব্বত জেমন।।
তবে সে ভীমের নাতি অঞ্জন শরীর।
শরে সব ছেদিলনু গুরুর কুমার।।
সেনখানা সব ঘোরে সুমেরু জেমত।
হৈল গুরুর পুত্র অশ্বত্থামা সে কারত।।

অঞ্জন পর্ব্বার পুত্র ঘোটক উদ্ধত।
এক শর মারি কাটি পাড়িল ভূমিত।।
দুইশরে সারথিক নিল যমঘর।
তিনি শরে ছিন্দিলেক ধন্বির রথক [১১৭]।।
একশরে ছেদিল হাতের ধনুবান।
চারিশরে চারি ঘোটকের লৈল প্রাণ।।
তবে সে বিরথি হৈয়া সারথি [১১৮] প্রচণ্ড।
তুলি লৈল দেবদিন দুব্যাপ্ত খড়্গ খণ্ড।।
অশ্বত্থামা তাকে দুই খণ্ড কৈল শরে।
দেখাত গদ গদাক ঘুরায়া তাত পরে।।
দেখিল দ্রোণিক দুষ্টমতি নিশাচরে।
নষ্ট কৈল সে গদাখণ্ডক চণ্ড শরে।।
সে বেলা অঞ্জন পর্ব্বা সে বড়ে [১১৯] রাক্ষস।
ভেদ দিয়া আকাশক গেল মহাবল।।
করিয়া তারাদি মায়া ঘটোৎকচ সুত।
[১২০] বহুবিধ বৃক্ষবৃষ্টি করিল অদ্ভুত [১২০]।।
তবে তাক অশ্বত্থামা দিব্যাস্ত্রর বলে।
নিবারিয়া তার বৃক্ষ বৃষ্টিক সকলে।।
তবে সে [১২১] ভেদিল শর করিয়া প্রহার।
রবি রশ্মি ভেদে জলদক যে প্রকার।।
তবে পুনু মারিল রাক্ষস মহাবাহু।
পশি যেন পড়িল আকাশ হন্তে রাহু।।
কাক ন ভুবন রথে চড়িল সত্বরে।
দেখি অশ্বত্থামা হানি নিদারুণ শরে।।

সেজে রাক্ষস যাত্রি নিব অবধর।

অন্ এক দৈত্যক ভেন বধিল খণ্ড কর।।

পুত্রক বধিল দ্রোনে দেখি কোপবন্তে।

রহ রহ ঘটোৎকচ বুলিল বচনে।।

আজিরে[১২২] ভেদিয়া তোক[১২৩] যাত্রিব পরাণে।

ভেদিআছে পুত্ৰা মোহ ভেশক ক জে বন বাণে।।

অশ্বত্থামা বোলে বাপু ভীমের নন্দন।

মোক ভেজি আনের সহিত করয়ণ।।

পুত্ৰবৎ দেখি তুমি গুরু[১২৪] হৈল মোক।

মোর মন কদাপি না হয় গুরু[১২৫] তোক।।

আমি পিতৃ মোর তুমি পুত্র সমানুরে।

পিতৃতুল্য জনে কি পুত্রক কোপ করে।।

শক্র গুরু বদতি রাজা কথা শুনিয়োক।

ভেশব হৈল ঘটোৎকচ পায়া পুত্রশোক।।

উত্তু হৈমর হৈলেন চিত্ত আতাম্র লোচন।

আবেশে বুলিল অশ্বত্থামাক বচন।। ১৫৬(খ) শেষ।

১৫৭(ক)

সাধারণ জন মোক পাসিঞা যুদ্ধ এত।

বচনে করাম্য এখ[১২৬] জাতো যেন যত।।[১২৬]

জে বোল বুলিলো তোক্কি সে নহে উত্তর।

ভীম হন্তু হৈয়ো পুত্রুতক জনয়।।

না কিরে পাণ্ডব সব না কিরে[১২৭] সবরে।

তার পুত্র আমি অধিপতি রাক্ষসরে।

বলে আমি দশগ্রীব রাবণ সমান।

আজি তোক্কি মোত হন্তু[১২৮] না জিবোহো জান।।

XXXX

~~আমি শুনি রব রব শুনিয়া দৌড়িল~~ ।

এথি বুঝি রহ রহ বুলিয়া দ্রৌণিক।
বান্ধ্য মত সিংহ যেন প্রবল হস্তিক।।
বীর অশ্বত্থামা করিয়া কোপ দৃষ্টি।
মেঘ যেন বারে করিলন্ত শরবৃষ্টি।।
সেজে শরবৃষ্টি লাগি নাহি উঠে অঙ্ক নাম।
শরে নিবারিল অশ্বত্থামা মহাতাপ।।
শরের শরের ঘরষণা সেবেনাত।
অশনির দুলিএন উঠিল অগ্ন্যুৎপাত[১২৯]।।
সে সকল শরে ঢাকিলন্ত দিনপাল।
বর্ষাত পটলে যেন ঢাকিত আকাশ।।
দ্রৌণিএ করিল যদি বাণের নির্মাণ।
তুষি ঘটোৎকচ তবে হৈল অন্তর্ধান।।
পাছে পুনরপি মায়া সৃষ্টি করিলেক।
হৈল সৃধন তদ্রুপে পর্বত গোটেক।।
ত্রিশূল মুষল প্রাস খড়্গ ঘ্ন ঋষ্টি বৃষ্টি।
এ সকল অস্ত্র পর্বতের হৈল বৃষ্টি।।
দেখি তবে অস্ত্র জলের আকার পর্বত।
সে সব অনেক অস্ত্রে সনু সেকালত।।
অশ্বত্থামা বির তাত ব্যথিত না হৈল।
বায়ব্য করি নিয়ান্ত্র প্রয়োগ তবে কৈল।।
দিব্য অস্ত্রে পর্বতক কৈল খণ্ড খণ্ড।
তবে বীর ঘটোৎকচ জাগল প্রচণ্ড।।
কাল মেঘরি ন[১৩০]র্ম দু ঊর্ধ্ব মুখ।
অস্ত্র শস্ত্র বৃষ্টি করিলন্ত অদভুত।।

আরম্ভ করিল যুদ্ধ দ্রোণের নন্দন।
অশ্বত্থামা হানি তবে বাছা বা অন্যক।।
সে সেব রাক্ষস করি জাগিত আকাশে।
মরে সব বাহিনীর সকল নিমশাসে।।
ঘটোৎকচে করিবার রাক্ষস সংহারি।
একমত রথক দেখিল তার পাতি।।
অপর রাক্ষস সৈন্য কত তাহার[৭০৯]।
সিংহ বাঘ হস্তি গ্রাহ বিরূপি অপার।।
তা সবার শির গ্রীবা বদন বিরূপ।
অঙ্গ অল বরণ সব ভূমিত ঘেনরূপ।।
কেহো রথে কেহো গজে কেহো ঘোটকত।
নানা চিত্র কবচ পিন্ধি দিব্য শরীরত।।
নানা অস্ত্র শস্ত্র হস্তে মহারাক্ষস আছে।
সে সব সহিতে ঘটোৎকচ রাজা আছে।।
বেরূপ দেখি ঘটোৎকচক অনন্ত।
বিস্মিত হৈলন্ত মহাভয় সেনাগণ।।

১৫৭(ক) শেষ।

১৫৭(খ)

তাক দেখি বুলিলন্ত দ্রোণের তনয়।
রাজা দুর্যোধন না চিন্তিবা নাহি ভয়।।
সব দু পরাক্রমি ভাতৃগণ সঙ্গে থাকি।
সেনাক আশ্বাসি স্থির হয়া রহ থাকি।।
চাহিবে এতে গর্জ করিবে মারি রঙ্গ।
আজি দিবে তুমি না পারিবা পরাজয়।।
তোর আগে উত্তর টেক্ষা আজি সত্য প্রতিজ্ঞা হয়।
শুনি রাজা দুর্যোধন বুলিলন্ত বাক।।

এমত উৎসাহ হয়্যা তোমার প্রস্তুত।
একেকে তোমাক যোঝি না মান্যো অদ্ভুত।।
উচিত আমাক প্রতি এমতে তোমার।
পরম ভকতি জানো তোমাত আমার।।
শল্য দ্রুম্ন বদতি রাজা তবে দুর্য্যোধন।
গৌরবক সগৌরবে শুনিল বচন।।
[illegible] দৈত্যো শতসহস্রেক যোটক আবেষ্টিত।
দৈত্যোক হাজার পাঠি রথেত আবৃত।।
পাছে অর্জুনক প্রতি জানিয়ো বাতুল।
আরো বির সকলক এ পঠাবো বিপুল।।
কর্ণ বৃষসেন কৃপ নীল দু তার্জন।
কৃতবর্ম্মা শল্য দ্রুম্ন বিজয় দুঃশাসন।।
দশ ভগেদি দ্রুহ রথ সৈন্য সহ রায়।
তোমার পাছত এবমাপি জত রায়।।

জানিব অপর যত অদ্ভুত পদাতি।
তুমি ভীম অর্জুনক মার এথিরাতি।।
যুধিষ্ঠির সহদেব নকুলক মার।
অসুরক বামনে[৭০২] বধিলে যে প্রকার।।
বিদির্ণ হৈ আছে তারা দ্রৌনির শরত।
মারিয়ো বাতুল তুমি এথি সমস্ত।।
তবু যুধে এ বুলিল পান্ডুর রাজাক।
তোমার যুদ্ধক ভবে প্রীতি কয়াবাক।।
পাণ্ডব সবাক নদিবাক[৭০৩] হৈয়া বলে।
সৈন্য শকুনি চতুরংগ বল সনে।।

তবে ঘটোৎকচ অশ্বত্থামা সে রাতি।
যেন বৃত্র প্রহ্লাদের যেন যুদ্ধ হৈল আতি।।
[৭০৪]পাছে অগ্নি বিষ সম শর দশ গোটে[৭০৪]।
ঘটোৎকচ দ্রৌণিক ভেদিল দৃঢ় কোটে।।
পরে রাক্ষসের দৃঢ় ভেদ হয়্যা আতি।
কম্পিলেক থর থরি পুষ্প সম্মতি।।
[৭০৫]যথা বাতে কম্পে বৃক্ষগোট যে বনস্থান[৭০৫]।
পুনু সে বেনাত হানি অঞ্জ রুধিক বান।।
সবুরে কোদণ্ড খণ্ড ছেদিল হস্তর।
তবে অশ্বত্থামা ধরি অন্য ধনুশর।।
((মেঘ প্রায় ধারা পাতে)) শর বৃষ্টি করিলেক।
সেহি শরে সবে রাক্ষসক পীড়িলেক।।
রথের বাহন হস্তি সারথি সহিত।
করিল রাক্ষস সৈন্য সহিতে তাপিত।।
পাছে অশ্বত্থামা সমরত শোভিলেন।
প্রলয়ে প্রাণিক দহি অগ্নি শোভে যেন।।

১৫৭(খ) শেষ।

১৫৮(ক)

তবে ঘটোৎকচ ক্রোধ হয়্যা সেকালত।
তীব্র কর্ম্মা রাক্ষসের বহু সৈন্য যত।।
তা সবাক আদেশিল কি চাহিস আর।
এবে অশ্বত্থামাক সবুরে সবে মার।।
তবে ঘটোৎকচের আজ্ঞা শুনি সেবেলাত।
ধাইল অশ্বত্থামাক রাক্ষস অসংখ্যাত।।
ঘোর রূপ উগ্র প্রতাপ হিংসা তা সবার।
বিকট দশন তনু পর্ব্বত আকার।।

ভয়ানক যুদ্ধ জড় তা দীর্ঘ সবে[706] সুর।
ধরিয়া পরিঘ শক্তি শতঘ্নী ভিন্দুর।।
পরশু পট্টিশ প্রাস মুষল মুদগর।
গদা তিন শূলি পাশ বজ্র বরুণ তোমর।।
হেন নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সেনেরাত।
শতে শতে সহস্রে সহস্রে অসংখ্যাত।।
অশ্বত্থামা বীরের যুদ্ধ তাঁর উপরত।
দেখিল রাক্ষসগণ থাকি আকাশত।।
অশ্বত্থামা দেখে যাবে অস্ত্র পড়িবার।
কৌরব সৈন্যক দেখি ব্যথিত হৈবার।।
শিকার বাধবে বিবিধতে শরজালে।
সেরে অস্ত্র বৃষ্টিক নিবারিল[707] ততকালে।।
আরো অভিনব হিত দিব্যাস্ত্র অস্ত্র হানি।
মারিলেক সিন্ধুবর[708] রাক্ষস বাহিনি।।
তবে সে দ্রোণির শরে বহু পিড়া পায়া।
মারিবাক প্রতি পুনরপি সেন পায়া।।
অপ রূপ বিক্রম তবে দেখিলি দ্রোণির।
এ বিক্রম করিতে না পারে কোন বীর।।
একাকীএ অনেক রাক্ষস সৈন্য হত।
রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ বীরের অদ্ভুত।।
প্রজ্বলিত বাণে দগধিয়া অতিশয়।
রাক্ষস সৈন্যক করি প্রতাপে প্রলয়।।
সমুদ্রক মেঘপ্রায় শোভা হৈল বড়।
কাণে জানি দিব্য তেজ পুঞ্জ ধরধরে।।

পাণ্ডবের পক্ষে রাজাগন আছে জত।
চাহিবাক তাকো কেহো ন হৈল শকত।।
বিষম দেখিয়া ভয় হৈলেন্ত বিকল।
বিনু রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ মহাবল।।
তবে রাক্ষসেন্দ্র দ্রোণে ফিরিয়া চলন্ত[৭৩৯]।
দশন কামুড়ি তাড়ি[৭৪০] বাহুএ বাহুক।।
সারথিক বুলিলেক নিও মোক তথা।
দ্রোণের তনয় অশ্বত্থামা আছে যথা।।
শুনিঞা সারথি রথ দ্রৌনির[৭৪১] নিকট।
নয়া গেল বায়ু বেগ করিয়া উৎকট।।
তবে গুরুপুত্রে অশ্বত্থামার সহিত।
মিলিল দৈরথ পুনরপি বিপরীত।।
তবে শিবর অস্ত্র মহাদেব দ্র অদভুত।
দেবতা নির্ম্মিত বজ্রঘন চৈঅ যুগুত।।
ঘোর বজ্র ক্ষেপিল দ্রৌনিক বধ করি।
দেখি অশ্বত্থামা ধনুখানি পরিহরি।।
ঝাম্প দিয়া মেলে বজ্র ধরিল তাহার।
করিলন্ত তাকে ঘটোৎকচেক প্রহার।।
তাক দেখি ঘটোৎকচ রাক্ষস প্রবর।
ভেজ দিয়া রথ হন্তে হৈলন্ত অন্তর।।

১৫৮ (ক) শেষ।

১৫৮(খ)

মেলে বজ্র জায়া তবে রথে হৈল পাত।
ধ্বজ অশ্ব সারথিক করি ভস্মসাত।।
প্রিথিবিক বিদারিয়া হৈলন্ত প্রবেশ।
দেখিয়া দ্রৌনিক লোকে বুলিল নিঃশেষ।।

তবে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেকারত।
আগ্রা চলিলন্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের রথত।।
তবে ভীমসুত[142] শানাইত শরজালে।
ঢেকিল দ্রৌণির বক্ষস্থল সেকালে।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বরূপুৎব মর্মভেদ বাণ।
হৃদয়ে করিল অশ্বত্থামার সন্ধান।।
সে দুই বিন্ধলো অশ্বত্থামা বীর তবে।
ঢেকিল নারাচ চয় ধনুর বাবরে।।
তবে অগ্নিশিখা প্রায় শরে দ্রুণো[143] বীর।
সদু টৈল সেজে শরজালক দ্রৌণির।।
পাছে ঘটোৎকচ ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরবর।
অন্য জত যোধ্বা সকলর প্রতিকর।।
অশ্বত্থামা সমে তিব্র যুদ্ধ করিলেন।
তবে সে শতক বাণি বীর ভীমসেন।।
তিনিশত হস্তি আরো রথ হাজারেক।
ঘোটক হাজার হত্ত শরে মারিলেক।।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচ বীর্যবান।
অনুচর সমে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভিল।।
অশ্বত্থামা অদ্ভুত বিক্রম টৈল তবে।
[144]কাহারো শকতি করিতেও ন সম্ভবে।। [144]
রাক্ষসের অক্ষৌহিনি সেনাক সমরে।
ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন সহদেব নকুলেরে।।
যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয় কৃষ্ণের অগ্রত।
এক নিমিষতে মারি করিল নিহত।।

কুম্ভ মধ্যস্থিতে[৭৪৫] হস্তিগণ বড় হত।
কুম্ভস্থলে পড়ি হৈল পর্ব্বত যেমত।।
ছিন্ন ধনু শর পড়ি পড়ি রহিলেন।
ব্যাপিল শত যিনি সর্প্প ভূমিক যেমন।।
পড়িল কনকদণ্ড ও শ্বেত ছত্র চয়।
চন্দ্র সূর্য্য যেন হৈল ভূমিত উদয়।।
শোভিল সমর ভূমি এ সকল ধনু।
গ্রহগণ যেমতে আকাশে প্রকাশনু।।
ভয়ানক নদি এক বহাল্য তথাত।
কাটা মুণ্ড সকল মৎস্য কুর্ম হৈল তাত।।
ঢেউ হৈল শর [৭৪৬]পড়ি যেন কমঠ শোভয়।
পতাকার পুচ্ছ হৈল বকে ও হংসচয়।।
কত কুন্তল সকল হৈল গ্রাহ তার।
অস্থি শিরা হৈল হস্তি সকলে অপার।।
ভুজঙ্গ ঘোটক হৈল মহারথক্র পরায়।
চামর নিকর যেন ফেন ভাসি যায়[৭৪৭]।।
সরে মৎস্য হৈল বাত ও বর্ম্মাধ বদ দ্বির।
[৭৪৮]সে বান [৭৪৮]সকল ফেন ধনু উর্মিময়।।
জল হৈল শোণিত দেখিতে লাগে ভয়।
যেন নদি প্রবর্ত্তাল্য দ্রোণের তনয়।।
রাক্ষসগনক এ প্রকারে মারিলেক।
ঘটোৎকচ রাক্ষস রাজাক পিড়িলেক।।
একেশ্বরে সবাকে নারাচে ধনু তেজি।
বধিল দ্রৌপদ পুত্র সুরথক দেখি।।

সেজে সুরথের কনিষ্ঠ তাত পরে।

শত্রুঞ্জ রুদ্র নামেতো দেখিল ধনধরে।।

তবে বসানিক জয়ানিক জয়াযুক্ত।

এ সবাক মারি দিল [149]যম সদনক[149]।।

[150]পাছে চল দ্রু রুদ্র এক দেশতে যায়[150]।

সেবাতো [151]যমের নগরত দিল ঠাই।।

তবে কুন্তি ভোজের তনয় দমজন।

দমজন মারি দিল যমের ভবন[152]।।

সুতাদুখ[153]বীরতো নিজেক ওযানয়।

তীর তিনি পরে আরো সুদুর তনয়।।

শত্রুঞ্জ রুদ্র আরো দুক দ্রধানির[154]পরাণ।।

সংহারিয়া সুরের সুরত দিল স্থান।।

পাছে অলুম্বুষা দেশতে আকর্ষ পুরিযা।

অতি উগ্রসর এক [155]সন বাণ করিয়া[155]।।

দেখিলেক বীর ঘটোৎকচের উদ্দেশে।

দুমদুক দেখি সেজে শর বিষমুখে।।

রুধিবীর বিদারিয়া হৈবস্তু প্রবেশ।

মুর্চ্ছা হৈল ঘটোৎকচ পায়া মহাক্লেশ।।

আকাশে পড়িল ভীবসুত মহামানি।

দেখি রুদ্রসুত হত হৈল তার জানি।।

দ্রৌণির সম্মিত হন্তু তবে তাত পর।

সত্তুরে করিল রথবানক জর্জ্জর।।

তবে যুধিষ্ঠির য় ভূপতির সন্যাজত।

পরাংমুখ হৈলেক সকলে সেকালত।।

পরাংমুখ হৈল মহারথ তার শরে।
দেখি অশ্বত্থামা ঘোর শব্দ কৈল তবে।।
তাক দেখি দ্রৌণীক তোমার পুত্রচয়।
পূজা করিলেক হৈয়া আনন্দ হৃদয়।।
গিরি শৃংগ প্রায় পাড়ি রাক্ষস সকল।
দুর্ব্বল হৈলেক রন্দ বহরী বণ্ড জল।।
তবে অশ্বত্থামাক পঞ্চ বিংশ তীক্ষ্ণ বাণ।
মেঘ পিষ্ঠ প্রভুবে পুজিল মহাভাগ।।
পঞ্চ দুই বসতি বৃতরাষ্ট্র নৃপতিক।
দ্রৌণি পুনি তোমা দুর্য্যোধনের সমুচিত।।
হত হৈল শতে শত রাক্ষস সেনাক।
যুধিষ্ঠির ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখি তাক।।
সাত্যকি প্রভুবে তবে একত্র হইল।
সাবধান হৈয়া সমরত মন দিল।।
তবে সোমদত্ত রাজা বেগবে পুনর্ব্বার।
বাণজালে সমবৃষ্টি করিল অপার।।
পুত্র শোকে আচ্ছন্ন করিল সাত্যকিক।
তোমার পুত্রের তবে জন্ম রাতে ভিতিক।।
ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল মহাভয়ঙ্কর।।
তবে সাত্যকির দিশি ত্যক বৃকোদর।।
ভেদিলেক সোমদত্ত নামত রাজাক।।
সোমদত্ত শরে সম্মু ভেদিল তাহাক।।
তবে ভিন্নতরে দশশরে যুযুধানে।
ভেদে পুত্রশোকাবিষ্ট রাজাক সন্ধানে।।

ভেদ করি পুনরপি হানি সাত শর।
সোমদত্ত ধনু এক ছেদিল দ্রুততর।।
সাত্যকির সহায় করিতে মেঘনাদ।
মহাবীর ভিমে সোমদত্তের ধনু কাট।।
দেখিয়া পরিঘ এক করিল প্রহার।
সাত্যকিরো সোমদত্ত হৃদয়ত তার।।
অগ্নিপ্রায় শর প্রহারিল সেহি বেগে।
পড়িল পরিঘ শর দুবো এক বেগে।।
মরা যেন সোমদত্ত হৈলন্ত মূর্চ্ছিত।
বাহ্লিক পুত্রক তবে দেখি বিমোহিত।।
পুরন্দের মেঘ যেন বরিষিয়া শর।
সাত্যকি ঢাকিল বাহ্লিক নৃপবর।।
তবে ভীমসেন সাত্যকির নিমিত্তক।
শতশরে ভেদিল সে বৃদ্ধ বাহ্লিক।।
[১৫৬]এমতে বৃদ্ধ বাহ্লিকেও ভীমের হৃদয়[১৫৬]।
যেন দুই বজ্র প্রায় শক্তি হানিল নির্দয় ।।
তবে শক্তিঘাতে ভীম মহাকম্প হৈল।
রথের উপরে যেন ঢেতে ঘোর[১৫৭]শেল।।
পাছে সচেতন হয়্যা ধরিয়া গদাক।
ভীমসেন প্রহারিল বাহ্লীক রাজাক।।
আছাড়িলা শির তার সেচে গদাঘাতে।
পড়িল পর্ব্বত যেনমতে বজ্রাঘাতে।।
দেখি তবে সেচে বাহ্লিকের পরিবার।
পিড়িল ভীমক দশ তনয় তোমার।।

ভীমে তবে তা সম্রাক মারি দশ শরে।
কর্ণের পুত্রক বৃষসেনক সমরে।।
শর মারি বৃতকব্র করিল সে ঠাই।
কর্ণের পুলিন্দ্র তবে বৃষরথ আই।।

১৫৯(ক) শেষ।

১৫৯ (খ)

নারাচ সকল তার্ক্ষ্যঁ ভীমক মারিল।
দ্রোণের সহোদর বড ভীম তাহাকো বধিল।।
আরো তুষ শাতরথি হত্র তুষ পদ্যান।
বধিলেক ভীমে দ্রোণের তাহাকো[১৫৮] সেপার।।
আরো শতচন্দ্র দু নামো খিরকো সে স্বহানে।
সে সবয় ভীমসেন মারিল শরানে।।
দেখি শতচন্দ্র স্তুর মরন সেহি ঠাই।
রাজা চিত্রসেরে শকুনির শক্ত আই।।
বির বৃকোদরক সমরে তাড়িলেন।
তবে সর ব্যথায় দুর্জয় ভীমসেন।।
সে শক রথিক সংহারিল সরসায়।
দেখি পানাবাঁক সৈন রাজা জতরায়।।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোপে সে বেলাত।
তোমার সৈন্যক খুব্র দ্রোণের সাক্ষাত।।
আরো তত্ত্বপুত্র দুর্যোধনের অগ্রত।
খিনাম্বির অম্বষ্ঠ মালব সৈন্য হত।।
খিরি সৈন্য সমস্তিক খিগর্ত্ত সৈন্যক।।
দ্রোণের বধি পঠাইল মৃত্যুর লোকক।।
বশাতি রাজ শিব সব আরো শূরসেন।
কাটি যুধিষ্ঠির সকল দূর্বা করিলেন।।

মদ্রক অবশিষ্ট আরো শাল্য জত রাজা।
মৃত্যুর সাদন পঠাইলেন্ত কর্ণরায়।।
তাত অনন্তরে সারথির কাটে বান।
করিয়া তর্জ্জন ঘোর শব্দ এ বন্ধান।।
আজ্ঞা যুধিষ্ঠিরের রক্ষক সেন সবে।
তোমার পুত্রের আদেশত সেনা তবে।।
সেনার সংহার করিয়াছে যুধিষ্ঠির।
সত্রবুদ্ধি করি তাক বাক্য দ্রোণ বির।।
যুধিষ্ঠিরে শর বরসিয়া ৭৫৯ তবে তাক।
বায়ব্য অস্ত্রেক দ্রোণে হানিল রাজাক।।
দেখি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির পাণ্ডব কুমার।
দিব্যাস্ত্রকে দিব্য অস্ত্রে করিল সংহার।।
বাসব বরুণ যম অস্ত্র অবনির।
সাক্ষাৎ পাণ্ডবক ক্রোধে বধিবাক দ্রোনবির।।
প্রয়োগ করিল এবরাদি অস্ত্রচয়।
প্রতিকার অস্ত্রে ধর্ম্ম পুত্রে কৈল লয়।।
তবে দ্রোণ আপনার প্রতিজ্ঞা পালিতে।
তোমার পুত্রের হিত অনর্থ ৭৬০ সাধিতে।।
ব্রহ্ম প্রাজাপত্য দুই দিব্যাস্ত্র পুরির।
দেখিলেক ধর্ম্ম তনয়ক মারিবার।।
দ্রোণে তবে যেই যেই অস্ত্র প্রহারিল।
সেই সেই অস্ত্রে ধর্ম্মপুত্রে বিনাশিল।।
তবে অস্ত্র লঘু হস্তে দ্রোন দেখব বলে।
দেখিল ব্রহ্মাস্ত্র পাণ্ডবক আবরলে।।

সে অশ্বে আরুহ্ন করিলন্ত নিরূপায়।
অন্ ব্যক্রেলোক কোন না দেখয় তায়।।
তাক দেখি যুধিষ্ঠির যুধীন্দির ধৃষ্টদ্যুম্নক হানি।
সে মে ধৃষ্টদ্যুম্নক নিবারিল মহাবাণি।।

১৫৯(ধ) শেষ।

১৬০(ক)

তবে [৭৬১]সে সেনার যত [৭৬২]প্রধান প্রধান।সেx
সে দুইজনক প্রশংসিল জতমান।।
পাছে দ্রোণে উপেক্ষিয়া পাণ্ডব রাজাক।
দেখিয়া বায়ুব্য অংশ দ্রুপদ সেনাক।।
করিলন্ত তাপিত পাক নির জত আছে।
হুত কর্ণ প্র হয়া তবে [৭৬৪]পালাইল পাছে।।
(তবে ভীমসেন একে ক্রুদ্ধ যুঝিল)।
দ্রোণ দ্বিজরাজক করিল নিবারন।।
মহা মহা রথিসব মরিতে রনত।
অর্জুন দক্ষিণ পার্শ্বে তোমার সৈন্যত।।
উত্তর পার্শ্বত রহি বীর বৃকোদর।
দুর্যোধন আচার্য্যক বুদ্ধি কৈল মর।।
সেবেলা পাঞ্চাল কেকয় মৎস্য সাত্যকি মরিতে।
সে দুই জনার সেব সহায় তজিতে।।
গুরু দ্রোণ তুম পুত্র অন্য বির আরো।
নিবারিত তাবাক সকতি নৈল কারো।।
পঞ্চ ক্রুদ্ধ বদতি রাজা মুখ মন নিয়া।
পাণ্ডবের সৈন্য দেখি অমজ্ঞ হইয়া।।
প্রাণ তুল্য কর্ণক বুলিল দুর্যোধন।
শুন মিত্র বাসব মোহোর নিবেদন।।

মিত্রের জেমত হিত করন উচিত।
সেকাল সম্প্রতি দের হৈল উপস্থিত।।
জেমতে সংসপ্তকগণ থাকাল পাণ্ডবগণে।
মোর সৈন্য সকল আবরিল রণে।।
পাণ্ডবগণের বিজয়ের প্রত্যাশায়।
করিতে লাগিছে নাথ মিত্র কত রায়।।
মোর যোদ্ধা সকল পরিত্রাণ কর।
কর্ণ কহে কুরুরাজ সংজ্ঞা ক্ষ পরিহর।।
ইন্দ্র যদি আস্যে পাণ্ডবক রাখিবার।
পরাজয় করিয়া মারিবো তেও[৭৬৫]তাক।।
করিলো প্রতিজ্ঞা। যুদ্ধি তোর ঠাঞি এথা।
অবিলম্বে পাণ্ডবক মারিবোঁ সর্ব্বথা।।
আসিছে পাকান সব তাহাকো মারিম।
তোর[৭৬৮]বিরুদ্ধক যুদ্ধি অবশ্যে মারিম।।
জে মোট তোহোর প্রীতি তাহাকে করিম।
যুধিষ্ঠির অকণ ক্রীকা করি তোক দিম।।
তোর হেতু অকর্ত্তব্য নাহি কোন আন।
পাণ্ডব সমস্ত জান অর্জ্জুন প্রধান।।
এতেকে তাহাক যুদ্ধি করি অবশেষে।
বধো সেন যুদ্ধিবার অমোঘ শক্তিঅস্ত্র শক্তিবলে।।
হত হৈল দেখে অর্জ্জুন এর মহারাজ।
ভ্রাতৃগণ আপনে তোমার হৈব বশ।।
অথবা বনকে চলিজাব্য সে সকল।
যুদ্ধি জিতে বিষাদ ন করো মহাবল।।

পাণ্ডব পাক্ষ দি বুদ্ধি কেবয় সমর সবাকে।
সমরাজে ভেদি দিব পৃথিবি তোমাকে।।
জয় যোগেনারায়ণ ভূপ শিরোমনি।
জাকে মোর দয়া ধন প্রকারের তরণি।।
জগন্নারায়ণ দেব পুত্র ময়ন প্রত।
অনুবন ভূব শতচন্দ্র কুমুদ জেমত।।
সেহে রাজা রাজকুমারের যথাজ্ঞ হয়।
পদ ভনে কবিরাজ সুদেশ তাবায়।।

১৬০(ক) শেষ।

১৬০(খ)

সভা ভয় রাজার কয় যেন উগ্রবাক্যচয়
কর্ণে কুরু রাজার কহিতে
কৃপ উপাধ্যায় তাক বাধ্য করি বুনিবার
নাশিনু না পারি সহিতে।।

বড় বড় বির সনে কুরুরাজ দুর্যোধনে
সমাধ সর্বথা যেন জান।

কে বলে তোমোর্জ সনু জদি তাকে নাব হনু
তবে কন্দর্পক এ বন প্রান।।

তোমার বিক্রম মানে নাহি দেখি কোন স্থানে
নাহি দেখি বিক্রমের কম।

তথাপিতো কদর্থন বাক্য বোল ঘনে ঘন
কারো নিন্দি সয্য এ সকল।।

পাণ্ডব সকল সনে না পারি পালাতো রনে
প্রতরাষ্ট্র পুত্রক ছাড়িয়া।

সে বেলা রাজার ধরি লয়া জায় বন্দি করি
কহ কোন আনিন ফিরিয়া।।

এতেকে কৌৰৱ সবে বিৰাট নগৰে আবে
গেল গোধনক হৰিবাৰ।
জিনিলেক যে শান্ত একেশ্বৰে সমস্ত
ধনঞ্জয় হুয় বৃহন্নলা পাণ্ডুৰ কুমাৰ।।
তোমাক অনুজ সমে অর্জুনে জিনিল ৰণে
সাক্ষাতে দেখিলো তাক বুজি।
গোবিন্দ সহিতে তাক একেশ্বৰে জিনিবাক
কেমতে উৎসাহ কৰ তোমি।।
একলা যে অর্জুনো যুদ্ধত তোমাক অসংখ্যত
মাৰে বাণ ভৰক কি উপায়।
কৃষ্ণ সমে জিনিবাক ইচ্ছা কৰ যদিবাক
[৭৬৯]কোন না বুজিম কর্ম আৰ[৭৬৯]।।
যুদ্ধ কৰ পাৰ্থ সনে পৰাক্ৰম যতমানে
দৰশাব ন কৰ বন্ধন।
কোন কিছু না বলয় [৭৭০]বিস্ময়ক যে কৰয়[৭৭০]
তাক বুলি সাধুৰ লক্ষণ।।
তোমাৰ গৰ্জ্জনি চয় কুৰুৰাজ ন বুজয়
পৰিনামে সকলে নিষ্ফল।
সততে জেন মত দেবগণ গগনত
গর্জ্জে ভাল ন বৰিষে জল।।
নিছু কৰি কহো তোমি তাবতে গর্জ্জিক তোমি
অর্জুনক না দেখ যাবতে।
তাহাক দেখিয়া জবে এ তোৰ গৰ্জ্জনি সবে
দূৰত লৈবেক স্বৰূপত।।

পার্থের বানের হান [১৭১]না পায় [১৭১]কেমেক বান

পর্বিতে নাশিয় এতদুর ।

তার বানে হৈলে ভেদ পড়িলেক পরিচ্ছেদ

[১৭২]পর্যনি তোমোর হৈব দুর।।

কেশিয় সকল জত বায়ুবলে জগতত

[১৭৩]বির বোলা কন্ন আপনাক। [১৭৩]

বাক্যে সনু বিপ্রচন্দ্র[১৭৪] বীর কর্ণ[১৭৫] প্রকাশয়

চরাচরে দেবয় বেহাক[১৭৬]।।

১৬০ (খ) শেষ।

১৬১(ক)

অর্জুনে শুনএ সনু মহাবীর বলবনু

যানে তাক সবে মহারবে।

জান যাএ পানাশবাক তবু[১৭৭]কর্ণ আপনাক

বীর হেন যান মহারবে[১৭৮]।।

সুজন কুমুদানিন্দ্র হৈ আছে উদিত চন্দ্র

যোগ নারায়ণ মহীপতি।

তাত জগন্নারায়ন অনুগত অনুক্ষন

[১৭৯]শিবে জেন নম্র দিত ভকতি[১৭৯]।।

তার আজ্ঞা পরমানে দ্বিজ কবিরাজ ভনে

দ্রোণ পর্ব্ব ভারতন্য পদ।

শুনে ধ্রুব যুদ্ধে মনে জ্ঞানে অমর সমান পানে

রামকৃষ্ণ বোল সভাসদ।।

কৃষ্ণে এ প্রকারে কোপ করালে কর্ণক।

কাল বর্ন হৈয়া কর্ন তুলিল ধুনক।।

শুনরে ব্রাহ্মণ বীর পুরুষ জাহাকে।

মরণা কালের দেবগ্রায় সর্ব্বে তাকে।।

রব দিতে সবগুত দেখনু তুষিত।
কান পাইলে বিজ্ঞ জেন হয় অত কুরিত।।
অত বীর সবে সর্ব্বে সবর যুদ্ধ জিত[৭৮০]।
পুন বিনে লোম বুঝি না দেখো ইহাত।।
করে আর্জ্জে জে তার বহিতে ব্যবসায়।
নিশ্চয় দৈবও তার করনু সহায়।।
কাহারো সহায় না করিয়া এ কারনে।
উদ্যমক সহায় করিয়া বুঝি মনে।।
সর্ব্বো আপনার বল বিক্রমক জানি।
ইহাত ব্রাহ্মণ[৭৮১] তোর হয় কোন হানি।।
বীর হৈলে বরষা কালের মেঘবত।
[৭৮২]নিখ্যাত না[৭৮২] গর্জ্জে তোকে জানিবা কেবত।।
পণ্ডিত জে হয় তাকে জানিবা[৭৮৩] সামর্থ।
সর্বাস্ব করয় সে না হয় পুনু ব্যর্থ।।
আজি বুঝি এ কারনে পাণ্ডব সবাক।
উৎসাহ করোহো কৃষ্ণ সমে জিনিবাক।।
সর্বাস্বের বল মোর দেখিবে লোকতে।
পাণ্ডু কৃষ্ণ সাত্যকি অনুচর সমে।।
যদি অকণ্টৈকা করি সবে যুধিষ্ঠির পৃথিবীক।
দেখি থাক দেব[৭৮৪]দুর্য্যোধন নৃপতিক।।
কৃপে বোল সুতপুত্র ন কর কন্দল।
মনোরথে প্রনাম তোহোর এ সকল।।
[৭৮৫]এ কথাক শুনিতে না পারে কদাচন[৭৮৫]।
কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনক জে শরণ।।

আপনার যুদ্ধে জেতি [১৮৬] আদেশ করিল।
যুদ্ধের বিশারদ তারা তোকে না জানিল।।
উরগ রাক্ষস যক্ষ দেব গন্ধর্ব্বর।
অজয় পাণ্ডব সব নাগ [১৮৭] মনুষ্যের।।
যথাতে থাকয় তারা তথাতে বিজয়।
[১৮৮] সত্যবাদি সকলে ব্রাহ্মন্য যুদ্ধময়।। [১৮৮]
দেবগুরু পুজক ধর্ম্মত সদা রত।
জার সম নাহি অন্য পৃথিবীত পার্থত।।
দৃঢ়িবন্ত ধর্ম্মপুত্র [১৮৯] রাজা যুধীষ্ঠির।
ভ্রাতৃগনো সবে বলবন্ত মহাবীর।।
অন্যত করিছে গুরুতর পরিশ্রম।
সবে ধর্ম্মশীল সবে পণ্ডিত পরম।।
তাবার সত্তুন্দি আরো বীরগন জত।
বীর্য্যবন্ত শৈল দ্রুত্রায় কেশা প্রহারত।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি উগ্রযুধে দ্রুপদর [১৯০]।
ভ্রাতৃ পুত্রগন জত মহাবীর বর। [১৯১] XXX
তাবৈবর্ণ সমে আরো বিরাট নৃপতি।
একত্র একসবে আছে যুদ্ধেক সম্প্রতি।।
কদাচিতো তাবার নাহিকে কর্ম্মভয়।
অন্য বীর্য্যে সন্তু ভীমসেন ধনঞ্জয়।।
মানুষ রাক্ষস নাগ সহিতে সবাক।
সমরত রয় পারয় নিঃশেষ করিবাক।।
কৃষ্ণ সমে তা সমুদায় জিনিবাক নাথি।
কেমতে উৎসাহ ওরে কর মন প্রতাপি।।

এ বড় অনিতি তোর মুখের উত্তর।
উত্তরাধ্‌এ নৃপতির বলতি শক্ত হয়।।
হাস্য করি কোপে[৭৯৩] তবে রাধেয় সর্ঘায়[৭৯৪]।
কৃপক বুলিলা জে কহিলো[৭৯৫] সত্যে হয়।।
এ সকল বহুগুন অন্যগুন চয়।
পাণ্ডবত আছে বুঝি জানোহো নিশ্চয়।।
সে বাসুরে পন পর্ব্বেও যুদ্দ দেব তা সম্বাক।
জিনিবাক শক্য নহে মোর্ক্ষ জানো তাক।।
তথাপি অমোঘ শক্তি বাসবে দিবারে[৭৯৬]।
সংহারিবো অর্জুনক কে রাখিতে পারে।।
অমোঘ শকতি মোক দিছে আখণ্ডল।
তোক্ষ বিনু কি জানিস মোর অস্ত্রবল।।
হত হৈল অর্জুন তাহার জত তাই।
কৃষ্ণ সঙ্গে রাখি[৭৯৭] তুক্ষ জিবার শক্য নাই।।
আপনে বলক জাইব্য দৈব কিবা বরা।
কৌরবের দৈব সমাগরা বসুন্ধরা।।
নিতি মনু গর্জ্জা কৌতুক সাধিবাক।
নিবৃত্ত পৌতবে কেন বল বর্দ্ধিবাক।।
যুদ্ধ এত অসত্ত্ব দ্রুপদ আতিক ব্রাহ্মণ।
মোহে পাণ্ডবত শ্রেষ্ঠবন্ত দৈহে মন।।
পুনু যদি এমত অবুঝ বোল বাক।
বড়পে দুর্ম্মতি তোর ছেদিবো জিহ্বাক।।
[৭৯৮]তুহ করাইতে তোর্ক্ষ কৌরব সৈন্যক[৭৯৮]।
স্তব করি কি রহিম পাণ্ডব সকলক।।

দ্রুন দ্রোণ দুর্য্যোধন দুঃশাসন . শর।
সৈন্য সোমদত্ত বৃষসেন মহাবল।।
অশ্বত্থামা অজয় দুর্ম্মুখ বিবিংশতি।
শকুনি উলুকে আরো অন্য নরপতি।।
সবে সুর বীন দ্রু ক্রুদ্য ত্রিগর্ত্তক বিএশবি দুর্ম্মদ।
[৭৯৯]যথা থাকে[৭৯৯]এ সকল যুধ্ বিশারদ।।
(কোথা কোন মত্তে পাত্রে জিনিতে) ঈবাক।
[৮০০]সকত এসব থাকিতেও দেবতাক[৮০০]।।
নিপুণ ধর্ম্মজ্ঞ [৮০১]অস্ত্রএবেত্তা বলবন্তু ।
একত্র হৈয়াছে (সর্ব্ব কামনায় সবু) ।।
(পাণ্ডবের বধে কৌরবের বিজয়েত) ।
কিন্তু জয়লোট তেহো[৮০২]দৈবের হাতত।।
আতো মহাবাহু ভীষ্ম বক্ষ রক্ষা করে।
সয়ন করিছে সরসজ্যার উপরে।।
চিত্রসেন চিত্র বিকর্ণ বাহ্লিক সুদক্ষিণ।
বড় বড় রাজা আরো গুণিন গুণিন।।

১৬১(খ)শেষ।

১৬২(ক)

[৮০৩]ভূরিশ্রবা ভগদত্ত জয় জয়দ্রথ[৮০৩]।
দুর্ম্মুখ দুর্দ্ধর্ষ জলসন্ধ মহাবল।।
সুদর্শন আদি রাজা সে বরো[৮০৪]দুর্দ্ধর্ষ।
এ সবাকে পাণ্ডবে করিল জাতো মত্ত   নষ্ট।।
দুর্য্যোধন নৃপতির পদুলো রণত।
সতে সতে সহস্রে অযুত অযুত বীর হত[৮০৫]।।
(যদি গেল তারা কেনে) না থাকিল তাক।
নিরন্তরে শত্রু ভূমি করি থাক জাক।।

কৌরবের পাণ্ডবের   দখিতে ঘোর রণে।
কত্ত হত্ত উভয় সৈন্যর বীরগণে।।
না দেখো ঐরাত পাণ্ডবের প্রতাবক।
শুনরে ব্রাহ্মনাধম মোহোর বাক্যক।।
ধনবন্ধু বড় জোক্ষি জানিশ জাহাক।
যথা শক্তি যুদ্ধ ধ যোক্ষি করিবো তাহাক।।
দুর্য্যোধন কৌরব রাজার হিতার্থত।
জয়দ্রোট[৮০৬] দ্বিজাধম দৈবের হাতত।।
সঙ্গ ত্রয় যদতি তবে দ্রোণের কুমার।
দেখি বাতুলক অপজ্ঞান[৮০৭] করিবার।।
বড়ও তুমি মহাবেগে ধাইল আক্ষেপাটে।
যত বাতংশক জেন যত শিংহ গোটে।।
তুমি নৃপতির আগে ক্ষেমবে সমু আতি।
বোলরে বনুব্যাধম যুত্তের সমুতী।।
অর্জ্জুনের অনুচিত শুন মহলক।
কহিতে জর্জ্জিল কেনে মোর বাতুলক।।
জবন অর্জ্জুন তোক জিনিঞা যুদ্ধ এড়।
অয়দ্রথ বধ কৈল তোমরার অগ্রত।।
দেখা তোর বলবীর্য্য দেখ কোন শতর।
কহ কথা মেবেনা থাকিব অন্তরর।।
শিবক তুষিল জে অর্জ্জুন মহারথ।
তাক জিনিবাক এত্রে করি মনোরথ।।
অসুর সকল দেব সবে শচিপতি।
জাহাক জিনিতে নাহি কাহারো শকতি।।

[illegible] তাক ওরে ঘন প্রগত রাজাগন মধে।
কি করিব মৃতপুত্র মিত্র্য অধমে।।
সেখ তোর শরীরত বস্তু শীরগোটী।
উদ্ধারিয়া বই দিয়া বস্তুের কোটা।।
মক্ষত্র বদতি এ বুলিয়া দ্রৌণি জায়।
দেখি কৃপাচার্য্য যে অপর কুরুরায়।।
নিবারণ কৈল জায়া এহি দুই তাক।
তাক দেখি কর্ণে বুলিবন্ত গর্ববাক।।
ছাড়ি দিয়ো কুরুরাজ করো নিবেদন।
দেখো কেন বিপ্র এতে অধম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মন।।
যুদ্ধগত কেবত ব্রাম্বা দেখিবো সবার।
পিত পাউক আজি রণ[৮০৮] তুজাবে আমার।।
অশ্বত্থামা বোলে কথা কৈলো আজি তোক।
কৃপ কুরু[৮০৯] নৃপতি নিবারে জানো মোক।।
সূত পুত্র তোর এতে দর্প অতিশয়।
চাহি থাক অর্জুনে করিব তোক ক্ষয়।।

১৬২(ক) শেষ।

১৬২(খ)

রাজা বোলে শুন অশ্বত্থামা মহাজনে।
[৮১০]প্রসন্ন হইয়ো[৮১০] কথা কহিবাক বাদে।।
ন কর কর্ণক আরো কোপ অতন্তর।
জানো গুরুপুত্র তুমি শুদ্ধ মহন্তর।।
সম্প্রতি তোমার আর কর্ণত কৃপত।
গুরুদ্রোণ যমরাজ গৈলা দৌবনত।।
দ্বিজরাজ মহাচার্য্য হৈছে উপস্থিত।।
বাণ ভরে মধুব বহা কর্ণের সহিত।।

নাশিবে যুদ্ধ এক নাশি করিতে আহ্বান।
সঞ্জ ক্রুদ্ধ বদতি রাজা কর অবধান।।
রাজার প্রসন্ন করাইল এ প্রকার।
কোপ উপজিল হৈল গুরুর কুমার।।
দ্রোণি সাক্ষু হৈল সাক্ষু[৮১১] প্রতাপ নিমিত্তি[৮১১]।
সাক্ষু হৈয়া ক্রূপে বুলিলন্ত শুন এ চিত্তে।।
দুর্মতি তোমার কথা করিলো সর্বথা।
অতিময় দর্প পার্থে সংহারিব এথা।।
সঞ্জ ক্রুদ্ধ বদতি তবে পাণ্ডব পাঞ্চাল।
সবে একসাথ[৮১২] হৈয়া কর্ণক মেলাল।।
তর্জন করিয়া আসি হৈল উপস্থিত।
রথি শ্রেষ্ঠ কর্ণ হৈয়া কৌরবে আবৃত।।
ধনু তুলি করি বাহুবলক আশ্রয়।
সবরত প্রবর্তিল জেন হরি হয়।।
মহাবাহু কর্ণক নিক্ষেপি তাত পরে।
কণশ্রি পাঞ্চাল আরো পাণ্ডব সমরে।।
উচ্চ ঘোর রবে বোলে করি বিক্রম।
হের কর্ণ কথা কর্ণ আজ্ঞা তরে রয়।।
দেখি রাধেয়ক দ্রৌপদে আর ঘোর গাজন।
আরক্ত নেত্র হৈয়া বুলিল বচন।।
এত্তে মহা প্রভু দুর্যোধনের নীতিত।
রথি শ্রেষ্ঠ বৈরি হৈল পাণ্ডব সহিত।।
কোন কাম এত্তে অবহেলে লাগির জীবাক।
দেখি বার[৮১৩] বিধি মরে রাজার বেহাক।।

এ বুলি কর্ণক বাণ ভবের প্রেরনাত।
আৎশাদিলে মল্লযুদ্ধি করি জেবেনাত।।
এ রূপে কেথিয় মবে বেড়িল কৌশাল।
ন হৈল ব্যথিত কর্ণ ন হৈলন্ত এাম।।
সেজে সৈন্য সাগরক বাড়িতে সন্তুতি।
তোমার দ্রুতির কর্তা কর্ণে শক্তিপতি।।
(মল্লযুদ্ধি আরম্ভিল) করিতে মল্লযু।
রাজাগণে নতে মতে মহশে্এ মহশে্ব।।
মল্লযুদ্ধি করি তবে ভুমির কর্ণক।
মূর্ছিত হল দুরু সৈন্য ভুমির জেবত।।
(কর্ণে তবে মল্লযুদ্ধি করি) অতিমহু।
পাণ্ডবি সৈন্যের মল্লযুদ্ধি হৈল বহু।।
দেখিলি কর্ণের অদভুত পরিপাক।
জাতো একবাক[৮১৪] রাজা সকলে তাহাক।।
কোনো করিবাক না পারিল কড়ু প্রীতি। [৮১৫]
শেহাকে [৮১৬] সে [৮১৭] তাহার বক্তিল মল্লযুদ্ধি।।

১৬২(খ) শেষ।

১৬৩(ক)

মুদ্গর শৈলাদণ্ড আৎপালি অপুক[৮১৮]।
উহারিয়া নাবাও পিত মল্ল মকলক।।
কর্ম বালে প্রপিড়িত হয়া রাজাগণ।
ভুনিলা আকুল পিতে সোখুব জেবন।।
মত্রে ভেদ হয়া বীরগন[৮১৯] পড়ি হৈল।
তার বাহুপিরে xxx মহী আচ্ছাদিত হৈল।।
(বড়ি তবে মরা বীর মরা বাহনেক) ।
যমপুর প্রায় ভুমি হৈল ভয়ানক।।

দুর্য্যোধনে কর্ন্নের বিজয়[৮২০] দেখি পাছে।
আপ্নাং বুঝিবেক অঙ্গুষ্ঠমাত্র অঙ্গুৎপাখা যথা আছে।।
সেহ কর্ন্ন শত্রুগন্যে সবাকে পিড়িল।
অসুর সেনাকে জেন কুমার মর্দ্দিল।।
শরাভবে[৮২১] শলাক্যো নাশিছে সৈন্যচয়।
সেহ আস্যে কর্ন্নক বধিতে ধনঞ্জয়।।
এতেকে তোমার আগে জেবতে পাণ ডরে।
না বাবে কর্ন্নক সে উপায় কর আগে[৮২২]।।
দ্রৌনি সৈন্য কৃতবর্ম্মা কৃপ উপাধ্যায়।
এ সকল শুনি[৮২৩] মুণ্ড যুদ্ধের রণায়।।
[৮২৪]এক মাথ হঞা সরে বাবন পার্থক।
কর্ন্না বান্য আসিবার দেখি অর্জুনক।। [৮২৪]
ধাঞা গেল ব্রহ্মাস্ত্রো জেন বাসবক।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা পাছে পুছে সঞ্জয়ক।।
সে কালানুক বধ প্রায় ধনঞ্জয়।
কর্ন্ন কি উত্তর তাক দিল সে সময়।।
সদাং অর্জুনক স্পর্দ্ধা করি রহে[৮২৫] তাক[৮২৫]।
জিনিবো পার্থক হেতো বুলিআছে আর্ক্ক[৮২৬]।।
সেহে ঘোর দৈবি অর্জুনের পাপ্তা নাশ।
কি বুলিব কহিয়ো সঞ্জয় মহাতাপ।।
সঞ্জয় বদতি রাজা আসিতে অর্জুন।
সম্ভ্রম ন হঞা দৈল মধুর দারুন।।
দেখে পাছ জলাই লোটে বানর গজক জেমন।
আসিতে অর্জুন তাক দৈল নিবারন।।

শরে তবে পার্থক আচ্ছাদি কর্ণ বীর।
যেমতে তিনি শরে আরো ভেদিল শরীর।।
না সহিয়া যে সেরে বাসবক তার তবে।
শিলাধৌত তিন শরে হানিল কৌরবে[৮২৭]।।
এক শর ভেদ আরো কৈল মহিরত।
হানি আরো তার বাসবদন্তের অদ্ভুত।।
ভেদিল নারাচেএক করিয়া প্রহার।
দৃঢ়কোটে হাত হন্তে ধনুখান তার।।
শক্তি প্রথিবিত সোজা করিল অদ্ভুত।
আকাশত হন্তে যেন খসিল বিদ্যুত।।
পুনু সেহি ধনু কর্ণ অদ্ভু নিমিষত।
বরি শরজাল বরিষিল সতে শত।।
শরবৃষ্টি করি কৈল সকল সকলে বিনাশ।
তিমির বারিল [৮২৮]যেন রবির প্রকাশ।।
অর্জুনক আচ্ছাদিল যুদ্ধের তময়।
সে শর বৃষ্টিক তবে হানি ধনঞ্জয়।।
তবে দুইক বাণ পায়া দুই মহাবীর।
শরবৃষ্টি আচ্ছাদিল[৮২৯]দুহার শরীর।।
গাজে সে দুহার যুদ্ধ কৈল অতিশয়।
করিণির কাজে[৮৩০]যেন বন্য গজদ্বয়।।
একদণ্ড হয়া যুদ্ধ আতি কৈল অদ্ভুত।
কর্ণের বিক্রম তবে দেখি পাণ্ডু সুত।।
পাণ্ডুজিব দণ্ডের চণ্ড বাসব বিশেষ।
কর্ণের কোদণ্ড বণ্ডিলেক মুষ্টিদেশ।।

আরো চারি অস্ত্র হানি চাড়িল্লো ঘোড়াক।
পঠাইল পাণ্ডুত যমরাজের স্থানক[৮৩১]।।
পুনু আরো শর করি সারথির শির।
শরীরত হন্তু নিপাতিল মহাবীর।।
দৈব ছিন্ন ধনুরথ ঘোটক সারথি।
তথাপিতো কর্ণ অর্জুনক মহারথি।।
চারিশরে ভেদিলেক ধনুর মাধবে।
হতাশ্ব রথের পর নামি কর্ণ তবে।।
কৃপের রথত আসি কৈল আরোহন।
ভগ্নদন্ত বিষহীন ভুজঙ্গ যেমন।।
কর্ণক জিনিল দেখি কুরু সৈন্যচয়।
অর্জুনের শরে আরো ব্যথিত হৃদয়।।
দশোদিশে ত্রাসে লাগিলন্ত পলাইবাক।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা নিবর্ত্তাতে তাক।।
বোলে বীরসব তোরা কোথাতে পলাব।
পার্থের বধার্থে আজো রহি তাক চাব।।
থাক রণ লোকক মধ্যে পার্থে[৮৩২]সকলক।
আপনে নিএশ্চে স্ত্র নিবো যম সদনক।।
প্রাণেক নিশ্চয়ে নিবো
আজি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ হৈব মোহোর।
দেখা পরাক্রম করো [৮৩৩]দেখত দুর্ব্বার।।
যুগান্ত কালত কাল পুরুষ যেমত।
যে বিক্রম করো বুজি করিবো তদ্বত।।
শতে শতে সহস্রে সহস্রে শরজাল।
তাকে বরষিবো যেন মলতের পাল।।

দ্রোণের বিপক্ষ আজি অর্জুনে সর্ব্বথা।
সহিবাক [৮৩৪]না পারিব চাহি থাক এথা।।
এহি বুলিক্ষা। আরও সেনা হস্তী[৮৩৫]রথি।
দুর্য্যোধন রাজা আন্য অর্জুনক প্রতি।।
রাজা জাইবার তরে দেখি কৃপাচার্য্য।
দ্রোণিক বুলিল বাপু মিলিল অকার্য্য।।
(দেখহ হস্তা অজ্ঞানি নৃপতি দুর্য্যোধনে)।
(যায় অর্জুনক যুদ্ধ) জুঝিবাক মনে।।
মহাবেগে জায় জেন পতঙ্গ পড়ন্তে বহ্নিক।
কেমতে ইহাক দেখিআছে[৮৩৬] (ইমানিক)।।
(আমার পরাণে পার্থ না মারে) জাবত।
এক্ষে কৌরবক ধরি রাখিও তাবত।।
জাবত পার্থের নহে বাণের গোচর।
তাবত ইহাক আথা নিজে রক্ষা কর।।
পার্থের কুরুক ছাড়া সর্ব্বথা মরে।
জাবত ইহাক বাপু ভঙ্গ নাহি করে।।

১৬৩ (খ) শেষ।

১৬৪(ক)

অর্জুন সহিতে হৈল ইহার সংগ্রাম।
জিবনে দুর্ল্লভ হৈব জয়ের কি কাম।।
আমি সব থাকিতে যুদ্ধক রাজা যায়।
এ গোট[৮৩৭]অদ্ভুত হয় সর্ব্বথায়।।
গুরুপুত্রে মাতুলের শুনি সে বচন।
নিজে সম্ভাষিতে গেল যথা দুর্য্যোধন।।
(বলিল যুদ্ধত এক্ষে নহে মহারাজ)।
আমি সব জিতে যুদ্ধত তোমার কোন কাজ।।

যুঝি তন্তু হিতৈষি মোহোক অবহেলি।
অর্জুনক জিনিতে আপনে আতো নেলি।।
রথ তুমি যুদ্ধত নাহিকে প্রয়োজন।
যুঝি অর্জুনক রনে করো নিবারণ।।
দুর্য্যোধন বোলে শুন আচার্য্য তনয়।
তোমা কি করিলে যুদ্ধ এ পাণ্ডুতনয়।।
সমর মধ্যত রনা পড়ে সে সকল।
এতেকে জানিলো মোর অভাগ্যর ফল।।
দ্রুপ বিএম্ব তোমা না করেন তাক।
সেহে যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা সাধিবাক।।
দ্রৌপদীর অথবা প্রীতির প্রয়োজনে।
যুঝি নোতাবিহু মোর শিষ্য দিক্ তার জীবন।।
আর নিমিত্তক দুঃখি এত রাজাগণ।
তাতে জদি জিয়া[৮৩৮] তবে মরা[৮৩৯]কোন জন।।
সন্ধবারি প্রভু মহামণ্ড সমরত।
তথাপি পঞ্চুক করে উপেক্ষা রণত।।
কেন R নাহি গৌতমি পুত্রত ব্যতিরেকে।
উঠয় দৈব্যো অশ্বত্থামা তুমি প্রসন্ন এতেকে।।
এ সকল পঞ্চুক সভুরে কর হত।
দেবতা সকলে তোর অস্ত্রর অগ্রত।।
রহিবাক না পারে দহাক আমি জানি।
সংহর যোমক আরো পাকাল বাহিনি।।
যে তুমি রহিছি প্রাণ নষ্টা অবশিষ্টু।
(রক্ষা কর মহাবল দ্রবে) জীবো নিত্যু নিত্যু।।

সকল পাঞ্চাল সোমক সৈন্য জত ।
মোর সৈন্য মধ্যে গতি করে বহিস্মত।।
কৈকেয়ক এ সবাক রাখে ধনঞ্জ জয়।।
হেন জন না দেখো শেষাক করে ক্ষয়।।
এরে কর্ণ তোমার সে গুরুর কুমার।
পাক মোর বলে তুমি দৈব অবতার।।
সংসারত অপাকাল বরিও মেলো মেহেতু[৮৪০]।
তোর আগে দেবতা সহিতা সতএস্ত[৮৪১]।।
রক্ষিবার না এক সর্ইয়াছ xxxxxxx
রহিবাক সমর্থ না হয় সর্ইথায়।
পাঞ্চাল সহিতে[৮৪২] পার্থ বর্গ কত রায়।।[৮৪২]
সঞ্জ জয় বলতি এহি বুলিব বাএকে।
বুলিব গুরুর পুত্র তোমার পুত্রকে।।
শবে সত্য এ কথা কহিলা কুরুপতি।
পাণ্ডব সকল মোর প্রভুতম আতি।।
আতি প্রভুতন তারা পিতৃর আমার।
আমি পিতাপুত্র প্রিয়পাত্র তা সম্বার।।
তাসবার আমার রাজা এহিমতে প্রীত।
কিন্তু যুদ্ধ কালে এহি মোট[৮৪৩] বিপরিত।।
যথাশক্তি যুদ্ধি করি প্রাণ পরিত্যাগ।
অজয় পাণ্ডব রাজা[৮৪৪] জান মহাভাগ।।

১৬৪(ক) শেষ।

১৬৪(খ)

আমি কর্ন কৃপ কৃতবর্ম্মা আরো সৈন্য ।
তাসবার সৈন্যক মেলেকেতে কয় কৈল।।
আমাকো পাণ্ডব সব তবে নিমিসতে।
এহিরূপে বিনাশ করিব সমরতে।।

তোমার আমার জত জন মহীপাল।
উপসন্ন সকলে হৈবেক ততকাল।।
[৮৪৫]এতেকে ধারাজে[৮৪৫]বাদে যুদ্ধ করিবাক।
যে জিনে পাণ্ডব জিতে পাণ্ডবি সেনাক।।
আমি সব অলকত জে সকলে কয়।
মিথ্যা নহে সে সকল নহে সত্য হয়।।
পার্থ সবে সমর্থ সমর্থ কার্য্যত আপনার।
পারিতে না পারে ততো সনাক সংহার।।
তুমি যুধ্র এতেকে আমাত সত্যা কর।
যুঝি যুদ্ধ ভূপ দেহু ত্রংম পুরন্দর ।।
প্রান তেজি যুজো ততো ন কর প্রত্যয়।
দ্রোন দ্রুব জেন বেদত বিশ্বাস ন করয় ।।
সেব দেহ তোমোর প্রীতির প্রয়োজন।
শত্রু সৈন্য প্রবেশ[৮৪৬]করিতে ঘোর রণ।।
পাণ্ডব পাঞ্চাল মৎস্য সৃঞ্জয় সোমক।
[৮৪৭]তানাক জিনিঞা[৮৪৭]নিবো যমের লোকক।।
অপনির উন প্রায় ঘোর সমরাদ।
যথবি পিঠিবো আজি সোমক পাঞ্চাল।।
সিংহে জেন বাগ পাগা পিছে সোমুখক।
(করিব তেমত সে স্র পাঞ্চাল) সোমকক।।
আজি রাজা যুধিষ্ঠির সোমক সহিত।
দেখি ঘোর পরাক্রম হয়া প্রশিক্ষিত।।
সোমক পাঞ্চালের নিরেখিয়া কয়।
জগততে দেখিবেক অশ্বত্থামা বয়।।

সকল পাঞ্চাল সোমক সৈন্য জত ।
মোর সৈন্য মধ্যে পতি করে বহিস্কত।।
কৈকেয়ক এ সবাক রাখে ধনঞ্জ জয়।।
হেন জন না দেখো শৈবাক করে ক্ষয়।।
এত্রে কর্ম্ম তোমার সে গুরুর কুমার।
পাক ছের বধে তুমি দেহ অবতার।।
সংসারত অপাকাল বরিও মোমো সেহেতু[৮৪০]।
তোর আগে দেবতা সহিতা সতএব[৮৪১]।।
~~রঞ্জিবার না হয় সর্ব্বথায়~~ XXXXXXXX
রহিবাক সমর্থ না হয় সর্ব্বথায়।
পাঞ্চাল সহিতে[৮৪২] পার্থ বর্গ কত রায়।।[৮৪২]
সঞ্জ ভ্রম বনতি এহি বুলিল বাএকে।
বুলিল গুরুর পুত্র তোমার পুত্রকে।।
সবে সত্য ব্রে কথা কহিলা কুরুপতি।
পাণ্ডব সকল মোর প্রভুতব জাতি।।
জাতি প্রভুতন তারা পিতৃর আমার।
আমি পিতাপুত্র ত্রিপাত্মে তা সম্বার।।
তাবার আবার রাজা এহিবত্তে উচিত।
কিন্তু যুদ্ধ প্রকাশে এহি সোট[৮৪৩] বিপরিত।।
যথাশক্তি যুক্তি করি প্রান পরিত্যাগ।
অজয় পাণ্ডব রাজা[৮৪৪] জান মহাভাগ।।

১৬৪(ক) শেষ।

১৬৪(খ)

আমি কর্ন কৃপ কৃতবর্ম্মা আরো সৈন্য ।
তাবার সৈন্যক মেচ্ছেকেতে বহু কৈল।।
আমাকো পাণ্ডব সব তবে নিষিদ্ধতে।
এহিরূপে বিনাশ করিব [illegible] সমরতে।।

তোমার আমার জত জন মহীপাল।
উপসন্ন সকলে হৈবেক ততকাল।।
[৮৪৫]এতেকে বারাণে[৮৪৫]নাগে যুদ্ধ করিবাক।
কে জিনে পাণ্ডব জিতে পাণ্ডবি সেনাক।।
আমি সব অসকত হে সকলে কয় ।
মিথ্যা নহে সে সকল সবে সত্য হয়।।
পার্থ সবে সমর্থ সমর্থ কার্য্যত আপনার।
পারিতে না পারে ততো মনুষ্য সংহার।।
তুমি যুদ্ধ এতেকে আঘাত সভ্রা কর।
বুঝি পুত্র তুম হেতু হৃৎম পুরম্পর ।।
প্রান তেজি যুঝো ততো ন কর প্রত্যয়।
বৌদ্ধ যেন বেদত বিশ্বাস ন করয় ।।
সেব হের তোমোর ত্রিতির প্রয়োজন।
শত্রু সৈন্য প্রবেশ[৮৪৬]করিতে ঘোর রণ।।
পাণ্ডব পাকাল মৎস পুত্র রয় সোমক।
[৮৪৭]জানাক জিনিঞাঁ[৮৪৭]নিবো যমের লোকক।।
অগনির উন তাপ্রায় মোর সরজাল।
দগধি পিড়িবো আজি সোমক পাকাল।।
সিংহে জেন নাগ পায়া পিড়ে গোযুথক।
(করিব তেমত সে প্র পাকাল) সোমকক।।
আজি রাজা যুধিষ্ঠির সোমক সহিত।
দেখি মোর পরাক্রম হয়া প্রশিড়িত।।
সোমক পাকালের নিরেখিয়া ক্ষয় ।
জগততে দেখিবেক অশ্বত্থামা জয়।।

সহায়ক লাগি জাক জাক বা পঠায়।
বধিবো তাখাক নিয়েখিবা কুরুরায়।।
কুরুপুত্রে তোমার প্রথম এ বুলিলা।
প্রীতি লাগিবাক যুধিষ্ঠিরে প্রবর্ত্তিল পিতা।
কৈকেয় সহিতে পাঞ্চালক তাতপর।
বুলিলন্ত অশ্বত্থামা মহাধনুর্দ্ধর।।
হস্তের লাঘব নরনাথ হয়া স্থির।
মোর শরীরত প্রহারিয়ো সবে বীর।।
দ্রৌণি এ বুলিলে বেঢ়ি থাকন্ত কৈকেয়।
অন্যে বৃষ্টি কৈলে চতুর্দ্দিশে অতিশয়[৮৪৮]।।
মেঘ যেন পারে বরিষিল পর্ব্বতত।
পাণ্ডবের আরো ধৃষ্টদ্যুম্নের আগত।।
যে সবাক তবে গুরু দ্রোণের তনয়।
[৮৪৯]দশ শরে পীড়িলেক চেদি চন্দ্রদয়[৮৪৯]।।
দ্রৌণির যে শরে ক্ষতবিক্ষত হয়া তবে।
হরষ পাঞ্চাল্য পাঞ্চাল বৃক্ষ জয়াদি সেনা সবে।।
তবে সে লোমক সবে থাকন্ত সকল।
পালাবাক দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন অলকাল মহাবল।।
থায়া অশ্বত্থামাকে বলিল দেখি যুদ্ধ দ্রুত।
বীরগণে আবেষ্টিত হয়া মহাধনুর্দ্ধর।।
শুন ওরে আচার্য্যের তনয় দুর্ব্বুদ্ধি।
আমাক[৮৫০] মারিলে তোর দৈবে কোন সিদ্ধি।।
(এমত গার্ব্ব যদি দৈবে সম্ভবত)।
ওরে[৮৫১] তবে যুদ্ধ কর মোহোর সমত।।

বুজি তোক অৱশ্যে পেশিবো যমৰাজে।
এ বুলি দ্ৰৌণিক ধৃষ্টদ্যুম্ন যুবৰাজে।।
বহুতৰ বৰ্ষিলেন্ত তীক্ষ্ণ শৰ হানি।
বীৰ অশ্বত্থামাক ভেদিল বহাবাহি।।

১৬৪(খ)শেষ।

১৬৫(ক)

দ্ৰৌণি বল দেখে থাক মেঘৰ সৰচন্দ্ৰ।
(পৰ্বি ধুমুপুঞ্জৰ) সৰীৰ প্ৰকাশয়।।
বুকে পৰি থকি খসি (যেন পোতিল) বহুত।
তবে এখন্দ হৈয়া বুলিলন্ত দ্ৰোণ সুত।।
মুহূৰ্ত্তেক থান ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈয়ো স্থিৰ।
অবেছে না পেলো (তোক যমৰ ঘৰ স্থিৰ)।।
(এ বুলি চাৰিয়ো পাৰ্শ্ব পাৰ্শ্বেক) থাক মেঘে।
বীৰ অশ্বত্থামাএ অজস্ৰ কৈল শৰে।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণে সমস্ত ব্যাপ্ত হৈয়া অতিৰেক।
মেঘ যেন সুমুৰ পূৰ্বক গৰ্জিলেক।।
বুজি পূৰ্ব্বে যেৰূপ কৰিলো প্ৰতিজ্ঞা হ।
দ্ৰোণ সুত তোমাক না জানিম কিকি তাক।।
যে বুলিছোঁ তাত বিঘ্ন ন হৈব [৮৫২]সম্প্ৰতি।
তোমাৰ বাপক আগে মাৰিব দুৰ্ম্মতি।।
পাছে তোক মাৰি পোথি নিব যমস্থানে।
ব্যাতিক্ৰমে না মাৰো এতেকে জীব প্ৰাণে।।
আজি ৰাত্ৰি প্ৰভাতে পিতৃক তোৰ মাৰি।
[৮৫৩]জিনিবো মৃত্যুক পাছে তোমাক সংহাৰি[৮৫৩]।।
কৌৰৱত যেৰূপ তোমাৰ অভিমান।
পাৰমাণে আজি স্থিৰ হৈয়া ৰক্ষাৰ সৰমাৰ।।

মোর হাতহস্তে জিহ্বা না জানে নিশ্চয়।
শুনরে ব্রাহ্মণাধম শাস্ত্রে যেন কয়।।
দ্বিজবর্ণ এড়ি[৮৫৪]কেরিয়ের বর্ণরত।
সে জন সবারে বধ্য জান সুনিশ্চিত।।
এরূপ কঠোর বাক্য শুনিলেন্তু জবে।
ক্রোধে অশ্বত্থামা ক্রোধে মূর্ছি যায় তবে।।
ধরিবারে শাক্ত নিক চাহিতে সেকালে।
(ঋষি রহবুনি) আচ্ছন্ন করিল শরজালে।।
দ্রৌণির শরেত তবে হৈয়া আচ্ছাদিত।
কুরুসৃষ্ট মহাবীর শাক না সহিত।।
দৈব্য যদি বীর্য্যক আয়ুষ আপনার।
(না হইলেন) কম্পিত পর্ব্বত যে প্রকার।।
কোপিলে কেশিন দ্রৌণিক তবে নানাবিধ শরে।
ব্যাপিলেক পর্ব্বত যেন জলধারে।।
[৮৫৫]ত্রাসেক দেখিয়া[৮৫৫]দুর্য্যোধনে তাতপর।
ঘোর > ধনু টংকার করিয়া বাণি মার।।
দুর্য্যো রক্ষিতে বিরে আনেসে দুবার চতুর্দিসে।
ধারাপাতে শর যেন শূন্য বরিষে।।
ঘোর যুদ্ধ দ্রুব দুর্য্যো বীরে বীরে [৮৫৬]বতি করিলেক[৮৫৬]।
দুইজনে দুই কেহ না করিল অল্প কিছি চেক।।
তবে দুর্য্যো জনার [৮৫৭]নিবেরি ঘোর রন।
শুনিল দেবতা সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ।।
হৈর ও রাজে ফল্গু বাণ আকাশে করি কোপন ভক।
সবে ব্যাপিলেক দিগপাম আকাশক।।

গরব্ করে [৮৫৮] দুর্যো দুই [৮৫৮] বধিবার বলে।
সংগ্রামত ন্ত্য যেন করে দুর্যোধনে।।
মধু বসেন্ত চিএ যুদ্ধ্ এ দুর্যো আরম্ভিতহে।
বড় বড় যোদ্ধ্ এখন দুখাক গুছিহে।।

১৬৫(ক) শেষ।

১৬৫(খ)

ধনা গজ ম্যাত্র দুর্যোধনে করে রণ।
দেখিয়া উভয় দল বখত তখন।।
মিলিন দুদ্ধ্র বর্ষ সিংহনাদ আড়ি।
শঙ্খ্ বাদ্য অন্যো অন্য [৮৫৯] বাজিল্যে সম্প্রতি।।
তবে দেখে ঘোর যুদ্ধ্ এ লোট ডেবেনাত।
দেবেন্দ্রেক উপমার হইল প্রপাত [৮৬০]।।
বাজে অর্দ্ধংখাবা দুন্দুভির হাতর।
ধনুকাটি হএথাম্যে ডেলিয় মন্থর।।
দুইবাগু মারথিক ঘোটক চতুষ্টয়।
আরথিক ধায়ি মিল যমের নিলয়।।
গতি টৈকন ভ্রমে বেত্রি [৮৬১] ধায়ি এ মবাক।
অপর মস্তত পর্দ্দ ধায়ি সত্বর্ক।।
[৮৬২] ধায়ি বেবাঈন গাক মেজর জত দৈন্য [৮৬২]।
প্রচণ্ড পবনে যেন মর্দ্দিল অরন্য।।
এব দুর্মুন্য দ্রৌনির অপ দ্রুত কর্ম্ম [৮৬৩] করে।
দেখি দৈব ব্যথিত গাণ্ডবি দৈন্য সব।।
মত মরে গাক মেজর মত মহারথ।
দুদ্র্যে অর্দ্ধংখাধা দেখি ধযপথ।।
আরো সামান্বিত তীব্র তিনি বান হানি।
তিনি মহারথিক মারিল [৮৬৪] নরে হানি [৮৬৪]।।

আরো ধৃষ্টদ্যুম্ন এক ক্ষত্র সাত্যকি আখ্যাত।
কৈল অসংখ্যাত পাণ্ডবের[৮৬৫]কন্ বধাত।।
মুক্ত ক্ষত্র সহিতে পারে[৮৬৬]সকল পাঞ্চাল।
মৃতকল্প হয়্যা ভেজি দ্রোণিক দেকাল।।
পাঞ্চালের সিংহতরে মৃগযুথ প্রায়।
তবে দ্রোণি বরণাকালের দেখন্যায়।।
ঘোর শব্দ করিল শঙ্খ দিয়া[৮৬৭]তায়।
সংগ্রাম বশত লোকা হৈল অতিশয়।।
প্রলয় কালের বহ্নি লোভিল জেমত।
শত্রু ক্ষয় করয় অন্ধ বুদ্ধ নরেন দ্রুত।।
তাত পাছে রাজা যুধিষ্ঠির জীবলেন।
জায়া দুঃস্থা দ্রোণক আবরি বরিলেন।।
দ্রোন সনে তবে দুর্য্যোধন মহাবলি।
পাণ্ডবক (এসব) জুঝিতে গেল চলি।।
তবে ভীমসেন বিষম্ন ম্মি জয়ত দূর।
ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল দেখি লাগে অদ্ভুত ডর।।
মানব ত্রিগর্ত্ত বংশ আদি যত বীর।
মারি যমলোক (পঠাইল) যুধিষ্ঠির।।
যুদ্ধ বড় দুর্ম্মদ কবিয়েক জীববীর্য।
বিষম সমরে মারি তাবার জুঝিলে।।
সকর্ণধা করিল সমর জুঝিবার।
(দুর্জ্জয় অর্জ্জুন হানি মানাইত বান)।।
(বর্দ্ধক বানর আদি করিয়া বর্দ্ধক)।
পঠায় সমরে মারি মৃত্যুর লোকক।।

নারাচে তাড়িত [৮৬৮] হয়্যা হস্তি অসংখ্যাত।
(দুই দন্ত) উলট করিয়া দেন [illegible] পাত।।
বড়ি বড়ি [illegible] সেরে গজঘটা [৮৬৯] লোটিলেন।
দুই দুংখে যুযুত পর্ব্বত যেন বন।।
কাটা যায়া হস্তি হস্ত দশন [৮৭০] বিদীর্ণ।
সে সকল হয়্যা রন অবনি আকীর্ণ।।
বড়ি বড়ি (পড়িল) ভূপতি কত শত।
সুবর্ণে চিত্রিত তার শ্বেত ছত্র কত [৮৭১]।।
সে সকলো মধ্যে ভূমি করিল প্রকাশ।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যেন শোভিত আকাশ।।
(তবে সোনবর্ণ অশ্বযুক্ত রথবানে)।
গুরু দ্রোণ সেনাপতি আছেন সে স্থানে [৮৭২]।।
তাহার অস্ত্র হয়্যা পাণ্ডব সকল।
মার ধর কাট করি শবদ কোলাহল।।
বাহ্যা সেব দেখি ভরদ্বাজের কুমার।
বায়ব্য অস্ত্রক বাণি [৮৭৩] করিল প্রহার।।
সে অস্ত্রে সকলে অস্ত্র করিল বিনাশ।
হরি বর তুলিকে যেন মন্দটীক বাতাস।।
পাঞ্চাল্য পাক ান হৃদকন্দ বাসে।
প্রান লয়্যা ভীম অর্জ্জুনের বিদ্যমানে।।
দেখি সেখিকলে ভীমসেন অনক্ত ক্রুদ্ধ।
বহুরথে আবেষ্টিত হয়্যা সে সন্ধু।।
তোমার [৮৭৪] সৈন্যক রাজা পালাবার দেখি।
দুই পার্শ্বে হয়্যা রাজা [৮৭৫] ফিরাইল আসি।।

দক্ষিণে স্ব অর্জ্জুন উত্তরে ভীমসেন।
দ্রোণক অনেক অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন।।
তাহারে বারিত[৮৭৬] অসংখ্য সৃজ্য অস্ত্র আকাশ।
সোমক সহিতে যেন বেড়িয়া সেকাল।।
তোমার পুত্রের জত মহারথি রত।
মহামন্য সকলেহো[৮৭৭] দেখি সেকালত।।
দ্রোণের রথক চুতি যেন মহাবুক।
তবে সে আরথি সেনা পার্থের সাথুকে।।
বৃত কর এ দৈব পরিহরে নাহি দোষ।
তিনিরে করিছে জত বুদ্ধিরাশি নিরোধ।।
দু বাহু নিদ্রুর আরো হনহে বিশির্দ্ধ।
পাঞ্চাল পাঞ্চোআর দৈখেন বিদর্শ।।
নিবারয় রাজা আরো দ্রোণ সেনাপতি।
তথাপি পালায় নাহি রহিতে সকতি।।
সঙ্গ ভয় করয় ভরতাম্বর উৎসুকে।
সেহিবেনা সোমদত্ত আবেশ পূর্ব্বকে।।
পুত্র সোকে বাধিছে ধনুক x ধুনিবাক।
সারথিক সাত্যকি ধুনিল দেখি তাক।।
আন্য সোমদত্ত ধূম্র কৌরব বধে।
দেহাক সংগ্রামে আজি বধিবো বিক্রমে।।
সত্যে আজি দেহাক না পারি নিবর্ত্তন।
না হয়ো কদাচিতো ধুনিল বচন।।
সুনি শতবর্ষ ধমধম সক্ষ ছিরি।
বাহি দিল অঙ্গুরে[৮৭৮] রথের ঘোড়া চারি।।

সুর্য্য উদয়ে যেন বহুত দৈত্যের ।
যাতনি সারথি যোদ্ধা বাহিরে ধন দুর।।
সোমদত্ত তবে তাক দেখি আসিবাক।
আবরির ঠাঁটে[৮৭৯]বরষিয়া শরজাক।।

১৬৬ (ক) শেষ।

১৬৬(খ)

মেঘে ঢাকিলেক যেন সুর্য্যক আকাশে।
শরে ছন্ন হয়া তবে সাত্যকি আবেশে।।
বাণে ছন্ন কৈল সোমদত্ত নৃপতিক।
তবে বহুশরে সোমদত্তো সাত্যকীক।।
সাঠি শর মারি দুহু ভেদে ভেদিলন্ত।
সাত্যকিও তাক নানাবিধ শরে সন্তু।
ভেদিলেক বিশে তবে ব্যাপিলেক কায়।
যেহা ভেজি জিব জাথা[৮৮০] করিবাক চায় ।।
লাগিলন্ত যুদ্ধো ভেদ হয়া পরস্পর।
বিকাস পলাস যেন বসন্ত কালর[৮৮১]।।
দুহু বংশুনি দুহু বংশুনি যুদ্ধো মহাবির।
রুধিরে আবৃত কৈল দুহন্তো শরীর।।
ছিন্দ মথরে পরস্পরে কুপিলেক দুহন্তো দুই।
দুই সন্তু দহিবাক চাহে কোপ দুই।।
দুহন্তো রথক যুদ্ধো যোটেক সম্প্রতি।
করিবাক লাগিল রণ ভয়াকার গতি।।
ঘোর ভয়ানক যুদ্ধো জিনে মেঘনাত।
[৮৮২]রহিলন্ত দুই সন্তু জনক সাক্ষাত।।[৮৮২]
ভেদ হয়া সুর্ন্ন পুত্র শরে শর্ঘকায়।
লাগিলন্ত বক্ষোত আবৃত রক্ত স্রু।।

তবে সোমদত্ত হানি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ।
ছেদিল সাত্যকি ধরিবার[৮৮৩] ধনুর্বাণ ॥
ধরত হ অপর পরিক্রম সর হানি ।
সাত্যকির তনুত অর্পিল ধরাধানি ॥
পুনরপি ধনুর্দ্ধরে সোমদত্ত রায় ।
সত্বরে ছেদিল বীর সাত্যকির কায় ॥
সেহি ক্ষণে সাত্যকিও ধরি অন্য ধনু ।
দুষ্টমতি সোমদত্ত নৃপতির তনু ॥
ভেদিল সন্ধানে পঞ্চ বাণে খরতর ।
কাটিল সুবর্ণ ধ্বজ জ্বলনাম সরে ॥
ধ্বজপাত হৈল সোমদত্ত খরাখানি ।
সাত্যকি ভেদিল সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চাশ সর হানি ॥
তবে সোমদত্তের হাতের ধনুর্বাণ ।
ছেদিল খুরপ্র সরে ভেলাক x ভেলাতে খুরুখান ॥
আরো তাক বুরু পুংখ একশত সরে ।
অনেক প্রকারে ভেদিলেক কলেবরে ॥
তবে সোমদত্ত রথি[৮৮৪] অন্য ধনু লৈল ।
সরবৃষ্টি করি সাত্যকিক (ঢাকু লৈল) ॥
(সাত্যকিয়ো লেখাতে তাক সরে) ভেদিলেক ।
সাত্যকিক সরে সোমদত্তে পিড়িলেক ॥
পাছে সাত্যকির শিশিতক[৮৮৫] বৃকোদর ।
আসি পড়িল সোমদত্তক মারিল নখসর ॥
(তথাপিত সোমদত্ত রাজা) অসম্ভবে ।
শিনির x নাতিক ভেদিবেক পরাক্রমে ॥

সাত্যকির মহাযুদ্ধ তবে সে সময়।
পরিঘ লোটেক ধরি ভিমের তনয়।।
সোমদত্ত [illegible] রাজার বক্ষ লক্ষ করি।
ফেলিলেক বিপক্ষ যেন অনুসরি।।

১৬৬(খ) শেষ।

১৬৭ (ক)

সে ঘোর পরিঘ আসিবার দেখি বেগি।
সোমদত্ত রাজা তবে দুই শরে ছেদি।।
দুইবান(করি তুণ তুষিত পাড়িল)।
পর্ব্বতের শৃংগ যেন বজ্রে বিপাড়িল।।
তবে যুযুধান সোমদত্তের হাতর।
কাটিল ধনুর্ক খণ্ড (বাণবে শরের)।।
(চারি শরে চারি ঘোটকেক মারি দির)।
কাষ্ঠ হস্তু পাড়িলেক সারথির শির।।
তবে প্রজ্বলিত হ শীঘ্রতেজঅগ্নিময়।
ফেলিলেক শর এক কাল সর্পোপম[৮৮৬]।।
(বায়ু) বেগে আগ্না লেগে শর সাত্যকির।
(হৃদয়ে) পড়িল সোমদত্ত নৃপতির[৮৮৭]।।
তবে সোমদত্ত ভেদ হয়া অতিশয় ।
মূর্চ্ছিত পড়ি গেল রথালয়।।
পড়িবার দেখি সোমদত্ত নৃপতির।
মহানন্দ মনে ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির[৮৮৮]।।
দ্রোণদেব শত্রু দেখি দেন দ্রোণের সেনাক।
শরে শত্রু পুত্রর সাথ্যাতে তা সমুখাক।।
খেদাইল দ্রোণি[৮৮৯]দ্বিজরাজে দেখি তাক।
বিপক্ষত হস্তু সপক্ষত রাখিবাক।।

আবেশে আরক্ত নেত্র হয়া ততক্ষণ।
রাজা সাত্যকির[৮৯০] বরিষিয়া শরজাল।।
সেনাক আচ্ছন্ন শরে করি যুধিষ্ঠির।
সাতশরে দ্রোণে তার ভেদিল শরীর।।
ক্রুদ্ধ হয়া রাজা যুধিষ্ঠির তার পরে।
পঞ্চ শরে দ্রোণের ভেদিল কলেবরে।।
ক্রোধ হয়া তবে দ্রোণবীর ভয়ানক।
আবেগে ছেদিল মুষ্ট্যো ওষ্ঠের তানুক।।
বড় ধর্ম্ম কার্ম্মুক যুধিষ্ঠির নৃপতির।
দুখণ্ডে কাটিল শর করি দ্রোন বীর।।
তবে ছিন্ন ধনু হয়া ধর্ম্ম নরপতি।
মহাবেগে অন্যধনু লৈল শীঘ্রগতি।।
দ্রোণক শতরে বারি শর সহস্রেক।
ধ্বজ ছত্র সারথি রথসমে ভেদিলেক।।
সোটেক অদ্ভুত তবে হৈল লোকাবত।
শরের ব্যথায় হয়া ব্যথিত রথত।।
সন্ধান করিল দ্রোন দুর্দ্ধর্ষক বাণ।
[৮৯১]অনন্তরে গুরু উঠি বর্জিলন্ত জ্ঞান[৮৯১]।।
মহাক্রোধাবিষ্ট হয়া বায়ব্য অস্ত্রকে।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক ক্ষেপিল বাণকে।।
তবে ধর্ম্মজ রায় ধনুর্গুনক আকর্ষি।
সে অস্ত্রক অস্ত্রে নিবারিল মহারথি।।
দেখিয়েলা বাসুদেব ভকত বৎসলে।
বুলিলন্ত যুধিষ্ঠির রাজাক কৌশলে।।

সর্ব্বদা চাহয়[৮৯২] দ্রোণ তোমাক বধিতে।
এতেকে তেজিয়া যুদ্ধ বিরাট মরিতে।।
তাক দুখ দুষ্ট আরো মহাবীর ঘোর।
বিরাট মরিতে যুদ্ধ[৮৯৩] তান মহে[৮৯৩] ঘোর।।

১৬৭(ক) শেষ।

১৬৭(খ)

বিরাট বিনাশে বুদ্ধি করিয়াছে তাক।
দ্রুপ মহাবাহু তায় বধিব বিরাটক।।
বিরাট মরিতে যে কারণে ভেজে রণ।
যুদ্ধ জায়া তথা যথা আছে দুর্য্যোধন।।
রাজা দৈবে রাজার মরিতে যুদ্ধ রণে।
যে রাজা না হয় তাক না বুঝয় রণে।।
মহারথ জীবনেন কৌরব মরিতে।
যুঝিতে লাগিছে চিন্তা[৮৯৪] না লাগে করিতে[৮৯৪]।।
কৃষ্ণ র বচনে রাজা চিন্তি বুদ্ধিদেব।
দ্রোণ সঙ্গে রণে তান মহে জানিলেক।।
পাছে কৌরবর সৈন্যে ভুকি তিমলেন।
মধ্যাত রহিছে দুব সেনা মহাজেন।।
রথঘোষে আন্দোলিত করি বসুমতি।
বরষার মেঘ প্রায় শব্দ আরো আতি।।
দিগন্তর আকাশক ব্যাপিয়াছে ধির।
জায়া তার পার্থ পার্ম্ম বলিলন্ত যুধিষ্ঠির।।
দ্রোণ সহে পাণ্ডু পাঁচ ভিক সে রাহুত।
মরাপ্তি অতিশয় করিব তাপিত।।
সঞ্জ দ্রুয় বদতি ভয়ানক যেনরূপ।
সে রাহুত ঘোর যুদ্ধ উবর্জিল ভুপ।।

অন্ধকারে আবরিল সকলে সংসারে।
দুলায় দুনাএ ঢাকিল মহীগণ জনিলো আরে।
ঘোর আঁধারে কারো কেহ চিনিতে না পারে।
অনুমানে জানে যার নাম শোএজুরে।।
রথ হস্তি নর রথ যখন সমরে।
মিলিল সকলে যোধাকি ত হয়্যা জরে।।
দ্রোণ কর্ণ কৃপ ভীমসেন ঘটুরায়।
যুধিষ্ঠির সাত্যকি অপর[৮৯৫] জত আর রায়।।
এবযাদি মহারথি সব পরস্পরে।
উভয় সেনার জোত[৮৯৬] করিল সমরে।।
পুনি অন্ধকারে আরো অতি ব্যাপু হৈল।
চতুর্দিগে সব সৈন্য আর পালাপোক হৈল।।
সহস্রে সহস্রে আরো মহারথিগন।
তোমার পুত্রের দুর্মতি কুমতি জত রাজন।।
ঘোর অন্ধকারে যত হয়্যা অন্যে অন্যা।
(মরি গেল সব সৈন্য) হৈলেক অরন্য।।
সেনাপতি সব হতা শোক হয়্যা হৈল।
মহা ক্রোধ পুন রাজা যুধিষ্ঠির হৈল।।
(অন্ধকারে মগ্ন হয়্যা সেনা অসংখ্যাত)।
(পাণ্ডবে করিল আরো তেজ হানি তাত)।।
কোন লোকে বুঝি বুদ্ধি ভবে হৈল ত সঞ্চার।
প্রকাশে বা কেমনে (হৈলেক অন্ধকার)।।
(কবিলোক মহা ক্রুদ্ধ সভারে তার ঘোর)।
মহা ক্রুদ্ধ বদতি প্রভু করো মুনিলোক।।

তার তার যে সব সেনাত[৮৯৭] দেখে সোজা যায়।
সেনাপতি(সকল উদ্দেশে সে সবায় ।।
(কহিল কর্ণ এনা ব্যূহ খান পুনর্ব্বার)।
গুরু দ্রোণে রহিলেন্ত পূর্ব্বত তাহার।।

১৬৭(খ) শেষ।

১৬৮(ক)

অন্যো[৮৯৮]অন্যে রতেক[৮৯৮] রহিল শতাঙ্গ শতান।
(দক্ষিণে পার্শ্বতে অশ্বত্থামা বলবান)।।
(বামেত পার্শ্বে রাজা রহিল শকুনি।)
দুর্য্যোধন সৈন্য রক্ষা করিতে আপুনী।।
মানু বাক্যে সেনাক বুলিল কুরুরূপ ।
বরিদ্রোক তোরা (উন কাম্বুবল প্রদীপ)।।
(হর্ষ হয়্যা সেনা তবে রাজার আদেশে)।
উন কাবুল প্রদীপ বরিল সাবদেশে।।
দিবপাল আকাশক প্রকাশে ব্যাপিল ।
মেঘ মণ্ডলিক যেন(বিদ্যুতে বেড়িল)।।
(সে সময় অতিশয় প্রকাশে বাড়িল)।
ব্যাপ্ত হৈল সবে বীর বর্গের শরীর।।
নানাবিধ বর্ণের অর্ণের সর্ণের শোভা হৈল।
মেঘ গুচি যেন তারাগণ ব্যাপ্ত হৈল।।
(তবে অম্বিকন্ধ) হয়্যা অশ্বত্থামা[৮৯৯] বীরে।
(দিন দিয়া সুবর্ণময়) কব্জ শরীরে।।
তাপিত করিল মধ্যাহ্নের সূর্য্যপ্রায় ।
তবে নানা অস্ত্র শস্ত্র[৯০০] পুরুরায়।।
সেরূপ অবনির প্রজা হৈল উৎকন্ঠিত।
তবে বহি আরো অস্ত্রশস্ত্রের কান্তিত।।

উভয় প্রকারে[১০১] প্রকাশিত হয়্যা তবে।
প্রজ্বলিত হৈলন্ত আবার সৈন্য মধে।।
আবার সৈন্যত দেখি এমত উপায়।
আপন সৈন্যক তবে পাপ্‌ভয় সকল।।
উন্‌কাপুপ প্রদিপ ধরিতে আদেশিল।
তাক যত ধরিব নিক্ষপ করি দিল।।
সাত সাত কোটি দ্বিপ একৈক সজত।
দ্বাদশ[১০২] প্রদীপ জে আরো একৈক রথত।।
একৈক অশ্বের প্রষ্ঠে ছিড়িয়া দ্বিতিয় দ্বিতয়।
জলবাক প্রতি আদেশিল পার্বতয়।।
পার্বে জে বুলিল তাক করিল সত্বর।
কতবা লাগাল্য দ্বিপ বৃক্ষের উপর।।
আগে পাছে পার্শ্বে প্রষ্ঠে লাগায় উল্কাক।
ধরিয়া লাগিল জোকে[১০৩] যতি করিবাক।।
তবে হয় হস্তি রথি পদাতি পটেজে।
করিল দিপ্তিত হয়্যা দিপিতিক সকলে।।
সুর্য্যের প্রভাবে যথি জলে জেন ঘত।
প্রিথিবী বিদিশ দিশ আকাশো তদ্রুত।।
উভয় সেনাক তবে [১০৪] প্রভাবে ব্যাপিল।
দীপের দিপিতি ছায়্যা সুপ্‌কৈ কো বড়্‌খিল।।
তবে দেব যক্ষ কিং পিদ্ব গন্ধর্ব্ব অসুর।
আসিল সুপর্ণা[১০৫] অপসরা পরিপুর[১০৬]।।
ধরি ধরি জে সকল সুর্য্য দেখে চলি।
সে সবো এমব মধে আসিল সে স্থলি।।

আকাশে আসিয়া সবে চাহি রহিলন্ত।
তবে হস্ত হস্তি রথি পদাতিক সন্ত।।
সিন্ধু সম যোদ্ধ পড়িলন্ত অসংখ্যাত।
তবে অগ্নিপ্রায় বিস্তু স্রোণ সেবেনাত।।

১৬৮(ক) শেষ।

১৬৮(খ)

তাকেঁ[১০৭] বাণ ছু সৈন্যক তাপিত করি যাতি।
অস্ত্র শস্ত্র মধ্যে শোভা করিল সম্প্রতি।।
বরষা অঙ্কুরে[১০৮] জেন শরত কানত।
শোভিল আদিত্য রশ্মি পুঞ্জ ছুরে মধ্যেত।।
~~শোভিল আদিত্য রশ্মি~~X
সঞ্চ ছত্র বসতি সুম রূপতি সুবন্য।
অন্ধকার প্রবাহ আবৃত সুচি সৈন্য।।
প্রকাশিত হৈল জেন নক্ষত্র নিকর।
তবে পরস্পরের মধ্যে পরস্পর।।
নানা অস্ত্র শস্ত্র অভিপ্রায় পড়িধারি।
অন্যোন্যের অন্যে অন্যে অপরাধ করি।।
অন্যোন্যের বধে অন্যে[১০৯] সে বীর সকল।
দীপের প্রকাশে পাছে ত্রিদিবী বণ্ডল।।
সিন্ধুসম হয়া অতি করিল প্রকাশ।
প্রহসনে সন্ধু জেন নির্ম্মিত ১১০ আকাশ।।
সন্ধ্যা সবযুত রূপবন জেন মত।
খদ্যোত আবৃত হয়া শোভে অরন্যত।।
তবে তক্ষ প্রভুর আদেশে মহারাজ।
[১১১] সুচি বাতি[১১১] যুদ্ধ করিবাক হৈল সাজ।
রথে রথে গজে গজে ঘোড়ায় ঘোড়ায়।
সে রাজিত যুদ্ধ আরম্ভিল কুরু রায়।।

রাজা সকলক তবে বধ্য করিবাক।
সম্মুরে অর্জ্জুনে আসি কৌরবী সেনাক।।
তাপিত করিল তিক্ষ্ণ শর বরিষণে।
জীবলক সোষে জেন রবির কিরণে।।
পুনরপি সঙ্খ ভ্রমেক পুরিল নরেশ।
সে ঘোর সৈন্যত হৈল অর্জ্জুন প্রবেশ।।
কি গোট হইল তবে তোমার সমস্ত।
সৈন্য সকলে বা কি,করিল সেকালত।।
দুর্য্যোধন সে সব দ্ধ কোন কর্ম্ম কৈল।
অর্জ্জুনের সমুখে বা কোন বীর রৈল[১১২]।।
সেনাপতি আমার দুর্জ্জয় গুরু দ্রোণ।
দক্ষিণত তাহার রহিল বীর কোন।।
কে রহিল বামত পাছত কে রহিল।
কোন কোন বীর তার অগ্রত চলিল।।
দ্রুপ্দ[১১৩] হন্তা জে দ্রোণে বধিতে পাঞ্চালক।
রথের উপরে জেন করেন নৃত্যক।।
বিপক্ষের জেন ধূমকেতু অবতার।
হেন দ্বিজরাজে কি প্রকারে গৈল মার।।
(কি মতে যুঝিল মহাযুদ্ধ) সকলর।
(হর্ষ হৈল কি মতে বা আমার) সৈন্যর।।
সেবেলা কোন বা বীর বাণে[১১৪] হৈল হত।
কোন বীর পলাইল(সে ঘোর যুদ্ধত)।।
কে হৈল বিরথি কেবা রহিল রথত।
সকলে সঙ্খ্য ক্রম মোক কহ বুদ্ধিমত।।

সপ্ত রুদ্র বসতি রাজা জুঝিবাক প্রতি।
ইংখা করি আছএ আছে (গুরু দ্রোণ মহামতি)।।
(অভিপ্রায় বুঝি তার রাজা দুর্য্যোধন)।
তাহু সকলেক ডাকি বুলিল করুণ বচন।।
সুন্দ মহাবাহু দীর্ঘবাহু দুর্ম্মদ।
(সুনিত্যো বিকর্ণ চিত্রসেন মহারণ)।।
(দ্রোণের পাছেক) রক্ষা করি[১১৫] রহ সবে[১১৬]।
[১১৬]অনুগত রাজাক বুলিল রাজা তবে[১১৬]।।

১৬৮(খ) শেষ।

১৬৯(ক)

পৃষ্ঠ রক্ষা করিবা তোমাও হয়া সাজ।
দক্ষিণ চক্রক (রাখিবোক) ভোজরাজ।।
(আপনার আত্মীয় যে) বীর সকলেক।
বুলিল রাখিবা তোমা উত্তর চক্রক।।
ত্রিগর্ত্তের রাজ অবশিষ্ট[১১৭]বিরথন যত।
তা সবাক আদেশিল যাইতে অগ্রত।।
(এহিকারে সন্নাহ্ম সহায় হইলে গুরু দ্রোণ)।
দেবকো জিনিতে পারে[১১৮]পার্থ সব কোন।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন রক্ষু তোমা সেহেতু মহাক।
রক্ষা পড়ে যে প্রকারে কর সবে তাক।।
(ধৃষ্টদ্যুম্ন বিনে আর মহারথ নহত।
(যুধিষ্ঠিরেক যেন মারি পান ভবি) সৈন্যত।।
পান্ডবক গুরু দ্রোণ শোষক সহিত।
তোমা তাক রক্ষা কৈলে বধিব নিশ্চিত।।
সপ্ত রুদ্র গণের পাছে বধিবেক তবে[১১৯]।
পাছে পান্ডবক গুরু ধৃষ্টদ্যুম্ন সবে[১২০]।।

সংহারিব এহি মোট করিলি নির্ণয়।
কর্ণে তবে অবশ্যে বধিব ধনঞ্জয়।।
সংগ্রামে মারিবো আজি আপনে ভীমক।
অবশেষ[১২১] আর অবধিবু পাণ্ডবক।।
বীর গদনাত এমন কোনে আথাক সদয়।
হৈব দীর্ঘকালত আপনে[১২২] মোর জয়।।
যে রাতৃত রাজা জদি হেন আদেশিল।।
উভয় সৈন্যর ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল।।
কৌরবে পার্থক কৌরবক ধনঞ্জয়।
নানা অস্ত্রে মনু পিড়িলন্তু অতিশয়।
পাঞ্চালক অসুৎথামা আৎসাদিল মরে।
দ্রোণে মত্ত কৈল সৃঞ্জ জয়ক তাতপরে।।
এ প্রকারে রাতৃ পাণ্ডু পাঞ্চাল কৌরবে।
হেন যত নিশা যুদ্ধ আরম্ভিল সবে।।
নাহি দেখি নাহি শুনি এরূপ সমর।
সঞ্জয় বদতি শুন বৃদ্ধ নরেশ্বর।।
যুধিষ্ঠিরো যোদ্ধাক বুলিল আপনার।
জাব তোরা কেবল দ্রোণক জুঝিবাক।।
পাঞ্চাল সৃঞ্জয় তবে রাজার আদেশে।
ঘোর শব্দ করি বাদ্য দ্রোণক [illegible] আবেশে।।
আমি সবে যথাশক্তি তবে তা সম্যাক।
যুটিক যুটিয়ে যেলো যুদ্ধ করিবাক।।
কৃতবর্ম্মা বাধ্য যুধিষ্ঠির নৃপতিক।
ভূরি নামে কৌরবে বাধিল সাত্যকিক।।

কর্ণেনিবারিল সহদেব সুমাদ্রে কুমারক।
দুর্য্যোধনে নিবারিল আপনে ভীমক।।
নকুলক বান্ধিল শকুনি মহারথ।
কৃপগুরু নিরোধিল শিখণ্ডি পথ।।
প্রতিবিন্ধ্যা বিরুক বারিল দুঃশাসনে।
দ্রোণি ঘটোৎকচক করিল নিবারণ।।
বৃষসেন সসৈন্যে বারিল দ্রুপদক।
মদ্ররাজা আগ্রা বাহু[১২৩]দিল বিরাটক।।
চিত্রসেন শতানিক বিরুক বারিল[১২৪]।
অর্জুনক অলম্বুষ রাক্ষস বারিল।।
দ্রোণে দ্রোপেশ্বর মই বর্মক লাগিলে বারিবাক।
কুরুপুত্র যুবরাজ নিবারিল তাক।

১৬৯(ক)শেষ।

১৬৯(খ)

আন্যে[১২৫]পাণ্ডবের অন্য জত মহারথ।
রথিগনে আমাত্রো[১২৬]বারিল তার পথ।।
সে রাত্রত হৈল সুদারুন সবে রণ।
শক্তিশ বাণ বৃষ্টি বাজি অপুবার শন।।
[১২৭]বকযুগ্ম পর্ব্বত পরায় হৈল পতি[১২৭]।
তবে ভোজরাজে ধর্ম্মরাজার সম্প্রতি।।
নকুলক জেন নিবারণ হৈল তিরে।
তবে তাক শক বাণ হানি যুধিষ্ঠিরে।।[১২৮]
ভেদ করি কুঙ্কি সরে অপর দুঃসহ।
মুছ পীড়া পিড়ি যুদ্ধিলন্ত রহ রথ।।
দেখাবে কৃতবর্ম্মা তবে ওস্ত নাত বানে।
অতিরেক দেখিলেক ধনু যুধিষ্ঠিরের সন ধানে।।

সাত শর মারি আরো ছেদিলেক ধনু।
ধর্ম্মের তনয় তবে ধরি অন্য ধনু।।
ক্রোধে নৃপতির তবে[129] বাহু বক্ষস্থলে।
দশ শর বিন্ধে আরো আরোপিল[130] শিরোবরে।।
তবে তার শরে ভেদ হইয়া কৃতবর্ম্মা।
ক্রোধে কম্প হইয়া সাত শরে উগ্রকর্ম্মা।।
সন্ধানে ভেদিল ধর্ম্মরাজের শরীর।
তবে কৃতবর্ম্মাক নৃপতি যুধিষ্ঠির।।
সৈন্য মধ্যে কোপে ধনু ধরি বিন্ধায়।
ঘোর[131] এক শর প্রহারিল ধর্ম্মরায়।।
[132]ক্রোধের সে শর সব[132] কবচ ভেদিয়া।
বল্মীকেত সর্প যেন প্রবেশিল গিয়া।।
শরাঘাতে তবে কৃতবর্ম্মা মহাবল।
বজ্রের প্রহারে যেন কম্পিত[133] অচল।।
সেহিক্ষণে অন্য ধনু ধরিয়া সত্বরে।
যুধিষ্ঠির রাজাক ভেদিয়া সাতশরে।।
শরে ধনু সারথিরো ভেদিল সত্বর।
সর্পসম শক্তি তবে ধরি যুধিষ্ঠির।।
ক্রোধে নৃপতিক প্রতি করিয়া প্রহার।
দক্ষিণ বাহুক বেগে ভেদিল তাহার।।
ক্ষুধিত পশিল যেন ভুজঙ্গ করাল।
পুনু ধর্ম্মরাজে ধনু ধরি সেহিকাল।।
কৃতবর্ম্মা রাজাক সন্নত পর্ব্ব শরে।
যন্ত্রেকে পর্ব্বতক যেন জলধরে জল ধরে।।

তবে কর্ণ রাজের কেনেকে ভোজরাজে।
সারথি ধনুক পেলিলেক অবরাজে।।
পুনু[১৩৪] যুধিষ্ঠির খড়্গ চর্ম্ম ধরিলন্ত।
আসিতে তাহাক কৃতবর্ম্মা ধরে ধনু।।
দুইখান করি কাটি ভূমিত পাড়িল।
সাতসরে আরো কর্ণরাজক ভেদিল।।
(ছিন্ন হৈয়া শরিরের কবচ) পড়িল।
আকাশত হন্তে যেন নক্ষত্র খসিল।।
বিরথ বিধনু বিকবচ হৈয়া রণে।
অনুরিল যুধিষ্ঠির খড়্গ চর্ম্মের মন রঙ্গে।।
(ভোজরাজে জিনি তবে পাণ্ডব) রাজাক।
রহিলন্ত রক্ষা করি দ্রোণের সেনাক।।
সঞ্জয় বদন্তি তবে মহাবীর ভূরি।
সাত্যকির এ পথ ঘিরি[১৩৫] রহিল আগুরি[১৩৫]।।
পাছে ক্রুদ্ধ হৈয়া যুযুধান মহাবীর।
দশ বাণে হৃদয়ক ভেদিল ভূরির।।

১৬৯(খ) শেষ।

১৭০(ক)

ভূরির হৃদির ভূরিধার যেন তবে।
ফোটে ফুটি রক্ত জল দল যেন স্রবে।।
সাত্যকির দুইস্তন ধরে সাতশরে।
ভূরি মহাবীরে ভেদিলেক ধনশরে[১৩৬]।।
পরস্পরে আরক্ত করিয়া চক্ষু।
দুইরো হাতের ধনু কাটিল (কার্ম্মুক)।।
(তবে দুয়ো বিরে অন্যো অন্যো) ধনু ধরি।
হানিল দুইকো দুই শরবৃষ্টি[১৩৭] করি।।

পাছে যুঝো বীর তবে হয়্যা পরিশ্রম।
যুযুর্দ্ধক বান যুদ্ধে কৈল উপসম।।
(তবে ক্রোধে হাস্য করি) সাত্যকি প্রচণ্ড।
ভুরির কোদণ্ড কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।।
পাছে লেজে ছিন্ন ধনু ভুরির হৃদয়।
মাধবে সাত্যকি ভেদিলেক সে সময়।।
তবে অন্য ধনু ধরি ভুরি মহাজ্ঞানি।
সাত্যকিকো ভেদিলেক তিনি বান হানি।।
পুনরপি হাস্যকরি তন্ত্র ধনু বীর।
কোদণ্ড খণ্ড টুক খণ্ডিলেক সাত্যকির।।
কাটা গেল কোদণ্ড সাত্যকি মহাবলে।
কোপ হয়্যা আবিষু ভুরির বক্ষস্থলে।।
বেগযুক্ত শক্তি এক হানিল তুরিত।
হৃদয়বিদারি তাঅঁ পশিল ভুমিত।।
ভেদ হয়্যা ভুরি রথ হস্তে পাত হৈল।
দেখি অশ্বত্থামা সাত্যকিক ধায়্যা গেল।।
ঘটোৎকচ দেখি শোক করি পরিহার।
সাত্যকিক প্রতি আয়্যা দ্রোণের কুমার।।
মোর পর দুদ বোলে কথা আন্য বরবর।
মোর হস্তে নাজিবোঁ তাৎপিবো আজি মর।।
মহিষক কুমারে মারিল জে প্রকার।
তোক সেহিমত যুঝি করিবোঁ সংহার।।
এহি বুলি দুটি লেখ ক্রোধে রক্ত করি।
ধাইল দ্রোণক [১৩৮]জেন গজক কেশরি।।

ভীমপুত্ৰে শৰবৃষ্টি কৰিল বহুত।
সে সব শৰক ছেদিলে দ্ৰোণসুত।।
আপি বিলোপৰ শৰ সকলো বিনাশি।
মত মৰে ঘটোৎকচ ৰাক্ষস হাসি।।
ভেদি গৈল শল্কি পশুৰ যেন তনু।
শোভিল ৰাক্ষস ৰশ্মি পুঞ্জে যেন ভানু।।
তবে ঘটোৎকচ ক্ৰোধে মৰে এ পাখ্ৰা দুৰ।
অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ দু ধুৰন্ধ নাৰাচ পিলিধুৰ।।
বিকৰ্ণ[১৩৯]বৰাহ কৰ্ণ মাৰিক অথৱে।
বজ্ৰ ঘোৰ সম শৰ্ক অৱধানী সৰে।।
দুই কৰি দ্ৰোণিৰ দেহ হৈল ভেদ।
বহিবাক ৰুধিৰ লাগিল অবিচ্ছেদ।।
শৰ বৰিষণ আৰো কৰিল বিপুল।
দ্ৰোণি তবে দেখে শৰবৃষ্টিক আকুল।।
হানি অতি বল দ্ৰিত দিব্যাস্ত্ৰ ধনুবান।
বিনাশিল ৰাক্ষসে বৃকক[১৪০] যে বন ধান।।

১৭০(ক) শেষ।

১৭০ (খ)

আকাশত হৈল তবে শৰে শৰে ৰণ।
চেদিতে অন্যেক অন্যে দুয়ু পৰিষদ।।
উঠিগ্ৰা বুলিংগ দেখে ৰাহুত আকাশে।
হৈগেল খদ্যোত দিগ্মিদৰ শৰকাশে।।
তবে দ্ৰোণি তোমাৰ পুত্ৰক পুত্ৰৰ প্ৰতিকাশে।
দগোধিলে শৰবৃষ্টি কৰিল সংগ্ৰামে।।
ৰাক্ষসক ঢাকিলেক দেখে শৰজালে।
ঘটোৎকচ বাণে ভেদিৰুপ হৈল তাকে।।

ঘোর রণ হেনমত হৈল সে প্রকার।
যেন বৃত্র বৃত্রারির যুদ্ধ হৈল সে প্রকার।।
তবে ভীমসুত ঘটোৎকচ মহাকায়।
দণ্ডধরে প্রলয় কালিনি অগ্নিপ্রায়।।
বেগবে শক্তি দ্রোণীর হৃদয় ভেদিলেক।
দুঃখে দ্রোণি বাতে বৃক্ষ যেন কম্পিলেক।।
ভূমি কম্প গিরিনাথ কম্প থরথরি।
মোহ হৈল ১৪১ ধ্বজ দণ্ড অবলম্বি করি।।
হাহাকার করিল তোমার সেনাগন।
হত হৈল যেন তাক মানিল তখন।।
সে অবস্থা দ্রোণীর দেখিয়া সে সময়।
সিংহনাদ হৈল তবে পাঞ্চাল সৃঞ্জয়।।
লভিল চেতন তবে গুরুর কুমার।
নিদ্রা হৈতে যত সিংহ জাগে সে প্রকার।।
আকর্ণ পুরিয়া তবে টংকারি কোদণ্ড।
প্রহারিল ঘোর শর যেন যমদণ্ড।।
ভেদি ঘটোৎকচের হৃদয় হৃদয়ে সেজে শর।
ভূমিত পড়িল[১৪২] বেগে যেন বিষধর।।
আতি তেন হয়া সে রাক্ষস নরখাদে।
রথ পার্শ্বে বসিল [১৪৩] চেতন নাহি পাবে[১৪৩]।।
দেখি ঘটোৎকচক মোহিত এ প্রকার।
দ্রোণির নিকটে হৈতু রথক তাহার।।
সারথি অদুর হৈল তবে দ্রোণ সুত।
মহাঘোর সমর করিল অদভুত।।

তবে তন্তু পুত্রগন অন্যোন্যে ৰজিল।
পুজা করিলেক তাক আনন্দ হৃদয়।।
(দুর্মুখ) হেন কর্ম্ম করি পরাক্রমে।
দিপ্তি করি রৈল মহাবেশ্বর সুর্য্য সমে।।
তবে দ্রোণ সমে যুদ্ধ করে বৃকোদর।
দুর্য্যোধন রাজা তাক সান্দিত সরে।।
(দুই শতন মধ্যে তবে ভেদে দুইশরে)।
ভীম সেন তাকো ভেদিলেক দশসরে।।
তুষ্টি সরে কুরুরাজ রৈল তাক ভেদ।
তবে ভীমসেন করি সর অবিচ্ছেদ।।
(দুর্য্যোধন সরে তার কাটিল চৌপাশ)।
সরে ধ্বজ ধ্বজা দুয়ো করিল প্রকাশ।।
ঘোর বেগে ধ্বজ জেন ধ্বজা পরনত।
চন্দ্র সুর্য্য সব জেন বরশা কানত।।
(পাছে শক সরে) ভেদি ভীমক সমরে।
রহ রহ বুলিল কৌরব নরেশ্বরে।।

১৭০(খ)শেষ।

১৭১(ক)

শুনি আমর্দ্দন ভীম সাধ্যাতে ধনুক।
দশ শরে ধনুক কাটি ছেদিল ধুরুক।।
দুর্য্যোধন রাজাক ভেদিল নবসরে।
দুর্য্যোধনো বেগবে ভীমসেনক সত্তরে।। ১৪৪
বাহুবলে সব ধনুর্দ্ধরের অদ্ভুত।
নিক্ষেপ করিল বহুবান বিশেষত।।
বুরত্র সাবক সরে ধনুক ছেদিল।
পুনরপি দশসরে শরীর ভেদিল।।

তবে ভীমসেন অন্য ধরিয়া ধনুক।
সাতশরে কাটিলেক রাজার ধনুক।।
তবে মহোৎকটে মহারাজা দুর্য্যোধনে।
হেনিল ভীমের দেহে ধনুক গর্জনে।।
তবে ভীমসেন এক শক্তি বিষরূপ।
ধূমকেতু নক্ষত্রের শিখর সরূপ।।
তুলি বলে প্রহারিল চলিল আকাশে।
মৃত্যুর ভগিনি দংশিবারে যেন আসে।।
কুরুরাজ তাহে নাহি সহিতে শকত।
ভীম বিদ্যমানে সর্ব্বলোকের আগত।।
তীক্ষ্ণ তীর শরে কাটি তাক কৈল তিনি খণ্ড।
দেখি ভীমে গদা তুলি লৈল পরচণ্ড।।
ভাঙ্গিলেক রাজা দুর্য্যোধনের রথক।
হানিল শকতি যেন কুমার কুমারে ক্রৌঞ্চক।।
তোমার পুত্রের তবে অশ্ব সারথিক।
গদাঘাতে নিল ভীম যমের পুরক।
সে রথত হন্তে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
নন্দকের রথে তবে কৈল আরোহণ।।
তমু পুত্র হত হৈল হেন মানি সবে।
ভীমে সিংহনাদ করিলন্তু মহোৎসবে।।
সবে কৌরবক তর্জিলেক এমত বলে।
তাক শুনি দুর্ব্বুদ্ধিজনের সর্ব্ব বলে।।
রাজা হত হৈল শুনি তমু সৈন্য সবে।
হাহাকার শবদ করিতে লৈল তবে।।

যুঝিল্লা সুনিএগ সেনার মেজে হাহাকার রোল।
ভীমের সুনিএগাঁ সেজে শবদ আন দোল।।
দুর্য্যোধন রাজা হত হৈল সেন বানি।
হৈলেন্দ্র বৃক্ষ ভ্রম সংখ্য শাকান বাহিনি।।
কুরুক্ষেত্রে যথা আছে সকলেত থাক।
উদ্যোগ পূর্ব্বকে চলি গেল বুঝিবাক।।
শল্য দ্রুম কহয় দুর্নের কৌরব রাজাক।
সহদেব আসনু [১৪৫]দ্রোণক[১৪৬] জুঝিবাক।।
নিবারিল তাক কর্ন্ন মহা ধনুর্দ্ধরে।
সহদেব রেশদে রাবেন্দ্রক সবশরে।।
আকর্ন পুরিয়া ভেদিলেক দৃঢ়তনু।
দশশরে ভেদিল শরীর আরো পুনু।।
তবে তাক তুতি কর্ন মহা অজীবানি।
ভেদিয়া গেলেক একশত শর হানি।।
পুণমগে ধনুকো ছেদিল রাধা সুতে।
তবে সহদেব অন্য ধনু ধরি হাতে।।

১৭১(ক) শেষ।

১৭১(খ)

কুড়ি শরে কর্নক ভেদিল কলেবরে।
মেঘক কিরণে যেন ভেদে দলিকরে।।
সে কালত সে গোটা অন ভুত আশ্র হৈল।
সহদেব কর্নক এবত জাতো হৈল।।
তবে পাণ্ডবের কর্ন চারিয়ো ঘোড়াক।
[১৪৭]সরচোটে পঠাইল মৃত্যুর বাসাক[১৪৭]।।
অপর সম্রুত ধর্ম্ম সরে সারথিক।
বাতি কর্ন্ন পঠাইল যম মন্দিরক।।

তবে কোপে রাধেয়ক বধিবাক লাগি।
বজ্রর্দ্ধ চর্ম্ম লৈল সহদেব মহাভাগি।।
সে বজ্রর্দ্ধ চর্ম্মক কর্ণ হাস্য করি কেন।
[১৪৮]শরে সহদেবের মস্তুরে ছেদিলেন [১৪৮]।।
কর্ণের রথাক্ষ রথক ছুটি তাত অনমুরে।
সহদেব কেপিলেক গদা[১৪৯] অদ্ভুত রে।।
সব হানি তাকো কর্ম করিয়া খণ্ডিত।
পিড়িল সবলে পাড়িলন্ত পৃথিবীত।।
গদা নষ্ট দেখেন কর্ণক প্রতি তবে।
কেপিল সকতি এক [১৫০] শাবর শরবে[১৫০]।।
কেমেতে তাহাকো কর্ণ শরে কৈল ছেদ।
রথ মঞ্চ তবে সহদেব করি বেদ।।
সম্মুখে নামিয়া ধরি রথের চক্র।
কপিল কর্ণক প্রতি আবেগ পূর্ব্বক [১৫১]।।
সহস্রেক শর করি কর্ণ তাতপর।
রথচক্র ছেদিল আসিতে পাণ ভবর।।
শরে ছেদ হৈয়া সহদেব ভয়োবয়। [১৫২]
রহিল সবর ছেড়ি দেখি সহিষ্ণয়[১৫৩]
সহিষক খাড়া আসি হাসি কর্ণ তবে।
সহদেব কুমারক বলিল বিদুরে।।
বিসিষু রথির সমে ন করিবোঁ[১৫৪]রন।
তুমি তাক আপনার সদৃশ ত্র জন।।
এ বাক্যক মোহোর অন্যথা না করিবা।
যদি কর তবে তুমি অবস্যে মরিবা।।

বারম্বারে এ বুলি বাঁচিত করি রহবে।
নাগাত্রা ধনুর অত্রভাব তার অবলে।।
দুর দুন্দ্ব কর্ণ অর্জুন তোর তাবে।
নিজো তোক বিদায় জানিত্রো তার তাবে।।
অথবা যরক যাত্রা মুক্ত হয়া থাক।
এহি বুলি কর্ণে পাণ্ডু পাঠাল তোমাক।।
(থাত্রা দেখ পাত্রা মহদেবক না যাব্রি।)
কুন্তির বচন শরি প্রতিজ্ঞা উদ্ধারি।।
কর্ণ বাক্যে মহ মনু[১৫৫]অনুত্যু হয়া তবে।
জীবনক থিক্কার করিয়া (সহদেব সহদেবে)।।
(বহুমূল্য রথত করিল আরোহন)।
(বিরাট দ্রোণেক প্রতি) আশিতে তখন।।
তাক সহ্ররাজে শরজালে হয় টৈল।
মন্দ্রু ধম্ভাসুরের শবর জেন ভৈল।।
(তবে একশত) শরে মনু(টৈন্য রায়)।
ভেদিল মন্দ্রান করি বিরাটের কায়।।
বিরাটে টৈন্যক ভেদিলেক নবশরে।
সহস্তরি শরে আরো ভেদিল অপরে।।
আরো একশত শরে ভেদিল টৈন্যক।
সদ্র তবে যখন্যর অগ্নি চারিত্রো ঘোটকক।।

১৭১(খ)শেষ।

১৭২(ক)

শরঘাতে বেন্ধিলেক যতের নগর।
নারথি দ্রুজেক পাড়িলেক[১৫৭]তারপর।।
(তবে ধনুবিহিন রথক করি ত্যাগ)।
মহাবুদ্ধি করি টৈল যত্ন মহাভাগ।।

রত্নরত্নীর বাহন বিহিন তবে দেখিয়া ঠাকুর।
সকল লোকের[১৫৮] আগে ছিল সতানিক।।
দৈত্যেক বাহন ভজি ঠাকুর সহায়।
তবে তাক আসিবার দেখি মদ্র রায়।।
মন্ত্রানে অনেক শর করিয়া প্রহার।
মেরে সতানিককো পেশিল যমদুয়ার।।
<কনিষ্ঠেক আইবার নিরেখিয়া পরে>।
<উঠিল বিরাট কোপাবিষ্ট হয়্যা> রথে।।
দ্বিগুণ বিক্রম হয়্যা প্রবায়্যা লেএক।
মরেবক্র চৈল মদ্ররাজের রথক।।
তবে <কোপে সৈন্য বিরাটের> দুরন্ত।
প্রহার<করিল যুদ্ধি> শর একমত।।
ভেদ হয়্যা যৎস্য গাছে মেরে শরঘাত।
ব্যথায় দুঃখিত হয়্যা রথে হৈল পাত।।
সারথি ব্যথিত তাক দেখি বিদ্যমান।
যুদ্ধ এড়ুয়ি হল্লে দুর নিল রথখান।।
সৈন্য পরে ভুতকল্প হয়্যা সেনাগণ।
শিবের তনে তুণ প্রায় পলায় তখন।।
তাক দেখি কৃষ্ণ এসে ক্রুদ্ধ হাবাবলি।
[১৫৯]মন্ত্র যথা আছয় সে স্থানক গেল চলি।। [১৫৯]
সে দুরন্ত অনন্ত রাজন প্রবর।
চড়ি অতুচঞ্চ যুগ্ম রথের উপরে।।
সে রাখিত পঞ্চ ক্রম আপার কায় তার।
ঠাকুর কোলেতে পুত্র লোকে যে প্রকার।।

ভাবুকের চর্ম্মে আবরিয়ে কলেবর।
বিকৃত বদন চক্ষু শব্দ ভয়ঙ্কর।।
পার্থের রথক পবক তাকে বাধি মেঘনাদ।
বহুবান বৃষ্টি দুদ্ধে করিল যুদ্ধ প্রীত।।
তবে বৃদ্ধ কাক কঙ্ক পেচক বৃকাল।
এ সব আনন্দ দৈন্য করিতে সেকাল।।
পাছে মন্ত্র রাক্ষসের হৈল ঘোর রণ।
অর্জুনে মন্তেক শর হানিলা তখন।।
বড় ছোটে সেজে অলম্বুষ ডাকিল।
নবশরে তার শুভ্র মুকুট কাটিল।।
তিনি বাণে নিল সারথিক[১৬০] যমঘরে।
দুবেন্দুক রথের ধ্বজ তিন তিনি শরে।।
চারি শরে হৈল চারি ঘোটক সংহার।
বঞ্চা পাছে বিরথ পার্থক মারিবার।।
বহুবর্ণ চর্ম্ম ধরি ধান্য রাক্ষস প্রধান।
অর্জুনে করিল তাকে[১৬১] কাটি দুইখান।।
সেজে রাক্ষক পার্থে নিদারুণ বাণে।
পীড়িলেক পর্ব্বতক বজ্রে যে বন বাণে।।
ভয়ে তবে বিধে বিধুনিত অলম্বুষ।
প্রাণ লয়্যা পলাইল ছাড়িয়া পৌরুষ।।

১৭২(ক) শেষ।

১৭২(খ)

রাক্ষক জিনি পাছে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রোণের পালক[১৬২]সেন বরিষীয়া শর।।
অর্জুনের শরে বৃতকন্দ্র হয়্যা তবে।
ভাগিল[১৬৩]পিড়িশ শবদ্রুগ[১৬৪] গণ্ড মন্য মবে।।

সঞ্চ ভুয় বলশি অন্‌ত রূপ্‌ত সুপতিক।
তুষ্ট সৈন্য বধি[165] তবে আন্য সতানিক।।
দেখি চিত্রসেন তার পথ নিরোধিল।
তবে সতানিক তাক নারাচে তাড়িল।।
দশ শরে চিত্রসেন তাহাকো ভেদিল।
শতন মধ্যে দেহে নববাণে বিদারিল।।
নারুনীক[166] ব্যথিত করিয়া চিত্রসেন।
দেখি লোক অদ্ভুত সে দোহে মানিলেন।।
তবে শানাইত সরে সতানিকে তার।
ছেদিল হাতের ধনু বুকপোটে আর।।
অন্য ধনু ধরি চিত্রসেন তাত পরে।
সতানিক বিরথো ভেদিল নবসরে।।
পাছে চিত্রসেনের রথের চারি হয়।
ক্রুদ্ধ হয়া সতানিকে নিল যমালয়।।
রথ হল্যু নাশি তুমি পাছে চিত্রসেন।
পক্ষি স মায়ুকে সতানিকে পিড়িলেন।।
সতানিকে ধনুক কাটিল হয়া ক্রুদ্ধ।
তার পাছে চিত্রসেন ভেজি তবে[167] যুদ্ধ।।
বিরথি বিধনু হয়া অসন্ত্রাসে বনু।
কৃতবর্মা রাজার রথত চড়িলন্তু।।
দ্রুপদ রাজাক বৃষসেন সে সময়।
শরবৃষ্টি করি পাল্য কর্ণের তনয়।।
দ্রুপদে তাহার তবে বাধুবক শহরে।
সাঠি শরে ভেদিলেক নিজ বাহুবলে।।

ক্রুদ্ধ হয়্যা তবে বৃষসেন মহাবীর।
শতন শরো মেঘে যক্ত যেন নৃপতির।।
মারিল অনেক শরে শনু [illegible] কলেবর।
ছেদ হয়্যা দুয়ো হৈল যেন শবধর।।
কুপিয়ে দিলএ দেহা হয়্যা সে দুবার।
সোভা হৈল পুষ্পিত পলাশ যে প্রকার।।
তবে দ্রুপদক নবহানে বৃষসেন।
ভেদি পুনু শরজড়ি শরে হানিলেন[১৬৮]।।
হানিলনু তিনি বান টানি আন ধনু।
সহস্রেক বান আরো বরষিয়া পুনু।।
(সোভা করিলেন বৃষ্টি যুক্ত মেঘ প্রায়)।
ছেদ (হয়্যা দ্রুপদের) সেনা জত রায়।।
পরিবার প্রদীপ চেরাত্ম সে রাজিত।
প্রান লয়্যা পলাইল হয়্যা পরাজিত।।
(সে সকল প্রসিদ্ধে পৃথিবী সোভিলনু)।
(নির্ম্মল আকাশ জেন গ্রহগনে মনু)।।
পড়িছে ধরণে খসি তার লাগি ছটা।
সোভে ভূমি জেন শবিদ্যুত (ঘনঘটা)।।
(বৃষসেন বিরা তবে সোবকের গণ)।
(তাপিল) দৈন সুরে তয় দানব জেমন।।
বৃষসেন বীর তবে করি শীঘ্রগতি।
গেল জথা আছে যুধিষ্ঠির নরপতি।।
পাছে (দুঃশাসন প্রতিবিন্ধ্য কুমারেক)।
ধায়্যা গেল বৃষে জেন প্রবল ব্যাঘ্রক।।

নবাগনে দুর্য্যো লোভিলেক সেকালত।
নির্ম্মল আকাশে যুধ ভাস্কর যেমত।।
তবে (দুস্মাসন প্রতি বিন্ধ্যের) নরাটে।
রক্ত ফোটে ভেদিলেক শর তিনি গোটে[১৬৯]।।

১৭২(খ) শেষ।

১৭৩(ক)

অতি ভেদ হয়্যা প্রতিবিন্ধ্য লোভিলেন।
তিন পুংখ যুগুত পর্ব্বত শোভে যেন।।
পতিবিন্ধ্য তবে দুস্মাসন সত্বরে।
কর্ণবান ধনু টানি ভেদিল শরীরে[১৭০]।।
সত্তরে পুনরপি আরো ভেদিলেক [১৭১]।
অমুরব সারথি পুরকো ভেদিলেক।।
তবে তোর শরাঘাতে ভেদ হয়্যা মর্ম্ম)।
দুস্মাসন করি এ দুষ্কর ঘোর কর্ম্ম।।
পরে প্রতিবিন্ধ্যের ঘোড়াক সংহারিয়া।
তক্ষে সারথিক রথ হস্তু নিপাতিয়া।।
(পুত্র সপ্ত ত সম বস্তুভি পারে তিন পরিমান)।
(ধরি রথখানেক করিল খান খান)।।
বাণজড়ি ঝাঁকখানি তুলিব পতাকাক।
তিন পরমান কাটিলেক এ সবাক।।
(তবে রাজপুত্র প্রতিবিন্ধ্যে মহাবাণি)।
বিরথ হয়্যা তবে ঢেশবে (হয়্যা ধনুস্পানি)।।
বহুবান বরষিয়া টৈল ঘোর রণ।
পুরত্র সাবত শর হানি দুঃশাসন।।
ছেদিলেক প্রতিবার হস্তের ধনুক।
পুনু সপসরে প্রতিবিন্ধ্যের রথক[১৭২]।।

ভেদিলেক দুঃশাসন তনয় তোমার।
বিরথ দেখিয়া তবে ভ্রাতৃগণ তার।।
আবরি ধরিল তাক আসি সেকালত।
তবে প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতি সোমের [১৭৩] সুত।।
ঝাম্পদিয়া আরোহন করি সহিদেব।
ধনু ধরি তোমার পুত্রক করি ভেদ।।
পাছে যবরাজ্য বিবর্দ্ধনি সে রাখিত।
ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তি। দেখি লাগে ভিত।।
শঙ্ক ত্রয় বলতি তবে পাণ্ডার নৃপতি।
রহ রহ বুলি বাক্য নকুলক প্রতি।।
পাছে পরস্পরের ধনুক পরস্পরে।
ভেদিল দুহাক দুয়োজনে পুর্ণশরে।।
ভেবতে নকুলে ভেদ কৈল সে রাজাক।
পাণ্ডারো ভেবতে শিক্ষা দেখাইল তাক।।
দুয়োর তনু হয়া তবে পরে রক্ত ক্ষরিত।
শোভিল পাণ্ডবী যেন কণ্টকে বেষ্টিত।।
তবে দুয়ো দুহার ধনুক আকাণ্ড চায়।
ক্রোধদৃষ্টি করি যেন দহিবাক চায়।।
শকুনি তোমার স্যান তবে সেকালত।
কর্ন্নিকা সায়কে নকুলের হৃদয়ত।।
মহাবেগে পাণ্ডবেরে ভেদিল অতিরেক।
মোহ হয়া নকুল রথত পাড়িলেক।।
পাণ্ডব দেখ যেন রূপ দেখি তাতপর।
সেখন্যায় নাদিল [১৭৪] শকুনি বিরবর।।

পাছে বির নকুল চেতন নড়িলেন।

বাক্য শকুনিক দুবলেনা যম জেন।।

সাতিশর পুত্র পান্‌, বারক জনিন ভেদিলেক।

দুষস্তু সানির[১৭৫] হানি নারাচ শতেক।।

পরে তার ধনুক ছেদিল মুশিট জলা দেখে।

ধ্বজা লোটে কাটিলেক বিবিধ বিশেষে।।

অভিমন্যু ভেদ হয়্যা তবে সে পান্‌ বার।

রথত পড়িল মোহে যয়া জে প্রকার।।

১৭৩(ক) শেষ।

১৭৩(খ)

সারথি দেখিল তাক পাবে নাহি জ্ঞান।

তথা হন্তে দূরতে রাখিল রথখান।।

ঘোর শব্দ দৈল দেখি সবে অনুচর।

সারথিক নকুলে বুলিল তাতপর।।

সত্বরে দ্রোণক প্রতি লৈয়্যায়[১৭৬] আমাক।

শুনি দিল সারথি দ্রোণের পাশ চক্র পাশ তাক।।

তবে শিখণ্ডিক রাখি কৃপ উপাধ্যায়।

ধায়্যা গেল মাতঙ্গক মাতঙ্গ পরায়।।

জথমন গৌতমে আসিতে তাক প্রতি।

নবশরে শিখণ্ডি ভেদিল শীঘ্রগতি।।

কৃপে প্রথমতে তাক ভেদি পঞ্চশরে।

তুড়িবানে পুনু ভেদিলেক তাত পরে।।

বিবিধ সমরে তবে সে দুই জনার।

সৈন দুই সমুদ্রের পূর্বে যুদ্ধ জে প্রকার।।

ব্যাপিল দুহার শরে সকল আকাশ।

বরষার মেঘ জেন ঢাকি দিশপাশ।।

স্বভাবে আন্ধার আরো বাঢ়ে অন্ধকার।
কাল রাত্রি হৈল আরো[177] রাক্ষসে যোদ্ধার[178]।।
তবে গৌতমের ধরিবার অনুমান।
শিখণ্ডি খণ্ডিল হানি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।।
পাছে শিখণ্ডীক কৃপে কোপে ধনু কাটি।
ভুমি ফেলিলেক এক দারুণ শকতি।।
সেহো শক্তি পাটক শিখণ্ডি হানি বাণ।
আসিতে আকাশে কাটি হৈল খান খান।।
ভুমিত পড়িয়া পাছে শক্তি শোভা হৈল।
দেখি কৃপে কোপে অন্য ধনু তুলি লৈল।।
শিখণ্ডিক ছন্ন করি নানাবিধ শরে।
কদম্ব কুসুমাকার হৈল কলেবরে।।
পড়িল রথত হয়া জর্জ্জরিত কায়।
তবে হু তাক জিএ মারিবাক উপাধ্যায়।।
রণ পরাংমুখ দেখি দ্রুপদ পুত্রকে।
চৌপাশে ভেদিল আয়্যা পাঞ্চাল সোমকে।।
তবু পুন পণে রাজা মহাধন্য ধনু।
সে প্রকারে কৃপক আবরি রাখিলন্ত।।
(তবে দুই দলের মিলিল ঘোর রণ)।
(রথি সকলেক বাছি লৈল রথিগণ)।।
বাহিল গজক প্রতি গজ সে প্রকার।
অশ্বার সকলক (বাছি অশ্বার)।।
(পদাতিক পদাতি বাহিল হয়্যা একত্র)।
(এ প্রকারে সে রাত্রি মিলিল ঘোর যুদ্ধ)।।

কতো ভাগে কতো বায় কতো নিবর্ত্তয় ।

যার(বর কাটে শব্দ হৈল অতিশয়)।।

(বহু হস্তি রথিত প্রদীপ জ্বলাইছে)।

(তাকো অন্ধকার নাশি উজ্জ্বল করিছে)।।

কবচ রতন মনি অস্ত্রের কান্তিত।

(অন্ধকার রাত্রিক নাশিছে সে রাত্রিত)।।

(কাকো কেহ চিনিতে না পারি চিনিবাক)।

আন্ধারতে পিতৃয়ে (পুত্রকে) কৈল হত।।

১৭৩(খ) শেষ।

১৭৪(ক)

সেহিমতে মারিলেক পুত্রেয় পিতৃক।

সখুন্দিয়ে সখুন্দিক (সখিয়ে সখিক)।।

(ভাগিনাক মাতুলে মারয় লাগ পাই)।

মাতুলক ভাগিনা ভাইক মারে ভাই।।

আপনার জনক আপনে করে হত।

পরেরো জনক পরে মারে সেহিমত।।

(হেন অমর্যাদ যুদ্ধ হৈল অতিশয়)।

(অন্ধ ধুন্ধ ধুমপতিত) বদতি সঞ্জয়।।

[১৭৯]সে যুদ্ধ রণে[১৭৯] টংকারিয়া কোদণ্ড।

বাজিল ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ দ্রোণের রথক।।

(যদি সেন তার্কো দ্রোণ বধের ইৎসায়)।

(আবরিল পাণ্ডব) পাঞ্চাল জত রায়।।

তাক দেখি রাজা তুমু তনয় সকলে ।

দ্রোণক রক্ষি বেঢ়িল আসি চতুরংগ দলে।।

উভয় সেনার তবে হৈল সম্মিলন।

এক ঠাই হৈল দুই সাগর যেমন।।

তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনু দ্রোণের উপরে ।
তুরঙ্গ ভেদিল ১৮০ পঞ্চ বিশিখ বিষমে ।।
সিংহ জেন করিল বিষম সিংহনাদ ।
তবে দ্রোণে শুনি তার সে ঘোর সম্বাদ ।।
প্রহারি পঞ্চিশ শর ভেদি তার তনু ।
পুনু এক অর্দ্ধবানে ছেদিলেক ধনু ।।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন বেগে দ্রোণের বধক।
দমন কার্মুকি ধরি অন্য কোদণ্ড এক ।।
আকর্ণ পুরিয়া টংকারিয়া ঘোর শর।
দেখিল উদিত জেন দৈবে দিবাকর।।
সকল সৈন্যক ত্রাস করাল্য সমরে।
দেখি দেব দানব মানব বিদ্যাধরে।।
সবে বোলে হৌক দ্রোনাচার্য্যের কল্যান।
দ্রোণের রথক তবে আসিতে সে বান।।
দেখিল ভূপতি কর্ণ দুশাসন নায়ক ।
ছেদিলেক অন্তরাস্তে সে অস্ত্র গোটক।।
কর্ণে শরে খণ্ড খণ্ড হয়্যা সে জে শর।
পড়িলন্তু জেন বিষহিন বিষধর ।।
শর ছেদি পাছে ধৃষ্টদ্যুম্নকো সন্তুতি ।
দশ শরে ভেদিলন্তু সুতের সনুতি ।।
দ্রোণের তনয় অশ্বথামা বিরবরে ।
তাবেক ধৃষ্টদ্যুম্নক ভেদিল পঞ্চ শরে।।

সাত শরে হানি দ্রোণ তার হৃদয়ে   ভেদ কৈল ।
নব শরে হানিলেক মদ্ররাজ শৈল ।।
তিনি বাণে দশ বাণে ভেদিল দুঃশাসন ।
কুড়ি শর প্রহার করিল দুর্য্যোধন ।।
পঞ্চ বান শকুনিয়ো হানিল নাথরে।
কুড়িতে ভেদিল ধৃষ্টদ্যুম্নক এশরে।।

১৭৪ (খ)

সে সাত বিরের বাণে ভেদ হয়্যা তথা।
ন কৈল সম্ভ্রম ধৃষ্টদ্যুম্ন বড়ি ব্যথা ।।
ভেদিল তিতিনি [১৮১]শরে পৃথকে পৃথকে।
দ্রোণক দ্রৌণিক আরো তোমার পুত্রকে।।
আনকো ভেদিল করি শরের প্রহার।
তবে তাক একাকিকে শরে পুনর্ব্বার।।
পঞ্চ পঞ্চ শর হানি ভেদিল শরীর ।
এতন্ত্র হয়্যা দ্রুমসেন নামে একবীর।।
তার্ক্ষ পঞ্চ শর হানি পুনু তিন বাণে ।
ভেদিয়া অপর এক শরের দশ বাণে।।
সুবর্ণের উজ্জ্বল কুণ্ডলে সুশণ্ডিত।
সির দোটে কাটি পাড়িলন্তু পৃথিবীত ।।
সেহে চন্দ্র সম সিরে কামড়িয়া দাঁত।
বাতে বক্র তাল বন কৈল যেন পাত ।।
তবে সেহে বীর সকলকো পুনর্ব্বার।
ভেদিল নিশিত শর করিয়া প্রহার।।
কাটিল কার্ম্মুক বান [১৮২]কর্ণে ধরিবার।
না সহিল তাক যেন রাধার কুমার।।
~~সিংহ যেন না সহিল রাজপুত্র নারংগুলার তেন।~~

সিংহ যেন না সহিল নাংগুলের ভেদ।
অন্য ধনু লেগদে ধরিলেন নড়ি বেগ ।।
ধাইল ধৃষ্টদ্যুম্নক আবেগে ধরিবাক।
বজ্র যথা রথিএ বেড়িল দেখি তাক।।
কৃতবীর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল পাত।
হেন মত তাক মারে শরে বানির বনত।।
দেখি শর বরষিয়া সাত্যকি মহাকায়।
আসি ভজিলন্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহায়।।
সাত্যকিক আসিবার দেখি কর্ণবীর।
বরতর দশশরে ভেদিল শরীর ।।
দশ শরে সাত্যকিও কর্ণক ভেদিয়া।
না জানিল রহ রহ বুলিল গর্জিয়া।।
ঘোর যুদ্ধ হৈল তবে কর্ণ সাত্যকির।
যেন যুদ্ধ হৈছে পূর্বে বাসব বলীর।।
তব শব্দ সে বাণ করি মনে ভবিয়ক।
সন্ধানে ভেদিল মনে সাত্যকি কর্ণক।।
(কর্ণে তবে কোপে কম্পাইয়া পৃথিবীক)।
(নানা অস্ত্র শস্ত্রে যুঝিলন্ত সাত্যকিক)।।
বিপাঠ নারাচ বৎসদন্ত ও আঞ্জলিক।
ক্ষুরক ক্রৌঞ্চক কর্ণি অপর (নালিক)।।
(সাত্যকিক ভেদিলেক একখানি বাণে)।
(সাত্যকি ও কর্ণক ভেদিল) সে বন বাণে।।
একখানি বাণ বরিষিয়া ভেদ হৈল।
এ প্রকার সে দুহার (তুল্য যুদ্ধ হৈল)।।
(তবু দ্রোণ গাগন কর্ণ পুরবল তবে)।
বরিল বেড়িয়া আসি সাত্যকিক সবে।।

পিরপুরে ভেদিলেক নানাবিত শরে।
মহাবীর (সাত্যকি তাহাত অনন্তরে)।।
(তোমার অন্দক আর কর্ণের অন্দক।
অশ্বের সমু নিবারিল বাধব পুর্বক।।

১৭৪(খ) শেষ।

১৭৫(ক)

শতমধ্যবেগে বৃষসেনের ভেদিল।
বেগে বল্মীকত(যেন সর্প প্রবেশিল)।।
(খিরে বৃষসেন তবে ধাড়ি ধনুশর)।
পড়িল দক্ষ ান হয়্যা রথের উপর।।
কর্ণে দেখিলন্ত বৃষসেন হৈল হত।
পুত্রশোকে (উপতপ্ত কর্ণ সেকারত)।।
(বড় পীড়া পিড়িলেক সাত্যকির বানে)।
সাত্যকিয়ো কর্ণক পিড়িল ভল্লবানে[১৮৩]।।
বহুবানে কর্ণকে ভেদিয়া বারম্বার।
পুনরপি ভেদিলেক দশশরে আর।।
(ক্রে বা বৃষসেন জ্ঞ ান রবিল চিন্কি ত)।।
ভেদিল তাহাক সাত শর সানাধিত।।
সেই দুই জনার তবে হাতের[১৮৪]কোদণ্ড।
কাটি দুইখান করি হৈল খণ্ড খণ্ড।।
(ক্রোধে পিতাপুত্র তবে) নানা হৈত শরে।
চতুর্দিকে সাত্যকির ভেদিল সমুরে।।
হেনমত সংগ্রাম ত্রিররx দিবিল অতিশয়।
টংকারের ধনি[১৮৫]মাত্র শুনি সে সময়।।
[১৮৬]রথঘোষ শাক ভিবীর শব্দ ভয়ংকর[১৮৬]।
শুনি দুর্যোধনক বুলিল কর্ণবীর।।

সিধি কৌরবক মারি বীর ধনঞ্জয়।
শাখ ধ্বনি টংকার করি আসন্তু নিশ্চয়।।
জার দিব্য রথ বাসব দিব্য রথ সম।
সে করিব কার্য্যত জেমত তার্ক্ষ্যঁ দেব।।
সারথি[১৮৭]সেনাক আমো করিয়া বিদির্ন।
কদাচিত নাহি আর দেবার বিস্তির্ন।।

[১৮৮]সাগরত বাতাহত নৌকা জেন ভাসে।
তেমতে ভাসিছে তারা অর্জ্জুনের ত্রাসে[১৮৯]।।
গাণ্ডিব ধনুর বানে ভেদ হয়্যা কায়।
ভয়ে যুথ যুথ যোধ্ধা যে সব পলায়।।
তা সভার হাহাকার শব্দ শুনি আতি।
আমো নানা শব্দ শুনি এতে মধ্য রাতি।।

সাত্যকি রহিত তাত মধ্যত আমার।
এতেকে এথাতো পুনু হৈল হাহাকার।।
তবে না পারিলা পুনু শত্রুক জিনিতে।
দুর্য্যধনের পুত্র আরো দ্রোণের সহিত।।

মিলিছে দুজনো দুই জিনিবার আসে।
তোমার সোদর সবে বেড়িয়া চৌপাসে।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিক এতেকে মারিলে।
দেখ রাজা অবস্যে আমার জয় মিলে।।

এতেকে মারিছি অভিমন্যুক জেমত।
এই দুইজনক বেঢ়ি মারে সেহি মতে।।
আনিছে সাত্যকি যুদ্ধ দ্রোণের সেনাক।
আবরিছে কৌরব সকল এথা তাক।।

দেখি আস্যে অর্জুন সহায় করিবাক।
কত ভাগে সেনা জাউক নিবারিতে তাক।।
অর্জুনে না জানে রাজা জাবত দেহাক।
সাত্যকিক তাবতে নাসয় বারিবাক।।

১৭৫(ক) শেষ

১৭৫ (খ)

হেনমতে কর্ণের বুঝিয়া অভিপ্রায়।
যৌবনক গৌরবে বুলিল কুরুরায়।।
তুমি অনিবর্ত্তি হস্তি সহস্র সহিতে।
মহারথি আরো অযুতেক সমন্বিতে।।
অর্জুনের ঠাঞি জাব তৎকাল বাতুল।
পাছেতে পঠাবো আরো সহায় বিপুল।।
দুশ্শাসন দুর্ম্মিসহ সুবাহু অপর।
আরো দুঃপ্রধর্ষণ সোহর সোদর।।
জাইব এসব লয়্যা পদাতি প্রচুর।
জায়া কৃষ্ণ অর্জুনক দেখ যমপুর।।
যুধিষ্ঠির ভীম সহদেব নকুলক।
এ সবাক দেখ জায়া[১১০]যম সদনক।।
জেন x দেবরাজত প্রত্যাশা দেবতার।
তেমতে তোমাত জয় প্রত্যাশা আমার।।
সুনিঞা সকুনি তুষ্ট সুবশন সংগে।
মহাসৈন্য সকলে আবৃত হয়্যা রঙ্গে।।
দুর্য্যোধন নৃপতির প্রতির নিমিত্ত।
পার্থ সকলক দাহ করিবার চিত্তে।।
চলিল যৌবন কৃষ্ণ ধনঞ্জ জয় যথা।
(সত্তুর সহিতে তুষ) বীর বর্ণ এথা।।

ঘোর যুদ্ধে দ্বন্দ্ব আরম্ভিল কর্ণ মহাভাগী।
শরবৃষ্টি করি ঢাকিল সাত্যকি নাথি।।
কর্ণের পাছে অন্য নৃপতি সকল।
সাত্যকি জাড়া আবরিল মহাবল।।
তবে গুরু দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত।
দুর্ব্বার সমর আরম্ভিল বীপরিত।।
পাছে হস্তিকন্যা অনুবার[১১১] রথিগণে।
দেখিলি সাত্যকি করিল তর্জনে।।
সাত্যকির বধ আকাঙ্ক্ষা করি তবে।
সিংহনাদ করিল বানবৃষ্টি হৈল সবে।।
সাত্যকিও শরবৃষ্টি করিল অতিশয়।
ছেদিলনু জেন শরীরের রশ্মিচয়।।
হস্তি হস্ত সমস্তক ছেদিল বিস্তর।
গ্রীবাদণ্ড ভঙ্গ বণ ছিন্নেক (ঘোটক বর্ব্বর)।।
(পড়িল পদাতি কত তার) নাহি অনু।
পড়ি পড়ি চামর পতাকা ওকাশনু।।
তারাগন সোভিল গগনে জেনমত।
সাত্যকির যুদ্ধ দেখে জয় তথু সৈন্য কত সত।।
(প্রেত সব কান দিতে আহার করে জেন।
তেমতে ভৈরব মঙ্ক বড় দেখাতো হৈলেন।।
সে সব দেখে সে রাত্রে হইল ভয়ানক।
(শোক শুনি দুর্য্যোধন কৌরব নায়ক)।।
(সেনা সকল দেখি বিদির্ণ হইবার)।
সারথিক আদেশ করিল আপনার।।

এত্রে ভয়ানক শব্দ উথলিছে যথা ।
ঘোড়া বাহি রথে সনু নিল্লো লোক তথা।।
সুনিঞা সারথি রথ নিল শীঘ্রগতি ।
তৈলেন রাজাক সাত্যকির রথ প্রতি ।।

১৭৫(খ) শেষ

১৭৬ (ক)

তবে দুর্য্যোধন ক্রোধ হয়া অতিরেক ।
দ্বাদশ সায়কে সাত্যকিক ভেদিলেক ।।
সেবিক্ষণে (অকম্প) সাত্যকি বিরবরে।
দুর্য্যোধন রাজাক ভেদিল দশশরে।।
ঘোর যুদ্ধ হৈল তবে পাঞ্চাল কৌরবে।
সঞ্জ ক্রুদ্ধ বদতি যুদ্ধ (নৃপতিক তবে) ।।
(দুর্য্যোধন রাজার হৃদয় আশি শরে)।
ক্রুদ্ধ হয়া সাত্যকিয়ো ভেদিল (মুহুর্তরে)।।
সন্ধানে রথের ঘোড়া সকলক তার।
শরের প্রহারে পঠাইল যমদ্বার।।
(পুনু যুযুধানে আরো করি শরঘাত।।
সারথিক পাড়ি রথ হন্তু ভৈল পাত।।
সেজে অশ্বহিন রথ ছাড়ি দুর্য্যোধন।
কৈল কৃতবর্ম্মারX রথক) আরোহন।।
(রাজা পরাজয় হৈলে সেনাক) তখন।
(খেদাইল সাত্যকী জেন মেঘক) পবন ।।
অর্জুন যথাত আছে তথা তাতপর।
রণে নষ্ট রথ হস্তি পদাতি বিস্তর।।
(পার্থক বেড়িল জায়া) সকুনি গান্ধার।
অস্ত্র সনু আবরিব (ধরি) পাটোয়ার।।

নানাবিধ অস্ত্রে সস্ত্রে হানির অনেক।
পর্ব্বতত মেঘে জেন বৃষ্টি করিলেক।।
কালগ্রস্ত হয়্যা তবে রথিগণ তার সঙ্গে।
অস্ত্রক্ষেপি অর্জ্জুনক[১১২] যুঝিলেক সবে[১১২]।।
সেহ্নে হয় হস্তি রথ সকল অর্জ্জুন।
নস্ট করিবাক আরম্ভিল নিদারুন।।
হাসিয়া সকুনি তবে দেখাওে প্রভাব।
অর্জ্জুনক ভেদিলেক করি সরঘাব।।
পুনু একসত সর করি দ্রুতগতি।
পার্থক ভেদিল গান্ধারের অধিপতি।।
তবে কুড়ি সরে পার্থ ভেদি সকুনিক।
তিনি তিনি সরে অন্য সব নৃপতিক।।
ভেদিলেক অর্জ্জুন দুর্দ্ধয় মহাবীর।
কারো হস্ত কাটিলেক কারো কাটি সির।।
সেহ্নে ছিন্ন সির হস্ত পড়ি প্রিথিবিত।
সোভিল আকাশ জেন নক্ষত্রে মণ্ডিত।।
হেন অদভুত কর্ম্ম করি পুনর্ব্বার।
পঞ্চ সরে সকুনিক ভেদিল দুর্ব্বার।।
উলুকক তিনি সরে তাড়িল অর্জ্জুন।
ভেদ হয়্যা পাছে উলুক নিদারুন।।
সন্ধানে কৃষ্ণ ক সর করিল প্রহার।
অভিমন্যু সব দ্র কৈল সেহ্নে দুরাচার।।
তবে বান হানিয়া হানিঞা। অর্জ্জুন মহাবীর।
কাটিল সত্তরে ধনুখান সকুনির।।

চারিজো যোদ্ধাক বান্ধি নিল যমদ্বার।
রথঅংগ হয়া পাছে নৃপতি পান পার।।
উলুকের রথে তবে কৈল আরোহন।
একঠাই হয়া পিতাপুত্রে দুর্য্যোজন।।
সেহে পিতাপুত্রকো তথাতে সরে ভেদি।
সেনাক তাপিত কুমকেন পার্থে বেদি।।
বাহনক ভেজি তবে অর্জ্জুনের ভয়।
দশোদিশে ভাগিল তোমার সেনাচয়।।
জিনি সবে যোদ্ধাক অর্জ্জুন ধনুধনি।
তবে দুর্য্যোজন তবে ঘোর শংখধ্বনি।।
তাত অনন্তরে তবে [৯৯৩] ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
তিনি শরে ভেদি গুরু দ্রোণের শরীর।
ধনুর্গুন ছেদিলেক নানাবিত শরে।
অন্যধনু লৈল গুরুদ্রোণ তাতপরে।।
দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি সেবেনাত।
দ্রোণক ভেদিল নানাবিত শর সাত।।
সারথিক ভেদিলেক পঞ্চ বান হানি।
বেনবুপক নিরেখি মহামানি।।
সন্যক তাপিত তার টুকল শরজালে।
মৃতকল্প হৈল সেনা সকল সেকাল।।
অনেকেক থাকি রুধিরের নদী এক।
উভয় সেনার মধ্যে বেগে বহালেক।।
মৃতক পদাতি হয় হস্তি তাত ভাসে।
যমপুরে যেন বৈতরনি সরগ্রাম নরকাসে।।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাক বেদাড়্যা[১১৪] তাত ধরে।
শোভিলেক দেব মধ্যে জেন পুরন্দরে ।।
শিখণ্ডি কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন যুবরাজ ।
মহাশঙ্খ নাদ করিলন্ত রণরাজ।।
সহদেব নকুল সাত্যকি বিরবরে।
সহস্রে সহস্রে রথিগণক সমরে।।
জিনি দুর্য্যোধন কর্ণ দ্রোণের অগ্রত।
সিংহনাদ করিল গর্জিয়া সেকালত।।
সঞ্জ ক্রুদ্ধ বদতি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
পালাবার দেখি আপনার সেনাগন।।
কোপাবিষ্ট হয়্যা দ্রোণ কর্ণের সমিপ।
শোকে দুঃখে দুহাক বুলিল জায়্যা নৃপ।।
মোক ছাড়িবেন যদি তোরা দুয়োজন।
পূর্ব্বে তবে বুলিবাক না ছিল এমতন।।
পাণ্ডবক জিনিবো আমারা দুইজনে।
না বুলিলা হয় জদি পূর্ব্বে এ বচন।।
তবে আমি সর্ব্বথা তোমার অনুমতে।
থাকেব[১১৫] ন হৈক্যো হব তাবার লগতে।।
(ঈদানিকো জদি না ছাড়িবেন) মোহোঁক।
তবে বিএস্বের (অনুসারে যুঝিয়োক)।।
এ প্রকারে রাজার বচনে পায়্যা ব্যথা।
দুইজ্ঞো চলিল সমুখে সাত্যকি আছে যথা।।
(তাক দেখি সমস্যে আবৃত হয়্যা তবে)।
(সে দুহার সম্মুখে হইল পার্থ সবে)।।

তবে দুর্য্যোধন আদি জত কুরুগনে[১১৬]।
দ্রোণের কর্ন্নের আগে বেঢ়········ ।।
তবে তাক দেখি সাত্যকিক দশশরে।
দ্রোণ দ্বিজরাজ ভেদীলেক দৃঢ়তরে।।
কর্ন্ন ভেদিলেক হানি তীক্ষ্ণ দশশরে।।
সাত শরে (দুর্য্যোধন ভেদিল ······।।
(বৃষসেনে দশ সৌবলেয়ো সাতশর।)।
চতুর্দ্দিশ বেঢ়িলেক সাত্যকি বিক্রবরে ।।
গিরিন্যায় রহিল সাত্যকি সহি তাক।
দ্রোণে (বধিবাক লৈল বাণ ভরি সেনাক)।।
(সে দ্রোণকো সকল) শরজালে।
বৃষ্টি করি শরীরক ভেদিল (সেহিকালে)।।

১৭৬(খ) শেষ

১৭৭(ক)

তেহেঁ দ্রোণ আহরয় ক্ষেত্রিয়র প্রাণ।
(হয়ে অন্ধকারক ভাস্কর জে বন্ধান)।।
(দ্রোণ শরে হয়া তবে বৃত্যুক পরায়)।
কোলাহল করিল পাঞ্চাল জত রায় ।।
পুত্রক তেজিয়া কেহোঁ ভাগে আর্ত্ত হয়া ।
কেহোঁ বা পিতৃক তেজি (ভাগে প্রান লয়া)।।
(পরায় বন্ধুসব তেজি বন্ধুসব জনাক)।।
(ভাগিনা মামাক ছাড়ে মামা) ভাগিনাক।।
সমুন্দিক সমুন্দি করিয়া পরিহার।
[১১৭]আপি লৈল প্রাণ রক্ষা করিবার [১১৭]।।
(মোহো হয়া কেহো পড়ি রহিল তথাতে)।
(পলাইতে দ্রোণ মুখে) কেহো লৈল পাত ।।

হত হৈল কতবা কতবা পাঞ্চাল।
শস্ত্ৰক্ষি বাণ ভৰি সেনাক ভীমসেন যে দেখিল।।
(সহদেৱ নকুল অর্জুন) ভগবান।
যুধিষ্ঠিৰ ধৃষ্টদ্যুম্নাদিৰ বিদ্যমান।।
প্ৰাণ লয়্যা পলাইতে পাইতে তাৰাজ্ঞ।
দেখি দ্রোণ কর্ণ শৰবৃষ্টি কৰি যাৱে।।
তখন হয়্যা (পঞ্চালেয়ক) সকলে পাক ন।
দুঃখি হয়্যা অর্জুনক বুলিল গোপাল।।
দেখি দ্রোণ কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি।
আৰো যুদ্ধ সকল পাক ন বাহিনিক।।
মহাৰথ সবাক্ক কৰিবা অতি ভেদ।
তখন হৈল ১১৮ মা ৰথে পলায় অবিচ্ছেদ[১১৮]।।
ইবাক ৰাখিতে যদি কৰিয়ো যতন।
এহি কথা কহিতে অর্জুন জনার্দ্দন।।
তাতে ভীম আগ্নাভিয়া ফিৰাবা সৈন্যক।
দেখি কৃষ্ণে পুন বুলিলন্ত অর্জুনক।।
আগ্নাভি ফিৰায় বাণ তু পাক ন সৈন্যক।।
ত্ৰেশবে আগ্নো ভীমসেন যুদ্ধ দেখ তাক।।
তাৰ সমে পাক ন সহিতে আৰো তথা।
দ্রোণ কর্ণে যুদ্ধে তুমি কি কৰেন এথা।।
শুনিয়া অর্জুনে আগ্নাভিবাক সেনাক।
জায়া উত্তৰিল দ্রোণ কর্ণৰ পাসক।।
মহাসৈন্য যুধিষ্ঠীৰ ৰাজাৰো শিবিৰ।
সে ৰাত্ৰিত তদ্ভৰ ঘোৰ যুদ্ধ আৰম্ভিল।।

চল দ্রুপদো দ্বিতীয় সাগর জেন মত ।
উভয় সৈন্যের হৈল আন দ্রোণ অদ্ভুত।।
প্রদীপের ছায়া আরো পুন অন্ধকারে।
কারো কেহোঁ সে বেলাত চিনিতে না পারে।।
নাম গোত্র শব্দে মাত্র পারে বুঝিবাক।
ক্ষনেক বিশ্রাম হৈল হয়্যা হতবাক।।
পুনর্বারে আরো ঘোর সমর করিল।
প্রলয় সাগরে জেন মর্য্যাদা লংঘিল।।
পাছে জেজে জে জে ঠাই দেখে প্রদীপ জলয়।
তথা বিরগনে জেন পতঙ্গ পড়য় ।।
মক্ষ ক্রুদ্ধ বদতি কর্ণ তাত অনুরে ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের হৃদয় দশ শরে।।

১৭৭(ক) শেষ

১৭৭(খ)

তেদিল শায়কে তাক ধৃষ্টদ্যুম্ন তাক।
দশ শরে ভেদি বুলিলন্ত থাক থাক ।।
দুইরো শরে হয়্যা দুধার শরীর ।
পুনর্বার আকর্ণ পুরিয়া দুয়োবীর।।
তেদিল দুহাক দুয়োজনে শরে সন্ত ।
শল্কিক শল্কিয়ে জেহ্ন দেখে তিড়ি জেন দশ ড়।।
তবে কর্ণ কোপে ধৃষ্টদ্যুম্নর রথর ।
চারিয়ো ঘোড়াক তেদিলন্ত হানি শর ।।
বরিবার হাতের কার্ম্মুক কাটিলেক।
তত্র সারথিকো রথ হন্তে পাড়িলেক।।
পরিঘ বরিল ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূমি পাবে।
কর্ণের ঘোড়াক পেষিলেক তার ঘায়ে।।

কর্ণ শরে ছেদ হয়্যা না রহি তথাত।
জায়্যা প্রবেশিল যুধিষ্ঠিরের সেনাত।।
তথা সহদেবের রথত আরোহিল।
শিখরী শেখরে জেন কেশরী উঠিল।।
কর্ণের রথেক তবে সারথি তখনে।
অন্য যুদ্ধ ঘোড়া আনি কৈল নিয়োজন।।
তবে কর্ণ সেরে অবসর পায়্যা পাছে।
পাঞ্চালের মহারথিগন জত আছে।।
বড় পিড়া দিলিল তাবাক শরে শনু।
কদলী বনক জেন গজে দলিবনু।।
কর্ণ শরে তাপিত হয়্যা অতিশয় ।
পলায় পাকান প্রাণ লয়্যা সে সময়।।
তবে কর্ণ বাহু উদ্ধমুখ তা সন্ধার।
কুণ্ডলে মণ্ডিত মুণ্ড ভ বুরস্থ প্রহার।।
কায় হস্তু পাড়িল সঘনে হৈল হত ।
বজি বজি জেন গ্রহগণ হৈল পাত।।
আপনাক পরাক নবাক সে সকলে।
রজন জানে মনু কর্ণময় দেখ্যে সকলে।।
তথাপিহো (পাছে কর্ণ) শর বৃষ্টি করি।
ধায়্যা আইসে জেন মৃগক[৯৯৯] কেশরী।।
দ্রোণ কর্ণ শরে দিগপাশে জত রায়।
আচ্ছাদিল দেখি সেনা বিভংগ পলায়।।
(যুধিষ্ঠির রনুরক্ষ ধনুর্দ্ধর হৈবার কহি বল)।
(অর্জ্জুনক জায়্যা রাজা বুলিল বচন)।।

ধনুখানি কর্ণক দেখিয়ো ধনঞ্জয় ।
সৈন্যখারে সূর্য্য যেন তিমির নাশয় ।।
(তার বাণে অনাথ পরাসৈন্য ভাগে)।
(আর্ত্ত সব দ্র করয় সুনিতে দুঃখবাসে)।।
নহিতে না পারি এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ।
কোন কলে ঝোড় কোন ছেদে ঘাড়ে সর)।।
(কিঞ্চি ভেকো সহার না পায় অবকাশ)।
(সহাঞো। করিব বাপু আমাক বিনাশ)।।
এতেকে যে বাগে তাক কর ধনঞ্জয়।
দয়া নাগে (মোর বাপু দেখি জনঞ্জয়)।।
(এমত বুলিল ধর্ম্মরাজে অর্জুনক) ।
(অর্জুনে সুনিঞা। তবে বুলিল কৃষ্ণক)।।
কর্ণের বিক্রমে আজি রাজা যুধিষ্ঠীর।
অতি(ভিত দেব নাথ যদুবির)।।
(সর চোটে পায়া সেনা সকলে পলায়)।
(কর একান্ত উচিত ব্যবসায়)।।

১৭৭(খ) শেষ

১৭৮(ক)

যথা কর্ণ তথা চল নাথ নারায়ণ ।
বধিবোঁ(বান ধেব তাক করি ঘোর রণ)।।
(অথবা সেহাক যুদ্ধ দেব বারে আজি মোক)।
বাসুদেব বোলে ধনঞ্জয় সুনিয়োক।।
অভিমন্যু বিক্রমে মিষ্টয় ১০০০ করে বতি।
দেখো আজি (কর্ণক যেমত সুরপতি)।।
(সেহার সমুখ দৈব সকতি কাহার)।
(তুমি ঘটোৎকচ ব্যাতিরেকে নাহি আর)।।

এ সময় সমাসম শৈহার সহিত ।
জানিবেন সহে আজি তোমার উচিত।।
(অবোধ বালবি বক্তি উন রাত্রায় শ্রিষ্টি পিশু)।
(তুঙ্গ হেতু শৈহাক্ষ জানিহে হইয়া তুপ্তি)।।
[১০০১]সে শকতি বাঙ্গিলে শৈহার সসে তোর[১০০১]।
[১০০২]উচিত না হয় যুদ্ধ করণ দুর্যোদ্ধি[১০০২]।।
(চলি জাউক ঘটোৎকচ বহাপরাএম্ম)।
(অজয় জীবত হলু জাহার জনম)।।
সর্ব্বদায় শৈহাঙ্ক তোমাত অনুরক্ত।
জিনিব কর্মক এজে লিখাচন্দ্র সঙ্গ।।
শৈহাত যোদ্ধোর (হোন না হয়মনেময়।
অর্জুনক (এ বুলিয়া দৈবকি তনয়)।।
এথা আয় বুলি ঘটোৎকচক ডাকিল।
শুনি ঘটোৎকচ আসি আগত রহিল।।
কৃষ্ণ পাণ্ডবক তবে নমস্কার করি।
আজ্ঞা কর কি করিবো বুলিব (শ্রীহরি)।।
হেন শুনি হাসি হরি বুলিলন্ত বাহে।
শুন ঘটোৎকচ তোত জে বিক্রম আছে।।
তার কাল উপস্থিত হৈল মহাবল।
কর্ণ সাগরত বুরে বান্ধব সকল।।
নৌকা হয়া তুমি পরিত্রান কর তাত।
নানা অস্ত্র শস্ত্র আছে অনেক তোমাত।।
রাক্ষসী মায়াত তোত আছন্তু বিশদে।
সেব কর্ণ পাণ্ডবের সেনাক পারাএন্তে।।

ঘোর রূপে লাগিছে প্রলয় করিবাক।
বড় বড় কেশরি পালায় দেখি তাক।।
তুমি ব্যতিরেকে আর নাহিকে উপায়।
যে কর্ণক[১০০৩] এতেকে সে কর বধাকায়।।
পিতৃ মাতৃ বংশের তেজের অনুরূপ।
জন্ম অনুসারে কর্ম্ম করিয়ো স্বরূপ।।
পুরুষ বাক্য শুদ্ধ লোক এহি প্রয়োজনে।
পান্ডবের দুঃখ হর কর এ কারণে।।
ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রত বড় পাপ জনক।
পরিত্রান কর তুমি মারিয়া কর্ণক।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পার্শ্বে বধিব দ্রোণক।
শল্য দুর্য্য বসতি শুন ভূপতি তিলক।।
অর্জুনো কৃষ্ণের বাণি শুনি সে সময়ে।
মুনির বচন ঘটোৎকচক বিনয়ে।।
আবার সৈন্যত মোর মনে আছে যেন।
তুমি যুদ্ধ অপর সাত্যকি ভীমসেন।।
এতেকে সমরে[১০০৪] তুমি জায়া এ রাজিত।
করিয়ো দ্বৈরথ যুদ্ধ এ কর্ণের সহিত।।
সাত্যকিয়ো তোহোর সহায় করিবেক।
তাহার সহিত তুমি কর্ণক মারেক।।

১৭৮(ক) শেষ

১৭৮(খ)

কার্ত্তিক সহিতে জেন বাসব পূর্ব্বত।
বসিয়াছে তারকাসুরক সমরত[১০০৫]।।
হেন মানি ঘটোৎকচে বুলিবন্তু পাছে।
দ্রোণ কর্ণ অন্যজত যথি যুদ্ধি যুদ্ধ আছে।।

১০০৬ সমস্তকে আসি যে সমর্থ একেশ্বরে ১০০৬।
বধিবো কর্ণক এহি রাখিত সমরে।।
রাক্ষস এন্তক মুঝিঁ করিয়া আশ্রয়।
যে সব পলায় যেবা কৃতাঞ্জলি হয়।।
কাকো না রাখিবো রাখি মারিবো সবাক।
সঞ্জয় বদতি বৃদ্ধ কৌরব রাজাক।।
এহি বুলি ঘটোৎকচ তোমার সৈন্যক।
ঘোর নাদে ভয় দিয়া ধাবেন কর্ণক।।
আসিবার দেখি তার কর্ণো হৈল আগ।
যেন মত্ত নাগক ভেটিল মত্ত নাগ।।
ঘোর যুদ্ধ হৈল তবে কর্ণ রাক্ষসের।
যেন যুদ্ধ মিলিছিল ইন্দ্র প্রহ্লাদের।।
দুয়েক দুইজনে লাগিলন্ত গর্জ্জিবাক।
কহয় সঞ্জয় শুনু কৌরব রাজাক।।
কর্ণের রথক এড়ি রাক্ষস দুর্জ্জয়।
আসিবার দেখি দুশাসন সে সময়।।
বুলিল বচন দুঃশাসন কনিষ্ঠক।
নিরেখিয়া রাক্ষসে কর্ণের বিক্রমক।।
ধায়াহ ভাব এবে তুমি সসৈন্যে সত্বর।
কর্ণক পশ্চাত হন্তে আগ্র রক্ষা কর।।
সে বেলা রাক্ষস রাজ আবেশে তথাক।
জটাসুর পুত্র অলম্বুষ বুলি জাক।।
মোক আজি আজ্ঞা যদি কর কুরু রায়।
তবে তম্ভু বিপক্ষ পাণ্ডুত জত রায়।।

সবান ্এবে করো জাগ্না সবাক্ক সংহার।
দোহোর শিষ্যক পূর্বে মারিছে দুর্ব্বার।।
দুয়ু পার্শ্বে রহিয়াছে দোহোর শিষ্যক।
বধো যুঝি এতেকে দৈবাক দৈবানিক।।
তবে অলম্বু্ষক সাদরে দুর্য্যোধন।
প্রিতি সম্ভু বারম্বারে বুলিব বচন।।
পেলিতে (পশুক যুঝি জনের) সমাজে।
দ্রোণ কর্ম সহিতে সংগ্রামে (হৈবো সাজ)।।
তাতে তুমি আন্য রাক্ষসেন দু মহাতাপ।
বাষু্ জেন আমি হৈব অপনির নাশ।।
(দোহোর আজ্ঞা হয় তুমি এতেকে সম্প্রতি)।
এক্ষে ঘটোৎকচেক (বধিয়ো শীঘ্রগতি)
তবে দেবেনাত দুর্য্যোধনের আদেশে।
জটাসুর পুত্র ঘটোৎকচক আবেশে।।
(এক্ষেবুরে রণে পাণ্ডু কটকক মথি)।
যথাত আছনু ঘটোৎকচ মহারথি)।।
তাক জটাসুর পুত্র করি কোপ দৃষ্টি।
জাগ্না ব্রহ্ম মায়া হৈল (নানা খণ্ড সণ্ড বৃষ্টি)।।
(অলম্বু্সে ব্রহ্ম মায়াবল দেখায়া তৎকাল)।
(বির ঘটোৎকচক হানিব সরজাল)।।
বহুবানে ভেদি ভীমসেনের সুতক।
শরবৃষ্টি(হৈল্যো আয়ো পাণ ্ডবি সৈন্যক)।।
(বেদাইল বাষু বনঘটাক জেবত) ।
(ঘটোৎকচ শরবৃষ্টি করি সেহিবত)।।

১৭৮ (ব) শেষ

কুরু কটক হৈল ব্যাকুল সে শরে।
উল্কা জালে (যেন অরণ্যক দাহ করে)।।
(হাতের ত্রিশিখ ফেলাইয়া দুষ্ট চোটে)।
(রণ পরিহরি পলাইল গোটে গোটে)।।
দেখি অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়্যা তাত পরে।
বির ঘটোৎকচক ভেদিল দশশরে।।
(কোপে ঘটোৎকচ অর্জুনক মর্ম্মস্থানে)।
(অশ্বরথ সারথিক তিন শরবানে)।।
কাটি আরো শরে ধনু কর্ণক তাড়িল।
শরঘাতে অন্য কুরু পলকো ভেদিল।।
(অর্জুন রাক্ষসক শরে বিদারিয়া)।
(ঘটোৎকচ কৌরবি সেনাক বিমর্দ্দিয়া)।।
বিরথ বিধনু বিকবচ হয়্যা তবে।
মুণ্ডী ধরি অর্জুন গর্জ্জগরবে।।
(পায়া হৈল বির ঘটোৎকচক প্রহার)।
(দুষ্ট চোটে কম্প হৈল শুন বিরয়ার)।।
ভূমিকম্পে কম্পিল পর্ব্বত যে বন স্থান।
পাছে ঘটোৎকচ ভিমসেনের সন্তান।।
অর্জুন রাক্ষসক হৈল যুদ্ধিপাত।
পর্ব্বত উপরে যেন হৈল বজ্রপাত।।
কোপ করি আক্ষেপ করিল ঘোর যুদ্ধে।
ভূমিত পাড়িয়া পিষিলেক দুই ভুজে।।
তবে তাক উঠি অর্জুন ধরধনু।
ভূমিত পাড়িয়া ভুজযুগে পিষিলনু।।

প্ৰাণে মাৰিবাক প্ৰতি জাত অনন্তুৰে ।
মিলিল ফাল্গুন যুদ্ধ দুয়ো ৰাক্ষসৰে।।
মহাবলু বিশেষ মায়াবি দুয়োজন ।
বল প্ৰু বিৰোচনে যেন হৈল ঘোৰ ৰণ।।
অনল হৈলেন অৰ্জুন নিশাচৰ।
দেখি ঘটোৎকচ হৈল সলিল সাগৰ।।
অগনিক সাগৰে যে নিভাল্য তৰঙ্গে।
হৈলন্ত তক্ষক তবে অৰ্জুন বৰেগে।।
ঘটোৎকচে গৰুড় হৈল তাক দেখি।
মেঘ হৈল অৰ্জুন সে মায়া উপেখি।।
মেঘে আৰম্ভিল ঘোৰ বৃষ্টি কৰিবাক।
বায়ু হৈয়া ঘটোৎকচ নিবাৰিল তাক।।
অৰ্জুন হৈল পাছে পৰ্ব্বত দোটেক।
বজ্ৰ হৈয়া তাকো ঘটোৎকচে খণ্ডিলেক।।
ব্যাঘ্ৰ হৈল অৰ্জুন তাত অনন্তৰ ।
ঘটোৎকচ হৈল তবে প্ৰচণ্ড শূকৰ।।
সৰ্প হৈল তবে অৰ্জুন মহাবাহু ।
গ্ৰাসিবাক চাহে ঘটোৎকচ হৈয়া ৰাহু।।
দুইকো বধিবাক দুয়ো কৰি ইচ্ছা বুদ্ধি।
এ প্ৰকাৰ অনেক কৰিল মায়া সৃষ্টি।।
নানাবিধ মায়া যুদ্ধ কৰি এ প্ৰকাৰ।
কতোক্ষণ অনন্তৰে সে দুই দুৰ্ব্বাৰ।।
ঋষ্টি খটে ত্ৰিশ প্ৰাস গদা মুদ্গৰ।
বিমান ভুবন আৰো পৰ্ব্বত শিখৰ।।

এ সকল অস্ত্র ধরি দুইজনা দুইজনে।
প্রহার করিল বধিবার প্রাণপনে।।
পাছে অন্তরিক্ষে উঠি হয়্যা অন্ধকার।
কতোক্ষন যুদ্ধ কৈল আস্ফোটটংকার।।
হস্তি শকল দুর হস্তি আরো হয়্যা তাতপর।
কতোক্ষন বান কৈল দুর্জোর সমর।।
রথি হয়্যা যুদ্ধ কতো ভূমে হয়্যা কৈল।
জয় পরাজয় তাত কাহারো না কৈল।।
পাছে ঘটোৎকচ অলম্বুসের বধক।
ভেদ দিয়া গেল কতোদুর উপরক।।
সোন শশি জেন রবি পড়িয়া তথাতে।
শুনকায় হয়্যা আংকোআমি দুই হাতে।।
তুলি অলম্বুসক পাড়িল ভূমণ্ডলে।
পাড়িয়াছে বিক্রমে যমক জেন বজে।।
পাছে সর্ব্বজন বক্ষের ধারি চোট।
কায় হস্তে কাটিয়া পাড়িলো শিরগোট।।
চুলে ধরি পাছে ঘটোৎকচ মহাবলী।
গেল দুর্য্যোধনের রথক প্রতি চলী।।
সে মুণ্ড গোটেক পথে ফেলায়্যা তাহারে।
মেঘ জেন গর্জ্জিয়া বুলিল অহংকারে।।
শুন কুরুকুল ধূমকেতু দুর্য্যোধন।
ইহার বিশেষ তোক্ষি দেখিবোঁ এখনে।।
কর্ম্মের ভিক্ষ্ম তোর দেখিবো তেমতে।
উৎকট পাপের ফল ভুঞ্জ ছিরোঁ দণ্ডতে।।

এহি বুলি কর্ণের রথক চ ল দৈল।
যুদ্ধপতি অনেক শর প্রহারিতে লৈল।।
নর রাক্ষসের ঘোর যুদ্ধ প্রবর্তিল।
সঞ্জয়ক ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি পুছিল।।
কর্ণো আরো ঘটোৎকচ সে ঘোর রাক্ষিত।
কেমনে জুজে সনু না হয় নিশ্চিত।।
ক্রুদ্ধ হয়্যা করিলেক কি প্রকার।
সেজে রাক্ষসের কর্ম্ম কহ কি প্রকার।।
রথ বা কি রূপ তার ঘোড়া কি বর্ণবান।
কি রূপ আয়ুধ ধ্বজ ধনু কি প্রকার[১০০৭]।।
(চর্ম্ম বর্ম্ম মুকুট কুণ্ডল জে বর্ণবান)।
(কহিও কিরূপ তার বাহু মুখখান)।।
সঞ্জয় বদতি চক্ষু লোহিত তাহার।
(তাম্রবর্ন উর্দ্ধমুখ রোম দির্ঘাকার)।।
(দির্ঘ জংঘা রক্ত জিহ্বা স্থূল কলেবর।
(শুষ্ক পুষ্করনি জেন বিশির্ন ওদর)।।
নম্রিত ভ্রূযুগ নাসা করাল বদন।
নিম্ননাভি (লোকদাড়ি হরিত বরণ)।।
(পিন্ধিছে কুণ্ডল কর্ণে বান যুর্যাপ্রায়)।
(কাশের কবচ আবরিছে সর্ব্বকায়)।।
রক্ত পতাকা ধ্বজপোট আরকত।
অষ্টচক্র যুক্ত রথ শব্দ যে মেঘবত।।
চারিশত হাত সেজে রথের প্রমান।
অতি ভয়ানক ঘোড়া মাতঙ্গের ঠান।।

১৭৯(খ) শেষ

(তাত চড়ি টৗকবেক প্রধান বিস্তার)।
(নির্ঘজে দ্বাদশ হস্ত ধনু বজ্রসার)।।
(টংকার করিয়া সরে ব্যাপি দিশচয়)।
বাইন কর্ম্মক ঘটোৎকচ অনির্ভয়।।
(টংকারের ধ্বনি শুনি সৈন্য জতমান)।
(কম্প হৈল সমুদ্রের উর্ম্মি জে বন্‌ বান)।।
(হাসিয়া আসিতে কর্ন বিরোধিল তাক)।
বাইন বহতা হস্তি জেন বহতাক।।
(বাইল বৃষক জেন বৃষ হয়া ক্রুদ্ধ)।
(জেন তবে দুহার ভুদ্ধন মহাযুদ্ধ)।।
(সরে সনু আচ্ছন্ন করিব দুহেক দুহে)।
বিশেষ বিরক দাহ করে জেন দুহে।।
(রথের পতাক দুহেরো দুহে ছেদিলেক)।
দুহেক দুহে সরে জর্জ্জরিত করিলেক।।
(সর ধরি সরিরত দুয়ো বরষাবি)।
(চাহন না জায় জেন দুয়ো রশ্মীমালি)।।
(সরে কত হয়া দুবে সর্ব্বাঙ্গে রুধির)।
(বহিবাক লৈল জেন টৈগরিক গিরির)।।
(প্রাপক   করিবা ঘন জর্ক   দেহে দুহোজন)।
(মহানিদাতাপত বাহায়া আছে রণ)।।
(কতকাল রৈল তাক   হয়া উপসন)।
(তাত পাছে ঘটোৎকচ মহা পরাক্রম)।।
আপনার) সেনা আর পঞ্চ দেনাক।
ধনুর পব দৃঢ় এস্ত করালা মবাক।।

<মরে সে রাক্ষস মুণ্ড করিব কর্ত্তক>।

<রশ্মি যুক্ত হেন সূর্য্য জেন মুখান্য রক্ত>।।

<কর্ণে করিয়াছে তাক> জেমত বিশেষ।

ঘটোৎকচ সে করিল করিয়া আবেশ।।

<তাক কর্ণ সহিয়া ধনুর লাঘবে >।

<দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ দেখাইল্য জত সবে>।।

<পাছে ঘটোৎকচ মহাবল> বীর্য্যশীল।

বোলে মায়া যুদ্ধ করিবাক আরম্ভিল।।

<ত্রিশূল মুসল শেল মুদ্গর গদাক>।

<বৃক্ষ ধরি অনেক রাক্ষস সেনা তাক>।।

<আবরিয়া আছে হৈও হৈছে>যুদ্ধত উদ্যত।

দেখি ভয় হৈলন্ত ব্যথিত রাজা জত।।

<প্রবল সম্বাদ সিংহনাদ তাত পাছে।

<সৈন্য মধ্যে থাকি ঘটোৎকচ করিয়াছে>।।

<তাক শুনি মহারাজ সবু> অপুনাথ।

সে সব সকলে হৈল মনমুত্র ত্যাগ।।

<ভয় নর সকলে ব্যথিত হয়্যা হৈল>।

<চতুর্দ্দিশে ঘোর শিলা বৃষ্টি বড় হৈল>।।

<সে অর্দ্ধ রাত্রিত আরো > রাক্ষস সকলে।

নানা অস্ত্র শস্ত্র বরিষিল মায়াবলে।।

<লোহময় চক্র সতি* ভুশণ্ডি তোমর>।

<শতঘ্নি পরিঘ প্রাস ত্রিশূল মুদ্গর>।।

<আকাশত হন্তু এ সকল> হৈল পাত।

জলবৎ দেখি ক্ষুদ্র পুরুষগন যোদ্ধা সেবেনাত ।।

(ব্যাথায় ব্যথিত হৈয়া তবু পলাইল)।
(কর্ণে বাণ ব্যথিত ন হৈল না ভাংগিল)।।
(ঘটোৎকচ করিবার লে) ঘোর বাগ্নাক।
বিনাশিল বানি কর্ণ বাড়ি মবক্কাক ।।
(সূর্য্যো জেন হৈল অন্ধকার সংহার)।
(বাগ্না নষ্ট হৈল দেখি পুত্র হিড়িম্বার)।।
(আমরন্ধে সর হানি) ভেদিল কর্ণক।।
ভূষিত পমাল্য বেগে সে উঠু অম্বরক।।

১৮০(ক) শেষ

১৮০(খ)

(তবে রনতংগ ত্রসংগত কৌরবেরে)।
(কর্ণ ঘটোৎকচেক ভেদিল দশশরে।।
(কুষারে ঐশীক ক) শিক্ষি বিদারিল জে বন বান।
ভেদ হৈয়া তবে ঘটোৎকচ বলবান।।
(বর্ন্দ কহরে দুহুচেষ্টে উৎকট ব্যাথায়)।
চক্র এক হৈলন্তু জলন্তু সূর্য্যপ্রায়) ।।
(মনিরত্নে মণ্ডিত) সহস্র আরে যুক্ত।
বধিবাক কর্নক ক রিল তাক মুক্ত ।।
(সরকরি কর্ণে তাক খাণ্ডিলে নানিতে নাশিল)।
(জেন অপুষেকে তুণ্ড বকক খণ্ডিল)।।
(চক্রব্যর্থ হৈল দেখি) ঘটোৎকচ বির।
শর বরিশিল জেন বরিষার নীর ।।
(সেহি সরে জাগ্না তুণ্ড করিল কর্নক)।
পর্ব্বকালে রাহু জেন গ্রসিল চন্দ্রক)।।
(তথাপিতো কর্ণ কোন) না হৈল সম্ভ্রম।
দৈন দ্রু দ্রুত উঠেন দ্রুত সম পরাক্রম।।

(সর বরষিয়া ঘটোৎকচের রথক)।

আচ্ছন্ন করিল জেন মেঘে পর্ব্বতক)।।

(পাছে ঘটোৎকচে) পনা পোটক পেকালে।

করিলন্তু কর্ণক প্রহার পাবতালে।।

(কোদণ্ড খণ্ডিত কর্ণ চণ্ড সরে তাক)।

পলটাইয়া পড়িলেক সে ঘোর পদাক)।।

(তবে ঘটোৎকচ) আকষক জেব দিল।

পিরিস সবদে জেন গরুড় উড়িল।।

(তথা জাইয়া প্রলয় কালের মেঘ প্রায়)।

(সব দূর করি শতব্ধ হৈল লোক জত রায়)।।

(তবে করিলন্তু) নক নক বৃক রুক্ষ বৃষ্টি।

মিলিল প্রলয় জেন মধু হয় বৃষ্টি ।।

(তবে মায়াবি কর্ণে ছেদিলেক সরে)।

(সূর্য্য জেন কিরণে মেঘক দূর করে)।।

(সবে ঘোড়া) সকলক মারি পাড়িলেক।

শতক প্রকারে রথখান ছেদিলেক।।

(মেঘপ্রায় কর্ণ আরো অরি বরষিয়া সর)।

জর্জ্জরিত হৈল রাক্ষসের কলেবর)।।

(কর্ণ সরে না ছেদিল হেনমত স্থান)।

(শরীরের হৈল দুই অংগুলি প্রমান)।।

(রাক্ষসে নড়িয়া জেরে ঘোর সরঘাব)।

(তথাপিতো ন হৈল বিকল স্বভাব)।।

(দিব্যাস্ত্রের বলে কর্ণ হেন করিলেক)।

(হেদা জেন ঘটোৎকচ অদ্যাপি হৈলেক)।।

(তথাপিতো নির্ভয় দুর্জয় নিশাচর)।
ই দিব্যাস্ত্রক অস্ত্র সবু খণ্ডিল কর্ণর)।।
(ভু তংগ ন হৈল কালো এড়ি বিরদণ্ড)।
পুনরপি ধায়া যুদ্ধ করিল আরম্ভ) ।।
(দেখি কর্ণ দিব্য অস্ত্র জত প্রহারিল) ।
(মেলিয়া বিরুপ মুখ সকলে গিলিল)।।
(তবে ভেখী সতখণ্ড হয়া ধায়া বলে)।
আকাশত রহ্নু পড়িলন্তু ভূমণ্ডলে ।।
(সবে লোকে ধায়ার না পায়া তার অন্তু)।
(ধরিল মানিক্ক সদে সব দ্দ করিলন্তু)।।
(নবীন নরির পুনু ধরি ধায়া বলে)।
দণ্ডো দিলে দেখা দিল দুর্জ্জয় রাক্ষসে।।

১৮০(খ) শেষ

১৮১(ক)

(দেখি লোকে লোকে বস্ত্র হৈল পুনর্বার)।
(হৈল তবে একসত উদর দুর্ব্বার)।।
(ঘোর ভয় দর সাইতে দুরু বাহিনিক)।
(সাগরের) উর্ম্মি জেন কম্পাল্য ভূমিক।।
(চক্ষধিক চক্ষুত নাগায়া এ প্রকার) ।
(জলে বস্ত্র হৈল এমন্দ্র অবতার) ।।
(জলে হস্তু ডেমেকে উঠিয়া মহাবল)।
সমুদ্রত (হস্তু জেন বাড়ব অনল) ।।
(আরহন করি হেম ভূমিত রথক)।
(ছিদ্র চাহি ভূমে ভূমি আকাশ দিশক)।
কর্ণের সমিপ পাছে জায়া বুলিলেক।
মা পলাস্য ওরে রহ রহ বলেতেক।।

(মোর হাত হন্তে আজি জিয়া জাবো তুমি)।
(যুদ্ধক তোহোর দর্প দূর করো বুজি)।।
(এহি বুলি রক্ত) চক্ষু হয়া ক্রোধ বশে।
তেব দিয়া আকাশক গেল সে রাক্ষসে।।
(উচ্চরবে মন্ত্র কৈল প্রহার কর্ণক)।
(যমদণ্ড সিংহ জেন প্রচণ্ড গজক)।।
(অপর অনেক শর) কৈল বরিষণ।
সে শর বৃষ্টিক তবে সূতের নন্দন।।
(শর করি আকাশতে করিল বিনাশ)।
(দূর কৈল জেন ঘন অন্ধকারক প্রকাশ)।।
(দেখিল করিল কর্ণে) সে মায়া নির্বাণ।।
পুনর্বার ঘটোৎকচ হয়া অন্তর্ধান।।
(আকাশত থাকিয়া অপর মায়া কৈল)।
প্রাস পুন পুনরক বরষিতে লৈল)।।
(বৃক্ষ বর্ষ কেনায়া) কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
পর্ব্বত কেনায়া যদি করে খণ্ড খণ্ড।।
(সে ঘোর রাক্ষসি মায়া নিরেখিয়া কর্ণ)।
(না পায়া কোতক কোপে হৈল কালবর্ণ)।।
(শেষে অস্ত্র সন্ধান কৈল বৃষ্টি জত তবে।
দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করি সে বিনাশিল সবে।।
(পাছে ঘটোৎকচ হয়া কাল মেঘ খণ্ড)।
(আকাশত হন্তে শিলা বৃষ্টি কৈল চণ্ড)।।
(শেষে শিলা বৃষ্টি জালে) ঢাকিল কর্ণক।
তবে কর্ণ প্রহারিল বায়ব্য অস্ত্রক।।

(গগনেতে সে মায়াজাল কৈল দূর)।
(সর বরষিল আরো সমরে চতুর)।।
(ঘটোৎকচ রাক্ষসের) অশ্ব সকল।
বহ্নি বিনাশিল যেন পতংগ পুঞ্জ দ্রুক।।

১৮১(ক) শেষ

১৮১(খ)

(হাসি ঘটোৎকচ তবে হিড়ম্বাতনয়)।
(পুনর্ব্বার মহা মায়া সৃষ্টি করি অতিশয়)।।
(সমর) আরম্ভে দর্প করি বিপরিত।
অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য হৈল আবেষ্টিত।।
(সে সকল সেনা সিংহ ব্যাঘ্র রূপ মূর্ত্তি)।
(জাক দরশনে লোক হৈল ভায় বিমূর্ত্তি)।।
(কেহো গজস্কন্ধ দুব) কেহো অশ্বত চড়িছে।
কবচে লোড়িত নানা অস্ত্রক ধরিছে।।
(সে সব সহিতে ঘটোৎকচ চড়ি রথে)।
(চলি আস্যো কর্ণক নিরেখিয়া তাক পথে)।।
(সম্মুখ ন হয়া যুন্দ্ধ) হৈল হয়া আগ।
না সহিয়া তাক ঘটোৎকচ মহাতাপ।।
(প্রহার করিয়া সর পঞ্চ লোহ ময়)।
(ভেদিয়া কর্ণক সব দ হৈল অতিশয়)।।
(সকল রাজাক ত্রাস) করাইয়া পুনু।
পুন মনে কর্ণের কাটিল শর ধনু।।
(সন্ধান করিয়া অঞ্জলীক নাম বাণ)।
(তবে কর্ণ ব্র ধরিল অপর ধনুবান)।।
(মহা শব্দ সম) বরিষিয়া শরজাক।
গীল বজ্রহরক সে রাক্ষস সেনাক।।

< ভেদি একাকীত্বে অনেক ভেদিলেন>।
< বন্য গজ যুথক মথিল সিংহ যেন>।।
<তুরগ্ন কাবত> বহিস্কৃত মকরক।
দাহ কৈল কর্ম সে করিল রাক্ষসক।।
< শোভিল রাধেয় রাক্ষসক বধি তবে>।
< ত্রিপুরক দহি যেন শোভে মহাদেব>।।
<সে কর্ম্ম> কর্ণের দুষ্ট পাপ ভু সৈন্য জত।
করিবাক না বাগে চাহিতে অসকত।।
< বাতে নৌকা কম্পে যেন কর্ণ থাব্র ছিন>।
< বিনা এক ঘটোৎকচ ছিড়্যা ভাঙ্গিল>।।
< পাছে ঘটোৎকচের> চতুর দুয়ের সনু।
কোপে <হর সেত্র তাম্র বহিং নিকসনু।।
< দশনে দশন দংশি ধরি কলেবর>।
<পিশাচ গজ তাম্র শ্দরনুর>
< হেন মত বাহন যুগুত ভয়ংকর>।
< বাম্রায় রহিয়া রথ চড়ি তাত পর>।।
< সারথিক বুলিলেক কর্ণ আছে জথা>।
< বায়ু বেগে সারথি বাহিল রথ তথা>।।
<কর্ণ সবে কৈল তথা দুর্যোর দৈ রথ>।।
< তুবাহ পরায় বহানল যথপথ।।
< তবে ঘটোৎকচ বুদ্ধ বিনির্ম্মিত এক>।।
< অশ্বচএঃ যুক্ত বহু অস্ত্র পরিলেক>।।
< লৌহময় তাক্ত বহু ত্রিশুলে বেষ্টিত>।
<সূর্য্য বিদ্রে যেন বহু রশ্মি বিভূষিত>।।

(প্রফুল্লিত কদম্ব কুসুম্ব জে বন ্যান)।
(প্রসবে সে অস্ত্র এক প্রহর প্রমান) ।।
(দ্বিতীয় প্রহর দির্ঘ অতি তেজোময়)।
কহিল কর্নক তাক রাক্ষস দুর্জ্জয়।।

১৮১(খ) শেষ

১৮২(ক)

দেখি কর্ন ধনুশর রথত থাকিল ।
ঝাম্প দিয়া তেজে বহু অস্ত্রক ধরিল।।
(পাছে পুনরপি বাহুবলে আপনার)।।
সে অস্ত্রক হৈল ঘটোৎকচের প্রহার।।
দেখি ঘটোৎকচে ভেষ দিয়া দুর হৈল।
বজ্রে অশ্বরথ সারথিক চুর্ন কৈল।।
(প্রজ্জ্বলো করিয়া ভস্ম পাছে প্রথিবিত)।
(দেখি সবে বিরগন হৈলেক বিস্মিত)।।
পুজিল কর্নক লোকে দেখি বীর ধর্ম্ম।
তবে কর্ন করি হেন অনানুধি কর্ম্ম ।।
(আপন রথত আসি আরোহণ কৈল)।
(অনেক বাণ ধনু লেখিবাক লৈল)।।
কর্ন্নে জে করিল আকাসত থাকি দেবে।
করিবার সে কর্ম্ম শকত নহে কেবে।।
তবে ঘটোৎকচ বাম্নে হয়্যা কম্পমান।
দুতকল ্র প্রাঙ হয়্যা হৈল অনুর্দ্ধান।।
দিব্য দিব্য অস্ত্র জত কর্ন্নে প্রহারিল।
মায়ার প্রভাবে সমস্তকে নিস্তারিল।।
এ প্রকারে মায়াবন্ত মায়ার সাগরে।
দিব্যাস্ত্রক কর্ন্নের নিষ্ফল কৈল সবে।।

তথাপিতো কর্ণ ন হইয়া সশঙ্কয়।
যুঝিলেক রাক্ষসক করি পরাক্রম।।
পুনু ঘটোৎকচ নানা মায়া করিলেক।
সিংহ ব্যাঘ্র নাগ পক্ষি শৃগাল হইলেক।।
বির সকলক ভয় করাবাঁক প্রতি।
এরবাসি রুপে সসোসিলে হৈল গতি।।
সেয়ো ঠাই কর্ণে জর্জরিত হৈল বানে।
সে মায়াক তেজি তবে হৈল অন্তর্ধানি।।
পুন যেবা রাক্ষস জিলা পিচাস হয়া যাছে।
চতুর্দিগে যাত্যো যেন কর্ণ যথা আছে।।
কর্ণে দেখিলন্ত ঘটোৎকচ আন্য গাম।
উগ্রবাক্যে সদু তার তপাজায়ু সাজে রাম।।
সে রাক্ষস সকলক দেখি বহুশরে।
ত্রু ভি প্রতি ভেদিল সবারে কলেবরে।।
দিব্য অস্ত্রে নাশ করি রাক্ষসি মায়াক।
মারিলেক শরে ঘটোৎকচের ঘোড়াক।।
সে মায়া বিহিন হয়া ঘটোৎকচ বির।
কর্ণক বুলিল বাক্য জলদ গম্ভীর ।।
কর্ণো তোর যুঝিঁ মৃত্যুক বিধান।
এহি বুলি রুষ্ট পুনর্ব্বার হৈল অন্তর্ধানি।।
সঞ্জয় বদতি নরনাথ শুন কথা।
কর্ণ রাক্ষসের ঘোর যুদ্ধ হৈল তথা।।
সে বেলা আবেসে আসি দিবস সংগ্রামে।
সসন্যে আবৃত্ত হয়া অনায়ুধ নাবে।।

অনেক কালের জ্ঞাতি বৈর ভাব স্মরি।
ভীমসেন পণ্ডুক বধিতে ইৎসা করি।।
আর জ্ঞাতি হিড়িম্ব কির্ম্মির দুরাচার।
ব্রাহ্মণকে ল্যে সকলে করনু আহার।।

১৮২(ক)শেষ

১৮২(খ)

সেহ্নে রাক্ষসের রাজা মহাদুষ্টশীল।
তাঞ্জ জম্বু পুত্র দুর্য্যোধনক বুলিল।।
কি কহিবো মহারাজা শুনিয়ো আপনে।
জেছুরে এ ভীমে হিড়ম্বার প্রয়োজন।।
বধিছে পুর্ব্বত মোর বান্ধব বগ্ধক।
হিড়ম্ব রাক্ষস আদি অন্য রাক্ষসক।।
পরাভব আমাক করিছে এতদুর ।
এতেকে ইহার আজি গর্ব্ব করি চুর।।
নর রথ বাজি গজ যোদ্ধগন সঙ্গে।
দেখিবাক আসিআছোঁ যমের সদনে।।
বাসুদেব ঘটোৎকচ কুন্তি পুত্র জত।
আমাত্য সহিতে মারি পাইব মৃত্যুপত।।
নিবারণ করোঁ রাজা তোমার সেনাক।
কি করো সমরে সবে নিরেখিবা তাক।।
তবে অলায়ুধের শুনিঞাঁ সে বাক্যক।
হর্ষ হৈল দুর্য্যোধন নৃপতি তিলক।।
ভ্রাতৃগন সঙ্গে আলিঙ্গন করিলেক।
পাছে অলায়ুধক আদরে বুলিলেক।।
তোমার আগত করি অনুচর সঙ্গে।
যুঝিবো আজি বিপক্ষ রঙ্গে ।।

সেনা হৈতে উৎসুক শকুন মই বধিবার।
রহিবারে না হয় কেমনে বলো তাক।।
বাণি অলায়ুধ তবে তার সে বাক্যক।
নিজ সৈন্য সবে থাক্য ভীমের পুত্রক।।
সঞ্জয় কহয় শুনে ধৃতরাষ্ট্র বির বেশবে।
থাক্য ঘটোৎকচক রাক্ষস অলায়ুধে।।
কি বল জান শব দ তার রথ কি বল জান।
তনু বা কি রূপ তার ধনু কি প্রমান।।
সঞ্জয় কহয় বদতি ঘটোৎকচ জেন রূপ।
তারো রথ শব দ ধনু সবে সে স্বরূপ।।
(দ্বিগু রূপ দ্বিগু অংশ কিরিটি) উদ দ্বীপু।
দেহার শরীরে ভালুকের চর্ম্মে বিপু।।
রহিল সকল হস্তিসম স্থূলকায়।
রথঘোষ মেঘের সমান চিহ্নে যায়।।
(ভুবন ভেদি ঝিমুর শব্দ মুনল মুদগর।
(এ সকলে সনু ঘটোৎকচ বরাবর)।।
শ্বুরাধিক নাহি সম সকল প্রকারে।
অগ্নি (মেজে তেজ সম রথে থাকেব অনির্বারে)।।
(অনুচর রাক্ষস সকল তার থাগ্রা)।
(শান ভবি বিরক যুঝিবেক সবে আগ্রা)।।
সঞ্জয় কহয় বদতি তবে কুরু সেনা জত।
(অলায়ুধ আইবার দেখি সেকালত)।।
(অপার হর্ষক পাল্য জত রাজ্য আছে)।।
(দুর্য্যোধন আদি তুষ্ট পুত্র সবো পাছে) ।।

পুনর্জ্জন্ম হৈল যেন বালি তাতপর।
(নৌকা পায়া চাহে যেন তরিতে সাগর)।।
(স্বাগতে পুজিল অনায়ুধক গৌরবে)।
(অমানুষি ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল তবে) ।।
কর্ণ রাক্ষসের সমীপক নাখি জাই।
পাক ল সকল রাক্ষস রহিলন্ত রন ঠাই।।
(তেমতে তোমার সৈন্য চাপিয়া যে সহলি)।
(যুদ্ধ চাহি রৈল যেন চিত্রের পুতলি)।।
সে রাখিত দেখি ঘটোৎকচের কর্দ্দম।
সত্ত্ব হয়া রৈল নাখি চতুত চম্বক।।
(দ্রোণ দ্রোনি কৃপাদিয়ো কর্ণ আ এ প্রকার)।
(নাহি করে এ বুঝিয়া করি হাহাকার)।।
অচেতন হৈল সবে সতম্ভ কুম্ভবত।
নিরাশাও হৈলন্ত কর্ণের জিবনত।।
রাক্ষয়ক দুঃখ তবে দেখি দুর্য্যোধন।
রাক্ষসের সৈন্য দ্রু অনায়ুধক তখন।।
বুজিলন্ত কর্ণে ঘটোৎকচের সহিত।
অতিশয় যুদ্ধ করি হয়াছে দুঃখিত।।
ইহাত যে লাগে করিতে উপায়।
তাক তুমি রক্ষিতা করিও রাক্ষস যথাকায়।।
এরে ঘোর যুদ্ধ হুব ঘটোৎকচের নিপাত।
এ ভার রাক্ষস রাজা অর্পিলো তোমাত।।
শুনি তাক অনায়ুধে অংগিকার করি।
ধাব্য ঘটোৎকচের বধক অনুসরি ।।

তবে হিড়িম্বার পুত্র তেজিয়া কর্ণক।
খান্ত যত্ত বৃগরাজ জেন গজেন দুরু।।
বড় শিক্ষা শিক্ষিলেক হানি উগ্রশক্ত।
ঘোর যুদ্ধ হৈল তবে দুই রাক্ষসরে।।
করিলি কারনে জেন হৈয়া মহাক্রুদ্ধ।
বনে দুই মত্ত হস্তি জেন করে যুদ্ধ।।
রাক্ষস সকল দেখ ছাড়িয়া কর্ণক।
যুক্ত হৈয়া কর্ণে তবে ধাইল ভীমক।।
ভীমে তবে কর্ণক করিয়া অনাদর।
দৈত্যচুক যথা অলায়ুধ নিশাচর।।
যুদ্ধ করিবাক দেখে জে শক্তিক নাশি।
তথা শর বরিষিয়া দেল মহাভাগি।।
তবে ভীম আসে অলায়ুধ নিরেখিয়া।
ধাইল তাহাক ঘটোৎকচক ছাড়িয়া।।
আস্কাল[১০০৮] করিল বৈরভাব সুমরিয়া।
শটেলে্য তাহাক ভীম ভীমে শর বরিষিয়া।।
বিবিধ আয়ুধে অলায়ুধক ঢাকিল।
মেঘে জেন বৃষ্টিএ গিরিক আবরিল।।
অলায়ুধ রাক্ষস ভীমক বারবার।
লেহিয়ত হৈল ধারাধার।।
তবে আরো অপর রাক্ষস জন রায়।
তারাগ্রো তথু যুদ্ধের জয় কামনায়।।
নানা অস্ত্র প্রহারিয়া ধাইল ভীমক।
অসংখ্য পতঙ্গ জেন দিপু অনলক।।

১৮৩ (ক) শেষ

অনেক পিড়িত হঞা তবে ভীমসেন।
পঞ্চ পঞ্চ শরে সবন্তকে ভেদিলেন।।
বরযোনি তবে সে রাক্ষস অবিচ্ছেদ।
মৃতকল্প হৈল ভীম শরে হঞা ভেদ।।
তখুন যতন করি তাত অমনুর।
দশোদিশে পালাইল ভয়ে নিশাচর।।
ভীমসেন সে সেনাক খেদাল্য দিঞা ভঞ্জ।
ধান্য অলায়ুধ তবে রাক্ষস দুর্জয়।।
পালাইত ভিন্ন অস্ত্রশরের প্রহারে।
সন বন্দে ভীমক ভেদিলেক দুরাচারে।।
ভীমসর হানিল তাহাক নিরন্তুরে।
কতেক কাটিল কতো করিলন্তু করে।।
তবে ভিমে দেখি রাক্ষসের পরাক্রম।
মারিল গদার ঘাবঠান বজ্রোপম।।
সেক্ষে গদা অহ লিতে গদার বাড়ি মারি।
ভীমের রথ আইক পলাইল দুরাচারি।।
তাক দেখি সেক্ষে রাক্ষসক ভীমসেন।
পুনু ধনু ধরি শরবৃষ্টি করিলেন।।
ভীমের শরক তবে পালাইত শরে।
যেখি নিরর্থক করিলন্তু নিশাচরে।।
রাক্ষস সকল অলায়ুধের আদেশে।
মথিলেক মারি গজযূথক বিশেষে।।
সাক্ষ পাঞ্চালের দুঞো ক্রমের হয় দক্ষিত সব।
সানু হৈল পাঞা রাক্ষসের উপদ্রব।।

তবে কৃষ্ণ দেবে অর্জ্জুনে বুনিজ্ঞান।
দেখ রাক্ষসের বধ হয় ভীমসেন।।
এতেকে ভীমের তুল্য সহায় অবন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি প্রমুখে বীরগন।।
উভযোজা যুধামন্যু রাজের সংহতে।
দ্রুত যুধন্যোক দ্রোপদির পুত্রগন রথেতে।।
সহদেব নকুল সাত্যকি বীরবর।
অন্য রাক্ষসের সনে করোক সমর।।
তুমি দ্রোণ প্রমুখে বীরক সংগ্রামত।
নিবারণ কর কার্য্য নাহি বিলম্বত।।
(কৃষ্ণে এ বুনিলে মহারথিগন)সবে।
জাক(জে বুনিল তার্জ্জ করিলন্ত তবে)।।
তাত পাছে অলায়ুধ রাক্ষস প্রধানে ।
আকর্ণ পুরিয়া ধনু শর্শ্ন (সন্ধানে)।।
(কাটিল ভিমের ধনু তাহার প্রহারে)।
(যোদ্ধা সকলে া সরে তাড়িল) দুর্ব্বারে।।
সারথিক মারিলেক আগতে শ্রীমন্ত ভীমের।
অশ্বহিন (রথ হল্যে তবে বৃকোদর)।।
ধ্বাম্প দিয়া নাথি সব দূ করিয়া আস্ফোটে)।
(গাত্রা অলায়ুধক গদার দিল) চোটে।।
ক্রোধে অলায়ুধ মারি গদার প্রহার।
সে গদায় গদা খন্ড খন্ড হৈল তার।।
ঘোর নাদে দিল রাক্ষস তাতপর।
ভিমে তবে দেখি তার কর্ম্ম ভয়ংকর।।

সত্বরে অপর গদা ধরি পুনর্ব্বার।
কম্পাজোক বুধিধি প্রহারে তাহার।।
নর রাক্ষসের যেনমত তাতপর।
মিলিল দুদ্দুর যুদ্ধ দেখি লাগে ডর।।

১৮৩(খ) শেষ

১৮৪(ক)

ভগ্ন হয়া গেল গদা তাক পরিহরি।
দুজো দুই প্রহারিল মুষ্টি দৃঢ় করি।।
তাকো মহি দুজো ফিরে সমর প্রচণ্ড।
রথচক্র রথের জোংগাল ঈষাদণ্ড।।
এবধাদি পাল্য মাঝে ধরি তাক তাক।
তুলি তুলি প্রহারিল দুহার দুহাক।।
দুহার শরীর ভবে তুলিল রুধির।
ধারা মাঝে বহে জেন গৌরিক গিরির।।
তবে বাহু যুদ্ধ দুজোজনে কোপমনে।
হস্তিক হস্তিএ জেন হস্তে আকরসে।।
(মুর হন্তু দেখি তাক কৃষ্ণ কৃপাসিন)
(ভিমক রাখিতে মৈত্রী ধকচক পাকি ন)।।
তুষ্ট পিতা ভীম আর অপর সেনাক।
রাক্ষসে করিল প্রশস্ত দুর দেখ তাক।।
সত্বরে কর্ণক তুমি তেজি দৈনাসিক।
বধি[১০৩৯]অলায়ুধ বকাসুরের ভ্রাতৃক।।
পাছে রাক্ষসক বধ আসি মহাবীর।
প্রভাতের রবি জেন সংহারি তিমির।।
ঘটোৎকচ তবে বাসুদেবের আজ্ঞা হয়।
ধাল্য অলায়ুধক বৃধকায় সিংহনাদ।।

মহোগ্র রাক্ষস অলাযুধের সহিত।
হৈল ঘটোৎকচের তুমুল সে রাত্রিত।।
তবে বেগবন্তু[১০১০] দরবলে ভয়ানক।
দুর্দ্ধর রাক্ষসের যোদ্ধা সকলক।।
সহদেব সাত্যকি নকুলে আগ্না বেদি ।
মারিলন্ত নানাবিধ শরে বেধি বেধি।।
বড় বড় ক্ষত্রিয় বর্ষক তাত শর। বহু
চতুর্দ্দিশে বেনাইলা অর্জ্জুনে[১০১১] হানি শর।।
কর্ণপুত্র তেমতে ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডিক ।
দ্রৌপদের পঞ্চ পাঞ্চালের বাহিনিক।।
শরে জর্জ্জরিত করি বেদানা তাহার।
ভীম দ্রুত কর্ণ্ণ তবে দেখি তা সম্মুখ।।
বাণের কর্ষক শর করিলা বিপুল।
আমি তথা সহদেব সাত্যকি নকুল।।
একসাথ হয়া সবে যুঝিল কর্ষক।
পাঞ্চাল সকলে যুদ্ধ দিলন্ত দ্রোণক।।
তবে এইমত হয়া অলাযুধ সেবেলাত।
হানিব পরিঘ ঘটোৎকচের মুর্দ্ধাত ।।
কিঞ্চি তেক তবে ঘটোৎকচ মহাদম্ভিত।
মুর্চ্ছিত পরায় হয়া রহিলন্ত স্তম্ভিত।।
তাত পাছে সতেক ধন ঠাএ অলংকৃত।
স্বর্ণX সুবর্ণে ভূষিত অগ্নিত্রায় প্রজ্বলিত ।।
যেন পরাগোর্ট ঘটোৎকচ বীর্য্যশীল।
বধ করি বলে অলাযুধক দেখিল।।

অস্ত্র রথ সারথিক তাহার প্রহারে।
চূর্ণীকৃত করিল শব্দ দ ডাতকারে।।
তবে অলম্বুষ ভগ্ন রথক তেজিয়া।
উপরক লাফি গেল ঝম্প এক দিয়া।।
করিয়া রাক্ষসি মায়া ব্যাপি আকাশক।
বিদ্যুতে যুগুত মেঘ হয়া ভয়ানক।।
হৈলেক রুধির বৃষ্টি গর্ব্ব অসংখ্যাত।
চটচট শব্দে সনু বজ্র হয় পাত।।

১৮৪(ক) শেষ

১৮৪(খ)

রাক্ষসের রাক্ষসে দেখিয়াঁ ঘোর মায়া।
ভেদ দিয়া ঘটোৎকচ উপরক জায়া।।
মায়াবলে হয়া ঘোর প্রচণ্ড বাতাস।।
অলম্বুষ করিবার মায়া হৈল নাশ।।
মায়া নষ্ট হৈল দেখি করি কোপ দুষ্টি।
পুনু দৈত্যক হৈল মায়া শর বৃষ্টি।।
অলম্বুষে আরো শর বৃষ্টিক করিল।
শিলাবৃষ্টি শরবৃষ্টি দিশক ঢাকিল ।।
তবে অদ্ভুত গোটে হৈল মেঘবাত।
দুর্য্যোজন মায়া অস্ত্র হৈল অসংখ্যাত।।
লোহময় শক্তিচ মুষল প্রাস শুল।
পিনাক বজ্র চক্র মুদ্গর বিপুল।।
অযোমুখ উদুখল শতিঘ্ন ভিন্দিপাল।।
দুয়ো বীরে হৈল একবারে অন্ধকার।।
শিশবনাক চম্পক খদিরতো বিদার।
সপীব পলাশ অরিদুব কর্ণিকার।।

বৃৎসুদ বন্দ্রী সাব শিব শামবর।
রসাল তমাল তাল বকুল হিঞ্জল।।
এবোধাদি বৃক্ষ ফেলি দু দুষ্টো নিশাচর।
কতবা পশির আর শিখির শীবর।।
বিএ বাসবের যুদ্ধ হৈছে যেন যত।
বালী সুগ্রীবের যেন সংগ্রাম পূর্ব্বত।।
সেহিমতে নানা অস্ত্রে হৈল দুষ্টো যুদ্ধ।
পাছে মানাবিত বজ্রণ হৈল হয়্যা ক্রুদ্ধ।।
দুষ্টেরো শির যেদিবাক নিশ্চিত।
দুষ্টোজনে ধরিলেক দুহার কেশত।।
পাছে অলায়ুধক ধরিল বলে সনু।
মায়াক আক্রেশ অবলেক করিলনু।।
তুলি তবে তিথান বক্ষের পারি ফোটে।
কুণ্ডলে মণ্ডিত ছিণ্ডিলন্তু মুণ্ড ফোটে।।
পাছে ঘটোৎকচ যোধ তেজিল নিসুন।
শুনি ভূত্যবর্গ তার আরো ক্র ।তিশন।।
সিংহবত্রে ভাসিল বৃপের যেন পান।
অলায়ুধ বধ তবে দেখিয়া পাণ্ডব।।
পাণ্ডু সৈন্য সিংহনাদ করিবাক লৈল।
সতভিত্রি সহস্রেক শংখ বাদ্য হৈল।।
সে বিজয় রাত্রি তবে পাণ্ডব সকল।।
অতিশয় শোভা হৈল করি কোলাহল।।
(তবে অলায়ুধের মস্তক দেখাইত)।
ত্যাগ্রা ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের অগত।।

পাঠানে কেলাইল পাণ্ডের কটক গরবে।

অলায়ুধ বধ দেখি কুরুরাজ ডরে।।

(হৈল শেষ বিমনা রাজা সেনা সমন্বিত)।

বিমনা দেখিয়া সংকোচিত হৈল চিত্ত।।

অলায়ুধে ভীমক মারিতে প্রতিজ্ঞা কর।

করি গেল দুর্য্যোধনে আনি আছে তাক।।

এমত বলত মানিলন্ত দুর্য্যোধন ।

এবে সে ফিরায়ু হৈল মোর ভ্রাতৃগণ।।

ঘটোৎকচ যদি অলায়ুধক মারিল।

ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হৈবেক মানিল।।

সঙ্ক ক্রুদ্ধ বনডি অলায়ুধ হৈল নাশ।

ঘোর শব ঢুলে ঘটোৎকচ বংখিল আকাশ।।

১৮৪(খ) শেষ

১৮৫(ক)

শুনি সবে সৈন্য গণে হৈলেন বিবর্ণ ।

অলায়ুধে না পারিল দেখি তবে কর্ণ।।

(পাঞ্চাল সৈন্যত আয়া যায়া প্রবেশিল)।

দশ মহে র তবে ধৃষ্টদ্যুম্নক ভেদিল ।।

পুনু কর্ণে আকর্ণ পূরিয়া টানি ধনু।

শরকরি ভেদিলেক শিখণ্ডির তনু ।।

(সরে উত্তমৌজা যুধামন্যুক প্রভাবে)।

(সাত্যকিকো কম্পকৈল নারাচের ঘাবে)।।

তবে তা সবার বাণ রক্ষিল উক্ষকে।

দেখিলি যণ জলাকারে উৎপার ধনুকে।।

(শর বৃষ্টি রথ যোদ ধনুর নিস্বন)।

(কৈল বরষার যেন মেঘের গর্জন)।।

তবে কর্ন বান বরিষিয়া বহ্লাধিক।
বিনাশিল তা সবার সে সহস্রধিক।।
(পরে ছিন্ন ভিন্ন হৈল কাহার ধ্বজক)।
প্রপীড়িত করিল কাহারো সত্রিরক।।
হত অশ্ব সারথি হৈলেন কতশত।
কতেকে প্রসন্ন[১০১৯] হৈল তোমার সৈন্যত ।।
যুধিষ্ঠীর সেনা তেজি বিজয়র মুখ।
বিজয়ল বিভংশে পলায় হয়্যা বিমুখ।।
দেখি ঘটোৎকচ অতিশয় ক্রোধে নড়ি।
বলি রথন কাক সে বিচিত্র রথে চড়ি।।
মেঘ প্রায় নাদ করি বজ্রপ্রায় সরে।
পিতৃ বৈরি কর্নক ভেদিল দুষ্টশরে।।
পাছে কর্ন ঘটোৎকচ আবেশ পূর্বক।
কর্নিক নালিক শিলিমুখ [১০১৩]নারাচক।।
বসুহত বৎসদন্ত বরাহ কর্নক।
বিপাট ক্ষুরপ্র আরো অনেক সায়ক।।
হানিল দুজনে দুই করিয়া সন্ধান।
নাহি ন্যুনাধিক দুহো প্রহারে সমান।।
কর্ন ঘটোৎকচ যুদ্ধে প্রভাবে অপার।
দুয়েক দুই না পারে বিশেষ করিবার।।
ছিন্ন যুদ্ধ দুহার মিলিল বারম্বার।
উত্তেদি ব্যাঘ্রক কর্ন করিল প্রহার।।
বিশেষ করিতে প্রহারিল মহাতাপ।
তিমির জেন রবি হৈল রশ্মিতাপ।।

তার্ক্ষ্য হৈহুস্থের ঘোড়া সারথি রথক।
বজ্রে বিনাশিল জেন গিরীর শৃংখক।।
রথ নষ্ট হৈল ঘটোৎকচ মায়াবান।
খণেক থাকি গেল হয়া অন্তর্ধান।।
পাছে পুছিলন্ত ধৃতরাষ্ট্র নরেশ্বরে।
কর্ণক না মারি লুকাই জোড়ি নিশাচরে।।
খণেক থাকি হৈল রাক্ষসি মায়ায়।
কহ মোক কার্য্য হৈল কেমন উপায়।।
সঞ্জয় বদতি ধৃতরাষ্ট্রক সম্ভাষি।
অন্তর্ধান হৈল ঘটোৎকচ লুকাজোড়ি।।
সকল কৌরব তবে ভয়ে জে বুলিল।
কর্ণক না মারি ঘটোৎকচ দুষ্টশীল।।
বুলি দিল যেন অবধ্যাত চন সুধা।
মায়ায় থাকিব কারো না করিব কথা।।
সেনাক বিকল কর্ণ দেখিয়া সেকালে।
দশদিশে আচ্ছন্ন করিল শর জালে।।

১৮৫(ক) শেষ

১৮৫(খ)

সে সেনাত সূর্য্যপুত্র জানন্ত কোদণ্ড পণ্ডিত।
শিকার সাধক দেখাইল বিপরীত।।
কোন কালে টংকার করয় ধনুবান।
কোন কালে তৌন হন্তে তুলি লয় বাণ।।
কোন কালে জোড়ে জোড়ে কোন কালে প্রহারয়।
লখি জনে কেহো নির্ণয় করিতে না পারয়।।
তাক দেখি ঘটোৎকচ দশগুণ মন জ্বলে।
হৈলেক জোহিত রূপ যেন মায়াবলে।।

দাহ অগনির শিখা প্রায় দিপ্তি যুত।
রাক্ষসের সে মায়া দেখিলি অদভুত।।
কৌরবে বরিষ্যা আছে উল্কা জত রায়।
তাহাঁ হৈল সে মেঘের বিদ্যুত পরায়।।
অন্য শব্দ সকল গর্জন হৈল তার।
অস্ত্র শস্ত্র পড়ে জেন বৃষ্টি ধারাসার।।
বৃক্ষ পুংব পরবতিক মুষল বিপুল।
মুদ্গর তোমর গদা পরিঘ ত্রিশূল।।
শতঘ্নি পট্টিশ প্রাস যষ্টি ভিন্দিপাল।
বৃষ্টি হৈল এবমাদি মায়া অস্ত্রজাল।।
শিলাবৃষ্টি কতবা হৈল অসংখ্যাত।
লাগিলেক কতবা করিতে বজ্রপাত।।
ঘটোৎকচ দুরন্ত চক্র বরিষিল কত।
তাক কর্ন নিবারিতে ন হৈল শকত।।
তবে শরঘাতে পড়িলেক যত হয়।
বজ্রঘাতে পড়িতে লাগিল হস্তি চয়।।
শিলাঘাতে পাত হৈল মহারথ সব।
এ সবার সেনা হৈলেক ঘোর রব।।
এ প্রকারে ঘটোৎকচ ভীমের কুমার।
দুর্যোধন সেনার করিল মহামার।।
তবে দুর্যোধন সৈন্য রাক্ষসের ডরে।
হাহাকারে ধ্বনি আর্ত হয়্যা গতি করে।।
মুখ্য মুখ্য ক্ষেত্রিয় প্রধান জে সকল।
ন হৈল বিমুখ তারা রন প্রায় কেবল।।

সেনাক বিপন্ন দেখি অতি মহাভয়।
রহিল বিকল হয়্যা তবু পুরচয়।।
উল কাযুবসুবাজে বেড়িয়া চতুর্দ্দিশে।
ঘোর ভয়ানক শব্দ হৈল অহর্নিশে।।
তাক দেখি দৈত্যের রাক্ষস সকলে।
গর্জ্জিয়া বেড়ায় নিরেখিনি কুরুদলে।।
(তবে কিস্কি পিবু বুব পিবুজিতা পিবুমনু)।
(পিরিগ্রায় তিবণ মরিন বুদে মনু)।।
আকাশক রাক্ষস সকল অসংখ্যাতে।
তোমর গরিব প্রাণ শুন হয়্যা হাতে।।
(এবমাদি অস্ত্র বৃষ্টি করি দৈব প্রায়)।
(সভিম হস্ত হয়্যা সবে নির্ভয় বেড়ায়)।।
সে অস্ত্র বৃষ্টিত হয় কটক নিঃশেষ।
সে বেনাত হৈল সবে দুঃখত প্রবেশ।।
(চুর্ণ হৈল রথ সে অশ্বের ঘাতে)।
(হস্তী হস্তি সবে চুর্ণ হৈল সেহি ঘাতে)।।
অভস্মক ক্ষে যাপে ক্ষে ভাগে ভয়াতুর।
(ন ছাড়য় কাহাকো করয় সবে চুর)।।
(সে যুদ্ধে দেখ কৌরব সব হৈতে সর্বনাশে)।
তৎস হয়্যা পালাইতে করনু আকাশে।।
পাপ ভবের নিনিত্তক হৈল দু সমন্বিতে।
দেবতা সকলে যাকে জানিবা নিশ্চিতে।।
এ বুলি ভারত সেনা ভাগে অসংখ্যাত।
কেহোঁ তার রক্ষক ন হৈল সেবেনাত।।

সে ভয়ুর সমরত পালাইতে ডরে।
কাকো কেহোঁ চিনিবাক না পারিল সুরে।।
সেজে অমর্যাদি যুদ দেখতেছিয়া হরিষ।
১০১৪ সুন্যময় যায় নিরেখিল চতুর্দ্দিশ ১০১৪।
রাক্ষসের অস্ত্র বৃষ্টি ধরি হৃদয়ত।
রহিছে কেবলে কর্ন যায় সে স্থলত।।
সে মায়া যুদ্ধেত তার্ক্ষ্য মহানন্দ জানিল।
করিতে দুস্কর কর্ম্ম মোহ ন হইল।।
পরে মনু চাকিলনু সকলে আকাশ ।
বরষার মেঘ যেন ব্যাপিল দিগপাশ।।
সৈন্যেব বাহ্লিক আদি কৌরব সকলে)।
রাক্ষস্থক ভয়যুক্ত না দেখি কেবলে।।
রাক্ষসের ভয় আর নাহি জানিলনু।
পুজিলনু কর্নক প্রসংশা বাক্যে মনু।।
কেপি পাছে চক্রযুক্ত শতঘ্নি অস্ত্রক)।
(মারিলেক রাক্ষসের চারিও ঘোটক)।।
তবে অপুহিন রথহন্তে সে রাক্ষস।
১০১৫ কাম্প দিয়া পৃথ্বিত নামিল মহাজসে ১০১৫।।
(অদ্যাপি দুর্ম্মনা হৈল তথাপি দুর্ব্বার)।
(মায়াবলে দিব্যাস্ত্রক করিল সংহার)।।
সবাকে ব্যামোহ আতংরা করিল মায়ায়।
দুব মেলি কালে যেন গিলিবাক চায়।।
দেখি সবে কৌরবে লভিলন্ত মহাভয়।
আর্ত্ত হয়া কর্নক বুলিল সে সময় ।।

আজি হৈল দুদণ্ড পড়িম্পাটে অনির্দ্ধার।
সভুরে প্রহার করি ঘৈছতু কুমার।।
অন্যথা ঘেহাঙ্কে পার্থরাম্প জত রায়।
সবাকে মারিব ঘোর রাক্ষসী মায়ায়।।
যদ্যপি অর্জুন ভীম বিজয়ী দুর্দ্ধার।
ইহাত অধিক তাঙ্কে কি করিব আর।।
তাকে তুমি সুগ্রাহ পার্থক মারিবার।
আজি রক্ষা পড়িলে সে বধিবা তাহাক।।
এতেকে এ রাখি আজি আমাক রাখেক।
এ পাপ দুর্জ্জিক সেহি পড়িম্পে মারেক।।
রাখি যুদ্ধ দুৰ্ব্বৈ সেন দু কর্ণ [১০১৬] কৌরব সকল।
নষ্ট না হউক দ্রুত কর যথাবল।।
যদ্যপি আপনে দ্রুত কর্ণ ঘৈছে কর্ম।
তাসে কুরু নৃপতিক দেখিয়া বিবর্ণ।।
কৌরবের শুনি আর্ত্তনাদ করিবার।
ভয়ে বিয়াকুল দেখি সকল সেনাক।।
একপত্নী নিবহিনী অমোঘ শকতি।
ঘৈছতুক লাগি রেখিবাক ঘৈল মতি।।
ঘোরযুদ্ধে দুর্দ্দৈ পুরন্দরে দিছে তাক।
অর্জুনের বধকারে রাখিআছে তাক।।
প্রলয় কালের অগনির উল্কাসম।
অন্তকের অন্ত করিবার তাঙ্ক ক্ষম।।
মৃত্যুর ভগিনী জেন হৈছে অবতার।
তাক কর্ণে হৈল ঘটোৎকচক প্রহার।।

তাক দেখি ভয় হয়্যা ভীমের নন্দন।
হৈল আপনাক বিন্ধ্য পর্ব্বত প্রমান।।
তিরেক্য পাতাল্য রক্ষা করিবাক প্রান।
পাছে জানিলনু আর না জায় এড়ান।।
কর্ন্ন হস্তে যুক্ত শক্তি দেখি সেকালত।
ভুবন হাহাকার হৈল আকাশত।।
ঘোর বায়ু বহিতে লাগিল সেবেলাত।
হৈ গেল কতবা বজ্রযুক্ত নির্ঘাত।।

১৮৬(ক)শেষ

১৮৬(খ)

তবে শক্তি বায়ুক করিয়া ভস্মসাত।
অতিভেদ করি ঘটোৎকচের হিয়াত।।
নক্ষত্র গন ভেদে প্রবেশিয়া পাত্রপতি।
উদ্ধ্বে চলিগেল যেন প্রেত সকতি।।
তবে দৈবী মানুষী রাক্ষস অংশে সনু।
নানান প্রকারে চিত্র যুদ্ধ করিলনু।।
বিবিধ ভৈরব নাদ করি নানা ভাবে।
পাছে যেন ঘুচিবার শক্তির ভয় যাবে।।
হয়্যা মেঘ পর্ব্বত শরীর প্রকাশীত।
আকাশত হন্তে পড়িলনু প্রীথিবীত।।
অতিশয় ঘোর রূপ হয়্যা তেজি প্রান।
পড়িতেছ্যা হৈলু রাক্ষস মায়া বান।।
তোমার সৈন্য সৈন্যের এক প্রদেশ ব্যাপিয়া।
মারিলেক বাহাসয় শরীরে মর্দিয়া।।
মায়াবি রাক্ষস হত হৈল দেখি তবে।
হর্ষ হয়্যা সিংহনাদ করিল কৌরবে।।

শংখ ভেরী দুন্দুভি যুদ্ধ বাদ্য হৈল।
পর্ব্বকালে সাগর কল্লোল যেন হৈল।।
কর্ণক কৌরব পূজা হৈল সেকালত।
পূজিছে অদ্ভুত গন্ধে ইন্দ্র প্রমুখ দেবত।।
রথস্থিত তোমার পুত্রক তাতপর।
আলিংগন করি কর্ণ মহাধনুর্দ্ধর।।
প্রবেশিল সিংহপ্রায় আপন সৈন্যত।
ঘটোৎকচ বধ কথা হৈল সমাপত।।
সঙ্ক ভ্রম বদতি ঘটোৎকচ মরি গৈল ১০১৭।
পাণ্ডব সকলে শোকে সশোচক হৈল।।
আনন্দে গোবিন্দ রথে নৃত্য করিয়াছে।
দেখিয়া বিস্ময় এয়া পার্থে পুছে পাছে।।
হৈড়ম্বের বধে সৈন্য পালায় আমার।
বিষাদ কারত কেনে আনন্দ তোমার।।
চিত্ত হৈছেন শোকে উন্মনা [illegible] আমারে।
প্রদীপ অভাবে যেন বজিছি আন্ধারে।।
তাত তুম্ব হর্ষ এত্তে অতি গোপ্য কথা।
থাকিব নিশ্চিত কোন কারণ সর্ব্বথা।।
(হেন শুনি বাসুদেব সিংহনাদ করি)।
কহিলন্ত অর্জ্জুনক আলিংগিয়া ধরি।।
এত্তে শক্তি হৈড়ম্বক করিয়া সন্ধান।
আপনাকে কর্ণ হত হৈল হেন জান।।
(এ অমোঘ শক্তি যদি কর্ণ রহ রণে।)
(তোক যুদ্ধে এমত পুরুষ নাহি ভবে) ।।

কর্ণের অভেদ আরো কবচ কুন্ডল।
ভাগ্যবশে তোমার রহিছে অবন্ডল।।
(একপত্নু নিবহিনি অমোঘ সকতি)।
(দৈয়াছে ইহাঞ তোক বধিবাক তুতি)।।
সে সকতি হৈল ঘটোৎকচত নির্বাণ।
পুনর্বার পুনর্জন্ম হৈলা হর্ষ হৈল এ নিদান।।
(কবচ কুন্ডল পত্তি থাকিতে কর্ণত)।
জিনিবেক হয় তবে তিনিও জগত ।।
কর্ণ যদি কবচ কুন্ডল যুক্ত হয়।
কুবের বরুন যম ইন্দ্রো না পারয়।।
(তুমি আমি হৈলে চএ্ পাণ্ডীব উদ্যত)।।
কর্ণক ন হৈলো জিনিতে সকত।।

১৮৬(খ) শেষ

১৮৭(ক)

কবচ কুণ্ডল পূর্বে তুম্ম হিত কাজে।
বিপ্রবেশে কর্ণের হরিছে দেবরাজে।।
দিয়াছে কবচ কায় কাটি আপনার।
হৈয়াছে এতেকে বৈকর্ত্তন নাম তার।।
কবচ কুণ্ডল পত্তি কর্ণত আছন্তে।
হত প্রায় মানিছিলো তোমার তাহন্তে।।
প্রান যদি সে তোমার ১০১৮ হৃদয়ের শেল।
ঘটোৎকচ পড়িলে আজি সে দূর হৈল।।
দুর্যোর দুর্জ্জিন দূর হৈলন্ত তোমারে।
আর তোক কর্ণে কিছু করিতে না পারে।।
(সত্য করি কহ সখি কথা শুন মোর)।
এত্তে কর্ণ বিরের পুনের নাহি ওর ।।

তপস্বুনি[১০১৯]জত ব্রত ব্রহ্মন্য পরম।
সত্য বাদি জিতেন দ্রীয় মহাপরাক্রম।।
(সমুত সেহার জাতো নস্বা অনুক্রম)।।
একেকে সেহাক ব্রষ বোলে সর্ব্বজন।।
সিংহপ্রায় বনু বরি সেহাক উদ্যমে।
ধর্মহিন করে যুদ্ধ দ্রুব জোদ্ধাক বিক্রমে।।
যুদ্ধ ব্রত তোমার জোদ্ধা সকলো সেহাক।
সুর্য্যপ্রায় না পারে চক্ষুএ চাহিবাক।।
পরব্রদ্ধি করিতে সেহাকেঁ মেঘন্যায়।
জিনিবাক প্রতি শক্য নহে দেবতায়।।
আরো মঞি তোমার হিতের নিমিত্তক।
যাত্রিধি[১০২০] উপায় করি অনেক বীরক।।
জরাসন্ধ এ চেদিরাজ একলব্য আর।
উপায় সেবাকো বুঝি করিছো সংহার।।
হিড়ম্ব কির্ম্মির বক আরো জটাসুর।
সেবাক উপায় জেন দেখিআছো যদুপুর।।
অনর্দ্ধন অনামুব হৈড়ম্বুর প্রাণে।
ইসাক উপায় আরো ন জানয় আনে।।
তোমার কারণে না জরিকার করিলা কোন কর্ম্ম।।
জে দেব মনে সে তোর না জানিঞা মর্ম্ম।।
প্রতরাস্ত্র কুপতিত ধর্মতি সকল জয়।
হেন সুনি[১০২১]কৃষ্ণ ক পুছিল বনকা জয়।।
আমার হিতক তুমি প্রভুতে চিন্তক।
জরাসন্ধ এ আরো ভুমিপাল সকলক।।

কি উপায় করিয়া মারিনা কহিওক।
বাসুদেব বোলে যদি কহোঁ শুনিওক।।
জরাসন্ধ এ একলব্য আদি বীরচয়।
পূর্ব্বেতে এ সব রাজ্য নষ্ট ন হৈলেক হয়।।
এখন তাহাত হন্তে তিতি অতিশয়।
হৈলেক তোমার হয় নাহিকে সংশয়।।
দুর্য্যোধনে অবশ্যেবরিয়া তা সভাক।
আসিয়া আনিঞা যুদ্ধির হয় যুঝিতে তোমাক।।
কৃত অন্ধ দুষ্ট যোধি কুরু সৈন্য তবে।
দেবতায় রক্ষা করিলেক হয় তবে।।
জরাসন্ধ এ একলব্য আদি বীর সবে।
একে সুত সুত্র দুর্য্যোধনক বিএশবে।।
পৃথিবীক তাপিত করিয়া দিল হয়।
একেকে উপায় করি করিআছোঁ ক্ষয়।।
এ সবার পৃথকে পৃথকে একোজনে।
দিগপালে রাখিলেও দেবলোক সনে।।

১৮৭(ক)শেষ

১৮৭(খ)

যুঝিতে সমর্থ কোন নাহিকে সংশয়।
শুনা জরাসন্ধ দেব ছে করিছে ধনঞ্জ জয়।।
এহি এ হয়া দাদা বলভদ্রের বর্দ্ধনে।
আমরা সবঞ্চ বধিবার প্রয়োজনে।।
যবদণ্ড সব ঘোর গদাক দেখিল।
আসিতে আকাশে জেন দিব্য রচিল।।
অগনির পুত্র জেন বেগে বেদি আসে।
হরের ত্রিশূল জেন ত্রিপুর বিনাশে।।

সে ঘোর গদার তবে প্রতিকার কাযে।
সুনা কর্ণ নাম অস্ত্র কপিলেক রাযে।।
সে অস্ত্রের প্রতি বেগ পাইয়া গদাখণ্ড।
প্রিথিবীত পড়িয়া গবদ হৈল খণ্ড।।
পাড়িছে গদাক দাদার অস্ত্রে সোটে।
জায়ু জরাসন্ধ রক বধিতে বড় চোটে।।
জরা নাম রাক্ষসি দেখিয়া তাক পাছে।
রাক্ষসি তাঙ্ক জরাসন্ধ রক সন্ধান করিয়াছে।।
তাঙ্ক আসি সে দুই খণ্ডক বড়িলেক।
মৃত্যুর ঔষধি জেন পজে বান দিলেক।।
গদাসুনা কর্ণ দুই অস্ত্রে সবু তবে।
পড়িল রাক্ষসি যদি সমুখে বান হবে।।
ন হৈলেক বধ জদি গদা নষ্ট তারে।
তবে কিবা ভীম জীবে তাক মারিবাক পারে।।
সে গদা থাকিলে জরাসন্ধ হৈব হাতত।
ইন্দ্র সবে দেবতাকো মারিতে সকত।।
একলব্য নাম আর বির একজনে।
দ্রোণের প্রতিমা সাজি গুরু মানি মনে।।
অস্ত্র সিক্ষা করি হৈল মহাধনুর্দ্ধর।
রাযতুল্য হৈল সিপ্তিযনু কলেবর।।
অংগুষ্ঠ বিহিন হৈল তাক দ্রোনাচার্য্য। জানিলো বুঝি সে করিয়াছো সিদ্রোকার্য
জানিবা বুঝি সে করি আছো সিদ্রোকার্য্য।।
ন হৈব অংগুষ্ঠ হিন বধু তাঙ্ক তবে।
দেবতা সব ধর্ব্ব নাম রাক্ষস সব ধর্ব্বে।।

এ সব জিনিতে শক্ত ন হৈবেক হয়।
মনুষ্যের কোন কথা মধি এনঞ্জ ভয়।।
জানিবা তোমার হিতে বুঝি উপাজিলোঁ।
জরাসন্ধ একবধ (শিশুপালক বধিলো)।।
[১০২২]আগতে মারিলো শিশুপালক তোমারে[১০২২]।
সুরাসুরে জিনিবাক নহাক না পারে।।
তোমার সহায় হয়া লোকের হিতক।
দেবদ্রোহি সকলের বধ নিমিত্তক।।
ধর্ম্মরক্ষা করিতে হরিতে ভূমিভার।
জানিবাও বুঝি হৈছো অবতার।।
(হিড়ম্ব কির্ম্মির বক আর জটাসুর)।।
পেশিলো ভীমক দিয়া বুঝি যমপুর।।
অলায়ুধ আরো অলম্বুষ বুলি জাক।
হৈড়ম্বুক দিয়া বুঝিঁ মারিলো তাহাক।।
হৈড়ম্বুক শক্তি মনু কর্ণের হাতয়।
বুঝিঁ যে সংহার মধি করিলোঁ উপায়।।

১৮৭(খ)শেষ

১৮৮(ক)

কর্ণে মারিবাক না পারিল হয় জবে।
অজ্জুনোরে মারিবাক নাপিলেক হয় তবে।।
নাহি আরো পুর্ব্বত নহাক এ কারণে।
তোমারে যে কেবলে হিতের প্রয়োজনে।।
পাপাৎমা নহাঞঁ ধর্ম্মদ্বেষ্টা পুরুষর।
যজ্ঞ দ্বেষি ব্রাহ্মণ বিদ্রোহি নিশাচর।।
এতেকে নহাঞঁ মোর বধ্য সর্ব্বথায়।
বধাইলো শক্তিম্যাবে কর্ণের হাতায়।।

দ্রুপদা শ্বী লজ্জা লোচনা দয়াময়।
বৈশ্য বর্ম্ম দেখ ক্ষে শহনত মনোরম।।
(সে শহন তথাতে যুঝি নাহিকে সংশয়)।
এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছো মনএ জয়।।
এতোক এমব বর্ম্মবিদুষি হয় জানে।
জানিবারে যারা সর্ব্বথা দ্রোণের বধ্য তাকে।।
(ঘটোৎকচ হেতু কষ্ট তোর অনোচিত)।
কর্ণের কারণে পার হৈতে হরষিত।।
লোক হাস্যস্পদ তাঞ্জ হৈব ক্ষে কথাত।
সেক্ষে উপদেশ তোক আমি জানাবো পশ্চাতে।।
এখন দ্রুমুন পব দ পত্তুর মিলিছে।
তথু সেনা মশোদিলো পালাতো লাগিছে।।
কুরু সৈন্য নষ্ট পায়া অত্র তোমার সেনাক।
অতিশীঘ্র লাগিছে তাপিত করিবাক।।
কৃতরাস্ত্র যুদ্ধে পাছে নড়িয়া বিরক্তিন।
সেক্ষে এক শত্রু নিবর্হিনি ঘোর শক্তিন।।
কর্ণত আছিতে শুথাপিতো কি কারণে।
এতো দিনে অর্জ্জুনক না মারিল রণে।।
এহি অস্ত্রে পার্থক মারিল হয় জবে।
পাণ্ডব পুঞ্জ জয় নষ্ট হৈল হয় তবে।।
অর্জ্জুনে করিছে যুত এমত বন ধ্যান।
ন হৈবোঁ নিবর্ত্ত হৈলে যুদ্ধ এত আমান।।
এতে কে আমান তাক করি বৈদুরথত।
মযুন্ত পতিদেব ন হৈনকেনে হত।।

এছে কথা শুনিঞাঁ মনত হেন বাসো।
অসহায় পুত্র যুদ্ধ বিহিন হৈব জানোঁ।। উপায় ইহার
উপায়ক ইহার শত্রুয়ে বধ ডিলেক।
কেমতে এ সবোর শত্রুক জিনিবেক।।
ইহার পূর্ব্বত আছিলেক একচিত্তে।
শক্তিশ্চে পরম ভক্তি যত্নের নিমিত্ত।।
উপায় করিয়া ঘটোৎকচক মন্ধানে।
তাক নষ্ট কৈল বাসুদেব যুদ্ধ বিধানে।।
ঘটোৎকচ কর্ণের যুদ্ধ দেখ দেব হরি।
বিচিত্র যুদ্ধ বিদ্যে সনু কার্য্য কৈল করি।।
সুকরে কুরু কুরে ঘোর সমর করিলে।
ভবের শাসত্রি চাপ জালের জেন ফিরে।।
দেখ চিত্র চরিত্র কৃষ্ণের কি প্রকার।
কিরুপ করয় কার্য্য ভকত জনার।।
ঘটোৎকচে যুদ্ধ দিব যদি কর্ণক মারয়।
তেহোঁ ভক্ত পাণ্ডবের নষ্ট সিদ্ধি হয়।।
কর্ণ ঘটোৎকচক করয় যদি নষ্ট।
[১০২৪]তেহো একশত্রু নিবর্হিনি হয় ভ্রষ্ট[১০২৪]।।
এত ভবিতব্যক তা দিয়া যদুরায়।
হৈছুক ধারাইল কর্ণের হাতায়।।

১৮৮(ক)শেষ

১৮৮(খ)

শঙ্খ ধ্রুয় বসতি শুন নৃপতি সহনু।
পার্থকথারিব এ অবোধ শক্তি সনু।।
এছে ভবিতব্যক জানিঞাঁ নারায়ণ।
হৈছুক হৈরথে করিল নিয়োজন।।

অর্জুনের বধের উপায় পরিহরি।
এতকাল আছে ব্যর্থ লোকক্ষয় করি।।
মহাবীর কর্ণ হয়্যা বুদ্ধিমন্ত অতি।
তাক্যেঁ কেনে না মারিল পার্থক সকতি।।
তুমি বা এ বুদ্ধি কেনে না দিল তাহাক।
শুনিঞা সঞ্জয় তবে কহন্ত রাজাক।।
(দুর্য্যোধন দুঃশাসন শকুনি সহিত)।
এসব সহিয়া (আমি আলোচি রাজিত।।
কতবা বুঝি   বুঝায়া রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণক।
কালি তুমি সংসপ্তকে তেজি অর্জুনক।।
(অমোঘ শক্তিক মারি কর সর্বনাশ)।
(তবে পাণ্ডব পাঞ্চাল সকলে হয় নাশ)।।
পাণ্ডব পাঞ্চাল নাশ হেন হৈল জবে।
তোষ করি সভাসদা যুধিষ্ঠির তবে।।
(জানিলে থাক শক্তি ব্যর্থ হৈলেন পার্থত)।
পাণ্ডব সকলে মিলি কৃষ্ণ র পাছত ।।
যোদ্ধা করি শরাসিবেক অস্ত্র নিমিত্তক।
কৃষ্ণ কে মারিবেক তবে তেজি অর্জুনক।।
(যে কৃষ্ণ অর্জুন বৃক্ষের নিজ মূল)।
(পরম পাণ্ডব তার সখা সমতুল)।।

১৮৮(খ)শেষ

১৮৯(ক)

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ক করিলা যদি নষ্ট।
সখা বৃক্ষ সকলে আপনে হৈব ভ্রষ্ট।।
(পাণ্ডু পাঞ্চাল সব) কৃষ্ণে র আশ্রয়।
কৃষ্ণে তা সবার গতি নাহিক সংশয়।।

কৃষ্ণে প্রভু কৃষ্ণে বল কৃষ্ণে সে সখিবা।
প্রকাশের মূল জেন বিমল চন্দ্র প্রভা।।
(সে কৃষ্ণ ক তুমি যদি করিলা সংহার)।
সকল পৃথিবী তবে হৈবেক আধার।।
আলোচিন্তা এহি বুদ্ধি মন স্থলা করিলি।
আজি যুদ্ধ করিতে সকল পাসুরিলি।।
(দিনে দিনে করি এহি মন স্থলা নিশাত)।
দিবাত পাসুরি এহি কৃষ্ণে র বাপ্রাত।।
কৃষ্ণ জানি থাকিতে কিছুয়ে সিদ্ধ নয়।
হেন কৃষ্ণে সদা অর্জুনক রাখিবয়।।
(যেদিন পড়িল ঘটোৎকচ নিশাচর)।
সেদিন কর্ণের সযুবত দামোদর।।
না রাখিল কদাচিতো অর্জুনক আনি।
অন্য রথি গণক কহিল [১০২৫] তত্ত্ব জানি।।
কর্ণ হন্তে পার্থক করিল পরিত্রাণ পরিত্রাণ।
ঘটোৎকচ রাক্ষসক করায় নির্বাণ।।
অমোঘ শক্তিক মোঘ হৈল এ প্রকারে।
সে কৃষ্ণ ক যুদ্ধে হেন কে আছে সংসারে।।
সঞ্জয় স্তুয় বর্ণতি জে কহিলা নররায়।
সাত্যকীও একথা পুছিল কৃষ্ণ পায়।।
কহিওক প্রভু কর্ণ কোন নিমিত্তক।
পার্থক না মারি শক্তি কেখিল আনেক।।
শুনি সাত্যকিক কহিলন্ত নারায়ণ।
রাধেয় শকুনি দুর্যোধন দুঃশাসন।।

সবে মিলিআলোচিয়া বোলন্ত কর্ণক।
কাহা সে না মারি শক্তি ক্ষেপ অর্জ্জুনক।।
কর্ণো অর্জ্জুনক শক্তি মারে মারিবাক। আলোচিয়া আসে তাতে শুনিলো
আলোচিয়া আসে তাতে শুনিলোহো তাক।।
রাত্রিকালে কথি থাকে জত আলোচন।
দিবাত প্রস্তাবে সবে হয় বিস্মরণ।।
পার্থের মৃত্যুক নিবারনা হেন মতে।
ন করালা যায়্যা নিদ্রা না ছিল পাবতে।।
ঘটোৎকচে শক্তি ক্ষেপ করিবার দেখি।
অর্জ্জুন মৃত্যুত মুক্ত হৈবার নিরেখি।।
এবেসে কিঙ্কিত সুস্থ হৈল মোর মন।
বায়ু পুর হৈলে হয় সাগর জেমন।।
জাতো মোর পরম রক্ষিনি পঞ্চ জয়।
পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ ভার্য্যা কেহো সম নয়।।
তোমরা সকল আপনার মোর প্রান।
কেহো মোর নহে পঞ্চ জয়র সমান।।
ত্রৈলোক্য লাভত করি রক্ষা হৈল পার্থ।
এ মোটে অধিক লাভ জানা পরমার্থ।।
সে পার্থের পুনরাবর্ত্তন ন ঢ়ি হইবাক।
দেখি মহা হর্ষ হৈল কহিলো তোমাক।।

১৮৯(ক)শেষ

১৮৯(খ)

কর্ণের সহিতে ঘটোৎকচ ব্যতিরেকে।
আনে সক্য নহে আমি জানিঞা এতেকে।।
পঠাইছো রাক্ষস রাক্ষেন্দ্র বধিবাক।
সঞ্জয় কহয় বৃদ্ধ এ কৌরব রাজাক।।

হিত করি কৃষ্ণ অর্জুনত সদা প্রিতি।
কহিল এ কথা জবে শুনে সাত্যকীত।।
সুনি সঞ্জয় রাজা পুছিবাক লৈল।
তোমার তনয় সিদ্ধি হৈল কিকি তেক।।
দর্য্যোধন শকুনি সহিতে তোরা সবে।
অমোঘ শকতি মোখ নাহি হয় তবে।।
তখন যুদ্ধত কর্ন প্রবর্ত্ত নায়কে।
অর্জুনক সেকালত অথবা কৃষ্ণ কে।।
কেনে মেখ করাল্যা অমোঘ শক্তিক।
সুনিঞা সঞ্জয় কহিলন্ত নৃপতিক।।
আজি আমি সব এহি মন্ত্রনা করিছি।
অনেক প্রকারে রাত্রি কর্নক বুলিছি।।
অর্জুনক অথবা কৃষ্ণ ক বসুদেন।
যুদ্ধ শক্তি অবশ্যে প্রয়োগ করিবেন।।
কর্নো তাক মানি আন্য যুদ্ধত প্রভাতে।
কর্ন অন্য যোদ্ধা সকলের বুদ্ধি জাতে।।
দৈবে বিনাশিল করো ন হৈল স্মরন।
দৈববেসে সবাক বিক জানিলো রাজন।।
অমোঘ শকতি জাতো কর্ন হস্তগত।
ন করিল কৃষ্ণ বা পার্থক প্রতিহত।।
পুনরপি সঞ্জয় যুদ্ধে কুরুরায়।
দৈবে হতবুদ্ধি হৈলা [১০২৫] তোরা জত রায় [১০২৬]।।
কৃষ্ণের বুদ্ধিত সবে বুদ্ধি হয়া ভ্রষ্ট।
শুন প্রায় ঘটোৎকচ শক্তি হৈল নষ্ট।।

এতেকে সে কর্ন আরো মোর পুত্রগন।
এহি অনিভিত অন্যো রাজা প্রজাজন।।
সকলে জানিব যদি যমের দুয়ার।
কহিল্যেক আরো ঘটোৎকচ গেল মার।।
কৌরব পান্ডব দুয়ো উভয় সেনার। পুনরপি যুদ্ধ্ব×দ্রুমর্দি
পুনরপি যুদ্ধ প্রবর্তিল কি প্রকার।।
কেমনে পাঞ্চাল সবে সৃঞ্জয় সকলে।
কালানুক দ্রোণক বধিল মহাদলে।।
যুযধি সৈন্য এব ভুরিশ্রবার মরণ।
প্রানকে তেজিয়া দ্রোণে রনে দিছে মন।।
(ব্যাঘ্রে জেন মেশকে যুথ দেখিয়া ধাইছে)।
সেহিমতে সেনা আলোরণ আরম্ভিতহে।।
সে দ্রোণক কেমতে যুজিল পান্ডুদল।
কেমতে স্ব সাহসে তাক ধারা যে সকল।।
(অশ্বথামা কৃপ কর্ন আর দর্য্যোধনে)।
এবযাদি ক্ষীর বীরে কি করিল সেহে রনে।।
দ্রোণক বধিতে ধনঞ্জয় ভীমসেন।
ইৎসা করিয়াছে দুটি মত্ত সিংহ জেন।।
(তাযার আযার সেনাগন কি বল রনে)।
করিল কিরূপে যুদ্ধ কহ মোর স্থানে।।
জয়দ্রথ রাজা বধ হৈয়াছে আমার।
ভীমপুত্র হৈছয় তামার সেছে বার।।
(এ দুহার বধে হয়্যা সন্তাপে তাপিত)।
ধাযরসে যুদ্ধ কৈল কেমতে রাত্রিত।।

১৮৯(ব)শেষ

সঞ্জ ক্রুদ্ধ বনতি রাত্রি সে ঘোর যুদ্ধ হত।
কর্ণে ঘটোৎকচ রাক্ষসক হৈল হত।।
হর্ষ হয়া তবু সৈন্য ধায়া শব্দ করিল।
তাঁহার সেনাক আয়া মারিবাক লৈল।।
তাক দেখি রাজা যুধিষ্ঠীর মহাশোকে।
দুঃখে ভীমসেনক বুলিল মনোতকে।।
ধৃতরাষ্ট্র সৈন্য মারে আমার সেনাক।
তুমি বাপু আয়া নিবারণ কর তাক।।
আমি হৈড়ম্বের বধে মহাদুঃখি হৈলো।
রাজ্য সুখ শোকত পুরকে বধাইলো।।
(কহি হেনমত ভিম সেনক আদেশ)।
অশ্রু পূর্ণ মুখে বসি রহে রথেত নরেশ।।
কর্ণের বিক্রম নিরেখিয়া বারম্বার।
শোকে বিআকুল হৈল ধর্ম্মের কুমার।।
রাজাক এমত ভবে দেখিয়া শ্রি বিকল।
বুলিতে লাগিল কৃষ্ণ ভকত বৎসল।।
যুদ্ধ কর রাজা শোক কর পরিহার।
এ শোক যুগুত নহে করণ তোমার ।।
(না দিব সঞ্জক ছিদ্র যুদ্ধ আর বহ)।
কদাচিতো না করিবা সন্তাপ দুষ্মহ।।
এরূপ এরূপ ব্যথিত তুমি হৈলে মহাশয়।
জিনন সংশয় হৈব জানিবা নিশ্চয়।।
হেন শুনি কৃষ্ণক বুলিল যুধিষ্ঠীর।
ধর্ম্মের আজ্ঞা যে মুছি নয়নের নীর।।

কর্ম্ম দোষে যদি হেন জানিআছো চিত্তে।
কি হেতে না করো শোক ইহার নিমিত্তে।।
জাহেঁ উপকারির না মানে উপকার।
ব্রহ্ম বধ সমান পাতক হয় তার।
এত মান সেনাপণ হৈলেও আমার।
হৈত্রুদ্ধে করিছে তেহো নানা উপকার।।
জে কালে অর্জ্জুনে আরো অশ্বের কারনে।
হৈয়াছিল সে কালে ইহাকে দুর্গবনে।।
সুনিব যাহাকে আমি কহতে আমারে।
রহি রনে করিয়াছে বিবিধ প্রকারে।।
ধন ্ব যাদবত হন্তু অর্জ্জুন যাবত।
নাহি আগ রহিহি তাহতে কহত।।
জতেক দুস্কত হন্তু ইহাকে আমাক।
পরিত্রান করিছে কহিবোঁ কত তাক।।
বনত দ্রোপদি হাটি যাক না পারিছে।
পৃষ্ঠে বাহি তাকো যান ইহাকেঁ করিছে।।
আরো এজে দুর্য্যোধন যুদ্ধ হৈব আরম্ভত।
ইহাকেঁ দুস্কর কর্ম্ম করিল জেমত।।
তাক তুমি সাক্ষাতে দেখিছ নারায়ন।
আরো প্রভু সুনা মোর স্বভাব জেমন।।
জে প্রিতি মোহোর সহদেব কনিষ্ঠত।
হৈত্রুত সে প্রিতি সর্ব্বদা স্বরূপত।।
ইহাকেঁ পরম মোর ভকত নিরুপম।
এজে হৈত্রুতো বুঝি রত্ন মহা প্রকৃতম।।

দুঃখ পায় এতেকে সন্তাপে হয়্যা তপ্ত।
আরো দুর দেখ তুমি ভক্ত অনুরক্ত ।।
সম্প্রতি এতেকে ১০২৭ কৌরবের উপদ্রবে।
পলাইবাক বাঞ্ছিছে আমার সেনা সবে।।

১৯০(ক)শেষ
১৯০(খ)

দেখ দ্রোণ কর্ণ যিনি এ ঘোর রাত্রিতে।
আরম্ভিছে বাণ বৃষ্টি সেনাক বিমর্দিতে।।
দুই মত্ত সিংহে পিংছে যেন বধে মনবন।
আরো দেখ গুরু দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন।।
বাহুবল ভীমের পার্থের অপ্রবল।
এ দুহাক অনাদর করি এ সকল।।
রাত্রি ঘটোৎকচক যুদ্ধ র ঘোর নাদ।
হর্ষ হয়্যা করে যেন প্রলয় সম্বাদ।।
জীবনের ধিক্কার আমার এ কারণ।
পুন সৌভদ্রক তারা মারিছে এখন।।
সপত অর্জুন সেনা না ছিল সমরে।
আবাকো দৈন্য রবে নিবারিছে হরবরে।।
প্রতিজ্ঞা র হেতু তাত দ্রোণ সপুত্রকে।
বধের উপায় শিক্ষা করাইছে কর্ণকে।।
সেই ছেদ পায়্যা কর্ণ কাটিল কোদণ্ড।
যেবা বজ্র স্পর্শ বরিসেক খরচণ্ড।।
অন্যায় তাহাক যেন নৃপতি হ্র ঘাতক।
দুইখান কৈল অভিমন্যুর ধনুক।।
দুইপাড়ি সারথি রথের ঘোড়া চারি।
সারথিকো অন্যায় কেনাব্য তার মারি।।

অন্য পরে বীর তবে বেড়ি লৈল হত।
সুনিঞা অর্জুন আদি অস্ত্র কারনত।।
দ্রোণক কর্ণক ম বধিয়া সমরত।
দেখাবে অস্ত্র হয়া সৈন্য একক লৈল হত।।
আমার দুঃখের মূল এহি দুইজনে।
বধিবাক ইথাকে আছিল পূর্ব্বে মনে।।
এ দুইক পায়া দুর্য্যোধন দুষ্টশীল।
ইথারে আশ্বাসে এত দুঃখ মোক দীল।।
সুত পুত্র কর্ণ পাপিষ্টক এ কারণে।
অবশ্যকে মোর বধিবার লাগে মনে।।
[illegible] এতেকে আপনে জান বধিতে তাহাক।
ভীমে যুদ্ধ করন্তুক সসৈন্যে দ্রোণক।।
এহি বুলি দ্রুতগতি চলিলন্ত ধর্ম্ম অধিপাল।
মোর ধনু ধরি দেখাবে করিয়া অস্ত্র জ্ঞান।। ১০২৮
~~মোর ধনু ধরি দেখাবে করিয়া অস্ত্র জ্ঞান~~
তুরংকর পথ দ্রুত করি বেগে গেলা চলি।
শিখণ্ডি কুমার তবে তাহাক আকলি।।
সহস্রেক রথ পঞ্চ সহস্র তুরঙ্গ।
লয়া আরো তিন শত উন্মত্ত মাতঙ্গ।।
উদ্ভুক পাঞ্চাল সহিতে দ্রুতগতি।
পাছতে রাজার নাগ লৈল মহামতি।।
পাছে যুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডব পাঞ্চাল।
সমর ভূষিত হয়া একত্র মেকাল।।
শঙ্খ ভেরি বিজয় বাজন বাজাস্যোক।
তবে বাসুদেব অর্জুনক বুলিলেক।।

শোকাবিষ্ট হয়া তবু জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠীর।
কর্ণ বধ হৈল্তে আপনে জায় বীর।।
ইহাক অপেক্ষা যদি ন হয় যুযুত।
এহি বুলি কৃষ্ণ যোদ্ধা বাহি দিল দুত।।

১৯০(খ)শেষ

১৯১(ক)

শোকাবিষ্ট যুধিষ্ঠীর কর্ণবধ কাযে।
পরম আবেশে জায়া আপনে সংগ্রামে।।
হেন সময়ত ব্যাসদেব আসি তথা।
কহিল রাজাক সাবধানে[১০২৯] করি কথা।।
তাশ্য বসে শুন ধর্ম্ম নৃপতি প্রবিন।
অর্জ্জুনে কর্ণত হন্তু জিবে এতদিন।।
দৈরথ কালত অর্জুনক বধিবার।
রাখিছে বাসবি শক্তি বাধার কুঠার।।
তাত আজি অর্জ্জুন কর্ণর সমন্নিতে।
আশ্যো সমু নাহি ক্ষাত্র জায় দৈরথ করিতে।।
সেনা জদি হয় পরস্পরে হয়া একত্র।
দিব্য অস্ত্রে শব্দ ধাঁয় করিল ধমত্র।।
অস্ত্র নষ্ট হৈলে ক্রোধে হয়া কাল বর্ন।
এহি শক্তি অবশ্যে মেলিব হয় কর্ন।।
তবে আবার ঘোর দুঃখ হৈল হয়।
ক্লক আশ্যো সমু সে ন করি সুতের জ তনয়।।
অমোঘ শকতি মেলিলেক হৈড়ুম্বতে।
জিবৈল অর্জুন আজী হন্তু অব্যহতে।
(জাতো এক সময় সমু নিবহিনি শক্তি গোটা)।
এতেকে সে হৈড়ম্ব মরিল তার চোটে।।

জানিবেন কালে আসি শুনিল তাক ।
এতেকে বাসবি শক্তি বধিলন্তু তাক ।।
ন হৈল্লো এতেকে শোক খেদ ন করিয়া।
সংসারত জত প্রাণি আছন্তু জিনিয়া ।।
এজে মৃত্যু গোট রাজা আছে সমস্তরে।
এতেকে হৈয়াত শোক অজ্ঞানি সে করে।।
তুহ্ম ভ্রাতৃগন রাজগণ সংগে অতঃপর।
শোক পরিহরি কৌরবক যুদ্ধ কর।।
সমস্ত পৃথিবী রাজা তোমারে সর্ব্বথা।
হৈবেক পক্ষ ন দিয়ে নাহিকে অন্যথা।।
জাতো কদাচিতো তুমি পাতক ন হব।
কুকর্ম্ম বিমুখ সদা ধর্ম্ম চিন্তি রব।।
তুমি দান ক্ষমা তপস্যাক ধর্ম্মরায়।
শুদ্ধ ভাবে সেবা করি রহ সর্ব্বদায়।।
এতেকে যথাত ধর্ম্ম জয় সেহি স্থান ।
এহি বুলি বিদ্যুত ন্যায় হৈল অন্তর্দ্ধান।।
সঞ্জয় বদতি ব্যাসে যদি এ বুলিল।
যুধিষ্ঠীর কর্নক জায়া নিবর্তিল ।।
পাছে মহারাজ ভক্ত্য সহস্তু গণকে।
নিবারিতে ভীমে আরম্ভিলে ধাবিবাক।।
তাক দেখি ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মের মন দম।
সাদরে বুলিল প্রদ্যুম্নক বচন।।
তুমি জায়া দ্রোণক নিবার মহাশয়।
তাত হল্লু তোমার কদাপি নাহি ভয়।।

কবচ কুণ্ডল বস্ত্র চর্ম্ম ধনুবানে।
উৎপন্ন হইছ তুমি দ্রোণের নিধনে।।
এতেকে তাহাক পায়্যা জাব মহাবলী।
শীখণ্ডি দোর্ম্মুখে জন্মেজায় জাউক চলি।।
সহদেব নকুল উলুক সমন্বিত।
দ্রোপদীর পুত্র বর্গ চলোক সুর তুরিত।।
দ্রুপদ বিরাট জাউক পুত্র ভ্রাতৃগনে।
সাত্যকী কৈকেয় পার্থ জাউক এহিক্ষনে।।
আরো রথি হস্তি ঘোড়া পদাতি পটল।
দ্রোণক পাড়োক[১০০০] জায়া বেড়ি এ সকল।।
এমতে হেনমত আজ্ঞা করিলেক যুধিষ্ঠীর।
সত্বরে দ্রোণক পায়্যা গেল সবে বীর।।
যুদ্ধক উদ্যোগে আসে পাণ্ডব সকল।
দেখিয়া সমুখ হৈল দ্রোণ মহাবল।।
তাক দেখি দ্রোণক রাখিতে দুর্য্যোধন।।
এপাষে জায়া উদ্যোগে তাহাক দিল রণ।।
তবে কুরু পাণ্ডবের বাহন সকল।
সেনাগণ ভ্রান্ত হয়া হৈয়াছে ক্ষিন বিকল।।
তেহোঁ পরস্পরে করি ত তর্জন গর্জন।
দুহোঁদিগে ঘোর যুদ্ধ হৈল প্রবর্ত্তন।।
একে শ্রুমি আরো অন্ধ হইছে নিদ্রায়।
না পারে যুদ্ধক চেষ্টা করিবাক কায়।।
যদ্যপি প্রহর এক রাত্রির প্রমান।
হৈল অক্ষ তাথেঁ সহস্রেক রাত্রির সমান।।

পাণ্ডবের তোমার জতেক যোদ্ধাগন।
রথে গজে অশ্ব পৃষ্ঠে করিল শয়ন।।
চেষ্টা ছাড়ি পড়ি রহিল অজ্ঞানে।
তাক অন্য যোদ্ধা জমপুরে দিল স্থানে।।
জেহ হয়্যা মৃতকল্প হৈছে জনে জন।
অশ্ব এড়ি নিদ্রাগত কতেক জোদ্ধাগন।।
অশ্ব হীন হৈআছে সুবর্ণ দেখিয়াছে।
আপনাকে জেনাক না হৈল জ্ঞান পাছে।।
সর্প পরিবেষ্টিত পর্বত প্রায় হৈল।
হয় হস্তি জোদ্ধা সে প্রকারে শোভা হৈল।।
সে বেলা কুমুদ বন্ধু হৈলন্ত উদিত।
লোকের চক্ষুর প্রতিকারি সুললিত।।
অতি সুশোভিত করি বাসবি দিশক।
শিবের ন্যায় দলিল তিমির বারনক।।
আছিল অরুন বর্ন মুহুর্ত্তেক মান।
দিগদার নয়নের উৎকণ্ঠা জে বন্ধান।।
কনেক সেরুপ পুছি নিজ পরকাশে।
তিমির রাশিক প্রাশি শোভিল আকাশে।।
নিদ্রায় মোহিত হয়্যা কত সেনা ক্লেশে।
আপনাক আপনে মারিল পরদোষে।।
নিদ্রাবসে অন্ধ হয়্যা উভয় সৈন্যের।
পরক আপন বোধে হৈল কতকের।।
পরস্পরে পরস্পর কেশো হৈল নিদ্রাদোষে।
অন্ধকারে অধর্ম করিল পরস্পরে।।

কতেক সেনার পর[১০০১] সঘনে বারয়।
নিদ্রায় মোহিত হয়া কোন ন জানয়।।
এরূপ তাবার তবে দেখিয়া অর্জ্জন।
সবাকে বুলিল ডাকি হয়া সকরুন।।
বাহন সহিতে তোর সবে হৈল শ্রান্ত।।
অন্যই হৈল তাত আরো নিদ্রায় একান্ত।।
সৈন্য হৈছে অন্ধকার পুনাএ আবৃত।
এতেকে (করোম জপি যেন মত চিত্ত)।।
মুহুর্ত্তেক মাম নিদ্রা কর এহি ঠাই।
চন্দ্রোদয় হৈলে যুদ্ধ করিবা পুনাই।।
(বর্ণময় অর্জ্জুনের বানি শুনি তবে)।
এহি হৌক এহি হৌক বুলিলেক সবে।।
হে হে কর্ন কুরুরাজ বুলি ডাক দিল।
পাণ্ডব রহিল তোর রহ একতিল।।
পাছে অর্জ্জুনের সেজে বানি সেবেনাত।
শুনি দেব ঋষি সেনাগন অসংখ্যাত।।

১১১(খ)শেষ

১১২(ক)

সকলে পুজিল হয়া আকুল হৃদয়।
ধন্য ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় দয়াময়।।
অস্ত্রে শস্ত্রে বেদে শাস্ত্রে ধন্য তোর জ্ঞান।
বুদ্ধি পরাক্রমে জগত জানে কে তোর সমান।।
সকল ভুতত তার দয়াএ বন্ধান।
---------------------।।
রথ হন্তে -----------------।
সিদ্ধ হৌক তোমার বিজয় বাঞ্ছিত কার্য্য বাঞ্ছিতার্থ।।

অস্ত্র এড়ি xxxx নিদ্রায় এ বুলিয় যোদ্ধ্বাহন।
রথ গজ অশ্ব পৃষ্ঠে করিল শয়ন।।
চেষ্টা হিনে পড়ি পড়ি রহিল অজ্ঞানে।
কারো কেহ মারি যমপুরে দিল স্থানে।।
অন্ধ অনংকারে মনু পৃথকে পৃথকে।
তুমিত সুগন্ধি শ্বাস ছাড়িয়া কতেকে।।
সে প্রকারে রাত্রি হৈল দিবস প্রায়।
ভুমিবাক লাগিল রাক্ষস কত রায়।।
সূর্য্যের কিরণে জেন প্রবোধে পর্য্যঙ্ক[১০৩২],
তেমতে চন্দ্রের রশ্মি জাগাল সৈন্যক।।
পুনর্বার ঘোর যুদ্ধ প্রবর্তিল সবে।
সঞ্জয় বদতি রাজা দুর্য্যোধন তবে।।
দ্রোণের পালক জায়া আবরণে মনু।
তার তেজ হর্ষক বাড়ায়া বুলিলনু।।
প্রানু হয়া পত্নুয় বিশ্রাম করিছিল।
তিতিক্ষা করিতে তাক আধার না ছিল।।
বিশ্রাম করিয়া তবে পাণ্ডব সকল।
বল হৈল আমি সব হৈলো ছিন বল।।
অবসর পালিতেও তোমার উচিত[১০৩৩]।
না মারিলা একেকে তুমিও কদাচিত।।
ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্র আছে তুব স্থানে।
কৌরব পাণ্ডব অন্যসব জতমানে।।
তোমার সমান কেহো নাহি জগতত।
যদি পক্ষপাত ন করেন গুরুপত।।

ত্রৈলোক্যক সুরাসুর গন্ধর্ব্ব সহিতে।
নষ্ট করিবাক তুমি পারেন দেখিতে।।
না মারেন[১০৩৪] গুরুশিষ্য বুলি অপেক্ষায়।
তোমাক এমত মোর প্রকাশ অভাগ্যে করায়।।
সক্ক ক্রুদ্ধ বদতি দুর্য্যোধন তব সুত।
এ বুলি করায় আচার্য্যক মন্যুযুত।।
অমন্যুষে বুলিলন্ত পুন দুর্য্যোধন।
বৃদ্ধ হয়া পরম শক্তিত এ করো রণ।।
অস্ত্রজ্ঞান এ সবার নাহি সুব্রত।
অস্ত্রবেত্তা তাক অস্ত্র মারে কেন যত।।
এবে সে জয়ক বাঞ্ছা করিতে তোহোর।
ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিবার লাগিলন্ত মোর।।
এতেকে তোহোর অভিরুচি অনুসারে।
ভালো তার হৌক মন্দ হৌক লাগে করিবারে।।
আগ্রহ বরিষ্যা হের করো নিবুবাক।
জাবতে না বধো আজি পাণ্ডব সেনাক।।

১৯২(ক)শেষ

১৯২(খ)

না বসাবোঁ তাবতে কবচ শরীরের।
কিকি তেক কহোঁ তাক অবধান কর।।
অর্জুন যুদ্ধত তুমি হৈবে এক্ষে মান।
সত্য কহোঁ তার বল বির্য্য জে বখান।।
দেবাসুর রাক্ষস ক্ষ গন্ধর্ব্ব নাগচয়।
কেহো জাক জিনিতে উৎসাহ না করয়।।
এমত সহিতে যেন দ্রু পাণ্ডব দাহত।
শর বরিষিল পারিলেক যাকে যত।।

পুরুষ প্রবর পার্থ সমস্তে অস্তক।
নম্র করি জিনিল সেবর সবিবক ১০০৫।।
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ রাক্ষস সকলে সবাকে।
অর্জুনে জিনিছে তুমি জানিয়াছে তাক।।
ঘোষ যাত্রা কালত গন্ধর্ব চিত্রসেন।
ধরিলেন্ত তাকে তোক আপনে জানেন।।
জিনি স্নেহে ছোড়াইল তোরা সকলক।
দেবের অসাধ্য আরো নিপাত কবচক।।
দেবকার্য্যে জিনিল অর্জুনে করি হত।
কালকূঞ্জ সকলকো হিরন্য পুরত।।
বধিছে পুরুষ ব্যাঘ্র বীর ধনঞ্জয়।
তাক প্রতি কেনতে মনুষ্যে সক্ত হয়।।
সঞ্জয় বদতি অর্জুনক হেন রূপ।
দ্রোণে প্রসংশিলে ক্রোধে দুর্য্যোধন ভূপ।।
পুনরপি আচার্য্যক বুলিল বচন।
শকুনি মাতুল কর্ণ আমি দুঃশাসন।।
দুইভাগ সেনা করি এহি চারিজনে।
সর্ব্বথা বধিবো আজি অর্জুনক রণে।।
হেন শুনি অনুগত হয়া নৃপতির।
হাসিয়া বুলিতে লৈল গুরু দ্রোণবীর।।
তোমার কুশল হৌক রাজা দুর্য্যোধন।
অর্জুনক নারিব তোমার কোন জন ১০০৬।।
অস্ত্রযুক্ত হৈন পার্থক জিনিবারে।
আনের কি কথা দেব ইন্দ্র যমে না পারে।।

অন্য সুরাসুর নাগ রাক্ষস আহাক।
কদাচিতো না পারে জয়সিতে তাপিত করিবাক।।
তুমি জে কহিলা তাক বুঝি সে কহয়।
অর্জুনক জিনি যুধে কে আব্য নিন্দয়।।
শংকা যায় কোন না করিবা সর্বদায়।
পাপক নিশ্চয় করি আছ কুরুরায়।।
আপনার এতেকে জএর নিমিত্তক।
(চিরকাল ন কর ন হায় অর্জুনক)।।
জাতো তুমি অভিলাষ যুদ্ধ এক করিছ।
বিশেষত নস্থির কুলত জন্ম পিয়াছ।।
(জেমিয় বর্ষক যায় গঠায়া সম্প্রতি)।
(কদাচিতো তুমি নেকি রহিবা নৃপতি)।।
এজে সবারের মুল তুমি নৃপবর।
এতেকে সত্বরে জায়া অর্জুনক ধর।।
(সকুনি মাতুল তুম্ব অফত নিপুন)।
যুদ্ধ এক জাওক তাক্তে জে প্রধান অর্জুন।।

১৯২(খ)শেষ

১৯৩(ক)

নিকুতিত[১০৩৭]পার্থত ফিরত তাক্তে এক।
পাণ্ডবক তাক্তে সে সর্বথা জিনিবেক।।
(বারম্বার ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আগে)।
(দুষ্ট করি তুমিও কহিছ মহাভাগে)।।
আমি কর্ন শকুনি অপর দুশ্শাসন।
আরো (এথা আছে জতোরাধ বীরগন)।।
(জিনিবোঁ এসব সবে পাণ্ডব সবাক)।
(কহিছ সঞ্জাত বলি মুনি আছো তাক)।।

এতেকে প্ৰতিজ্ঞা অনুসাৰে হয়্যা যাজ।
সত্যবাদি হৈবো সাগৰাজে যশোৰাজ।।
(নিঃসংকে তোমাৰ শত্ৰু পাণ্ডৱ সকল)।
(আগতে আছনু তে কাৰণে যশাবল)।।
জয় যশেৰ্দ্ধ যুধি[১০০৮]কৰ সাধি তবে জয়।
ইহাত অন্যথা মৰণে সে প্ৰায়া হয়।।
ঐশ্বৰ্য্য লভিলা পান্যা শিন্ধ দিলা কৌতুকে।
কৃতকৃত্য হৈলা শৈন্যানিক) সমুৎসুকে।।
যুদ্ধ কৰি পাণ্ডৱক জিন অতঃপৰ।
এহি বুলি গুৰু দ্ৰোণ হৈলন্ত অনুজ্ঞে অনুৰ।।
তবে দুৰ্যোধন সেনা কৰি তাতপৰ।
ৰাত্ৰিৰ বিভাগ সেৰ বেঢ়িল দলৰ।।
প্ৰবৰ্ত্তিল ঘোৰ যুদ্ধ উভয় দলৰ।
গাছে চন্দ্ৰ প্ৰস্কালিত কান্তিক কৰিতে উদ্ভ তৰ।।
আদিত্যেৰ অগ্ৰজাদি তনহু জাহাজে।
আদিত্যক তাম্ৰবৰ্ন কৰিতে শহাজে।।
উদিত উদয়াচলে হৈল দেৱেনাত।
দুৰ্দ্ধৰ্ষ মুন্দৰীৰ শিল যুৱ সাধ্যাত।।
তবে জে সৈন্যক কৰিআছে দুৰ্যোধন।
তাক দুৰ্যোধনক কৰিআ তবে আগ।।
সোমক পাঞ্চাল পাণ্ডৱৰ যাদ্য ৰণে।
জে যদষত্ত হস্তিতপোট শিহুবলে।।
কৌৰৱী সেনাক দুৰ্যোধন দেখি তবে।
সম্মোধি বুলিল এনঞ্জ ক্ৰুদ্ধ বাণবে।।

কৌরবক বাণ করিঙক মহাকায়।
শুনি পার্থে বুঝি শিশুরের অভিপ্রায়।।
বুলিল করিও জে করিতে হয় তার।
তবে দ্রোণাদিক বাণ করিয়া গোপান।।
সেবেলা সমর গিরে ভীষ নিদারুন।
ডাকি বুলিলন্তু শুন অর্জুন অর্জুন।।
জন্মিআনি জেবেহু প্রসব করে সুত।
উপস্থিত সেবা দুর সেকাল প্রস্তুত।।
শত্রুর কুশল না চাহিবা অপেক্ষায়।
ঘাতকের কর্ম্ম করিবেন সর্ব্বদায়।।
আজি প্রীবশম্য কর্ম্মসত্যে মহাঘোর।
করিও বির্য্যোও সত্যু জন পরিতোষ।।
সঞ্জয় কহতি বৃদ্ধ কৌরব রাজাত।
তবে পার্থ গোবিন্দ ভীমের প্রেরনাত।।
দ্রোণক কর্ণক সংগ্রামত অতিক্রমী।
জয়িয় গনক দাহ হৈল মহাপ্রধি।।
তিমির লাগিয়া জেন সুর্য্যে হৈল গতি।
তাক নিবারিতে করো ন হৈল শকতি।।
তবে দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি সর্ব্বানু।
অর্জুনক আরলি আবরিল শরজালে সনু।।

১১৩(ক)শেষ

১১৩(খ)

বহুবান বরিষিয়া তবে ধনঞ্জয়।
কদর্থ না করিয়া তাবার অশ্বচয়।।
সবারে দ্বাদশ শরে শরীর ভেদিল।
সেবেলা উঠিয়া ধুলা গগন লংঘিল।।

শরবৃষ্টি হৈল ঘোর তমোময় ।
পৃথিবী আকাশ দিশ নহে পরিচয়।।
যুদ্ধ হৈল সৈন্য অন্ধকারে হয়্যা অন্ধ।
উদ্দেশ করিয়া যুদ্ধ করনু প্রবন্ধ।।
রথি সব বিরথি হইল শরঘাতে।
ছুরা ছুরি যুদ্ধ কতো হৈল সেখানেতে।।
কবচক খণ্ডা ধরি করি কেহো যুঝে।
কতো কতো বীরে যুঝিলন্ত ভুজে ভুজে।।
কতো রথি হয়্যা অশ্ব সারথি বিহিন।
প্রান এড়ি পড়িয়াছে রক্তিম নড়িবা দুর্দ্দিন।।
জিয়া আছে ক্ষত তারা যেন মানি ভয়াতুর।
সমীপ না চাপে পলাইয়া হয় দূর।।
রনমুখে তবে দ্রোণ উত্তর দীপত।
রহিলন্ত সর্প নিশ্বাস অগনি জেন মত।।
পাণ্ডব সৈন্যের আরম্ভিল মহামার।
দ্রোণ রূপে যুদ্ধে জেন শত্র খণ্ডুয়ে ভুজার।।
পাণ্ডবের সৈন্যে তাক দেখি দিপ্তি মনু।
ত্রাসে থরথরি কম্পিবাক লাগিলন্ত।।
বারিবাক তাক কেহোঁ ন হৈল সকত।
ধূর্ত্তত দানব সৈন্য জিন ভুক জেমত।।
তবে নানা বীরগণ নানান প্রকারে।
সবরে রহিল সমস্ত ধর্ম্ম রাখি আপনারে।।
স্থিত যুদ্ধ হৈল কেহোঁ কেহোঁ নিরুৎসাহ।
কেহো আমরসে মরমান্য বীরবর।।

ধনু ধনু ৩টু কাটুছিয়া কেহো জ ক্রোধে।
কোন জনে হস্তে হস্ত পিন্দিল আটোপে।।
(বাটু মোচোরায় কতজন মহারাথী)।
(আমুখ উৰায় কেহো উপরক লাগি)।।
কতো বীর প্রানক উপেখি আপনারে।
পশিল প্রস দ্রোণত জায়া চমৎকারে।।
দ্রোণ শরে ব্যাথা পায়া মাজিল পাক ান।
দ্রুপদ নৃপতি আরো বিরাট ভূপাল।।
খান্য তাহাক লাগি কোপে ধনু আতি।
খায়া গেল আরো দ্রুপদের তিনি স নাতি।।
(চেদি ধৃষ্ট কৈকেয়াদি দ্রোণক খান্যেক)।
(নব দ্বদনেক জেন মন্ত অনেক)।।
দ্রোণে তবে ছেদি ভেদি চেদি পাক ালক।
জিনিল প্রক্ষ ভ্রয় ধৃষ্ট কৈকেয় সৈন্যক।।
(তোক দেখি দ্রুপদ নৃপতি শিত্রপতি)।
(মর বুধি কোপে ঊর কৈল আচার্যক প্রতি)।।
বিরাট রাজাও শর কৈল তাতপরে।
দ্রোণে দুইরো বান বৃষ্টি নিবারিয়া পরে।।
(তবে বিরাটক আরো দ্রুপদ রাজাক)।
(আচ্ছন্ন করিল পুরু বানি মরধাঁক)।।

১১৩(খ) শেষ

১১৪(ক)

পরে ঘন্ন হয়া তবে বৃদ্ধ দুর্যোজনে।
ধর করি দ্রোণক ভেদিল কোপমনে।।
(দেখি দ্রোণে দুই তিব্র বান হানি পুনু।
কাটিলেক হাতের দুইর দুই ধনু।।

দ্রোণের বধক আকাংখায় জাত পর।
দশবারে [illegible] ধৃষ্ট দশ দেখিল তোমার।।
(লোহময় সুবর্ণে ভূষিত শক্তি এক)।
(ঘোর রূপে দ্রুপদে দ্রোণক হানিলেক)।।
তবে দ্রোণ দশগোটা তোমার বিরাটেরে।
হেনিলেক নানাবিধ অস্ত্র নাম ধরে।।
(কতো মত্নে দ্রুপদের শক্তিক হেলিয়া)।
(কাল সর্প প্রায় দুই অস্ত্র প্রহারিয়া)।।
বিরাটের দ্রুপদের শির আহরিল।
বলিদানে জেন মৃত্যু দেবিক তুষিল।।
বিরাট দ্রুপদ জে এমতে গেল মার।
চেদি ধৃষ্ট পাক ল কৈকেয় সে প্রকার।।
দ্রোণের দারুণ শরে মরিল অনেক।
দ্রুপদের তিনি পৌত্র প্রাণ এড়িলেক।।
(সে কর্ম্ম দ্রোণের দেখি রথিগণ যাকে)।
দুঃখ দুঃখে জেন যুক্ত যুধিষ্ঠির যুবরাজ।।
সবাকে শুনিয়া বুলিলন্ত মহাবলি।
দ্রোণের ঠাইক ঝুঝি মের জাম চলি।।
তাতে আজ্ঞোঁ পরাংমুখ হয় আজি রণে।
তবে নেবু পূর্ণ ন হউক কদাচনে।।
ক্ষত্রিয় বর্জ্জিত প্রভু হৌক সিতোজন।
ন হমি হউক তার্কোঁ ব্রাহ্মণ পরায়ণ।।
এ বুলিয়া যুধিষ্ঠিরে মৈলেন্তা দ্রোণক।
যায়া গেল পিতৃলোকে আবেশ ঝুইক।।

পাঞ্চাল সকল পাণ্ডবের সেনা সবে।
দ্রোণক জুৰিল সবে সমর বিময়ে।।
তবে দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি সহিত।
আরো যুক যুক ভ্রাতৃগণ সমন্বিতে।।
রক্ষা করি আচার্য্যক রহিল সেকাল।
চাহিবাক না পারিল দ্রোণক পাঞ্চাল।।
তাক দেখি কোপ হয়া বীর ভীমসেন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরক সম্বোধি মৈX বুলিলেন।
দ্রুপদ রাজার কুলে জন্ম লভিছিল।
সমরক সমস্ত অস্ত্রত বুঝি পার্গত হৈছিল।।
কহো দেখো ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ বচন।
পিতৃক গুরুক বধ করি ক্রিতোজন।।
শঙ্কিত ন করি আরো আগতে রহয়।
এ বড় শত্রুক কোনে অপেক্ষা করয়।।
বিশেষত আরো তাতে পাণ্ডবী সেনাক।
রাক্ষিত আরম্ভিছে আগতে নিশ্শেষ করিবাক।।
এতেকে মোহোর কর্ম্ম দেখ আজি তুমি।
তাতে ইবে দারুণ দ্রোণক জাখি যুঝি।।
এহি বুলি দ্রোণ সৈন্য পশিল নির্ভয়।
আকর্ণ পুরিয়া বরিষিল শরচয়।।
অনেকতে বেধাইল তোমার সৈন্যক।
মধ্যে পশি বাখি বাছে পাইল দ্রোণক।।
মিলিল তুমুল বাছে উভয় বীরর।
না দেখি নাহি শুনি এমত সমর।।

তবে ধৃষ্টদ্যুম্নে সেহি সৈন্যে প্রবেশিল।
[১০০৯]বাণ পায়্যা দ্রোণক ক্রন্দন আরম্ভীল[১০০৯]।
রথ সকলক রাজা তবে সেবেনাত।
এক ঠাই হৈল যেন দেখিতি সাক্ষাত।।
দুর্ব্বার প্রহারে কতো পরাণে মরিল।
চক্রকারে কতো ভাব ভ্রমিতে লাগিল।।
ভয়াতুর হয়্যা কতো হৈল অন্তর্ধান।
কতো ভাগে পথতে পালায়্য লয়্যা প্রাণ।।
কতেক বিমুখ হয়্যা প্রহারে পৃষ্ঠত।
কেহো হু হু করি হানে পাক্ক প্রারত।।
যুদ্ধ হত আপতন সবে হৈল যেন হত।
আমি ব্যস্ত হৈল দিবাকর দেকানত।।
সক্ষ রুদ্ধ বদতি রাজা হু তবে জত জন।
সন্ধ্যাগত সূর্য্যক করিছে উপাসন।।
তবে তত্র কাক ন প্রভাবে বিবস্বত।
উদিত হৈগেল হৈল উত্তম জগত।।
পাছে পুনর্ব্বার যুদ্ধ হৈল বিপরিত।
সত্যবাতিক মৃত্যুকাল হৈল উপস্থিত।।
রাত্রিকালে জাগ্রৈঁ যুধিষ্ঠির জার সনে।
দিনতে যুঝিতে সেহ সেহি সেহি সনে।।
রথে রথে রথি রথি হস্তিত্যে হস্তিক।
ঘোড়াএ ঘোড়এ পদাতিক পদাতিক।।
কেহোঁবা একএ কেহোঁবা পৃথক।
সুর্য্যোদয় হেন যুদ্ধ হৈল ভয়ানক।।

কতো যোদ্ধা ক্ষেপণ হয়্যা যুদ্ধে হৈল পাত।
রে সব যুদ্ধেত প্রানু হৈআছে নিপাত।।
সেবক দুর্য্যোর তেজে প্রানু হয়্যা কায়।
বিকুল হইল আরো নুনায় জুবায়।।
অনেক সেনাক পড়ি হৈল অচেতন।
তবে শংখ ভেরি রব দুন্দুভি নিস্বন।।
ধনুর টংকার আরো গজের গর্জন।
এবয়াদি শব্দ উঠি বংধিল গগন।।
ব্যামোহ হইআ গজপতি হয় রথ।
আপোনাক আপোনে দেখয় জমপথ।।
আপনাক পরে মারে পরাক আপনে।
পরেও পরাক মারে অথবাদি রনে।।
এ প্রকারে কাটা জায়া হয় হস্তি নর।
তাত হয়্যা নদী এক হৈল খরতর।।
মাংস মাংসে হৈছে কর্দম শোনিতে হৈছে জল।
অস্থিচয় হৈল মধ্য কচ্ছপ সকল।।
আর্তনাদ শব্দে হৈল কল্লোল জেহেন।
পতাকা বলাকা বস্ত্র সব হৈছে ফেন।।
শৈবাল হৈলেন চাক চামর নিকর।
দ্বীপ হৈল নর রথ হয় হস্তি বর।।
বীর সকলের আরো শরীরের বস্ত্র।
যুদ্ধের সজ্জার নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র।।
মরা আরো প্রাণ আধামরা লোক জতমান।
পড়ি পড়ি যায়্যা হয়্যা রন ভূমি খান।।

পিশাচ রাক্ষস প্রেত ব্যাপ্ত হয়্যা তাতে।
ন রহিল পথঘাটো রথের তথাতে।।
(হৈল হেন বড় সবে বিকল সকলে)।
না হৈল বিভোল দ্রোণ অর্জুন কেবলে।।
সেজে দুইজন হৈল সবারে আতুর।
পাছে দুখতো হল্যু দুই সৈন্য হৈল ক্ষয়।।
অচ্ছুগ্রায় কুরুদল বিভোল হইল।
পাক ল্যকে কোন বুদ্ধি বিবায় ন স্ফুরিল।।

১১৪(খ) শেষ

১১৫(ক)

শোনিতের নদী দুর হয়্যা সেহিক্ষণে।
ধুনা উঠি পাছে কেহোঁ না ক্কক দেখে নয়নে।।
দ্রোণক কর্নক ধর্ম্মরাজাক ভীমক।
অর্জুনক আরো সহদেব নকুলক।।
দুঃখ প্রমুক পাক ন সৈন্যক সাত্যকীক।
দ্রৌনি দুর্য্যোধনে দুঃশাসন শকুনিক।।
কৃপ কৃতবর্ম্মক পরাক আপনাক।
পৃথিবী দিপক না পারয় রথিবাক।।
ঘোর আন দোলত হয়্যা ধুনাএ আচ্ছিত[১০৪০]।
অপর রজনী জেন হৈল উপস্থিত।।
কাকো ক্কক কেহো চিনিতে না পাজজেজ্জাত। পারে সেবেনাত।
সে যুদ্ধ দেব অনেক যোদ্ধ এমন হৈল পাত।।
তা সভাক শোনিতে বায়ুর আঘাতত।
ধুলিক করিল উপসান্ত অনেকত।।
গজ বাজি রথে [১০৪১] হয়্যা শোনিত ব্যাপিত।
পারিজাত বন প্রায় হৈল সুশোভিত।।

তবে দ্রোণ দুঃশাসন কর্ণ কুরুরাজ।
চারি পাণ্ডবক চারিজনে হৈল সাজ।।
নকুল সহিতে দুর্য্যোধন দুশ্শাসন।
ভীমসেন সহিতে করিল কর্ণ রন।।
দ্রোণ সনে যুঝিল অর্জুন বীর প্রভৃত
চিত্র যোধিগণ চাহি রহিল অদ্ভুত।।
তবে অন্যোন্য অন্যে পরস্পরে জিগিসায়।
শর বরিষিল বরিষার মেঘপ্রায়।।
সূর্য্যপ্রায় রথে আরোহি আসে সকল।
বরি তৌন বান ধনু কোদণ্ড খণ্ড।।
বরষার বিদ্যুত স্ফুরিত মেঘপ্রায়।
শোভিতেক বিজয় নকীব প্রত্যাশায়।।
গাজে পরস্পরে পরস্পরক তখন।
~~অন্য গজগণ গজগণক যেমন।।~~
অন্য গজগণ গজগণক যেমন।।
করি নিদারুন হানাহানি কাটাকাটি।
অন্যোন্য অন্য বীর অন্য বীরক বিপাটি।।
সকুণ্ডল ছিন্ন মুণ্ড কোদণ্ড পট টুটিল।
নালিক নারাচ প্রাস পর্শু বিসদৃশ।।
গজবাজি রথ যত্রা মানুষ সকল।
পড়ি পড়ি শোভিল সমর ভূষণ্ডল।।
শরত কালত যেন নির্ম্মল আকাশ।
নক্ষত্রে চিত্রিত হয়্যা করিল প্রকাশ।।
গাজে যে যখন পুন নৃপতি উদ্ভব।
দুর্য্যোধন নকুলের হৈল পরাভব।।

তোমার পুত্রক পাছে মাদ্রির কুমার।
করিলন্ত বাণে পরাক্রম আপনার।।
শর বরিষিতে ঘোর শব্দ কৈল আতি।
আবরণে তবে দুর্য্যোধন নরপতি।।
এ এ প্রকার বারম্বার করি ঘোর রণ।
নকুলক বিমুখ করিল দুর্য্যোধন।
হয়্যা পাছে সমুখ নকুল করি পহ।
তবু দুর্দ্ধর্ষ প্রনাত বুলিল রহ রহ।।
সক্র প্রষ্ঠে বসতি দুঃশাসন তাত পাছে।
ক্রুদ্ধ হয়্যা গেল্য সহদেব যথা আছে।।
তীব্র রথ বেগে কম্পাই ভূমিখান।
আসিতে সত্বরে সহদেবে হানি বান।।
মুকুট সহিতে মুণ্ড ভগোট সারথির।
অবহিতে কাটি পাড়িলন্ত মহাবীর।।
দুঃশাসন আরো অন্য সেনাপতি বাক।
কোন জনে রথিবাক না পারিল তাক।।

১১৫(ক) শেষ

১১৬(খ)

বাণজড়ি বিনে ঘোড়া সবে বেগবন্ত।
আপোন ইৎসায় ভূমিবাক লাগিলন্ত।।
পড়িল সারথি দুঃশাসন দেখি তাক।
আপনে করিল উঠি নিগ্রহ ঘোড়াক।।
লাগিল উভয় ক্রিয় যুদ্ধ করিবাক।
আপনার সসেন্য সৈন্যোপর সৈন্যে দেখি তাক।।
প্রসংশা করিল রাজা তোমার পুত্রক।
সহদেব তবে তার চাল্লিও ধনুক।।

আশ্চর্য্য করিল তাক[১০৪২]শর বরিষিয়া।
তবে চারি ঘোরা বড় পিড়াক বধিলা।।
এ স্থানে সে স্থানে পড়ি নরড়া নরড়ি।
তবে দুঃশাসনে টানি ধরি বাণ জড়ি।।
পাছে বাণজড়ি ধরি[১০৪৩] টংকারিয়া ধনু।
পরে ভেদিলন্ত বায়ু তনয়র তনু।।
এহি মতে বাণজড়ি জেনা ধরে বীর।
পারাবতক নাশি যেনা গ্রথ করে শিহর।।
বাণরাজ জু এড়ি জেনা ধরে ধনুবান।
যেনা মহাদেবক মন স্থানে করে বাণ।।
সেহি ছিদ্র পায়া মহদেব বিধ্যাসিল।
করি পরজাল দুঃশাসনক ঢাকিল।।
তবে দুঃশাসনক রাখিতে মহরত।
বায়ু বেগে তথা কর্ণ হৈল উপগত।।
পাছতে তাহার তবে আসি বৃকোদর।
আকর্ণ পুরিয়া প্রহারিল তিনি শর।।
উদ্ধু আরো বজ্রহনক পাতিল।
ছোটে পর্ব্বতোট প্রায় রাধেয় ফিরিল।।
বারিল ভীমক শর বরিষি বিপুল।
কর্ণের ভীমের তবে মিলিল তুমুল তুমুল।।
পাছে দুইকো দুই কোপে চক্ষু পাকাইল।
দুই বৃষপ্রায় ঘোর[১০৪৪]শবদ করিল।।
শর বরিষিল দুয়ো নানান প্রকারে।
পাছে শরবৃষ্টি করি দুয়ো বলি আরে।।

গদা যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল মনের বৈরাগে ।
যুগান্ত তুলি জেন মদমত্ত দুই নাগে।।
শিক্ষার লাঘবে দুহ্যো প্রচণ্ড প্রতাপে।
না পারিল গদাঘাত না পড়িল গায়ে।।
কর্ণের রথের তুবরক তাত পর ।
গদাঘাতে শতখণ্ড কৈল বৃকোদর।।
ভীমের রথক কর্ণ হানিল গদাক।
গদাবাড়ি মারি ভীমে নষ্ট কৈল তাক।।
কর্ণের রথক গুড়ি তবে পুনর্ব্বার।
ঘোর গদা বৃকোদরে করিল প্রহার।।
তবে কর্ণে ধন দ্রো অবিহত করি তাক।
পরিবর্ত্তি পাঠাইল সে ঘোর গদাক।।
পায়্যা পাছে সেহে চণ্ড গদার আঘাত।
ভীমের বিপুল গদাচোটে হৈল পাত।।
সারোথিয়্যো রথক যুদ্ধি যুদ্ধাক নড়িলেন।
দেখি মহাক্রোধে বধ হৈল ভীমসেন।।
বুঝ ধনু চৌগুন হানিল আঠশর।
কোপে কর্ণ কাল বর্ণ হৈলা তাতপর।।
দুই পাক্ষি সারথি রথের চারি হয়।
(ভীমক ভীমেক মারিয়া পেশিলেক যমালয়)।।
রথিহিন হয়্যা ভীম কোপে হয়্যা কম্প।
নকুলের রথত উঠিল দিয়া ঝাম্প।।
আরোহিল হরি জেন গিরি শিখরত।
দ্রোণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ হৈল সেহিমত ।।

১৯৫ (খ) শেষ

অৰ্জুনক ধনক বিন্ধোহিতে ধনুৰ্ধৰ।
কৰিতে লাগিল যুদ্ধ দুয়ো ধনুৰ্দ্ধৰ।।
গুৰু শিষ্যৰ অদভুত যুদ্ধ দেখি।
ৰণ ছাড়ি সবে যোদ্ধা ৰহিল নিৰেখি।।
দুইকো দুই বাধ কৰিবাক ইচ্ছা মনে।
চিত্ৰগতি ৰথেৰ কৰিল দুয়োজনে।।
(দুই শ্যেন পক্ষি যেন যাংসেৰ কাৰণে)।
(পৰস্পৰে গগণ উপৰে কৰে ৰণ)।।
দেখিবতে গুৰুদ্ৰোণ শিষ্য ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ কৈল দেখি সবে হৈল বিস্ময়।।
অৰ্জুনক জিনিবায় অধিক ইচ্ছয়।
(দ্ৰোণে জত কৈল তাক হানি ধনঞ্জয়)।।
অস্ত্ৰবলে বিনাশ কৰিল অপ্ৰয়াসে।
দূৰ কৰে যেন অন্ধকাৰক প্ৰকাশে।।
অৰ্জ্জুনক বিশেষ কৰিতে গুৰু তবে।
পাশুপত বায়ব্যাদি অস্ত্ৰ মৰে।।
বৰুণাদি অস্ত্ৰ অৰ্জুনক হানিলক হানিলন্ত।
দেখি দেখি অস্ত্ৰ ধনঞ্জয় বাৰিলন্ত।।
জত দিব্যাস্ত্ৰক আৰো প্ৰহাৰ কৰিল।
অৰ্জুন সকলে অস্ত্ৰ ৰণে বিনাশিল।।
যদ্যপি দিব্যাস্ত্ৰ পৰাভিৱে পাৰিবাক।ততেহো
ততেহো[১০৪৫] পাৰ্থবলে মনু পূজিলন্ত তাক।।
আপনাক অধিক মানিল মনে মনে।
দ্ৰোণ যেন গুৰুক জুঝিল জাতো ৰণে।।

তবে সর্বশিষ্যের মধ্যত ধনঞ্জ বৃহ্য।
অধিক প্রিতিক দ্রোন টৈকন দেখবন্ধু ।।
তাক দেখি দেবলোক গগণ মগ্ন ভয়।
সহস্র সহস্র আরো গন্ধর্ব সকলে ।।
ঋষিগণ দেবগন আরো নাগগনে।
দেখবে শোভিত টৈহল আকাশ ভবনে।।
দশোদশ উচ্চ জুন টৈহসের অন্তরালে।
সুন্যত শব্দ এক শুনিলা মুনিনি সেকালে।।
ঋষি সিদ্ধ এ সকল আসিছে যত তথা।
দেখবে দেবেনা এহি কহিলন্ত কথা।।
সুরুপে এরুপ কর্ম সুরাসুর মাঝে।
গন্ধর্ব চারণ[১০৪৬] যক্ষ রাক্ষসের আগে।।
নাহি দেখি নাহি শুনি কোন সবয়ুত।
দ্রোণ অর্জুনের চিত্র যুদ্ধ এ জেন যত।।
কোন বেলা অর্জুনক দ্রোণ দ্বিজ রায়।
অতিক্রম করে দিব্য অস্ত্রের প্রভায়।।
দ্রোণক অর্জুন বীরে কোন সবয়ুত।
অতিক্রম করে দিব্যাস্ত্রের নামেxx বাধবত।।
এ দুহার অস্ত্রের সখবে কারবিক।
ন টৈহল লক্ষিতে কথো সক্যঅ খানিক।।
একে রুদ্রদেব দুই রূপ ধরে জবে।
শৈবার উপমা স্থান তবে সে সম্ভবে।।
কিন্তু জ্ঞান বল যাত্র আছে আচর্যাত।
জ্ঞান যোগ বল শৌর্য্য সবে পাণ্ডবত।।

সংসার সহিতে এ সকলে দেবতাক।
ইচ্ছা যদি করে পারে নষ্ট করিবাক।।
শক্য নাহি ইন্দ্রে নষ্ট করিতে ইহাক।
সিদ্ধ মুনিগনে কহিলন্ত এ কথাক।।
দ্রোন তবে তাপিত করিতে অর্জুনক।
ব্রহ্ম অস্ত্র মেলিলেক ত্রাসি সকলক।।
তবে নর বৃক্ষ নাগগন সমন্বিত।
সে কালে পৃথিবী খণ্ড সব প্রকম্পিত।।

১১৬(ক) শেষ

১১৬(খ)

বান কৃত সাগর ঘোর বহিল বাতাস।
কৌরবী পাণ্ডবী দুয়ো সেনা হৈল ত্রাস।।
তবে বীর অর্জুন বড়ি সম্ভ্রমক।
ব্রহ্ম অস্ত্র দেখি নিজ মন্ত্রে ব্রহ্মাস্ত্রক।।
মেলে গুরুশিষ্য প্রয়োজনার জন্য অনেক।
জয় তৎপর দুঁহো যদি পার না পালেক।।
অন্য বীর গনে তবে আরম্ভিল রণ।
বান দোলে ব্যাকুল হয়্যা সেনা জনে জন।।
যুদ্ধি নাম কোনো স্ফুর্ত্তি ন হইল কারো।
দ্রোণ অর্জুনের যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল আরো।।
দশোদিশ ঢাকিল দুহার শরজালে।
গগন আচ্ছন্ন হয়্যা গেল ততকালে[১০৪৭]।।
আকাশ গামির কারো না হইল গতি।
প্রতাস্টে সুপতিত সর্ব্ব জয় বসতি।।
নর রথ হয় হস্তি কয় হয় জাত।
হেন মত যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল সেবেনাত।।

সুবর্ণের রথে ধৃষ্টদ্যুম্ন চড়ি আছে।
তাক দুঃশাসনে আসি যুদ্ধ দিল পাছে।।
পাঞ্চাল কৌরবে পিড়িত হৈল পরে।
বড় চোটে কুপি ধৃষ্টদ্যুম্ন তাত পরে।।
রথ সহে ধ্বজ অশ্ব সারথিক রণে।
শরেবদ্ধ হৈল দুঃশাসনক তাড়িলে।।
পাঞ্চালের শরে বদ্ধ হৈল নিশ্চিতক।
বধিবাক না পারিলি তোমার পুত্রক।।
তবে দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরত।
রণে রহিবাক শক্তি ন হৈল শকত।।
পাছে দুঃশাসনক বিমুখ করি পরে।
দ্রোণক বাণিল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরবরে।।
আসি কৃতবর্ম্মা হৈল সহায় তাহার।
আরো তিনি সহোদর কলিঙ্গ[১০৪৮] রাজার।।
দ্রোণক সন্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্ন আগু চলি।
অবশ্য কুমার দুর্জ্জো তাহাক আকলি।।
রজা কাজে বাণ্যা যেন পাছতে তাহার।
তার এহি সাত সহোদর অনুদ্ধর।।
দুর্বক কির্ত্তিক বাক্য কহিতে চিত্তসুদ্ধ হুঃ।
দুর্ত্তক করিল অতুশাধি ব ধর্ম্মযুদ্ধ হুঃ।।
সে যুদ্ধত কেহো অবশিষ্ট ন হৈলন্ত।
শুচি নিপু কর্ম্মিক নারিক রাজসদন্ত।।(
(এবযাদি নানাশর প্রহার করিল)।
(আশ্বিন্ন অশ্বিক পরাশ্বিতকে নিক্ষেপিল)।।

সে তোমার চারি বীর তিনি পাণ্ডবের।
যিনি সে ভুবন মুদ্র যুদ্ধ ভয়ংকর।।
(পুরুষ প্রবর সেহে [illegible] জনক কুমার)।
(সে চারি বিরক নিবারিল চমৎকার)।।
থাইল দ্রোণক ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাতাপি।
মারিলেক বাহনে পার্ষতিক নাশি।।
দূর হন্তু (দেখি তাক দুর্যোধন রাজা)।
(বাড়িল শোণিত তেজি) দেখি বান গদা।।
তাক দেখি সেহে দুর্যোধনক সম্প্রতি।
মহাবীর সাত্যকী থাইল শিঘ্রগতি।।
(পরস্পরে হাসি দুর্যোধন এ প্রকার।
(কৈল দুর্যোধন বস্ত্র বর্দ্ধক দিক্ তার)।।

১৯৬(খ)শেষ

১৯৭(ক)

সখি তুমি বালকত কালের বিবরণে।
সাত্যকীক সম্ভাষিল রাজা দুর্যোধনে।।
অন্যো অন্য অন্যে হাসি দুর্যোধন বারম্বার।
কৈল দুর্যোধন বস্ত্র বর্দ্ধক দিক্ তার।।
পূর্বকালে মৈত্র আছিলন্ত জেন রূপ।
তাক সুমরায়া করিলন্ত কুরু ভূপ।।
তুমি মোর সুখি যুক্তি তোর সুহৃদ পরম।
(এবতে আছিলো প্রানাধিক প্রিয়তম)।।
সে তুমি সাত্যকী যুজি সেহি দুর্যোধন।
কি আর বজায়্য তন্তু মনে দিলে রন।।
(ধিক মোর কাম ক্রোধ ধিক মোর বল।
(ধিক পুরুষার্থ ধিক আচার সকল)।।

আগো তোক করি অতি মন্ বাণ মোহিছিলি ।
মোক প্রতি কর অতি মন্ বাণ ছুটুকি ।।
সক্ত নিত উদ্যম হৈয়াছি যুঝিবাক।
না রখি রাখিবার সখি কিচ্ছি তেক মর্য্যাদাক।।
শিশুকালে তোর মোর হৈযি জে বন্ বাণ।
পাসুরিলা তাক কিবি সখি যুদ্ধ খান।।
স্মরিতে সে সব কথা আজির শৈক্ষ্যায়।
জির্ন যেন হৈল পুর্ব হৈতু যত রায়।।
হেন শুনি তীব্র বান উদ্যত করিয়া।
সাত্যকী সম্ভাষা তাক করিল হাসিয়া।।
এতে যুদ্ধ ধুন্ধলি দেখ নহে সভাস্থলি।
আচার্য্য গুরুর গৃহ নহে মহাবলি।।
দেখ রন শিক্ষা করে সেনা যত রায়।
বিশেষ আসিছে দেও সম্পর্ক আমায়।।
শুনি দুর্য্যোধনে বুলিলন্ত পুনর্বার।
কথা সেই শিশুলিলা পুর্ব্বের আমার।।
যখন এ ঠাই হৈলি যুদ্ধ এক উদ্যম।
কাহক না পারে কেহোঁ করিতে আশ্রম।।
জে বন নিখিতে হের করহো সংগ্রাম।।
সে খনে রাজ্যতে পরিনামে কোন কাম।
রন্ সঞ্জ ক্রুদ্ধ বদতি এ বুলিতে দুর্য্যোধন।
কেন্ধ ধর্ম্মে সাত্যকী বুলিল এ বচন।।
সে কাল আছিল এক এতে কাল আর জান।
কাল ধর্ম্মে তোমার নাহিকে কিছি জ্ঞান।।

এবে[১০৪৯]কহিবুর এহি কর্ম্ম মহাভাগে ।

গুরু বন্ধু তাক দেখা বধিবাক লাগে ।।

যদি বুঝি প্রভু হয় তোমার কুশাল।

তবে সে কুশালে[১০৫০] মা ছাড়িবা যুদ্ধ কাজ।।

তোমার প্রসাদে কুরুরাজ মহাবলী।

পরম সুরূপ স্বর্গলোক জাব চলি।।

তোর যত বল শক্তি[১০৫১]জানেক প্রভাব।

ন কর বিলম্ব মোক শিক্ষে দরশাব ।।

হাসি প্রিয় সম্ভাষা করিয়া দেন মত।

চলিল সাত্যকী কুরু রজাক যুদ্ধ রত।।

তাক আসিবার দুর্য্যোধন নিরেখিয়া।

আরম্ভ করিল শরে সম্মুখ জানিয়া।। [১০৫২]

তবে যুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন সাত্যকির।

রণ প্রবর্ত্তিল যেন ষিংদেবরাজ হস্তির।।

আকর্ন পুরিয়া সাত্যকীক তাত শরে।

(রাজা দুর্য্যোধনে ভেদিলেক দশ শরে।।)

১৯৭(ক)শেষ

১৯৭(খ)

সাত্যকীও তাক হানি শক্ত শিত বান।

পুন আরো তিন শর করিল সন্ধান।।

আরো দশ শরে ভেদিলন্ত কলেবর ।

তবে অক্রো সাত্যকীক হানি কুরু নরেশ্বর।।

আকর্ন পুরিয়া সাত্যকীক[১০৫৩] তিন শরে।

ভেদিল মাথেক সাত্যকীও তাতশরে।।

ছেদিল সুরন্ত শরে করের কোদণ্ড।

অন্য ধনু ধরি তবে রাজা পরচণ্ড।।

শর বরষিয়া তাক কৈল আচ্ছন্ন আচ্ছাদন।
সে শর বৃষ্টিক তবে শিনির নন্দন।।
অতি অসাধ্যক সাধ্য করিবার মনে।
অনেক প্রকার যুদ্ধ কৈল তার সনে।।
দেখি সর্ব্বলোকে উঠিলন্ত শব্দ করি।
তবে দুর্য্যোধনে হানি শর তেহত্তরি।।
সাত্যকীক বিন্ধিলেক তোমার নন্দন।
সে শরক শরে ছেদিলন্ত যুযুধান।।
রাজা দুর্য্যোধনক ভেদিল বড় টানে।
রথখানো খান খান কৈল হয়x বহুবাণে।।
সাত্যকীর শরে বড় পিড়া পায়্যা তথা।
গেল কৌরবেন্দ্র অন্য রথ আছে যথা।।
তব পুত্র করি তবে বিশ্রাম খানিক।
পুনর্ব্বার আরো যায়্যা আন্য সাত্যকীক।।
গাছে যুযুধানের রথক প্রতি শর।
বৃষ্টি কৈল দুর্য্যোধন নৃপতি প্রবর।।
সাত্যকীও শরবৃষ্টি কৈল সেহিমত।
সে দুজনার শরজালে সেকালত।।
বন মাঝে বরিষ্য সঘন যত মেন।
ঠাক ঠাক বান শব্দ পুখরো হৈলেন।।
আকাশ অগম্য হৈল ঢাকিল ভূমিক।
সাত্যকী রাজাতে করি জানিঞা অধিক।।
রণ করিবাক কর্ণ আসিল ত্বরায়।
গাছেতে আসিল তার ভীম মহাকায়।।

তবে ভীমসেন বীরে শতরে কর্ণক।

বাহ্বা শরজাল বরিষিল ভয়ানক।।

পাছে কর্ণ নানাবিধ শরের প্রহারে।

ধনুশর সারথিক ছেদিল তাহারে।।

তবে ক্রোধে গদা ধরি বীর বৃকোদর।

চূর্ণ দণ্ড সারথিক বধিল কর্ণর।।

(রথের ঘোটক চক্র ভাংগিল পাণ্ডবে)।

(সেহে ভগ্ন চক্রে রথে থাকি কর্ণ তবে)।।

পোড়িলন্তু সে বেলা পর্বত রাজ প্রায়।

একচক্র রথখানি বাহিল ঘোড়ায়।।

(আদিত্যের যেন এক চক্র বিমানক)।

(বহিল গগন পথে শতেক ঘোটক)।।

আমরলে নানা খণ্ড খণ্ড শর জালে।

দারুন ভীমক কর্ণ যুজিল সেকালে।।

(কর্ণকো যুজিল কোপে ভীম মহাবীর)।

(দেখি মৎস্য পাক নিজ রাজা যুধিষ্ঠির)।।

যুজিল আবার শির প্রাণ যোদ্ধা আর্জে।

ধার্তরাষ্ট্র সৈন্যত আপগুণ ছৈদে তারে× তার্জে।।

(এথা কি করেন তোরা দয়া যুদ্ধ ভাব)।

(যথা যুদ্ধ করে ভীম তথা লাগি আব)।।

১১৭(খ)শেষ

১১৮(ক)

কেহ খর্ব আন করি তেজি যমি প্রান।

পারেবা সরন গতি দুর্গপুরে স্হান।।

জিনিলেও যুদ্ধ যজ্ঞে দিয়া দক্ষিনাক।

লভিল্লা লভিবা বিজয় লক্ষ্মী পুন্য প্রতিষ্ঠাক।।

রাজার শাসনি পাই দ্রোণক উৎসুকে।
ধান্য কএবর্ম্ম আগ কক্ক করিলা যুজুকে[১০৫৪]।
(এক দিকে পাঞ্চাল সকল সেন যাই)।
(আর দিগে ভিমসেন আদি বিরে জাই)।।
তবে ভীম সহদেব নকুল সে ঠাই।
জাকরি জাকি অর্জুনক বুলিলেন তিনি ভাই।।
(দ্রোণের আগতে তুমি প্রচণ্ড ভুজাব)।
(কৌরবক সরে শিক্ষা করিয়া দেদাব)।।
নিশ্চয়ার উপাধ্যায় হৈল রবে।
পাঞ্চাল সকলে ধৃষ্টদ্যুম্নক ডাক তবে।।
(তুমি কৌরবক জিনিব শক মহাবল)।
(তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পাঞ্চাল সকলে)।।
দ্রোণ সেনাপতিক বাইন পিতৃপতি।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতিত সঙ্গে যুদ্ধ বসতি।।
(দ্রোণ পাঞ্চালের সেনা করিল কদন)।
করি আছে ইন্দ্র দেব সেনাক যেমন।।
দ্রোণ অস্ত্রে ধৃতকন্ত হৈলেন পাঞ্চাল।
দুঃখ যুদ্ধ দৈলন্তু সেহি মত মানকাল।।
দুঃখ যুদ্ধ পাঞ্চাল তথাপিতো প্রাণপনে।
সবে মিলি কেবলে দ্রোণক ধান্য রনে।।
তবে দ্রোণ শর বরষিয়া কাকে আকে জাক।
উৎসন্ন করিতে লাগিলন্তু তা সবাক।।
করিল ভৈরব নাদ এতেন তারা সবে।
প্রজ্বলিত অস্ত্রে পাঞ্চালক দ্রোণ তবে।।

পাঞ্চালক বধিবার দেখি পাণ্ডবর।
হৈলেন দেবেনা ঘোর ভয় গুরুতর।।
গজ বাজি রথভয় দেখিয়া সে ঠাই।
মানিলন্ত আর পাণ্ডবের জয় নাহি।।
জাকি পরস্পরক বুলিল সবে আরো।
এ দ্রোণক চাহিবাক শক্য নাহি কারো।।
অর্জ্জুনক নিবাক কদাচিতো ন পারয়।
হেনমত এন্ত হৈল কুদ্ধি পুত্র চয়।।
দেখি ভক্ত অনুরক্ত কৃষ্ণ কৃপাময়।
অর্জ্জুনক বুঝিয়া বুলিল সে বচয়।।
এজে দ্রোণ অনুযুক্ত হয়া থাকে জবে।
সর্ব্বদেব সনে দেবরাজ আসি তবে।।
জয় হেতু এতেকে এ পাণ্ডব সব জত।
যোগক আশ্রয় করি ঘোরক এমত।।
ধর্ম্মক ছাড়োক আপনার রক্ষা কাজে।
তবে সে সেনাক না মারিব দ্বিজ রাজে।।
অনুৎপাপা হত হৈল ঘোরক পিতায়।
নিশ্চয়ে তেজিব তবে যুদ্ধ সর্ব্বথায়।।
একথাক জনে কেহোঁ কহে তার পাশে।
সে পাপক বিনাশ করিব যোগভ্যাসে।।
সে কথাক কৃষ্ণে র সকলে মানিলেক।
অর্জ্জুনের মাত্র অভিরুচি না হৈলক হৈলেক।।
পাপ হয় নিশুরের আজ্ঞা মৎসরায়।
কহু মূর্খে সেহেতু মানিল ধর্ম্মরায়।।

তোমার সৈন্যত তবে ভীম মহাকায়।
অশ্বত্থামা নাম গজ মোটেক গদায়।।
মারিয়া দ্রোণের পাশ আসিল গর্জিয়া।
অশ্বত্থামা হস্তি হত হৈল না কহিয়া।।

১১৮(ক) শেষ

১১৮(খ)

ঘোর নাদে সিংহনাদ করিল উচ্চস্বরে।
অশ্বত্থামা হত হৈল আজির সমরে।।
ভীম মুখে সে অপ্রিয় কথা শুনি কানে।
মোহ হয়া হৈল দ্রোণ শুনেতেক বাণে।।
স্মরিয়া পাছে বলবীর্য্য [illegible] বিক্রম পুত্রের।
সে কথাক মিথ্যা হেন মানি বড়িবর।।
যুধা জিতেন ত্রিশ্ব চিরজিবি বিশেষত।
তাক কিবা শত্রুয়ে করিতে পারে হত।।
এহি বুলি ধৈর্য্য অবলম্বি ক্ষান্ত পায়।
বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আবেশে গেল ধায়।
পাছে ভীম কংকপত্রি শর সহস্রেক।
[illegible] সেরে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রহার করিলেক।।
অগ্নিসম দণ্ড আরো দিব্য ধনু ধরি।
ব্রহ্মদণ্ড শর সব নিয়োজন করি।।
পাক ন প্রবর ধৃষ্টদ্যুম্ন যুঝিল।
রশ্মি পুঞ্জ দ্রে সূর্য্যে যেন রুক্ষ পিড়িল।।
শরবৃষ্টি করি আরো ছন্ন করিলেক।
তার পর সকলক শরে ভেদিলেক।।
ধনু গুণ সারথিক সবে রথখানে।
খানাখণ্ড শরে নিপাতিল দ্বিজরাজে।।

তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু ধরি হাতে।
আশি বাণে ভেদিলন্ত দ্রোণের হিয়াতে।।
অতিশয় ভেদ হৈয়া দ্রোণ সেনাপতি।
পুনর্ব্বার শরে ধৃষ্টদ্যুম্নক সম্প্রতি।।
গদা আর খড়্গ রথ অশ্বক বর্ষিয়া।
ধনুশর আদি সবে কেলাইল ছেদিয়া।।
শানাইত শরে ধৃষ্টদ্যুম্নক ভেদিল।
ঘোড়াক ঘোড়কে তবে একত্র করিল।।
পারাবত সম শুভ্র অশ্ব পাক দিয়া।
শোন বর্ন ঘোড়া দ্রোণাচার্য্যের রথের।।
শোভিল মিশ্রিত হৈয়া সেবেলা দুহার।
রথ খন্ড খন্ড ঈশাখন্ড খন্ড চক্রেশখন্ড খন্ড তার।।
দেখিলেক দ্রোণ দ্রোণে এ সকল হত আছে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরথ বিধনু হৈয়া পাছে।।
আপদত পড়ি তুলি লৈলন্ত গদাক।
শানাইত শরে দ্রোণে ছেদিলেক তাক।।
দ্রোণ শরে গদা নষ্ট হৈলেক নিরেখি।
খড়্গ চর্ম্ম তুলি লৈল বানিলো না দেখি।।
রথে আছে দ্রোণ দ্বিজরাজ সেনাপতি।
(খান্য ধৃষ্টদ্যুম্ন তাক বধি বাক প্রতি)।।
রথের মুখের আড় হৈল উপাধ্যায়।
কি রহিল সেবেলা তার বুঝি অভিপ্রায়।।
(তবে তার আগুনি ঘোড়াক রথর)।।
(প্রহারিল পাক দি খড়্গ খর খড়তর)।।

দেখি সবে সৈন্যে ধৃষ্টদ্যুম্নক পুজিল।
ছিদ্র মাত্র তার গুরু দ্রোণে ন পাইল।।
(আহি পান্ডবেক লোক সবে ধন স্তুত করায়)।
(গাজে দুই সৈন্য জেন বাঘ প্রত্যাশায়)।।
উঠি সব পাখা চঞ্চু পুটে যুদ্ধ কৈল।
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের তেমত যুদ্ধ হৈল।।
(তবে পারাবত প্রায় শ্বেত অশ্বচয়)।
(যাত্রি ধৃষ্টদ্যুম্নের করিল দ্রোণে জয়)।।
হত হয়্যা হয় প্রথিবীত হৈল পাত।
তাক ধৃষ্টদ্যুম্ন ন গনিয়া অননাত।।
(বস্ত্রতর খড়্গ ধরি ধাইল দ্রোণক)।।
(গিলিতে গরুড়ে জেন ধেনা সর্পক)।।

১১৮(খ)শেষ

১১৯(ক)

যায়্যা জাইতে দেবেনাত শোভিল পাক লে।
জেন হিরন্যাক্ষের ধরত পুর্বকাল।।
(কি নরসিংহ রুপি বিষ্ণু হয়াছে জেমন)।
(দেখিরূপ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্নর তখন)।।
খড়্গ চর্ম্ম ধরি করিলন্ত নানাগতি।
আবিদ্ধ উদ্ভ্রান্ত ভ্রান্ত সম্পাত প্রকৃতি।।
(পরিবৃত নিবৃত আসপ্লুত আপ্লুত বিপ্লুত)।
(আরো এবমাদি গতি করিল প্রস্তুত)।।
জত যোদ্ধাগণ আসিয়াছে যুঝিবাক।
আসিছে দেবতা জত যুদ্ধ দেখিবাক ।।
(দেখিয়া তাহাক তবে হৈলেন বিস্ময়।
(তবে দ্রোন সর সহস্রেক জ্যোতির্ম্ময়)।।

আকর্ন্ন পুরিআ ধৃষ্টদ্যুম্নক বান্দিল।
শত চর্ম্ম[১০৫৫]যুক্ত খড়্গ চর্ম্মক ছেদিল।।
সবিশক আরো জত যোদ্ধা আসিআছে।
দ্রোণকে বেষ্টিত অশ্বে নিবারিল পাছে।।
সে অশ্ব দ্রোণত বিনে নাহিকে অন্যত।
আরো অশ্বত্থামা অভিমন্যু অর্জ্জুনত।।
কর্ন্ন কৃতবর্ম্মা কামদেব প্রদ্যুম্ন জানে।
এ সকল বিনে তাক অন্যে নাহি জানে।।
পাছে পুত্র তুল্য দেখে শিষ্যের বধক।
অভিমন্যু গুরু দ্রোণ দুর্য্যোধন সরক।।
দেখি তাক ভিন্ন শরবানে[১০৫৬]যুযুধান।
কর্ন্ন আরো তোমার পুত্রেক বিদ্যমান।।
দেখিআ গুরুর দেখে শর অদভুত।
কৈল দ্রোণে প্রশস্ত ধৃষ্টদ্যুম্নক যুক্ত[১০৫৭]।।
তবে দেখে কর্ন্ন কুরুরাজের অদ্ভুত।
রাজ্যে সাত্যকী করিতে গৈল অতি শিংহবত।।
তাক দেখি কৃষ্ণ অনন্ত হৃষ্ট হৃষ্ট হৈল।
সাধু সাধু বুলি পূজা করিবাক গৈল।।
কৃষ্ণক অর্জ্জুনে বুলিলেক দেখানত।
দেখ যুদ্ধ রথি দ্রোণের অদ্ভুত।।
রনক্রীড়া করিতে সাত্যকী বারম্বার।
যোক প্রভু আনন্দিত করায় অপার।।
রাজা যুধিষ্ঠীর আরো ভীম নকুলক।
সহদেব সুরভিদ্র[১০৫৮] বুলি সকলক।।

অন্য বন্ধু বান্ধবের আনন্দ করয়।
সেনা সকল ঘোর করায় বিস্ময়।।
জানায় অভয় হেন উভয় সেনাক।
ভতো সাধু সাধু বুলিল[১০৬৯] তাহাক।।
সঙ্ক জয় বদতি দুর্য্যোধন আদি সবে।
ধৃন্দ্ব হয়া বেগে সবু সাত্যকীক তবে।।
চতুর্দ্দিশে বেড়ি কৈল বিশিখ নিষ্ঠুর বিষ্টিক।
বরষার মেঘ জেন আবরে গিরিক।।
সাত্যকী তাহার শরবৃষ্টি নিবান্ধক।
দিব্য অস্ত্রে নিবারিল বিদ্যুৎ পুর্ব্বক।।
সেজে ঘোর সবাপরে যুদ্ধ ভুরীবান।
বুদ্ধে সবু বাহিরে গর্জ্জিত জে বন্ধান।।
ভয়ানক আছিল সেরূপ আছিল পুনু।
দেখি ভয় পুলকে পুরিত হত তনু।।
বীর সকলের শির[১০৭০] মস্তক কোদণ্ড।
ভগ্ন রথ চক্র যুদ্ধ বেশাদন্ড।।

১১৯(ক)শেষ

১১৯(খ)

এ সকল পড়ি লোকে যুদ্ধ ভুমিখান।
আকির্ণ হৈলেন নিরেখিলি বিদ্যমান।।
পরে ভেদ হয়া যোদ্ধ গন পড়ি পড়ি।
বিচেষ্টা করয় আছয় হাতজড়ি।।
দেবাসুর ন্যায় যুদ্ধ হৈল জেনরূপ।
সবাকে বুলিল তবে যুধিষ্ঠীর ভূপ।।
হয়া সবে এ একত্র দ্রোণক যায়া আয়া।
যুঝিতে লাগিছে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাক আয়া।।

ইহাত দ্রোণের রনশক্তি যে প্রকার।
দেখিবাক লাগিছেন কি কহিবোঁ আর।।
একেকে সকলে মিলি বেড়ি যুঝ রবে।
আজি ধৃষ্টদ্যুম্ন তাক মারিবেক তবে।।
পাছে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায়।
ধৃষ্ট দ্রুম্ন প্রমুখে মহারথ জত রায়।।
এক সাথ হয়্যা সবে গেলা আচার্য্যক।
দ্রোণে আসিবাক দেখি সে সব সৈনিক।।
উদ্দিশু করিল নানা অস্ত্রে সকলক।
করিতে লাগিল রণ সকলো সব দিক।।
পাছে সত্য মন্ত্র রাজা পৃথিবী কম্পাই।
[১০৬৯] পাছে তার [১০৬৯] সমুখ হৈলন্ত আসি পাই।।
উভয় সেনার ত্রাস করাইতে তখন।
নির্ঘাত জোর যুগুত ঘোর বহিল পবন।।
উল্কা সব পড়ি প্রকাশিত হৈল সবে।
মৃত্যু সবে দ্রোণে দেখা দেখি হয় তবে।।
অস্ত্র সকলত্ত জন্ত তাতে অশ্রু হৈল পাত।
দ্রোণো বলহীন জেন হৈলন্ত অপাত।।
বাম বাহু বামচক্ষু স্পন্দিবার দেখি।
মন তত্ত্ব হৈল ধৃষ্টদ্যুম্নক নিরেখি।।
কমি প্রাণ রাখি স্বর্গ জাই জেন সুখে।
দ্রোণো স্বর্গ জাইবাক (নিমিত্তে) সেমুখে।।
যুদ্ধ দ্বৈব প্রাণ (ত্যাগিবার) ইচ্ছা করিলন্ত।।
কৌশিলে পাক দল সেনা তারে বেড়িলন্ত।
হবিষ্যু সমক অবহ অরিতে জনক।
অগ্নিজ্ঞান প্রতি দ্রোণ হৈল ধেয়ানত।।

কম্বিৱক দণক দাদ করিতে রনত।
অগ্নি জেন গতি দ্রোণ কৈল সেকালত।।
ধৰি (সতি হাজার কেম্বিৱক সেবেনাত)।
(দ্রোণে বধিলেক দত্তে কম্বি কন্দ্র পাত)।।
আরো পাঞ্চালেত দত্তে ত্রিদশ হাজার।
কম্বিৱক মারি দ্রুত[১০৩২] নিল যমপুরা।।
(কম্বিৱক বধিতে দ্রুপদ্যএক দৈয়্যা আছে)।
(দেখি ধৃষ্টদ্যুম্নক বিরথি ভিমে পাছে)।।
মহারথি অশ্বহীন বিমর্ষ দেবার দেখি আর।
পিছে আইয়া (রথত তুলিল আপনার)।।
(নিকটতে দ্রোণে যুদ্ধ করে দেখি তবে)।
(তুলিলন্ত ভিমে ধৃষ্টদ্যুম্নক ত্রি গৌরব)।।
এত্তে অদ্ভুত যুদ্ধ কোর বধিবারে।
তুমি ব্যতিরেকে অন্য পুরুষে না পারে।।
(দবে তেজি এতেকে দ্রোণক আগে যার)।
(নিদেশ করিয়া আদি তোমাত এভার)।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টদ্যুম্নে ভীমের সে রূপ শুনি কথা।
শরবৃষ্টি করিলেন দ্রোণে আছে যথা।।
(ব্রহ্ম অস্ত্র আদি দিব্যাস্ত্রক দ্রুতগতি)।
(দুর্জ্যো দুই প্রহারিল বধিবাক প্রতি)।।

১৯৯(খ)শেষ

২০০(ক)

ধৃষ্টদ্যুম্নে পাক তেল সেকালে ঘোর রণে।
দিব্যঅস্ত্রে দ্রোণক করিল আচ্ছাদনে।।
দ্রোণের (অস্ত্রক বিনাশিল হত রায়)।
(তাক দিবি বহ্নিকাদি রণে মর্দনায়)।।

যে দ্ৰোণক আৰো কৌৰৱেও ৰক্ষা কৰে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন তথাপি তাপিত ভৈল শৰে।।
দিশ সকলু ------------------।
-----------------------।।
তবে দ্ৰোণে তাহাৰ ধনুক ভৈল ছেদ।
হানি শিলিমুখ শৰীৰক ভৈল ভেদ।।
বৰ্ম্ম ভেদি তনুকো ভৈল অঙ্গ ৰুধিৰিত।
সবে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈলা পৰম ব্যথিত।।
দেখিয়া পাঞ্চালৰ দ্ৰুপদ বিংশতি হাজাৰ।
চতুৰ্দ্দিশে শৰ বৰষিল ধাৰাসাৰ।।
আচ্ছন্ন হৈলেন দ্ৰোণ সে সব শৰত।
লখিবাক তাক না পাৰিলি সেকালত।।
পাছে পাঞ্চালেৰ দ্ৰোণে সে সব শৰক।
নিবাৰণ কৰি দেখিলেক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰক।।
পৰে সোমকেৰ তবে কৰি কমপাত।
দিপিত কৰিল গুৰু অপনি সাক্ষাত।।
তাত পাছে পাঞ্চালৰ সৈন্যৰ আই বাহুশিৰ।
কাটি কাটি পাড়িলন্ত দ্ৰোণ মহাবীৰ।।
দ্ৰোণ শৰে কত ৰুতকৰ্ণ হয়া কায়।
ভৈল বাতাহত বৃক্ষ সমুহ পৰায়।।
হস্তি ঘোড়া পড়ি অগন্য বিবষা।
হৈলেন সমৰ ভূমি শোনিতে কৰ্দ্দমা।।
বিংশতি সহস্ৰ পাঞ্চালক তবে মাৰি।
ৰহিল নিধুম জ্বলে অগনি প্ৰকাশী।।

পুনু পুন যুদ্ধে হয়্যা দ্রোণে করি পরচোট।
বসুদান বীরের কাটিল শির গোট।।
মারিয়া সহস্র শত সহস্র বীরক।
সংহারিল পুঞ্জ কুঞ্জর হয় সহস্রেক।।
অর্বুদেক হস্তি আরো অর্বুদেক হয়।
প্রলয় করিল ভরদ্বাজের তনয়।।
পাছে সবে ক্ষত্রিয়র বধ নিমিত্তক।
রহিলন্ত দ্রোণ যেন সাধ্যাতে অন্তক।।
দেখিবেনা হব্যবাহ আদি ঋষিগণে।
ব্রহ্মলোক দ্রোণক নিবাক দেখ্যা বলে।।
ডাকি বুলিলন্ত তুমি অধর্ম্ম যুদ্ধ রত।
নিরর্থক প্রাণি সকলক কর হত।।
বিশ্বামিত্র ঋষি জমদগ্নি ভরদ্বাজ।
কাশ্যপ অংগিরা ভৃগু বশিষ্ঠ গৌতম।।
এ সকল দ্রোণক করান্তে উপসম।
ধর্ম্ম বানি শিক্ষা জ্ঞান বিদ্যাদি মুনিগণে।।
এবে মৃত্যুকাল আসি হৈল উপস্থিত।
এতেকে অস্ত্রক থুইয়্যা সমর তুরীত।।
আমাক সম্ভাষ্যা কর দ্বিজবর সার।
এতে ক্রুর কর্ম্ম ন করিবা পুনর্ব্বার।।
সত্য ধর্ম্মরত তুমি ব্রাহ্মণ জাতিত।
বেদ বেদাংগত আরো বিশেষ পণ্ডিত।।
যুদ্ধ সবে এ গোট ন রহ আর রথে।
অস্ত্র পরিহরি চড়বেন মহন্ত ধর্ম্মপথে।।

নরলোকে জতকাল আছিল[১০৬৩] তোমার।
পরিপূর্ণ হৈল তার্থে কি করেন আর ।।
তুথু অংশে সনু তুমি এমত করিলা ।
অশ্ব জার্থে না জানে তাহাক দণ্ডিলা।।

২০০(ক)শেষ

২০০(খ)

আপনে পণ্ডিত হয়্যা করিলা জে কাজ[১০৬৪]।
সাধুর এ কর্ম্ম নহে জান দ্বিজরাজ।।
এতেকে অশ্বক ত্যাগি আসিও সত্বর।
বিলম্বের কাজ আর নাহি অতঃপর।।
হেন মত বানি তবে শুনি তা সভার।
ভীম মুখে শুনি অশ্বত্থামার সংহার।।
পুত্র শোকাগ্নিয় দগ্ধ হৈয়াছে যমত।
নিঃশ্বসিয়া আরো ধৃষ্টদ্যুম্নের অগ্রত।।
দৃঢ় করি চিত্ত এমত হৈল স্থির।
ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য পালেক যুধিষ্ঠীর।।
কদাচিত মিথ্যা ন কহিবা সহএশ্চু।
কাহাকো না কহি তাক শুনিল সেহেতু।।
সেবেলা বিমনা হয়্যা কৃষ্ণ কৃপাময়।
যুধিষ্ঠীর রাজাক বুলিল সবিনয়।।
যদি আজি দ্রোণে দুই প্রহর পর্য্যন্ত।
সমর করয় জদি শুন জে হৈবন্ত ।।
তোমার সেনার হৈব সবারে প্রলয়।
কারো রক্ষা নাহি রাজা জানিবা নিশ্চয়।।
এতেকে আমাক রক্ষা কর পুনশ্চেতু ।
মিথ্যা কহিবাক পাপ জীবনে নহেতু।।

মিথ্যা কহি তোক্ষে রক্ষা করে আপনাক।
জানিবেন পাছে ন পরশে সে তনাক।।
রাজাক বুলিল তবে ভীম মহাকায়।
সুনিয়ো গুরুক বধিবাক এ উপায়।
ঐরাবত তুল্য হস্তি অশ্বত্থামা নামে।
তাহাক সংগ্রামে মুঞি মারিল বিক্রমে।।
সে কথাক পাছে আজ্ঞা করিয়োঁ দ্রোণত।
ছাড়িবেন যুদ্ধ অশ্বত্থামা হৈল হত।।
কাক লাগি এথা আর আছ নিষ্কারণ।
প্রত্যয় না হৈব তোক্ষে মোর এ বচন।।
এতেকে কৃষ্ণের কথা মান মহীপাল।
লোক রক্ষা হোক না পাতিবা আনথান।।
কহ আমা সারথুতি গুরু অশ্বত্থামা।
হত হৈল দ্রোণে যুদ্ধ করোসুক ক্ষমা।।
তুমি আজ্ঞা এ করিয়ো আপতে তাহার।
(কদাচিতো দ্রোণে যুদ্ধ না করিব আর) ।।
তবে ভবিষ্যতক জানিয়া রাজা মনে।
ভীমের সে বাণি সুনি কৃষ্ণের প্রেরণে।।
(অশ্বত্থামা হত হৈল কহিল দ্রোণত)।
কিন্তু গজ হেন বুলিলন্ত অব্যক্ত)।।
তবে সেহি ধর্ম্ম নৃপতির রথখান।
পৃথ্বীত করিয়া চারি (অংগুলি প্রমান)।।
(উর্দ্ধে গতি গুছি নমিল অধভাগক)।
(মহৈক নকল পরশিব পৃথিবিক)।।

যুধিষ্ঠীৰ মুখে যাহে শুনি সে কথাক।
পাণ্ডৱৰ অপৰাধি (মানি আপনাক)।।
(পুত্ৰশোকে অনুৰাগে বিপ্ৰ কাতৰ হৈল)।
(ঋষিবাক্য শুনি মৰিবাক ইচ্ছা কৈল)।।

২০০(খ)শেষ
২০১(ক)

আৰো তথা দেখি ধৃষ্টদ্যুম্নক সম্পতি ।
তেজি মন পূৰ্ব্বৰ (যুদ দ্ৰৱৰ সকতি)।।
(সজ্জ হৈ ধৰতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বিৰবৰে)।
(অনুতপ্ত আচাৰ্য্যক পাইলন্ত সমৰে)।।
অগনিত হস্তু মহাবলে সে বীৰক।
পাড়ায়ে (সুপদ দ্ৰোণৰ নিষিদ্ধক)।।
(দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপ্ৰ ধৰি ধনুখান)।।
(নিয়োজিত কৰি তাত সপ ঈশ্ব বান)।।
সে ধনুৰ জ্বালা দেখি সবে হৈল ভিন।
মানিলন্ত অনুকাল (হৈল উপস্থিত)।।
(দ্ৰোণে তবে দেখি তাৰ ধনুসৰ ঘোৰ)।
(মানিল দেহেৰ অনুকাল হৈল মোৰ)।।
তবে তাক প্ৰতি কৰিবাক নিবাৰণ।
ৰহিল আচাৰ্য্য দ্ৰোণ বহ্না সত্তম।।
(কোন অস্ত্ৰ উপস্থিত ন হৈলন্ত তাৰ)।
চাৰি দিন এক ৰাত্ৰি হৈল এ প্ৰকাৰ)।।
আৰো দিনেকেৰ সৈন হৃতিপ্ৰ প্ৰহৰ।।
অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সবে ক্ষয় হৈল আচাৰ্য্যৰ।।
নানাবিধ অস্ত্ৰ কোনো নিস্ফুৰি যনত।
ঋষি সকলেৰ (তবে আকাশি বাক্যত)।।

অস্ত্র শস্ত্র তেজিবার ইচ্ছা করিলেন।
তবে অভিমন্যু ক্রোধি বীর ভীমসেন।।
দ্রোণের রথের সমিপক আয়া তথা।
সম্বোধিয়া (কহি কহিলন্ত কথা)।।
স্ববর্ণ ছাড়িয়া যদি তুম্বি রন এচয়।
পরবর্ণ শিক্ষা ক ি রি যুদ্ধ র না করয়।।
তবে ক্ষত্রিয়র বধ না দেখেক হয়।
জানি হিংসা ন কর এ দোষের মর্ম কয়।।
সে বর্ণের মূর্খরা খুণে সে দৈল জাত।
অভিমন্যু ব্রহ্মবেত্তা হয়া তুমি তাত।।
একে বানি পুত্রের কারণে মৃত্যু প্রায়।
অনেকক মারিলা অজ্ঞানি জন ন্যায়।।
তথাপিতো দুঃখি ন হয়েন কি কারণে।
সে পুত্র পড়িয়া আজি করিল সমুক্ত।।
পুছিলেন ধর্মরাজে কহিল তোমাক।
মিথ্যা শঙ্কা করিবাক না পার তাহাক।।
ভীমসেন এ বুলিতে দ্রোণ উপাধ্যায়।
শরধনু অস্ত্র পরিত্যাগক ইচ্ছায়।।
বুলিলন্ত কর্ণ কর্ণ কৃপ দুর্য্যোধন।
রনের কারণে তোর করিও যতন।।
প্রাণ তবক হয়ন্তু হৌক কুশল তোমার।
যুঝিবে হেন অস্ত্র শস্ত্র করো পরিহার।।
এহি বুলি শোকে আর্ত্তহয়া উচ্চস্বরে।
হাহা অশ্বত্থামা হেন ডাক দিল তবে।।

অস্ত্র পরিহরি তবে রথ মধিগত।
প্রাণিক অভয় দ্রোণ দিয়া সেনাগত।।
যোগাসনে বসিলন্ত যোগীন্দ্র আখ্যাত।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখিছিল পাইয়া সেবেনাত।।

২০১ (ক) শেষ

২০১(খ)

ধনুশর রথের উপরে পরিহরি।
খড়্গ চর্ম্ম ধরি তেহ নিল শিরকরি।।
ধৃষ্টদ্যুম্নে সেরূপে আইবার দেখিয়াছে।
অগ্রানুখী বানুখী অনেক সেনা আছে।।
হাহাকার করিয়া ধিক্কার করিলেক।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন তার কেশে ধরিলেক।।
দ্রুপদ পুত্রের হেনমত হৈয়া বল।
গরব শঙ্খ জরী তবে দ্রোণ মহাজন।।
তবে[১০৬৫] তেজ[১০৬৬] পুঞ্জ জ্বলিত উন্নতায়।
জ্যোতির্ম্ময় রূপে উর্দ্ধগতি প্রিয়ায়।।
উদ্দিষ্ট সাক্ষ্য আঁখু কহি পশিতে সত্বর।
সুর্গেতে আকাশী চলি গেল বিপ্রবর।।
তেজোময় রূপে সেবেনাত দেখি তার।
শিষ্য আদিত্য বুদ্ধি দৈবকু আমার।।
সুর্গবাসী সকলের পাইয়া তার লাগ।
কিবা ছিল নব্দে বদনে দৈব মহাভাগ।।
পাছে প্রভু লোক দেব দেহে উর্দ্ধগামি।
আছো ফিরেফিরি পঞ্চ জন থাক আমি।।
কৃষ্ণ অনন্ত প্রভু বর্দ্দরাজ যুধিষ্ঠীর।
জ্ঞানিতো দেখিল তেজপুঞ্জ দ্রুপদ শরীর।।

এহি শব্দ জন বিনে না জানিল আনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন না জানি দ্ৰোণেৰ সে পৰাণে।।
তাৱত খড়্গত প্ৰান কৰিত[১০৬৬]ৰুধিৰ।
এবে দ্ৰোণক ধৰি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীৰ।।
শৰীৰত হস্তু খড়্গে কাটিয়া মস্তক।
সিংহনাদ কৈল গাজে হৰষ পূৰ্বক।।
নিষেধিল পাৰ্থ আদি জত ৰায় বীৰ।
তথাপিতো খড়্গ প্ৰহাৰে ছেদিল শৰীৰ।।
খড়্গ কম্পায়া গাজে নানা গতি কৈল।
দেখি দুঃখি সাধুলোক হৃতকল্প হৈল।।
আসি বৎসৰিয়া বিপ্ৰ আকৰ্ণ পালিত।
ষোড়শ বৎসৰিয়া প্ৰায় সমৰ পণ্ডিত।।
শৰীৰৰক[১০৬৭]ছেদি তাকো তোমাৰ কাৰন।
ৰণে পড়ি কৈল ব্ৰহ্মলোকক গমন।
মহাবাহু কুন্তিৰ তনয় ধনঞ্জয়।
উভয় সৈন্যেৰ আগো সেনাপতি চয়।।
ৰাজাগণ না বাৰ না বাৰ বুলিলেক।
দাৰুন পাক ৰজে[১০৬৮]তথাপিতো বাৰিলেক[১০৬৮]।।
শোনিতে লোহিত হয়া তবে ভৰদ্বাজ।
ৰক্তে (হৈল জেন অস্তাংগত গ্ৰহ) ৰাজ।।
ৰথ হন্তু চলিয়া পড়িল মহাবল।
ভূমিত হৈলন্তু জেন উদিত মণ্ডল।।
হেনৰূপ মধ্যে সেনাপতি (সকলৰ)।
(ধৃষ্টদ্যুম্ন বিৰে শিৰ ছেদিল) দ্ৰোণৰ।।

বুকপাত হৈল জেন গুচিয়া আয়ুষ।
অবরত্ন না পাইয়া পাবায় পরিচয়।।
দ্রোণ শিরছেদ দেখি সেহিমত্ত এসে।
(সবে সেনাপতি) পলাইল দিশপালে।।

২০১(খ)শেষ
২০২(ক)

মহাভয়ে রাজাগন পালায় নিশেষ।
দ্রোণ গুরু দুর্গপুরে হয়্যা পরবেশ।।
চলিল মনস্ত পবে সনু মহাদ্রুত।
আদি যাত্র নিরেখিলো প্রমাদত।।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাসদেবের প্রসাদে।
জাতো সে কালিক নিরেখিলো অনুবাদে।।
তবে (দ্রোণ বিনে) নিরুৎসাহ (কুরুসৈন্য)।
বায়ু (বিস্তৃত) জেন হৈলেন অরণ্য।।
দেখি মহাবেগে বান্য দুঃখ ভয় পাণ্ডবে।
কুরু সৈন্য ভয়েতে বিদির্ন হৈল তবে।।
গুরু (দ্রোণ) হত হয়্যা লড়ি পরাজয়।
(পরিনামে) অর্জুন এ দেখিয়া সেনাচয়।।
গতপ্রান হয়্যা গুরু দ্রোণের সরীর।
আন দ্রোনত জিজ্ঞাসিলা পান্য মতবীর।
বিজয় পাণ্ডব সব লড়িআ সংগ্রাম।।
(বান সব দূর কৈল) অর্জুন এ দেখি পরিনামে।।
পঞ্চ সিংহনাদ তবে কৈল মহোৎসবে।
ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্ন দুনেক দুই তবে।।
অন্যোঅন্যে পরস্পরে করিআ সাদর[১০৬৯]।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্নক বুলিল বৃকোদর।।

পাপি সুত পুত্র আরো হত হৈল রণে।
পরস্পরে করিব অপর আলিংগনে।।
এহি বুলি ভীম হরষিত হৈয়া অতি।
বাহুস্ফোটে শব্দে কম্পাইলা বসুমতি।।
সে শব্দ শুনিয়া তোমার বীরচয়।
কেহ্নি ধর্ম্ম ছাড়ি পালাইল মহাভয়।।
বিপক্ষ জয় করি পাণ্ডব নিঃশেষ।
হৈল হরষিত সুখ ১০৭০ বড়িয়া বিশেষ।।
অচুতি কমচেশ্বর মোদনারায়ণ।
জ্ঞান বৃন্দ বয়সত উদ্ভব যৌবন।।
মল্লকুল বীর সিংহ নাহিক সংশয়।
তাত বল্লু হৈছে পরিপূর্ন চন্দ্রোদয়।।
জার দান চন্দ্রিকায় দেখি বিদেশির।
নিরন্তরে দূর করে দারিদ্র তিমির।।
তার আজ্ঞা এ পয়ারে দ্রোণ পর্ব্ব পদ।
ভণে কবিরাজ কৃষ্ণ বোল সভাসদ।।

সব ক্রুদ্ধ বসতি তুপ পাছে হৈল জেন রূপ।
গুরু দ্রোণ রণে হৈল হত।
তবে মহা মনোদুঃখে অশ্রু পরিপূর্ন মুখে
সকল কৌরব সৈন্য জত।।
১০৭১ দেখি তনু পুত্র মরে জায়া তা সমূহ ডরে ১০৭১
জানে সবু পালাইবেতে আলা।
পূর্ব্বকালে জেন মত হিরন্য কশিপু হত
হেজ্জ দৈত্য সৈন্য ফিরাইল।।

সে সকল আবেষ্টিত হৈলন্ত সে সুনিত

তেহো দুর্য্যোধন নরপতি ।

পাণ্ডব সকল সনে যুদ্ধ করিবাক রণে

রহিবাক ন হৈল শকতি ।।

তুষ সৈন্য অতরায় উদ্ভিদ রৌদ্র দুখায়

শুষ্ক হয়্যা হৈলন্ত বিকল।

সূর্য্যের কিরণে যেন অভিমন্যু শুষিলেন

প্রলয়ত সমুদ্রের জল ।।

শত্রুক দেখি আকৃষ্ট সমস্ত হয়্যা মহাভয়াবিষ্ট

আর্ত্তরাবে ভাগে সেকালত।

সবাকে ছাড়িয়া সবে অপেক্ষা ছাড়িয়া তবে

পালাইল কৌরব সৈন্য যত ।।

২০২(ক) শেষ

২০২(খ)

শৈল্য এক যুদ্ধ জিনন সুষেণক উত্তোলন।

এ দুই অসাধ্য যে বলবান।

দ্রোণক বধিল তেন সে দ্রোণকো বধিলেন

এ বুলি পলায় লয়্যা প্রাণ।।

বেষ্টিত হয়্যা অভিমন্যু পলায় কৌরবচয়

তাক দেখি গান্ধার শকুনি।

বুদ্ধ রথ হত হৈল এ বুলি পালাতো গৈল

দগ্ধ হয়্যা বনের আগুনি।।

বেগে ভাগে সেনা সবে তাহাক ধরিয়া তবে

আগে কর্ণ পালায় সেকাল।

তাক দেখি শক্তি ভয় লয়্যা রথ হস্তিচয়

পালাইল শল্য মহীপাল।।

মরিছে কতবা নৃপ   তাক দেখি ভগ্ন নৃপ

বহুরথে হয়্যা আবেষ্টিত।

কিনু কিনু কয়ু দৈল   এ বুলি পালাইতে লৈল

হয়্যা দ্রোণ নিদানে দুঃখিত।।

তাক দেখি দুঃখ মনে   কলিংগ বাহ্লিক মনে

বেগবন্ত হয়্যচয় সনু ।

দ্রোণের দেখিয়া নাশ   নড়িয়া গরব আশ

কৃত বর্ম্মা নৃপ পলাবনু।।

দেখি তাক আনে দুই   পদাতি সকল লই

নিরেখিয়া দ্রোণের নিপাত।

দেখিয়া দহুহু দুখ   নড়িয়া গরব দুঃখ

উলুকো পলানা সেবেনাত।।

গজ যুথ লয়্যা সংগে   ঔক্য উদ্বিগ্ন হইয়া ভংগে

ভগ্ন দুঃশাসন পলাইল।

রথ এক অজুতেক রথি   রথি তিনি হাজারেক

বরি পলাইল বৃষসেন।।

গজ বাজি রথ লয়্যা   পদাতি আবৃত হয়্যা

জায় যথা[১০৭২] মহারথ শন[১০৭২]।

অনেক কহয় সে ক্ষণ   দুর্য্যোধন কুরু রণ

দেবেঁ সেনা না জায় রাখন।।

অর্জুনে করিল জয়   সে সংসপ্তক চয়

সুশর্ম্মা[১০৭২] সহিতে সেজে সব।

দ্রোণের দেখিয়া নাশ   পলাবয় হয়্যা ত্রাস

না রহি নড়িয়া পরাভব।।

কেহো রথে [১০৭৪] কেহো নাগে   রথে চড়ি কেহো ভাগে

অন্তবাস্তে (সংকটেত) পড়ি।

কত ভাবে সেনাচয়   (নাপায়া আপন হয়)

ভাবে পর ঘোটকত চড়ি।।

তেজিয়া কেহো পুরক   কেহো বন ু বান ্ধবক

কোন জনে পিতৃক ত্যাগিল।

ছাড়িআ(কেহো) ভ্রাতৃক   (কেহো নিজ জাবতৃক)

দশোদিশে ভাগিতে লাগিল।।

রাসে সবু তাতপর হৈয়ে   সে সকলে পরস্পরে

ডাকি বোলে বাপু রহ রহ।

তথাপিতো বারম্বার   কাতর (উত্তিষ্ঠ যার)

ন রহয়ু (হয়া নিরুৎসাহ)।।

অনুদিন রথ এড়ি   কেহো ঘোটকত চড়ি

দশোদিশে সবে পলালেন।

দেখি অশ্বত্থামা তাক অদ্ভুক   পায়া আন্য ভুমিবাক

স্রোত(অতি দুখে প্রাহ) ভেল।।

২০২(খ)শেষ

২০৩(ক)

হরিভক্তি পরায়ণ   নৃপ মোদনারায়ণ

অনুযুক্তঘোক নিরবধি।

সকল বৎসলাময়   (সদানন্দ দয়াময়)

দরিদ্র ব্যাধির মহৌষধি।।

শিব বিষ্ণু ভবানীত   তিনীতো অভেদ চিত্ত

জেন যুধিষ্ঠীর ধর্ম্মরায়।

তার আজ্ঞা পরবাসে   (দ্বিজ কবিরাজ ভনে)

(দ্রোণ ব পর্ব্ব) পয়ার) ভাষায়।।

পিবণ ডি প্রযুবে বিরহণ সমন্বিত।
কেনি বংস প্রভন্তুক পাক হল মদিত।।
ঘোর যুদ্ধ হব অনেক মারিল দ্রোণ সুত।
সেসংকট সংকট হন্তু হয়া বিযুক্ত।।
সেনা পলাবার দেখি নডিয়া বিস্ময়।
রাজাক পুছিল পাছে দ্রোণের তনয়।।
রন এড়ি য়াদে সেনা ভাগে কি কারণ।
কি হেতু তুমি বা তাক ন কর রক্ষন।।
না দেখো তোমাক কেনে পূর্ব্বত স্থিত।
কর্ণাদিও পূর্ব্বত নহে উল্লাসিত।।
অন্যসেনা সকলেও এরূপ পূর্ব্বত।
না ছিলেক কেনে আজি হৈল হেনমত।।
কি নিমিত্তে তব সেনা এতে অবস্থাক।
পায়াছে সম্প্রতি রাজা কহ মোক তাক।।
তবে সে দ্রোণের ঘোর অপূর্ব্ব কথাক।
সত্ত্বন হইল দুর্য্যোধন কহিবাক।।
দুঃখে তবে কহিলেক কৃপ উপাধ্যায়।
পাণ্ডু সৈন্য মধ্যে ধনঞ্জয় সুর্য্যপ্রায়।।
সর রশ্মি কেপি দ্রোণ করিয়া উৎসাহ।
পাণ্ডু পাক হেক করিবাক হৈল সাহ।।
দ্রোণ সরে সেনাক পীড়িত দেখি তবে।
পাণ্ডু পুত্র সকলক বুলিল কেমতে।।
এতে বন্দ জ তা দ্রোণ দ্বিজক এ ঠাই।
জিনিবাক এ ঠাই কাহারো শক্য নাই।।

আনের কি কথা দেব সুরেদেব না পারেন।
এতেকে ধর্ম্মক তেজি অযুক পারেন।।
যে করিলে দ্রোণ দ্রিজ না পারে তোমাক।
সেহার উপায় কহো শুনিয়ো তাহাক।।
অশ্বত্থামা হত[১০৭৫] বৈলে সেহাক[১০৭৫] নিশ্চয়।
[illegible] ন করিব যুধ ্র যেন মোর মনে লয়।।
অশ্বত্থামা হত বৈলে এতেকে সেহাক।
মিথ্যা কহি[১০৭৬] জানাইয়া রাখি আপনাক[১০৭৬]।।
কৃষ্ণে যেন কহিলে সকলে মানিলেক।
অর্জ্জুনের মাত্র অভিরুচি ন হৈলেক।।
কৃষ্ণ বাক্য লঙ্ঘিলে পাইব মহাদোষ।
যুধিষ্ঠির এ ভাবিয়া মানিল অসন্তোষ।।
কষ্টে দুষ্টে মানিল মনত নাহি সৈয়া।
ভীমে তোর পিতৃক কহিল জায়া দিয়া।।
হত বৈলে অশ্বত্থামা তোমার নন্দন।
কাক লাগি এতমান কর প্রাণ পণ।।

২০৩(ক)শেষ

২০৩(খ)

সে কথাক মিথ্যা শঙ্কা করি তোর বাপে।
রাজা যুধিষ্ঠিরক পুছিল অনুতাপে।।
অশ্বত্থামা হস্তিক মারিছে ভীম বীরে।
তাক দেখি দ্রোণক কহিল যুধিষ্ঠিরে।।
হাতে অস্ত্র ধরি তুমি আহার নিমিত্তে।
জাক দেখি জিয়া আছ আপ্যায়িত চিত্তে।।
সেহে অশ্বত্থামা নাম ভুবিত সহজে।
পড়ি আছে সিংহের কুমার যে বন ্তলে।[১০৭৭]

মিথ্যা কথা কহিলে অধর্ম্ম হয় জানি।
অব্যক্তে কহিল পাছে গজ হেন বানি।।
শুনি তবে দ্রোণের বধক বুদ্ধ বাণে।
দিব্যাস্ত্রক তেজিল পীড়িত হয়্যা তাপে।।
দেখি তবে তাক অচেতন শোকাতুর।
খড়্গ লয়্যা ধায় ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশূর।।
দ্রোণে দেখি অস্ত্র ছাড়ি যোগত বসিল।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বামহাতে কেশত ধরিল।
নিষেধ করিল সে সমস্ত সব বীর।
তেহো তাহেঁ ছেদিল পিতৃর তোর শির।।
কাটিবাক ধায়্যা জেনা আয়্যা সে দারুন।
রথ হন্তু নামি বাহু তুলিয়া অর্জ্জুন।।
বারম্বার নিষেধিল কাটিবাক প্রতি।
অন্য কুরু পাণ্ডবে বাধিল প্রতি প্রতি।।
তথাপি গলিত কাশপুষ্প সম কেশে।
ধরি ধৃষ্টদ্যুম্ন শির কাটিল আবেশে।।
সঞ্চ ক্রুদ্ধ বসতি অশ্বত্থামা শুনি তাতে।
জ্বলি গেল পর্ব্ব জেন পায়্যা ঘনাঘাতে।।
রক্তকান্ত পায়্যা জলে অগনি জেমত।
ক্রোধে দ্রোণি পুত্র জ্বলিত হৈলন্তু অদ্ভুত।।
করে কর ঘসি দংশিলন্তু দন্তু ওষ্ঠ। দন্তু।
আরক্ত হৈলন্তু নেত্র যুগল সাক্ষাত।।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা পাছে পুছিলন্তু নিবুৎসবে।
অধর্ম্মে পিতৃক বধিবার শুনি তবে।।

কি বুঝিব অশ্বত্থামা দ্রোণের কুমার।

জাত আছে নানা দিব্যাস্ত্র(দেবতার)।।

(বাসব বরুণ বহ্নি বায়ু দেবতার)।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বধিতে করিল কি প্রকার।।

জে দ্রোণে রাখত বন্ধু ধনুর্দ্ধর পাই।

পুনাকাংক্ষি গুরুদ্রোহে পরিনাম ঠাই।।

এ লোকত (ঘোর করি ধিক এক জন)।

প্রচক করিব ··············পন।।

পুত্র বিনে আনে জেন নহে অতিরেক।

ঋষি(অভিলাষে দিব্যাস্ত্রেক দিব্যালোক)।।

(আচার্য্য সকল দিব্য অস্ত্র ব্রত রায়)।

পুত্র আর অনুগত শিষ্যের দিবায়।।

এ জগতে তাহাক অস্ত্র দিবাইছে দ্রোণে।

ধনুর্দ্ধর ইহার সমান ১০৭৮ আছে কোন।।

(অন্যে রাম সম) হেন দু সমান (যুদ্ধত)।

(তাত্ত কার্ত্ত) বীর্য্য অর্জুনের (সমান বিখ্যাত)।।

২০৩(খ) শেষ

২০৪(ক)

বুদ্ধি বৃহস্পতি সম ধৈর্য্যে পর্ব্বত।

তেজত অগনি শিন ব্রুসম পণ্ডিত।।

(বেশতে সম জাক শান তুরঙ্গ সাধ্যাত)।

(অগ্যগন্য অতি) ঋষিগণ শনবাথ।।

লঘু হস্ত জিতশ্রুমি পরাক্রমি বীর।

সংগ্রামে (কদাপি নহে ব্যাথিত শরির)।।

(দ্রোণ বধে ধৃষ্টদ্যুম্ন উপজিছে জেন)।

(ধৃষ্টদ্যুম্ন বধ হেতু তার জন্ম কেন)।।

সে পাপি ঘাতক গুরু অদির্ব পরশি[১০৭৯]।
আপনার আচার্য্যক বধিল দুর্জ্জনি।।
(শুনি অশ্বত্থামা কি করিল কি বুলিল)।
(সঞ্জ দুর বন্তি রাজা শুন বর্ণনীর)।।
ধৃষ্টদ্যুম্নে পিতৃক বধিল শুনি দুঃখে।
ক্রোধে অশ্বত্থামা অশ্রু পরিপুর্ন মুখে।।
(দুর্য্যোধন রাজাক বুলিল এ বচনে)।
(অশ্বত্থামা যুদ্ধ)[১০৮০] তেজি আছে[১০৮০] যোগাসনে।।
ছুরগণে সে মোর পিতৃক পাড়িলেক।
সে সব পাপের ফল অবশ্যে পাবেক।।
মোর পিতৃ বীর লোক গেলেক নিশ্চয়।
তাহাঁক আর নহে অশৌচের বিষয়।।
কিন্তু তাহাঁক ধর্ম্মত প্রবর্ত্ত হয়্যা আছে।
সকল সৈন্যর আগে সেজে পিতৃ পাছে।।
কেশ গ্রহনক পায়্যা হৈল শিরচ্ছেদ।
এহি সে বানি সে করে ধর্ম্ম ভেদ।।
আমি যেন পুত্র ধরি আছো শরচাপ।
কেশ গ্রহণক তেহো পাব্য বৃদ্ধ বাপ।।
এ কথাক জনলোকে শুনিঞা শ্রবনে।
বাঞ্ছা করিবেক আরো গুরুক [illegible] কেমনে।।
অধর্ম্ম করে লোকে কাজের নিদানে।
যেমতে রাজ্য বা দণ্ড দুর্গ অথবা ধন হনে।।
করি কিবা আপনার পরাভব ভয়।
কোন (ধর্ম্মে ন পারয়) তবে সে একরয়।।

ধৃষ্ট দ্যুম্ন মোহক অপজ্যা করি মোর।
অন্দর ছাড়া পিতৃক মোপত কাজে মোর।।
দারুণ কর্ম্মের ভুঞ্জ দ্বিবেক তাঞ্জ ফল।
মিথ্যাবাদি আরো জত পাপ ভুব সকল।।
গরব অধর্ম্ম করিছয়ে আচার্য্যক।
অস্ত্র ত্যাগ করাইল কপট পুর্ব্বক।।
সেজে যুধিষ্ঠীরের এজেকে রক্তচয়।
পৃথিব করিব পান নাহিকে সংশয়।।
তোমার আগত যের কহো সত্য করি।
জিঞো যদি সবে পাক লক ন সংহরি।।
কোন বাক্য[১০৮১] সিদ ভূধি মোর ন হউক তবে।
করিতে না পারো এজে জিঘ্রাণ তার তবে।।
পাতি ধৃষ্টদ্যুম্নক বধিবো রত মোঞি।
তবে উপসায় হৈবো রাজেন্দ্র জানা রাজা তোঞি।।
পাক মোর বলে জনে করিবো সমর।
মুনি জেন জগতে পুরব ইচ্ছা[১০৮২] করে।।
আমি হেন পুত্র জিয়া থাকিতে এথায়।
নির্ঘুন ধৃ জনার অবস্থাক পিতৃরায়।।
এতেকে মোহোর দিব্য[১০৮৩] অস্ত্রে বধিবাক[১০৮৩]।
ধিক পরাক্রম ধিক বাহুবল আর।।

২০৪(ক) শেষ

২০৪(খ)

জাতো মোর দ্রুপদ এ পিতৃ সে দ্রোণ আচার্য্য।
পাইল কেশ গ্রহ জিবার কোন কাজ।।
বুঝি আজি সে কর্ম্ম করিবো সর্ব্বথায়।
দ্রুতক পিতৃর জেন কণ মুক্ত জায়।।

কিন্তু সংসারত সাধু হয় জত জন।
আপনাক প্রসংসা না করো কদাচন।।
পিতৃবধে আমার সে হয়াছে ব্যথিত।
সে হেতু করহো পুত্রপার্থক বিদিত।।
আজি মোর বিপক্ষ অর্জুন জনার্দন।
সকল পাণ্ডব আরো আরো জতবীর গণ।।
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব রাক্ষস জত আরো।
লোক জিনিবাক সক্য না হইব কারো।।
বুঝি আর বনঞা ক্রুদ্ধ বিনে সংসারত।
অশ্বত্থামা আর নাহি সুরুপত।।
তেজস্বিনর মধ্যে বুঝি আদিত্য পরায়।
দৈব বিনিশ্মিত অশ্ব শস্ত্র জত রায়।।
তাহার প্রত্যাপ কর্ত্তা জেন সেন চলি।
এবে আছো বুঝি আর বনঞা ক্রুদ্ধ বলি।।
মোর ধনুহস্তে বুঝি জতবান গনে।
পাণ্ডব সবাক বধিবেক আজি রণে।।
রথি সকলক নিপাতিবো অশ্বথাতে।
বৃক্ষ সকলক জেন পাড়ে মহাবাতে।।
আরো জে পরম বান জানে কুরুভূপ।
তাক কৃষ্ণে অর্জ্জুনেও না জানে স্বরুপ।।
ধর্ম্ম ভীম সহদেব নকুল না জানে।
প্রদ্যুম্ন সুরাৎথা নিবণ্ণ ক্রি জতমানে।।
এতথাপি কোন জনে ন জানয় তাক।
নবি নারায়ণক পায়াছে পিতৃতাক।।

পূর্ব্বে বিধি পূর্ব্বকে পাঠায়েছে[১০৮৪] পিতৃ মোর।
উপহার বুঝি কায় ক্লেশ করি মোর।।
তবে তুষ্ট হয় নারায়ণ হয়া প্রি প্রিত।
আপ আপি ভগবন্ হৈল উপস্থিত।।
ইচ্ছা হৈল তুষ্ট বর দিবার উৎসবে।
নারায়ণ অশ্বক দাৎদিল পিতৃ তবে।।
পিতৃক বুলিল তবে দেব দয়াময়।
তোর সম বীর ন হৈবার নয়।।
দেব অশ্ব দিল তু তুমি তাক হঠাৎকার।
না করিবো কদাচিতো কাহাকো প্রহারে।।
(এ অশ্বের পরিপাক কহন না যায়)।
(পত্নু বধ হৈল তাকো) মারিতে না পায়।।
বধ হৈলে অশ্ব জদি পত্নুপ্রাপ্রয় ।।
পত্নু বধ তেজ ঐ পুনু অন্য বধ হয়।
(এতে মহাঅশ্বের আরো বধ করিতেও)।
(কায় বধে জানিতেও শক্য নহে কেও)।।
অবশ্য জে হয় তাক এ অশ্বে বধয়।
জাক তাক এতেকে (কাহাকো ন বাধয়)।।
(এ অশ্বে জে হৈবে হবয়) উপসাধ।
(খুব সাবধান করি) কহো তার এম্ব।।
সমরত মরণ নির্ম্মান হয় জবে।
এ অশ্বক (জেপি রক্ষা হৈতে পাই তবে)।।
(অব শমত প্রানিক অন্যথা এ অশ্বক)।
(জেপিবাক না পাই করিবো এ তত্বক)।।

বহাদর দুম বাদ্য কৈল পৃথকে পৃথকে।
তেত্রি বাদ্য কৈল আরো হরষ পুর্ব্বকে।।
আনন্দে ডিণ্ডিম আদি বাদ্য বাজাইল।
সে সব দুম আকাশ ভুমি পুর্ণকো বংখিল।।
সেবনাায় সে সব সবদ সুনি তবে।
ধন ধ্বনা করিতে লৈল একমে পাণ্ডবে।।
তবে অশ্বত্থামা গুরু দ্রোণের নন্দন।
পুর্ব্ব মুখ হয়্যা শৌচ করি আচমন।।
সেজে নারায়ণ অস্ত্র মহাতেজোময়।
বিধিমতে প্রয়োগ করিল সে সময়।।
শক্ত প্রভু বদতি সুন নৃপবর সার।
দ্রৌণি নারায়ণ অস্ত্র করিল প্রহার।।
অস্ত্র প্রভু ঘোর বায়ু বহিবাক লৈল।
মেঘ নাহি তথাপি গর্জ্জন মহা হৈল।।
সসাগরা বসুমতি কাম্পিবতে লাগিল।
নদি সকলের স্রোত উলটি বহিল।।
পাণ্ডবি সেনাক করি দহিল সেকাল।
তেব পাড়ি পাড়ি আইল পৃশ পাতে পাল।।
পুকাল ভুক তুরগণ হয়্যা হরষিত।
আসিয়া মিলিল সেখি সমর ভুমিত।।
অখন তাহাক নিবর্তাব্য কোন জন।
.....   রণ ঘোষ ....   ।।
বাহিং আদ্যে আন দ্রোন করিয়া বারম্বার।
শর্দ্দকালে সমুদ্রের রূপ দিখে প্রকার।।

এ তমুন শব্দ কম্প করায় আমার।
………যোদ্ধা ………।।
তিনিয়্যো লোকক দেবরাজ সহস্তিতে।
ভংগ করিবাক পারে হেন যোদ্ধা তিতে।।
হেন বলে যাম্যো বাসুদেব সত ……।
…… দ্রোণ বধ হৈল কৌরবে ……।।
ব্যাত্ম হয়্যা আমিয়্যা ভৈরব শব্দ করে।
মহারথি সকল আমার তাক ডরে।।
সূর্য্য মন্দ্র রশ্মি হৈল মুচিল প্রকাশ।
অন্ধকারে ব্যাপিতে লাগিল দিশপাশ।।
(দ্রোণির সে যোর) অস্ত্র দেখি রাজাগন।
এন্ম হৈল কম্পিত সঙ্কোচিত হয় মন।।
মুনি[১০৮৬] প্রত্রাস্ত্রে যুদ্ধে হয়্যা দুঃখমনা।
পিতৃর বধক কোপে করি বিবর্জনা।।
অনুতপ্তে অশ্বত্থামা সেবেনা বিপদে।
(সেনা সকলক ফিরাইল বির মদে।।
জাগবাক[১০৮৭] দেখি সেজে যুদ্ধ কটকক।
সেজে ধৃষ্টদ্যুম্নের বধের নিমিত্তক।।
পাণ্ডব সকল কি করিল কহ মোক।
সঞ্জয় বলতি মহারাজা মুনিয়্যোক।।
পালাবার দেখি আগে (তোমার সেনার)।
অর্জুন সবব পাছে) মুনি পুনর্ব্বার ।।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কহিলন্ত অর্জুনক।
পিতৃক পূর্বতে বধিল জেবত।।

দেখতে দ্রোণক ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল হত।
দুঃখি হয়্যা জয়ধ্বনি ন করি রণত।।
আৎম রক্ষা করি সেনা ভাগিল বিভংগে।
কতো রথে কতো গজে কতেক তুরংগে।।
অস্ত্র শস্ত্র কবচ বিছিন হয়্যা কত।
পালাইল পদাতি কতো প্রাণের ভয়ত।।
অস্তে ব্যস্তে এস্ত হয়্যা পালাইতে তাত।
রথ হয় হস্তি দৃষ্টে হৈল হত।।
ভাগিতে কতেক লোক ডাকায় পিতৃক।
কতেক পুত্রক ডাকে কতেক ভ্রাতৃক।।
ভয় দেখো কাম্প দিয়া বজিল জলত।
দ্রোণ বধে হয়্যা আছে অবস্থা এমত।।

২০৫(ক) শেষ
২০৫(খ)

মন ভংগ হৈল (আরো দ্রোণক মরির)।
কে ফিরান্য সেনাক (সে মোট কোন বির)।।
অর্জুনে বোলন্ত রাজা [১০৮৮] এড়িয়ো ব্যথাক [১০৮৮]।
বিস্ময় করিয়া আছো কৌরবের ঠাঁক।।
বিপরিত শংখনাদ করি অতিশয়।
পুন কে বিরক করি বির্যাক আশ্রয়।।
জাহাক অভয় দাতা হৈছে কৌরবর।
জাহাত সংশয় তুমি হৈছে নৃপবর।।
পুন কহো সে বীর শ্রীমন্ত অদ্ভুৎথাবা।
(তার জন্য কালে দ্রোণ অপার মহিমা)।।
মহস্তেক গোদান করিছে ব্রাহ্মণক।
গর্জ্জিবাক সে বীর লাগিছে ভয়ানক।।

জন্মকালে ডাৰ্কে উচ্চৈশ্রবাৰ সমান।
যেন শব্দ হুন ভৈল ত্ৰৈলোক্য কম্পমান।।
সে শব্দক শুনিতে পালাই যত প্ৰাণি।
অশ্বত্থামা নাম গুৰু থুইল যেন জানি।।
সেহি অশ্বত্থামা কৰে দুৰ্য্যোধৰ সবদ।
না জানি কিনয় কাৰে কেমত আপদ।।
গুৰুক আনাথ প্ৰায় দুৰাত্মা পাৰ্থত।
অধৰ্ম্ম ঘাতক কৰ্ম্ম কৰি ভৈল হত।।
গুৰুৰ কেমত আমাৰ ঘোৰ কৰিছে গ্ৰহণ।
সে কালিক আছি অশ্বত্থামা কদাচন।।
আপনাৰ বলবীৰ্য্য পৰাক্ৰম জানি।
কেবা না কৰিব গুৰু পুত্ৰ যেন মানি।।
তুমি ধৰ্ম্মজ্ঞ ৰাজা মহাসাধু ধৰ্ম্মৰাজ।
ৰাজ্যৰ কাৰণে ভৈল তুমিও অকাজ।।
মিথ্যা কহি কৰাইলা গুৰুক সংহাৰ।
পৰম অধৰ্ম্ম এক ভৈল আছে তোমাৰ।।
গুৰুদ্ৰোন তোমাক ধাৰ্ম্মিক যেন জানি।
যেহাৰ্থে কদাপি মিথ্যা না কৰিব বাণি।।
যেহাৰ্থে দ্ৰোণেৰ শিষ্য শুনি সত্যসন্ধ।
তোমাক পুছিল গুৰু কৰিয়া প্ৰত্যয় ১০৮৯।।
তাত তুমি মিথ্যা কথা গুৰুক কহিলা।
শুনি গুৰু ধৰ্ম্ম কক্ক কত প্ৰবেশিলা।।
অস্ত্ৰ তেজি যাগ্য বাড়ি ভৈলন্ত বিমন।
যুদ্ধত বিমুখ ভৈল সে পুত্ৰ বৎসল।।

শিষ্য হৈয়া অন্তরিল সে গুরুক রণে।
অধর্ম্মে বধিল্যা রাজা রাজ্যের কারণে।।
আমারা মরিলে মরিতে আছি অবশ সম্প্রতি।
শক্তি আছে যদি ধৃষ্টদ্যুম্ন নৃপতি।।
আচার্য্য গুরুত হস্তে করিল্যো রক্ষণ।
ত্রাণ করে তাকে ধৃষ্টদ্যুম্ন অধম।।
আমরা অমাত্য রক্ষা করিতে সর্ব্বথা।
ধর্ম্ম নাহি তথাত বিজয় আছে কথা।।
কেশ গ্রহণক তাকে শুনিঞা শিষ্যর।
যুদ্ধত আমাক দম্ভ করিব সে বীর।।
আমি নিষেধিলো তথাপিও মহাভাগ।
গুরুক বধিলা শিষ্যে ধর্ম্ম করি ত্যাগ।।
গুরু জাকে তাকে সৌভার্য্যত পিতৃ প্রায়।
গুরু গোষ্ঠে সর্ব্বত্র ধর্ম্মত পিতৃপ্রায়।।
রাজ্য ভোগ লোকের হবন্ত অনুপকার।
সে নিমিত্তে গুরুর বধ করিল ভূপাল।।

২০৫(খ)শেষ

২০৬(ক)

হতরাজ্য কে বিরু[১০৯০] শাপিবু গুরুগন।
ভীষ্ম দ্রোণে প্রিথিবী করিছে শরণ পুনি।।
সদা করে সৎকার দেবতা বুলি ভেবে।
তেহো গুরু পুত্রো অধিক লোক দেখে।।
তোমাক লোহক নিবেদি দয়া তবে।
অন্তে সম্ভ্র এড়ি প্রান ছাড়িয়া সমরে।।
যদি যুদ্ধ টৈল হয় এতে গুরুদেবে ।
হেন দুষ্ট সকা জিনিতে নহিল হয় তবে।।

যেন উপকাৰি আচাৰ্য্যৰ বিদ্ৰোহক।
অনাথু আথাৰা কৈলি ৰাজ্যৰ নিমিত্তক।।
হাহা কি পাতক হৈব ৰাজ্যৰ লোভত।
দ্ৰোণ যেন গুৰুক বধিল ভাল মত।।
মোক জানিছিল গুৰু মনত এমন।
পুত্ৰ পিতৃ ভ্ৰাতৃ ভাৰ্য্যা জিবন যৌবন।।
অৰ্জুন ছাড়িব মৰে মোৰ নিমিত্তক।
মৰে উপেখিলো মোঞি ৰাজ্যৰ নাতক।।
[১০৯১]পৰলোক নৰক পাইবো সৰ্ব্বথায়।
অবশ্যে নৰক পাইবে ধৰ্ম্মৰায়[১০৯১]।।
একেতো আচাৰ্য্য আৰো বিপ্ৰ বৃদ্ধ কায়।
অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তেজি তাত হৈছে মুনিপ্ৰায়।।
ৰাজ্য হেতু তাক আজি বধালে ভূপাল।
জিবনত চাহি মোৰ মৰণে সে অজন ভাল।।
ধৃতৰাষ্ট্ৰ নৃপতিত কহন্ত সঞ্জয় ।
পাৰ্থৰ সে বাণি শুনি মহাৰথচয়।।
কেহো কোন না বুলি ৰহিল অসন্তোষে।
ভীমে তাক বুলিবাক লৈল ভৰে ৰোষে।।
অৰ্জুনক কহিল পৰিহাস পৰিহাস কৰি তথা।
মুনিপ্ৰায় কহিল কেবলে ধৰ্ম্ম কথা।।
ক্ষেত্ৰিয় যে ধৰ্ম্ম তাৰ্কো সকল উপায়। ~~সে কৰিব কেবলে পৃথিৱী পাবা জায়।।~~
সে কৰিব কেবলে পৃথিৱী পাবা জায়।।
ক্ষেত্ৰিয়ৰ জতগুন সে আছে তোমত।
আৰো তুমি উত্তম কুলত হৈছ জাত।।

মুর্খ প্রায় বাক্য মোজা তোত না করনু।
বাসব সমান তুমি পরাক্রম বনু।।
[১০৯২]তাক ধর্ম্মে কেবলে পরাক্রম ন হইবা[১০৯২]।।
ক্ষত্রের জে ধর্ম্ম তাহাক আচরিবা।।
বারবৎসরের আধরমক তেজিবা।
রাজ্যকালে কেবলে ধর্ম্মত প্রবর্ত্তিলা।।
ধর্ম্ম দেখি করা জাতো সকলে উৎসাদ।
না করিব ঈশ্বরত তোমোক মাতুর্দ্দাদ।।
ভাগ্যে বাপু তোমোর ধর্ম্মত চিত্ত রহে।
ঘাতক কর্ম্মত ইৎসা ভাগ্যে তোর নহে।।
ধর্ম্মধস্থ রাজা হৈল অধর্ম্মে তোমার।
ভাগ্যে হৈছে এত্যো লোক তোমার বিচার।।
ধরিবা কৃষ্ণ হর কেস নিঞাঁ সভাস্থলি।
অচলাক পঠাইল বন দিন দিয়া বকলি।।
ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্তু প্রতিদিনে।
কেবিয়ার ধর্ম্মে দুঃখে পাবি তোর চিত্তে।।
জানিবেন আসিয়ো কেবিয়ু একজনা।
আবার সন্ধান[১০৯৩]জানি করি আবর্জ্জনা।।
রাজ্য অপহারি আততায়ি সকলক।
ধর্ম্মা অস্ত্র ধর্ম্মে মারিয়ো করিয়ো নির্ম্মূলক।।

২০৬ (ক) শেষ

২০৬(খ)

যুদ্ধ দেব আসি যথা শক্তি করিবো কেযুাক।
তুমি মহাবির তাক ন কর বিন দোক।।
ধর্ম্মের অক্রমে তুমি বোল হেনমত।
এহে কথা যর্দুথায় মিথ্যা সুস্থপত।।

জাতো আমি সব আমি ……….।
তাত ধর্ম্মচ্ছেদ বাক্য বোলেন আমাক।।
ক্ষেত্রের উপরে যেন ক্ষার দেহু ঢালি।
তেমতে তোমার বাক্য[১০৯৪] সে বোল ন জানি[১০৯৪]।।
বিদীর্ণ হৈলায় মোর দুঃখিত হৃদয়।
ধর্ম্মিষ্ঠ তুমি এহাত অধর্ম্ম তোর হয়।।
প্রশংসার পাত্রক প্রশংসা না করেন।
অপকৃষ্ট দ্রোণের পুত্রক প্রশংসেন।।
যোদ্ধিন দূর থাকিতে কি করিব সে অধম।
(যোদ্ধৃপ কথার) জাতৌ নহে (তোর মন)।।
ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরে কনিষ্ঠ বুঝি ভীম।
গদার প্রহারে [১০৯৫] গর্জ্জক বিদারিব[১০৯৫]।।
প্রহার করিয়া মোর গদা ভয়ানক।
পিণ্ডিকো করিবোঁ চূর্ন ভাংগিবো বুকক।।
পর প্রহারি ইন্দ্র দেবতাক।
উরগ অসুর আর রাক্ষস সেনাক।।
আন্যে যদি তাবাক বেদ্যাবো সেহি ঠাই।
হেন বুঝি ভাইক অপেক্ষা তোর নাই।।
দ্রোণের পুত্র হন্তু এতমান ভয়।
দুষ্ট তোহোর নহে বির ধনঞ্জয়।।
আমাত্য সোদর বর্গ সহে তুমি থাক।
গদাধরি একলাএ জিনিবো সবাক।।
তবে প্রদ্যুম্ন বির দু পদ তনয়।
বুঝিবু পুন মহাবির ধনঞ্জয়।।

পণ্ডিতের [১০৯৬] কর্ম্ম মধ্যে কহয় এবম [১০৯৬]।
যাজন যজন অধ্যায়ণ অধ্যাপন॥
করিবাক প্রায় অন্ন দান প্রতিগ্রহ।
তাক তেজি অন্য ধর্ম্ম করহ দুষ্কর।।
সে দ্রোণক বধিলো শ্রীহাত পরিহিত।
রোমেন দ্রোহোক তুমি এতেকে উচিত।।
নীচ ধর্ম্ম তেজি ক্ষেত্রিয়র ধর্ম্ম মনু।
অমানুষী অস্ত্রে অস্ত্রবিনক মারনু।।
তথাপি ব্রাহ্মন হেন মানে আপনাক।
সহন না জায় তার সে ঘোর পাপক।।
তাক যুঝি মারিলোঁ বর্জ্জের মারি জোরে কোটে।
কোন অনুচিত যোদ্ধি করিলো এ কোটে।।
শ্রী ধৈর্য্যানিক ক্ষেপে তার তনয় অজ্ঞানি।
পর্ব্বত আস্যে শ্রীহাত মোহোর কোন হানি।।
ধার্ম্মিক হইয়া তুমি প্রচণ্ড প্রতাব।
গুরুঘাতি হেন মোক বুলিতে না পায়।।
জাতো যুদ্ধি তার ধ্বকাজে অপমিত।
জন মিছো অশ্রুরাজে পাক ন পুত্র হইয়া প্রথিবীত।।
এ কথা তুমিও জানেন ধনঞ্জয়।
এতেকে করিলো সেজে পাতক কয়।।
রথে উঠি হেদিন আদিত্য সব শীর।
তাত মোক প্রশংসা না করে কোন বীর।।
হেন কৈলো তথাপিত মুন মুখরুম।
দুর না হইব মোর মনের কলুষ।।

শির মোট কাটি তার হাতে তুমি এথা।
রাক্ষস গনত জানি ক্ষেপ ন করিবো ব্যথা।।
কেমিত্রের ধর্ম্ম আছো এমত প্রকারে।
গুরুক সংহারি কিবা গুরুয়ে সংহারে।।
তোমার পিতৃর যদি ভগদত্ত রায়।
তাক তুমি জেবতে মারিছ মহাকায়।।
ভীষ্ম পিতামহক পাড়িলা যে প্রকার।
দ্রোনক করিলো যোদ্ধি সে যুদ্ধে সংহার।।
তাত ঘোর বিনা দোষে কর কেনে রোষ।
কুকর্ম্মী গুরুক বধ কৈলে কোন দোষ।।
ইহাতে পাতক আধার্ম্মিক মোক লোক।।
নিরর্থক নিন্দা কর কি বুলিব তোক।।
পদুন এত তোত করি ছোট যোদ্ধি হব।
এতেকে এতেকে অধিকারে কর তোকে।।
দ্রোপদী ভগিনী আছো মোক ভাগিনাক।
বধুতে নিন্দ নিন্দ কেমোত দেখিতে নেহাক ১০১৭।।
কুল এমনে আর দ্রোনাচার্য্যের সহিত।
পুর্ব্বাপরে বৈরভাব জগতে বিদিত।।
সর্ব্বথাএ এ কথাক তোরও জানেন।
এতেকে অর্জুন আর নিন্দা না করেন।।
এতে যুধিষ্ঠিরো মিথ্যাবাদি নহে জান।
আমিও অধার্ম্মি জন নহো হেন মান।।
হত হৈল পাপি শিষ্যদ্রোহি দ্রোনাচার্য্য।
যুদ্ধে যুদ্ধ বীর অসদ্রোহে কোন কার্য্য।।

বিজয় যুদ্ধত দ্রোক পনঞ্চ জয়।
ধৃতরাষ্ট্র নিশদতি কহিয়া শঞ্চ জয়।।
পাণ্ডবো পাণ্ডবে শবে বেদ জে দোণে জানিছে।
সেবা দিয়া ধনুর্ব্বেদ জাহাত রহিছে।।
জাতিত ব্রাহ্মণ দ্রোণ ব আচার্য্য সবার।
সে দ্রোণক পাপকর্ম্ম ঘাতক দুর্ত্তার।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন এত বড় নিন্দা করিলেক।
জনেকের তাত আমরন ন দেখিলেক ১০৯৮।।
এতেকে সে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মের ধিকার।
ধিক আমরন ধর্ম্ম লোটে তা সবার।।
তথা পৃথিবীর বীর বর্গ আছে যত।
রাজাগণ আরো [১০৯৯]জেবা শরণে কারত[১০৯৯]।।
তারে লোক কহ শঞ্চ জয়ক পুছিলেক।
শুনি শবে রাজা মৌন হয়া রহিবেক।।
শঞ্চ জয় বলতি রাজা শুন যথাযানি।
জুন্ন কর্ম্ম দ্রুপদ পুত্রের [১১০০]সেজে বানি[১১০০]।।
যুধিষ্ঠীর রাজা ভীম অর্জ্জুন সহিত।
বাসুদেবো অন্য সব দৈব সকল জিত।।
সাত্যকি শুনিল তবে কোপে সেবেলাত।
এমত পুরুষ আর না দেখো তথাত।।
গুরুতর পাপকর্ম্ম করি এতখান।
সেহি ধৃষ্টদ্যুম্ন আরো বোলে এ বন বান।।
তেত্রো তাক বধে দেখ নাহি এথাব
পাছে ধৃষ্টদ্যুম্নক শুনিল হেন[১১০১]কথা।।

পাপ কর্ম্ম করিলো কারনে পাপি লোক।
নিন্দা করে পাপ ভব ভুবনে মর্ত্তলোক।।
অন্যায় নিন্দিত পাপ কর্ম্ম করি ঘোর।
কহ কি কারনে নরক না হয় তোহোর।।
মুনি তোর মত খণ্ড নহে কি করণ।
জিহ্বা খসি নহে কেনে ভূমিত পতন।।
হেন বুঝি পাব বুদ্ধি অন্য একাদি জন।
তারাও করিবে লোক এ কর্ম্মে প্রেরন।।

২০৭(ক)শেষ

২০৭(খ)

জাতো এত বড় পাপকর্ম্ম করিল ।
তভো লোক ছায়া এত বিমুখ।।
একেক করিয়া আরো পুরুষ নিন্দিল।
একেকে নিরাজ পুরুষেক কেনে জিল।।
তোক্ষি ব্যাভিরেকে পাপি কে আছে এবত।
করি কেণ ভ্রষ্ট পুরুষ করে হত।।
তোক্ষি কুল মজি পাতকি হইল[১১০৩]অমানুষ।।
নরকে পড়িব সাত উপরী পুরুষ।।
হৈবেক তোহোর সাত পুরুষ অপর।
(তাক্ষ নরকত সাত হৈবরে) পামর।।
নষ্ট হৈল পাপিষ্ঠ বসন্ত মধুদায়।
পাষণ্ড করিল আরো ভীষ্ম বধাদয়।।
আপনার মৃত্যু তাকে আপনে কহিছে।
(যে আজ্ঞা করিবে তাক্ষ পার্থে সে করিছে)।।
সেও ঠাই তোহোর শিখণ্ডী ভাই পাপি[১১০৪]।
ভীষ্ম তাক না ছুঁইতে পারিবে তথাপি[১১০৫]।।

তাকে স্তুতি করিয়াছে ভীষ্মের বধত।
কে আছে পাপ ান পুত্র বিনে হেন মত।।
পুনর্ব্বার এমত বুঝিল যদি তোমি।
গদাঘাতে মুণ্ড তোর খণ্ডিবহো মোঞি।।
তোমি মহাত্রয়ু যদি দেখিলে তোমোক।
মূর্খক চাহিব প্রায়শ্চিত্ত হেতু লোক।।
আপনে গুরুকে মোর আক্ষেপ করিল।
গুরুর গুরুকো আরো অধমে নিন্দিল।।
যে বুঝিল সে বুঝিল না বুঝিল আর।
বুঝিতে পারিবো শুনু সবার প্রহার।।
সাত্যকি বুঝিল হেনমত বর্ত্তবাক।
যুধিষ্ঠির কঠোর বুঝিতে হৈল তাক।।
আমি ওরে শুনিবো অসাধু জত রায়।
সাধু সকলক করে আক্ষেপ সদায়।।
সাধুজনে পুছে কেবা ধর্ম্ম বুলি তাক।
পাপি জার্দ্দে না পুছয় সে কেথাক।।
এতেকে দেখিলো বুঝিলোহ জতথানে।
কিন্তু তাতে পাপিষ্ঠ জিনিলো হেন মানে।।
তোমি এহি গোট আমি মানিবো সমস্ত।
অন্যথা এতেকে কহ তাহার আগত।।
ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবা সত্যাগ্রহ হৈল।
বধিবাক তাক সর্বলোক বারা হৈল।।
তথাপি বধিলো পাপ্তা পরাভব তাক।
তেহো লোক কেন না পায় মহাপাপ।।

অস্ত্র না জানাক যুদ্ধ মন্দের সংহারিয়া।
পাছে অস্ত্র শস্ত্র ত্যেজি রহিছে বসিয়া।।
হেন সময় হত দেখ্যা কৈলো সে দ্রোনক।
ইহাতে সে হৈল ঘোর মরণ পাতক।।
জেনা তোক ভুষিতে পারিছে যুগকেতু।
কেশে ধরি খড়্গ লৈছে কাটিবার হেতু।।
বড় গ মনে দুঃখে দুঃখ দেখিল পার্থ তাত।
ন হৈল পাতক শিষ্য কেশে যেবে হাত।।
বসিল যোগত তার্জ্জ অস্ত্র করি ত্যাগ।
কেশে তাক ধরিলো ধার্ম্মিক মহাভাগর।
অর্জুনে জিনিছে আগে বাসুদেব করি।
পাছত ধরিলো তোজি ধর্ম্মক আচরি।।
কেমতে নিন্দিস মোক বানর অধম।
কে আছে তোমার উপকারি মোর সম।।
জেজে ঠাঁই মহাজানে দ্রোণ দুরাত্মায়।
দেখি তেখি বেদি পাণ্ডু সৈন্যক বেদায়।।

২০৭(খ)শেষ

২০৮(ক)

সে সে ঠাই যুঝিঁ সে সমুখ হয়্যা তার।
দ্রোণক নিবারি রক্ষা করো বারম্বার।।
তথাপি কঠোর বাক্য এমত প্রকারে।
আনতে বুলিস মোর সমস্ত অহংকারে।।
যুঝিঁ অধর্ম্মের অস্ত্রখানি পাপস্থান।
পুনর্ব্বার আরো না বুলিবো এ বন্ধান।।
তথাপি বুলিস জদি পাছের সমরে।
মরে শির ছেদি যমঘর নিবো তবে।।

এ বুলি সাত্যকী ধৃষ্টদ্যুম্নক বাখানন্ত।
বুলিল ভীমক দেখি কৃষ্ণ ভগৱন্ত।।
শুনি ভীমে আদেশ ৰথ হন্তে নামিলেক।
পাৱটাতো ৰণে অস্ত্ৰোআদি এৰিলেক।।
তবে সাত্যকিক থিৰে থিৰে সে সময়।
সহদেৱ কুমাৰে বুলিল সবিনয়।।
বৃষ্ণি বাঢ়ম পাক্ষ ন অন্য এক সম আৰ।
ইহাৰ সমান মিত্ৰ নাহিকে আমাৰ।।
১১০৮অন্য এক পাক্ষ ন বৃষ্ণি বংশেৰ সৰ্ব্বথা।
ইহাৰ সমান মিত্ৰ নাহিকে অন্যথা১১০৮।।
সে হেতু ইহাক তুমি কৰি মিত্ৰবোধ।
এৰাকৰ ধৃষ্টদ্যুম্ন বীৰক এ ক্ৰোধ।।
সমুদ্ৰ পৰ্য্যন্ত চাহ কৰিয়া বিচাৰ।
বৃষ্ণিসব পাক্ষ প্ৰজেৰ মিত্ৰ নাহি আৰ।।
এতেকে তোমাক প্ৰতি ধৃষ্টদ্যুম্নে ক্ষেমন্তোক।
বায়ু বিভাৱসু প্ৰায় সম্প্ৰীতি হউক।।

২০৮(ক) শেষ

২০৮(খ)

সাত্যকিক সহদেৱ বুলিলেক বাণি।
ভীমক বুলিল ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবাণি।।
তুমি ভীমসেন সাত্যকিক ছাড়িওক।
ঘোৰ তাঙ্কে গদাঘাতে মাৰিতে আসোক।।
ঘোৰ বাতে কৰে পৰ্ব্বতক যে বন প্ৰান।
ইহাঙ্কে পাৰেক যেহি অৱশ্যেক জান।।
পানাইত সৰ কৰি মিৰক আহৱো।
ইহাৰ যুদ্ধ চৈত্ৰ উপায় কৰো।।

অথবা ইহার্থে মোর প্রাণ সংহারয়।
(কৌরবিক যাহ্ন নিবারোক) ধনঞ্জ জয়।।
যুঝি ধৃষ্টদ্যুম্ন সোক এক্ষে যুযুধান।
পাল্য ছিন্নবাহু ভুরিশ্রবার থারণ[১১৪৯]।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালের শুনি সে উত্তর।
(সাত্যকি ভিমের) ভুজ যুগের ভিতর।।
সপ্তিয়ায় প্রাণ ছাড়ি আস্ফাল করিয়া।
কোপে কতিপয়থান গেল থাএলিয়া।।
তবে সাত্যকিক ধরি[১১১০]ভিমে ভীমবলে। [১১১৪]
ভুমিতে ভিড়িয়া পাব রাখিল সে শহলে।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিক দেখিয়া সেরূপ।
অনর্থের ভয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ভুপ।।
জায়া দুয়োজনে তবে সে দুই জনক।
নিবারন কৈল দুর ক্রেন বিপদক।।
তাত পাছে সকল কেত্রিয়গণ মনে।
থাবিল সম্রুক প্রতি যুদ্ধের কারণে।।
সঞ্জয় বদতি কথা শুন বৃদ্ধ রায়।
তবে অশ্বত্থামা যুগান্তের সূর্য্যপ্রায়।।
সম্বোধিয়া[১১১১]তোমার প্রতিক পুনর্ব্বার১১ই[১১১]
বুলিবনু প্রতিজ্ঞ্য[১১১২]শুনিয়া আপনার[১১১২]।।
পিন দ্বি ধর্ম্ম কুরুক সমর করিআছে।
যুধিষ্ঠিরে তাত থন্ত্র ছাড়াইছে পাছে।।
এতেকে তাহার আগে সেনাগ্র[১১১৩]সৈন্যক।
বধিবো পাপিষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালক।।

তোমার সেনাক নিবর্ত্তায় কুরুরায়।
বধিবো একার লোক না লাগে সহায়।।
তবু পুত্র শুনি তার এত্তে প্রতিজ্ঞাক।
রণ হন্তে নিবর্ত্তিল করায়া সেনাক।।
ঘোর সিংহনাদ আরো করি মহাতাপ।
সেনা সকলের ভয় করাইল ত্যাগ।।
সবাসব হৈল তবে কুরু পাণ্ডবর।
এক ঠাঁই হৈল যেন উভয় সাগর।।
তবে অশ্বত্থামা আশ্বাসিয়া কৌরবক।
বায়ু বেগে বেদি লৈল পাণ্ডু পাঞ্চালক।।
উভয় সেনার তবে হৈল সম্মিলন।
পর্ব্বতে যেন হৈল পরিমন।।
দ্বিতীয় সাগরে যেন মঙথি দুয়োকুল।
উঠিল বিভিন্ন জন হৈল দুরন্দন।।
তবে হাজারেক গজ ভেদি অযুতেক।
হুহু হয়া উভয় কটকে বাজালেক।।
ঘোর শব্দ হৈল তবে উভয় সৈন্যত।
সাগর মথনে মহাশব্দ যেন মত।।
পাছে সে সময় অশ্বত্থামা দ্রোণসুত।
পাণ্ডু পাঞ্চালের বধ মন্ত্র জানে প্রভূত।।

২০৮(খ) শেষ

২০৯(ক)

(সবম ব্রকে নারায়ণ নাম মহাস্ত্রক)।
সক রিল আকাশত প্রক্ষেপ মাত্রক।।
তাত হন্তে প্রজ্বলিত অগ্নিভাগ জার।
উপস্থিত হৈল সব হাজার হাজার।।

(দিব্য যুধ সর্ব্বত্রায় সেজে সরকার)।
পাণ্ডবের জেন সেনাদলক বাইবার।।
যুযুর্দ্ধেক দিলপাল আকাশ ঢাকিল।
সূর্য্যরশ্মি পুঞ্জ জেন লোকক ব্যাপিল।।
(লোহময় জ্যোতির্ম্ময় মতিহ্নি বহুত)।
চতুচক্র যুক্ত আরো দ্বিচক্র যুযুত।।
আরো পদা তিরদর চয়ন পানাইত।
হৈবাক লাগিল এ সকল উপস্থিত।।
(সে সকলে আকাসক হৈল একাকৃত)।
দেখি পাণ্ডু পাক নে পুঞ্জ রুদ্র হৈল চিত।।
পাণ্ডবের সহারথ সবে জেজে ঠাই।
যুদ্ধে সে সে স্থানত এ অস্ত্র বাহি জাই।।
(হেন রূপে অস্ত্রে বধ হৈল সেনাচয়)।
নারায়ণ অস্ত্রে হয়া সগণ হৃদয়।।
শিশির অনুরে জেন অগ্নিয়ে অরণ্য।
দাহা হৈল তেমতে এ অস্ত্রে জত সৈন্য।।
(তবে যুদ্ধ্ব ভূমি অস্ত্রে আপুন নিরেখি)।।
সেনা সকলক অগ্নে পালাবার দেখি।।
সৈন্যক্ষয় দেখি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময়।
অর্জুনক বচন বুলিল নডি ভয়।।
(চলি জাউক ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনা সমন্বিত)।
সাত্যকি চলোক বৃষ্ণি অন্ধক সহিতে।।
বাসুদেব আৎম রক্ষা করি রহিবেক।
তাঞ্জ সবন্ধেতক উপদেশ দেয় এক।।

সকল লোকক যুজি বোলো অতঃপর)।
দৈবাদিক মরে আর কর্ত্তব্য সমর।।
মোদর সহিতে আমি সবস্তে উপেখি।
এথায়ে থাকিবো এত্তে অগ্নিক নিরেখি।।
(নিস্তরি দুস্তর ভিস্ম দ্রোণ সমুদ্রত)।
তর জাব অনুৎথাদা গোস্পদত।।
উপায় অর্জুন উপস্হিত কর তোকি।
মাধু আচার্য্যক যুদ্ধ দেব থাকি আছো লোকি।।
(বিস্তর প্রকারে জাকে লোকর নিমিত্তক)।
বধিছে যুদ্ধ এত অভিমন্যু বালকক।।
স্নেহ কোন না করি কৃষ্ণ ক সমজ্যাত।
পুত্র এক বধিতে কহিছি অন্য তাত।।
(দ্রোপদির দাসীভাব ধানি আরো দৈর)।
অর্জুনের লোক্ষা আরো জানু জেনা দৈন।।
বিজয়ের বলে জয়দ্রথের রক্ষায়।
জত জনে দৈল তাক কহনে না জায়।।
(সত্যজিত প্রমুখে জতেক বিরথণে)।
ত্রগু অস্ত্রে অস্ত্রবেত্তা হয়া তা সমুখ রণে।।
সে[১১১৪]বিজয়ের নিমিত্তক জৎন জার।
সমুজে[১১১৫]করিছে এহি আচার্য্যে সংহার।।

২০৯(ক)শেষ

২০৯(খ)

(তুমি পুত্র যেন জরে বুলিল বচন)।
সকল সেনাক তবে দেব নারায়ন।।
নিবারণ করি বুলিলন্ত অনুর্য্যাদি।
সর্ব এড় অস্ত্র রথ হন্তে নামি।।

(হয় হস্তি হন্তু নাহি যুদ্ধে তেজ ধরে)।
এ অস্ত্রে তোমার রহিবার নহে ভরে।।
কায় মন বাক্যে পুনু দে অস্ত্রক স্তুতি।
যে সকল লোক যুঝিবার করে মতি।।
(সে সকল জায় জদি পাতাল পর্য্যন্তু)।
এতে অস্ত্রে তাক কদাচিতো মেড়িবনু।।
তবে বাসুদেবের বচনে সেনাগন।
কায় মন বাক্যে অস্ত্র তেজি ততিক্ষণ।।
(যুদ্ধ দেব থাড়িলন্তু পুত্র সার্থক উপেখি)।
ভিম সেন যুজিতে লাগিল তাক দেখি।।
মেড়িবেন অস্ত্র কেহো না মান অতৎপক।
যুঝি আজি এতে দ্রোণ পুত্রের অস্ত্রক।।
(মরে মনু বিনাশিবো সবারে আগতে)।
কিম্বা মযু করো মৃত্যুতর গদাঘাতে।।
এ অস্ত্রক মযু যুঝি করি তাতপরে।
কাল প্রায় গতি আজি করিবো সমরে।।
(মোর সম বিক্রমি পুরুষ নাহি আন)।
নাহিকে তেজ রশ্মি জেন সুর্য্যের সমান।।
দেখ মোর বাহু ঐরাবত শুণ্ড সম।
হিমবন্তু পর্ব্বতেকো থাড়িবার ক্ষেম।।
(এতে নারায়ণ মহা অস্ত্রক দ্রোণির)।
স্তুতি জোদ্ধা নাহি তথাপি মরে বীর।।
দেখ কুরু পাণ্ডবের আগতে এ ঠাই।
স্তুতি যুদ্ধে করো যুঝি যাক মরে চাই।।

(এথি বুজি সেষ প্রায় ঘোর পব দ্র কৈল)।
রথে চড়ি দ্রোণের পুত্রক পাঞা গৈল।।
তবে বাণ লঞা জেথিলনু সর বাক।
হানিঞা সম্ভাষি অশ্বত্থামা তবে তাক।।
(সেজে অতি ঘন ঘ্রিত সরক হানিলেন)।
তেদ হইঞা সে অশ্বের দুর্যায় ভীমসেন।।
[১১১৬]সরে বিদ ্র হঞা[১১১৬] অতিসয় সোভা কৈল।
সুবর্ণের ফুলিংগ ব্যাপিত জেন হৈল।।
(সে বেলা ডিঘের জেনমত রুপ হৈল)।
সায়ংকালে নক্ষত্রতে আবৃত জেন গৈল।।
বাড়ি গেল অশ্ব পড়ি ভীমের অংগত।
বায়ু বহি বাড়ি জায় অগনি জেমত।।
(তবে সে অশ্বের বৃদ্ধি দেখি বিপরিত)।
ভিম বিসে পাণ্ডু সেনা সবে হঞা ভিত।।
অশ্ব শস্ত্র রথ ছাড়ি নামিলেক।
তেজি গজ বাজিকো ভুমিত পড়িলেক।।
(হেন রুপে তংগ সেনা হৈল সেবেলাত)।
কাকো না বারিঞা অশ্ব ভীমের বুন ্রতি।।
পড়িঞা অগনি জেন জলি বাক গৈল।
দেখিঞা সকলে লোক হাহাকার কৈল।।
(পাণ্ডব সকল আরো তার জত আংগু)।
সে অশ্বের জ্বালাত্ম ভীমক দেখি ব্যাপু।।
এন্ত হঞা নিস্তারের ঐ পথ চিনি[১১১৭]আছে।
সঞ্জ ক্রয় বদতি সুন জে হইন পাছে।।

২০৯(ক) সেষ

(তিনক আক্রম্য হৈল যে অস্ত্র দারুন)।
তার বিনাশের হেতু সধুরে অর্জুন।।
অরণিতে[১১১৮] বরুণের অস্ত্রক লেখিল।
সে অস্ত্রে বহ্নিক ক্ষি কিছু শিথিল করিল।।
(দিব্য অস্ত্রে দ্রোণক দুর্ধায় ভিমসেন)।
অদ্ভু রথে সারথিয়ে আবৃত হৈছেন।।
অর্জুনেরো বরুনাস্ত্র ব্যাপিল সব নাথবে।
নথিবাক ভীমক না পারে কেহো তবে।।
(দ্রোণির দিব্যাস্ত্রে আবরিলে যেন মত)।
হৈল ভীমসেন সরাগ্নির মধ্যগত।।
যেন চরাচরক দহিতে হুতাশনে।
প্রবেশ হয়ন্তু যহাবুগ্নের বদনে।।
(অস্ত্রে সমস্তক আবরিয়া লেহিবত)।
প্রবেশ হৈলন্তু পাছে দাম্ভিক ভীমত।।
পার্থর বরুণ অস্ত্রে ছেদক তাহারে।
অল্প একরে কাহ্নে না পারে দহিবারে।।
(রথে ঘোড়ে ভিমসেন কোন ঠাই আছে)।
তাক জানিবাক কেহ না পারিল পাছে।।
ভীম রথে দেখি তবে অস্তক বিস্তার।
দ্রোণিক দেখিল আরো উৎফুল্ল হৈবার।।
(পাসরিলি পাণ্ডবি সেনার দেখি অস্ত্র ছাড়িবাক)।
দেখি যুধিষ্ঠিরাদিরো বিমুখ হৈবাক।।
বীর ধনঞ্জয় আরো কৃষ্ণ অনুর্য্যাদি।
যথা ভিম আছে তথা রথ হাঙ্কে নাদি।।

(দ্রৌণির অস্ত্রত হন্তু খণ্ডব তেজক)।
মাহাত্মে লঙ্ঘিয়া উঠের পাবক।।
অস্ত্রবাজা দেখে দুজো জনক তখন।
দাহ না করিল দিব্য অস্ত্রের দহন।।
(অস্ত্রাত্রির বধাস্ত ভিমক দেবেনাত।
বার হৈল দুই জনে ধরি দুই হাত।।
অস্ত্র শস্ত্র বাজ তার হৈল নারায়ণ।
নারায়ণ অস্ত্র উপশমের কারণ।।
(ধরিয়া বাহির হৈল পার্থ দামোদরে)।
তথাপি গর্জিয়া ভীমে ঘোর শব্দ করে।।
তাক শুনি অস্ত্র বাড়ি বাক হৈল তবে।
দেখি বৃকোদরক বুলিল বাসুদেবে।।
যুদ্ধ হৈতে নিবারণ করাতোহো তোক)।
নিবর্ত্তন নহ তুমি বিচক্ষণ লোক।।
যুদ্ধে যদি কৌরব বধক জিনা জায়।
কেমা কর তামাক যুঝিবো আমরায়।।
(এহি বুলি যুধিষ্ঠির ভিমক দোপাল)।
রথ হন্তু কথবশি নামাব্য দেকাল।।
অস্ত্র ছাড়ি রথ হন্তু নামিল পাণ্ডবে।
নারায়ণ অস্ত্র উপশম হৈল তবে।।
(নির্মল হৈলেক দশ দিগন্ত আকাশ)।
সুরভি শীতল মন্দ বহিল বাতাস।।
সানুচিত হৈল দুর্গ পরি জত রায়।
সিদ্ধি হৈলো তিনো প্রকারের সুর্যা প্রায়।।

(অবশেষে পাণ্ডব সকল হরষিতে)।
(তোমার পুত্রক রণে) রহিল বধিতে।।
যেন সব তারা সব রহিলে তথাত।।
মেঘে নারায়ণ অস্ত্র হৈল প্রতিঘাত।।

২৬০(ক) শেষ

২৬০(খ)

(দুর্য্যোধনো দ্রৌণিক বুলিল নড়ি শোক)।
(পুনু এহি অস্ত্রক) প্রয়োগ করিয়োক।।
এন্ত শুনি পুনরপি পাক যের মন   পন।
রহিল আক্ষেপ করি না জায় কথন।।
(তবে দঃখী রাজা দুর্য্যোধনক সম্বোধি)।
(বুঝাইতে লাগিল) অশ্বত্থামা মহাবোধি।।
(শুন মহারাজা) এহে দিব্যাস্ত্রক আর।
করিবাক প্রয়োগ না পাই পুনর্বার ।।
(দুই বার যে অস্ত্রক করিলে প্রহার)।
তবে নষ্ট করে কোন নাহি প্রতিকার।।
প্রতিহত হৈল কৃষ্ণ কৃপে এ অস্ত্রক মোর।
নাহিতে শত্রুর ক্ষয় হৈল ক্ষয় তোর।।
(প্রাপ্তোবাদে সমু সকলক এহে অস্ত্র)।
জিনিলেক তারা দৈ দেব নিরস্ত্র।।
আচার্য্য পুত্রক রাজা বুলিলন্ত তবে।
দুইবার প্রয়োগ না করি অস্ত্র তবে।।
(কাশ্চে অন্য মহা অস্ত্রক করিয়া প্রহার)।
মরে পুত্রঘাতি পাতকিক ভূমি মার।।
দিব্য অস্ত্র সকল আছে তোমাত নিশ্চেষ।
মুহু ভেজ তোত আরো আছন্ত বিশেষ।।

(বধিতে তাহাক তুমি ইচ্ছা ক র জবে)।
ন হৈব যুদ্ধত কদাচিতো তারা মরে।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে পুনরপি মহা ক্রুদ্ধত।
নারায়ণ মহা অস্ত্র হৈলে উডিহত।।
(পুত্র শোকে মনু পুত্র দ্রোণ হৈল মত্ত)।
দুর্য্যোধন এমত বুলিল বচি কয়ু।।
মহাক্রিন্ত যুক্ত হয়্যা পা প তব জডেক।
যুদ্ধ ব্রক নিশ্চয় করি জনি রহিলেক।।
(কহ অশ্বত্থামা কি করিল দেখি তাক)।
মঞ্চ ক্রুদ্ধ বচডি রাজা শুন সে কথাক।।
পিতৃর মরণে অশ্বত্থামা ক্রোধে মনু ।
মৃত্যুভয় তেজি ধৃষ্টদ্যুম্নক খান্যু।।
(বেগে তবে যুদ্ধক নাবক কুড়ি মরে)।
আকর্ণ পুরিয়া এহারিল দৃষ্টঘরে।।
আরো অতিশয় বেগে মনু পক মর।
ভেদিলন্ত সেজে পাক মেঁর কলেবর।।
(তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভেদ হয়্যা মবে কায়)।
মহাক্রোধে জলি গেল অগনি পরায়।।
সত্তুরে বিশতি সর এহার করিল।
অপার মহিমা অশ্বথামাক ভেদিল।।
(তবে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নর রথর।
সারথিক ভেদিলেক সুন্দর পঁচ শরে।।
চারিয়ো ঘোড়াক ভেদিলেক চারি বাণে।
ঘোর সব দে তুমিক করাবা কম্পমানে।।

(তাক দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে ত্বরা করি)।
ধাইয়া আইয়া দ্রৌণিক কৃতান্ত পাছ করি।।
দণ্ডবর্ষ দরশায় করি কোপ দৃষ্টি।
দুন্দুভির উপরে তার কৈল শরবৃষ্টি।।

২১০(খ)শেষ

২১১(ক)

(তাক দেখি অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন)।
শরে ধৃষ্টদ্যুম্নক করিল আচ্ছাদন।।
শিক্ষবৎ শস্ত্রি আরো বড়ি মহাতেজ।
দশশরে শরীরক কৈল দৃঢ়ভেদ।।
(পরম দুরন্ত দুইশর হানি পুনু)।
ফির ধৃষ্টদ্যুম্নের ছেদিল শর ধনু।।
দশ বাণে হানিলা আরো অশ্ব বাহন।
মারি অশ্ব সারথি সারথিক করিল ঘন গর্জন।।
(এ প্রকারে সারথি ঘোটক হৈল হত)।
বিরথ হৈলন্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সে যুদ্ধত।।
শর করি অনুচর সকলকো তার।
বেঢ়াইল অশ্বত্থামা গুরুর কুমার।।
(সম্মুখে পাঞ্চাল সেনা কম্পিল থরথরি)।
ভাগিলন্ত কাকো কেহো অপেক্ষা না করি।।
পাঞ্চাল সেনাক ভঙ্গে পালাবার দেখি।
পরম পীড়িত ধৃষ্টদ্যুম্নক নিরেখি।।
(দ্রৌণির রথক প্রতি রথ আপনার)।
বাহিল সাত্যকি সবে পবন সঞ্চার।।
পাছে প্রহারিল আঠশর নারাচিত।
মাধবে করিল অশ্বত্থামাক পীড়িত।।

(ভেদিলন্ত শৰিৰ আৰো কুড়ি শৰ হানি)।
পাছে সাৰথিক ভেদিলেক বহাবানি।।
চাৰিয়ো ঘোড়াক ভেদিলেক চাৰি শৰে।
অতি তেজ হয়া অশ্বত্থামা তাত পৰে।।
(হাস্য কৰি বুলিলন্ত পৰম কঠোৰ)।
এহে গুৰুপাতি প্ৰদ্যুম্নত তোহোৰ।।
জানিলহো বুজিলোঁ বড় স্নেহ আছে হেন।
তুমি আছে তাক হৰিনিক ব্যাঘ্ৰে যেন।।
(তাক প্ৰতি ৰক্ষা কৰিবাৰ নিমিত্তি নিমিত্তক)।
আপনাক প্ৰতি ভয় না কৰ কিসক।।
সত্যক কহো বুজি সবৰ পুৰুক।
ন বধিয়া কদাপি পাক নে সকলক।।
(কহিল নিশ্চয় উপসয় ন হবেক)।
পাপ তু বুদ্ধি সোবকাদি সৈন্য সংহাৰিব।।
এহি বুলি সূৰ্য্যৰশ্মি সম তিব্ৰ বান।
সাত্যকিক অশ্বত্থামা কৰিল সন্ধান।।
(বামদেৱ ৰূপক বহু ভেদিল ক্ৰমত)।
সাত্যকিক অশ্বত্থামা হানিল অদ্ভুত।।
কবচ ভেদিয়া ব্ৰহ্মবানত সে বান।
প্ৰবেশিল প্ৰাণ ছাড়ি সৰ্প যে বনস্থান।।
(দৈবন্তু সাত্যকি বিষব্যাপ্ত প্ৰপীড়িত।)।
সৰ্বাংগ সে দেহৰ শোনিতে লেপিত।।
সৰসৰে ধনু ছাড়ি বসিল ৰথত।
শতস্পেত বজ্ৰ বত হস্তি লোটে যেন বত।।

(যেন মত দেখি তাক সারথি সুজান)।
তথা হন্তু অনুর করিল রথখান।।
আরো তাতে অভিমন্যু ভয়ুক নডিল।
যুজ অবলম্বু এড়ি রথত বসিল।।

২১১(ক)শেষ

২১১(খ)

(মত্ত দিৎদে হস্তিক আ এষ্ম ছেন করে)।
সেহিমত দেখি দ্রুপদ্রুক নবরে।।
অতি বেগে তীব্র ব্রহ্মক্ষেত্র সুদর্শন।।
ছেদি অর্জুনাদি পাণ্ডবের পাঁচজন।।
(দ্রোণিক বেড়িল আগ্যা কুড়ি শঙ বান)।
প্রতি প্রতি প্রহারিল শক্ত শক্ত বান।।
এক কালে শক্তি ন সরক তাথার।
হেদিল শক্তি ন সরে যুদ্ধর কুমার।।
(তবে কৌরবক সানাইত মতে মরে)।
(অশ্বৎথামা দিরে) শিক্ষিতোক দূহতরে।।
দেখি তিনি বান বানক শিক্ষিলেক।
এক বান হানি অর্জুনক্ত ভেদিলেক।।
(মহারথগন দ্রোনীক সবরে)।
শিলাদৌত সানাক্রিত কুম্ভপুংখ মরে।।
একবগে ভেদিলেক পৃথকে পৃথকে ।
ছেদি যুবরাজ আরো দিৎশতি সায়কে।।
(সন বানে ভেদিল অশ্বৎথামাক দুর্দ্ধার)।
টৈন আরো আঠ সর অর্জুনে প্রহার।।
সবকে ভেদিল আরো তিনি তিনি সরে।
যুদ্ধর কুমার অশ্বৎথামাক সত্বরে।।

(দ্রৌনিক আচ্ছন্ন করিল শর শত)।
সে সব শরক দ্রৌনি শরে কৈল হত।।
নানাবিধ আরো হানিঞাঁ বহুত।
মহাবীর ভীমক ভেদিল দ্রোণ সুত।।
(বুবত্ত শরক দ্রোণি করিল প্রহার)।
ছেদিল ধনুক অশ্বত্থামা ধরিবার।।
সন্নীরকো শর করি ভেদিল দ্রোণির।
হাড়ি ছিন্ন ধনু তবে অশ্বত্থামা বীর।।
(নাথব পূর্ব্বক ধরি অন্য কোদণ্ড)।
শর করি পুত্রপুত্র ভেদিল ভীমক।।
ভীম অশ্বত্থামা দুহবির তারপর।
পরাক্রমে শর কি বরষিল পরস্পর।।
(পাছে তিন নারাভকিত তিষদেন)।
ডাকিল দ্রোণিক আদিত্যক বেধে যেন।।
ভীমেও দ্রৌণির শরে হৈল আচ্ছাদিত।
তথাপিতো কিছি ভেকো ন হৈল ব্যথিত।।
(দ্রোণের পুত্রক তবে বীর বৃকোদর।
পুনু প্রহারিল দশ নারাচ প্রখর।।
সে শর শরির ভেদি পশিলন্ত তার।
বল্মি কত প্রবেশিল প্রবেশয় সর্প যে প্রকার।।
(তবে অশ্বত্থামা ভেদ হৈয়া অতিশয়)।
বিষ ব্যাথে মুছিত করিয়া সেরমুয়।।
পুত্র দণ্ড ধবনমু করি ঢিলরায়।
রহিল অজ্ঞান হৈয়া পর্ব্বত পরায়।।

(বুঝিরে পিশিত তবে হয়্যা মহাযুদ্ধে)।
জিনের রথক প্রতি বেগে জায় পায়্যা দুন্দ দুব।।
আকর্ণ পুরিয়া সাতশর প্রহারিল।
অগনির উন্ধা যেন গগনে উঠিল।।
(দেখিয়া শরর প্রাথি জিষ্ণেন) ।
উত্তমর বরষি তাহাক বারিলেন।।
বহুশর প্রহারি ভেদিল অর্জুনক।
সপ্তশর বিপ্রবর ভেদিল কৃষ্ণ ক।।

২১১(খ)শেষ

২১২(ক)

(বানবক গৌরবক ভেদি দশ শরে)।
ছয় শরে সারথিক ভেদিল ভীমরে।।
দুইকো ধনুক তার হানি দুইবান।
ছেদিলেক অনুৎপাবা দ্রোণের সন্তান।।
(পুনু শরবৃষ্টি করি আবরি পার্থক) ।
তৈল নিৎশবাদ অনুৎপাবা ত্র্যানক।।
তথাপি দ্রোণির ক্ষেপণ ন ভৈলন্ত দুর।
নিসপাম আকাম লাকি নিতৎক্ষুর।।
(প্রথিবি ভুম এক লাকি ঘোর রূপ বাজে)।
অর্জুনক আচ্ছাদন তৈল সেহিক্ষণে।।
সেবে সুদর্শন বীর নিকটতে আছে।
বাণ পায়্যা তাক তিনি দুর করে পাছে।।
(একে বণে ছেদিলেক দুই বাহু শির)।
আরো গৌরবের রথপতি মহাবির।।
রথখানো তার তিন প্রবাণে ছেদিয়া।
অজ্ঞনাথ বাণে দুই বাহুকো কাটিয়া।।

(দেহ হন্তে শির গোটে কাটিয়া পাড়িল)।
তথা আরো ভেদি যুবরাজাক দেখিল।।
নিভোৎপল সম তার শ্যাম কলেবর।
শক্রে ভেদিয়া তাক অগ্নিকন্দ শর।।
(আবেগে পঠায়া দিল মৃত্যুর পাশক)।
অশ্ব সারথি সহিতে মারবক ।।
সোকাবিষ্ট অশ্বত্থামা বারিলেক শরে।
মানব পৌরব ভেদি হত হৈল রণে।।
(বিন্দুবানে দেখি তাক শির ভিখলেন)।
[১১১৯]অশ্ব এ হয়াশ্বে[১১৯]শর বৃষ্টি করিলেন।।
সরে শত্রু তবে দ্রোণি মহাধনুর্দ্ধর।
ভেদিল কোদণ্ড প্রচণ্ড ভীমর ।।
(হৃদয়ত শানাইত শর প্রহারিল)।
তবে ভীমসেন অন্য ধনুক ধরিল।।
পাছে পঞ্চ শানাইত শরে বৃকোদর।
বীর অশ্বত্থামার ভেদিল কলেবর।।
(ক্রোধে রক্ত হয়া তবে বির দুইজন)।
বরিষা কালের মেঘসম[১১২০] জেবন।।
পরস্পরে শরবৃষ্টি হৈল অতিশয়।
জন শব্দ হৈল যুদ্ধো মুক হোলা দিতে জয়।।
(যুদ্ধো ফিরে যুঝার করিতে প্রতিকার)।
ঘোর যুদ্ধ হৈল যুদ্ধো রণে অনির্ব্বার।।
মহাবির অশ্বত্থামা তাত অমনুরে ।
দেবে অধিপত ও তীব শর বৃষ্টি করে।।

কর্ণমান সন্ধান করিয়া দিব্য ধনু)।
(দেখিলনু ভিমসেন উদণ্ডের তনু)।।
মুদণ্ড উদণ্ড অদ্ভুৎধারা সে সময়।
ধনুর বাধব দরশায়া অতিশয়।।
(কোন কালে টানে ধনু কোন কালে হানে)।
(কোন কালে চলে বান) ভেদে মর্ম্মস্থানে।।
তাক কোনো জনে লক্ষিবাক না পারয়।
যেন মত ধনু হস্ত দ্রোণের তনয়।।
(প্রচণ্ড কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড জন আকারে।
(হস্তত ধনাত চক্রস্থায়) শোভা করে।।
আরো তার ধনু হন্তে ছুটি বান গণ। শোভিল সকল দ্রোনি সকলে স
শোভিল সমস্ত দ্রোনি পবনে যেমন।।
(সে বেলাত সে সকল বুদংখ্যার সর)।
(ভিমের রথক আচ্ছাদিল) নিরন্তর।।
তবে সে বেলাত ভীমসেনেরো বল ভুত।
বলবির্য্য পরাক্রম দেখিলি প্রস্তুত ।।

২১২(ক)শেষ

২১২(খ)

(নিরেখি দ্রৌনির শেষে ঘোর সর বৃষ্টি)
তার বিনাসের হেতু করি কোপ দৃষ্টি।।
বরষার মেঘপ্রায় বৃষ্টি টৈল বান।
আকর্ণিতে যেনপুষু ঘোর ধনুখান।।
(সমস্তাব প্রায় শোভা করিল অপার)।
(তাত হন্তে) নিস্সরিয়া হাজারে হাজার।।
(অসংখ্যাত সর) আলে ঢাকিল আকাশ।
মিরাক্য[১১২৯] দুদ্দিন দূর করিল প্রকাশ।।

পুত্রোজনে শরবৃষ্টি কৈল হেন মত)।
(ম ঃত) বষিতে বায়ু ন হৈল শকত।।
ভীমের বধের হেতু তবে দ্রোণ সুত।
হৈল ক্রোধ সুবর্ণে ভূষিত অদভুত।।
(ফেলিলেক হেন মত বান বহুতর)।
আকাশতে সে সব শরক বৃকোদর।।
একেক শরক তার শরে শনু কাটি।
তিনি তিনি বান[১১২২] করি ফেলায় বিপাটি।।
(দ্রোণিত অধিক করি বিএশ্ব বিশেষ)।
রহ রহ অশ্বত্থামা বুলিল আবেশে।।
পাছে গুরু পুত্রের বধক নিমিত্তক।
উগ্র শরবৃষ্টি ভীমে কৈল ভয়ানক।।
(শরজালে সে সব শরক নিবারিয়া)।
ফেলায় ভীমের দ্রোণি ধনুক কাটিয়া ।।
ভেদিল অনেক শরে শরির কো তার।
তবে ছিন্ন ধনু ভীম মহাবলি আর।।
(নিদারুন রথ শক্তি ধরি বেগে শনু)।
অশ্বত্থামা বিরের রথক ফেলিলনু।।
সে রথ শক্তিক দ্রোণি হস্তের লাঘবে।
আসিতে ছেদিল লালাশত শরে তবে।।
(ভিম লেলো তবে ধরি দৃঢ় অন্য ধনু)।
ভেদিল দারুন দ্রোণ তনয়ের তনু।।
তাত পাছে ললাটে ভীমের মারিল।
বিন্দিবে তাকিল অশ্বত্থামা মহাবীর।।

(মরে অতি ভেদ হয়া দ্রোণের পুত্র)।
এড়ি বাণ ভাঙ্গিল রথের ঘোটকর।।
সারথি ব্যামোহ হয়া রথে রহিলন্ত।
বাহক বিহিনে ঘোড়া আগে ন রহন্ত।।
(রথ চতুরত অশ্বত্থের বিদ্যমান)।
দেখিয়া ভীমক হয়া ঘোড়ার পলান।।
অশ্বত্থামা বীরে ঘোর শংখনাদ কৈল।
দেখি সবে পাঞ্চাল দলের ভয় হৈল।।
(ধৃষ্টদ্যুম্ন রথত চড়িল ভীমসেন)।
তাকো ছাড়ি পাছে দূর হয়া রহিলেন।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখে পাঞ্চালো সেকালত।
সর বরিষিয়া দ্রোণি চলিল পাছত।।
(বিহ্বল করিয়া পাণ্ডু সৈন্যাক প্রচণ্ড)।
দুত কন্দ্র করি খেদাইল দ্রোণ সুত।।
পাঞ্চালত্রো খেদি খেদি মারে মহাক্রোধবে।
অশ্বত্থামা ব বর্ম্মক না চাহে পশুবোধে।।
(সকল ভুঙ্গ বলতি সেরে সৈন্য পালাইতে)।
দেখি দয়াময় পার্থে কৃষ্ণ সমন্বিতে।।
আসি অশ্বত্থামাক করিল নিবারণ।
তথাপিতো সেনা আর সেনাপতি গণ।।
(অহ্রে কৃষ্ণে অর্জ্জুনে রাখিতে না রহিল)।
দারুণ দ্রোণির ভয় সকলে ভাবিল।।
সোমক পৌরব মৎস্যগণে তাতপর।
বুঝিল অর্জ্জুনে অশ্বত্থামাক সত্বর।।

(তোর যথা পতিপক্ষ রন বির্য্যের প্রভাব)।
(তাক তোত) নিক্ষেপ করিয়া মহাপাব।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে তোর প্রীতি যতবান।
১১২০জে জোধো তোহোর তেজ আছে বিদ্যমান১১২০।।
(মোহোত নিক্ষেপ তুক্ষি করেক যযন্ত)।
(আপনার) দোষে আজি হৈলো প্রায় অস্ত।।
দ্রোণথাতি দেহি ধৃষ্টদ্যুম্ন আজি তোর।
বিনাশিব একথা জানিব নিশ্চু মোর।।
(সেজে পাক্ষ ইন্দ্রের পুত্র যথা পরাক্রম)।
(কালানল) সম শত্রু সকলের যম।।
সে আছিতে মোহোর সমুখ হৈল তুক্ষি।
দর্প এতেকে করিবো তোর চুক্ষি।।
(ধৃতরাষ্ট্র রাজা পুত্রে হৈতো অদ্ভুত)।
(পার্থের) পরম মান্য শ্যাল যুযুষুত।।
দ্রোণীর পরম প্রসুতম বনক্ষ ক্রুদ্ধ।
অর্জুনের অপুৎথামা প্রিয় অভিমন্যু।।
(বৈরাত পর্ব্বত বনক্ষ ক্রুদ্ধ সুপুত্রথ)।
(কদাচিতো) নাহি বোজে এমতক দুখ।।
যদি হয় বেদেস বসুন্য মহাথাই।
কেনে হেন কঠোর বুলিন তাক চাই।।
•••কা তেজে তীথের দেখি ডৎথ।
অপরাজ হৈআছে যেন অংকুশে মাতংগ।।
ধর্ম্ম নৃপতির ধর্ম্ম যথে জে বচনে।
••••••••••••••••••••••••।।

·····························।

পৌরব বৃহৎ ক্ষেত্র সুদর্শন ।।

দ্রোণীর হাতত এ সকল বরি লৈলে।

দ্রোণির জে অৎশিকার মুনিঞা । সুবলে।।

·····················।

····· উপস্থিত হয়্যা পাণ্ডুর কুমার।।

এবড় কুৎসিত বানি সুনিল দ্রোণিক।

ক্রোধে সমু না করিআ অপেক্ষা বালিক।।

·····················।

···· দ্রোণির ক্রোধ হৈলন্ত দুর্ব্বার।।

বিশেষ হৃদ কৃষ্ণ ক প্রতি হয়্যা কোপমন।

ধন্ন সুতবে পূর্ব্ব যুদে হৈল আচমন।।

·····················।

····· পার্থ ধনুর্দ্ধনিক আকৃতি ।।

আকাশে ছুটু ন ঘোর সর বৃষ্টি হৈল।

আগ্নেয় অস্ত্রের তেজে সবে তপ্ত হৈল।।

·····················।

আকাশত হল্ল উল্কা সকল পড়িল।।

অস্ত্র তেজে দিস হৈল যদ্যপি ব্যাপিত।

তথাপিতো দিপ্তি যায় ন করে কিকি ত।।

·····················।

·······················।।

আসিয়া একত্র হয়্যা ঘোর শব্দ হৈল।

মেঘেত্যো বৃথির বৃষ্টি করিবাক লৈল।।

........................।

.... করিতে লাগিল।।

দিশে দিশে আকাশে উঠিল দৈবি শব্দ।

মুনি গন্ধর্ব ঋষি ভানু ছুটি গেল ডব্দ।।

..........................।

..........................যত।।

পৃথিবি বিদিশ দিশ আকাশ ভূমণ্ডলে।

বরিষিল শরাগ্নি আগ্নেয় অস্ত্রবলে।।

......................।

..................বৃষ্ট প্রায়।।

বজ্রাঘাতে মরে .... হস্তিগণ।

ঘোর শব্দ কৈল হৈল ভূমি.......।।

২১৩(ক) শেষ

২১৩(খ)

..........................।

রণমাঝে শব্দ যেন হৈলেন কেবলে।।

শতে শতে সহস্রে সহস্রে অশ্বরথ।

শরাগ্নিতে শব্দ হয়্যা গেল রণ পথ।।

......................।

.... ক্ষোণি তেন।।

.... প্রকার।

যথা হর্ষ হয়্যা সৈন্য সকল তোমার।।

......................।

....................রূপ।।

অদ্ভুত আমা যে অস্ত্র দেখিল তাত পাছে।

তার প্রতি ঘাতক হে অস্ত্র প্রতি আছে।।

......................।

..............পাম.....।।

.... সে তিমির রাশিক নাশিল।

সে অন্দের দ্রোণির অন্ধ আপাতু হইল।।

(শঙ্ক ব্রহ্ম ব্যতি শুন কৌরব রাজন)।

নিশ্চর্জন হৈলেন দিশ দৎপল থিথিল ।।

সে বেলা আজন্মা আপারা এক দেখিনি অদ ভুত।

অন্ধ কেরেঅলোহিনি হৈল তথি ভুত।।

(তাত কৃষ্ণ শঙ্ক ব্রহ্ম শমুদ্রের দুই)।

একত্রে রহিল অন্ধ হনু[১১২৪] যুক্ত দুই।।

আকাশে শোভিল দুই গোটা সূর্য প্রায়।

আর তার রথ অন্ধ ধ্বজ পতাকায়।।

(তোমার সেনার মধ্যে মেশাবত)।

ভয়ংকর রূপ হৈল দেখিনি পাণ্ডাত।।

তাক দেখি হর্ষ হয়্যা পাণ্ডু সৈন্য সবে।

নানা বিধ শঙ্খ বেড়ি বাদ্য বাজা তবে।।

বসুধোজন হত হেন বাদিছিল) ।

কিন কিন শব্দ ন তবে হর্ষত রানি ন।।

পাণ্ডব সৈন্যক তবে দেখি হরাদিত।

তোমার সকল সৈন্য হৈলন্তু ব্যথিত।।

(হরি অর্জুনক দেখি হৈবাক মুকুত)।

মহামুনি হৈল অশ্বত্থামা দ্রোণ সুত।।

দুর্যোধক চিন্তা করি তেজিলা নিশ্বাস।

ধ্যান করি রহিলন্তু তেজিলা উল্লাস।।

(যদ্যে বজ্র যোগে এ গোটে অং ভুত কিনু ঘোর)।
অনিবার্য্য অস্ত্রক নিস্ফল হৈল মোর।।
তবে অশ্বত্থামা অনুতপ্ত হয়্যা তনু।
রথ হন্তে নামিল ছাড়িয়া সর ধনু।।
(যদ্যে সবে মিথ্যা হেন মানিঞা ধিক্কার)।
যুদ্ধ হন্তে উঠি গেল গুরুর কুমার।।
তবে স্নিগ্ধ দেবপ্রায় নিস্পাপ শরীর।
হেন ব্যাসদেবক দেখিল মহাবীর।।
(বর্ণ্ণপ্রায় পথে উপস্থিত হয়্যা আছে)।
আগতে দাগাতে তাক দেখি দ্রোণি পাছে।।
পুছিলন্ত দ্রোণি পাছে কহিও আমাক।
পার্থে কৃষ্ণে এ গোটে করিল কি মায়াক।।
........................।
...... অস্ত্র বিফল হৈলেক।।
অমোঘ এ অস্ত্র মিথ্যা কিমতে হৈলেক।।
হৈছে কিবা দোষ মোরে ব্যতিরঞ্জ কিকি তেক।।

২১৩(খ) শেষ

২১৪(ক)

(কিবা পরিনামক নাশিয়া এ লোকর)।
পরাভব হৈবাক বাপয় মুনিবর।।
জানো এ অস্ত্রক হন্তে পার্থ জনার্দ্দন।
দুর্য্যোধন জিন কোনো [১১২৫]না বাঢ়ে কারণ[১১২৫]।।
(গন্ধর্ব্ব রাক্ষস দেব দানব মানবে)।
এ অস্ত্রক অন্যথা করিতে নাটে সবে।।
সেহে অস্ত্রে এক অক্ষৌহিনি মাত্র মারি।
উপসম হৈল কোন করিতে না পারি।।

মনুষ্য স্বরুপ কৃষ্ণ আর অর্জুনক)।
বধিতে লেগিলো অস্ত্র এ দুই জনাক।।
প্রয়োগ করিলো যুক্তি সে অস্ত্র দুস্সহ।
কেনে তাকে ব্যর্থ হৈল দুহ তত্ত্ব কহ।।
(ব্যাসদেবে বোলে অদ্ভুৎ ধারা শুনিলোক)
এ কথা শ্রিন বিস্মিত হয়া পুছিলাহা লোক।।
এহে মহাধর্ম্মর তত্ত্ব বিবেচিয়া।
কহো হের তাক তুমি শুন মন দিয়া।।
(পার্থর সারথি এহে নাম নারায়ণ)।
ধর্ম্মপুত্র পূর্ব্বেরো পূর্ব্বজ জেজন।।
পরম পুরুষ এহে জগত কারক।
উপজিলে বৈহাকে কর্ম্মধর্ম্মর নিমিত্তক।।
(উর্দ্ধবাহু করি পূর্ব্বে বৈনাক নিরিত)।
হৈল উগ্র তপস্যা বৈহার্কে বিপরিত।।
তেজে মনু হয়া সূর্য্য অগনি সদৃশ।
সাঠি শত আরো সাঠি হাজার বরিষ।।
(কেবলে বায়ুক খায় করিল ভোজন)।
বায়ু ভক্ষ মনু হৈল আৎমাক শোষন[১১২৬]।।
তথাপি শঙ্কর দরশনু না দিলন্তু।
দ্বাদশ হাজার আরো বৎসর পর্য্যন্তু।।
(হৈল মহা তপস্যা সহিয়া শ্রম ত্রিক)।
তেজে ব্যাপিলেক স্বর্গ মর্ত্তর মস্তক।।
তুষ্ট হয়া পাছে নারায়ণের শঙ্কর।
আমি বিষ্ণুপুত্র শিব দৈলন্তু দেকত।।

(নারায়ণে তাক নিবেদিল বিদ্যমান)।
জিতো নিজ[১১২৭]জগতের উৎপতি স্হান।।
জগতের প্রভু সর্ব্বলোক করে স্তব।
ব্রহ্মা বাদ্যে করে তার প্রথম উদ্‌ভব।।
(নিজ অঙ্গ ব্যাপক স্থুলতো স্থুল তনু)।
[১১২৮]অতি সুষমা অংগত করিলা রতি অনু[১১২৮]।।
কপর্দ্দি বিষান শম্ভু বামক ত্র্যম্বুক।
হর রুদ্র আদি নাম কল্যান কারক।।
(সকল আছে আদিগণে যাহ্ জে সকল)।
সবস্তরে বৃক্ষ উৎপত্তির স্হল।।
সর্ব কর্ত্তা সর্ব হর্ত্তা মহাত্মা পরম।
অতি স্রেশাধি প্রচেতা দুর্দ্ধার সবদম।।
(ত্রি দিব্য টোন বান দিব্য ধনুক ধরিছে)।
ধনার্ধ্ব -ন বজ্র পিনাক লোড়িছে।।
সুমন পর্বত্র আর অস্ত্র আছে তাত।
শরীর সুবর্ন প্রায় চন্দ্র প্রভা মাথাত।।
(ত্রিশির অনন্তু বির্য্য ব্যাঘ্র চর্ম্ম অংগে)।
(তপের বিধান ত্রক্ষে পরিত ভুজংগে)।।
শুদ্ধমূর্ত্তি দণ্ডপানি শরীর ধারক।
ভূতগণ আবেষ্টিত লোক প্রদায়ক।।
(আকাশ পৃথিবি জল জলধান আর)।
বায়ু বিভাবসু দশ দ্র সূর্য্য মূর্ত্তি তার।।
তাক দেখিবাক কারো নাহিকে শকতি।
হাক্ষে করে সবদব নির্ঝঁয ভকতি।।

২১৪(ক)শেষ

(পাপ ক্ষয় হৈলে সে ব্রাহ্মণে দেখে তাক)।
অন্য অন্য প্রকারে না পারে দেখিবাক।।
সেহে বিপ্র বুধিক তপস্যা বলে তবে।
দেখিল তাহার ভক্ত নারায়ণ দেবে।।
(কায় মন বাক্যে তবে হর্ষ হয়া অতি)।
সেহে তেজো অংশ যাদিক সম্প্রতি।।
নতি পুরঃসরে স্তুতি করি নারায়ণ।
ভক্তি এ বুদ্ধক তবে বুলিল বচন।।
(মুনিশ্রো শরনাগত ক বৎসল প্রধান)।
দেবের অক্তি অতুত প্রজাপতি ভগবান।।
শরীর ধরি আসে সকলো নিরন্তরে।
পুরাতগত বৃষ্টি প্রমিবি পৃথিবীক রক্ষা করে।।
(সুরাসুর গন দৈর্ব রাক্ষস নাগ পক্ষি)।
মানুষ পিশাচ ভূত জত রাস্থ নধি।।
হৈহ আছে তোমাত হন্তে এ সব সংসার।
তথাপি সে সব ভিন্ন না হয় তোমার।।
(জলত উপজে যেন জলবিম্ব চয়)।
সে যেন জলক করি পৃথক ন হয়।।
এতেকে বাসব বায়ু যম কুবেরের।
প্রভু সোম পিতৃ বিশ্বদেব বৈশ্বানর।।
(যে কার্য্য করয় লোক উদ দেশে যেবার)।
সে উদ দিশো হয় প্রভু উদ দিশ তোমার।।
স্থান জল গন এ প্রবৃত্তিন পরকাম।
পবন পরম আরো সবদ আন্নাজে আকাশ।।

(বিশ্বের কার তুমি অংশম স্বাধার)।
সকলে তোমাতহন্তে হৈছে সম্পূর্ণ।।
সেহ আর দেহের সবটো[১১২৯]আভরণ।
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ত্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন।।
(শরীর ধারক জড় রাজ এ সকল)।
তুমি সে বুজিবা আদ্য তত্ত্ব বৎসল।।
উৎপত্তি তোমাতে থাকে সে প্রবক্ত চয়।
তথাপি তোমাত করি পৃথক না হয়।।
(জলের বুদ বুদ যেন জলে উৎপন্ন উপলয়)।
জলে লীন হৈয়া যেন পুনু এক হয়।।
সেহিমতে উপজয় তোমাতে সংসার।
পুনু লীন হৈজায় তুমি সে হবাসার।।
......................।
মুক্তি তুমি ভক্ত লোক করা অনুরাগ।।
মুক্তি সে তোমাক জানো ন জানয় আন।
তুমিও জানেন মুক্তি মুক্তি যে বন্ধ্যান।।
(আপনাক তোমাক পৃথক ভিত্ত জড় রায়)।।
একচিত্তে এক বোধ হৈলে মোক্ষ পায়।।
সেবেরো সেবতা যেহু জানিয়া তোমাক।
স্তব হৈলো দিও বাকি তার্থক আমাক।।
(ব্যাস নিজমতি অনুৎবাধা গণকর)।
তবে সেব যুক্ত নারায়ণক ঈশ্বর।।
বরদান করিয়া মনুষ্য মধ্যে মনু।
সে যে নারায়ণক বুলিল ভগবন্ত।।

(তিনিয়ো লোকক তুমি মোৰ প্ৰসাদত)।
দেৱতা গন্ধৰ্ব্ব নাগ মনুষ্য দৈত্যত।।
দৈবেন অপৰিমিত বলবন্ত অতি।
তোক সুৰাসুৰ আদি কাহাৰো নশকতি।।
(হাত্যস্ত্ৰ ধাৰ না পাৰিবাক)।
যুদ্ধ্যত কদাপি না পাৰিব জিনিবাক।।
শুষ্ক আদ্ৰ পদাৰ্থ শস্ত্ৰাবৰ জত মোৰ।
অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বজ্ৰ অগ্নি বায়ুতো তোহোৰ।।
২১৪(খ) শেষ

২১৫(ক)

(মোক প্ৰসাদত তোক কেহো পিড়িবাক)।
না পাৰিব দৃঢ় কহিলো তোমাক।।
যেন ৰূপ ধৰ ব্ৰহ্মা আছে নাৰায়ণ।
জগতকে মায়াএ মোহিয়া এ কাৰণে।।
(তপ আচৰিয়া গতি কৰে এ প্ৰকাৰ)।
নৰনাৰ মহামুনি তপস্যাএ তাৰ।।
জেন নাৰায়ণ দেৱতাকো I সেহিমত।
উপজিছে দেৱেৰো দেৱতা স্বৰূপত।।
(মোক জাএা জিনিতক দেখে ঋষিমুখ)।
পৰিত্ৰ নৰিৰে যুগে যুগে উপজয়।।
সেহি নৰে হৈছাছে অৰ্জ্জুন অৱতাৰ।
নাৰায়ণে হৈছে কৃষ্ণ সাৰথি তাহাৰ।
(জগতক তপস্যা দুঃখ স্বৰূপ এ দুই)।
অনুতঃ তাৰাও নৰনাৰায়ণ দুই।।
জগতকে নিৰবধি দেখি এ কাৰণ।
আৎমাক বিষয় হন্তু কৰি আকৰ্ষণ।।

(তুমিহ সামান্য নহ স্বরূপত)।
ভকতি পূর্ব্বক তুমি উপাসি জন্ম যত॥
কায় ক্লেশ করি বহু পুরুষ[১১৩০] দেহাক।
জপে হোমে উপহারে পূজিলে তাহাক॥
(সে পূজায় তুষ্ট হয়্যা দেব ভগবান)।
বাঞ্ছিত উত্তম বর দিলন্ত প্রভু ঈশান॥
কেশবক জানিবেন সে রুদ্রের ভক্ত।
রুদ্র তেজে উপজিলে রুদ্রত আসক্ত॥
(এ প্রভুক জান সর্ব্ব স্বরূপ জানিয়)।
তাহার লিংগত পূজা যে সবে করয়॥
আৎমা যোগ শাস্ত্র যোগ সকল প্রকার।
জানিবা সকলে সিদ্ধি হয় সে প্রকার॥
(দেবতা সকল আর সিদ্ধ মুনিগণে)।
তাহাকে করিয়া পূজা পরম জতনে॥
প্রার্থনা করয় নিত্য লোকে যথতিক।
ইহাকেঁ লোকের করে সিদ্ধিক॥
(এহি কৃষ্ণ পার্থের সারথি হৈছে জানেঁ)।
যজ্ঞে পুর যজ্ঞ রূপ সকলে ইহাকে॥
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বরূপ জানিঅ ইহাক।
ইহার লিংগক করে যে সবে পূজাক॥
(ভকত বৎসল শিব তাতে তুষ্ট হয়)।
কৃত শাস্ত্র সুপতিত বসতি সর্ব্ব ক্ষয়॥
ব্যাসের সে কথা শুনি দ্রোণের কুমার।
মহাপ্রভু কৃষ্ণক করিল নমস্কার॥

(কেশবক সম্মান না করিল বিস্তর)।
দ্রোণে পাছে হয়া রোমাঞ্চিত কলেবর।।
মহাকবি ব্যাসক নমিলা মহাভাগ।
উপসন্ন হৈলন্ত সেনাক করি ত্যাগ।।
(পাণ্ডবেও কৌরবক করি পরিহার)।
উপসম সে সে দিন হৈলন্ত এ প্রকার।।
পঞ্চ দিন যুদ্ধ কৈল দ্রোণ মহাবলি।
সে লোক সংহরি ব্রহ্মলোক গৈল চলি।।
(ধৃতরাষ্ট্রে পুছে ধৃষ্টদ্যুম্নে যেন মতে)।
(দ্রোণক পাড়িলে রণে) তাহার পাছতে।।
বীরগণ আমার পাণ্ডবগণো আর।
কি কর্ম্ম করিল তাক কহ ধারাধার।।
(মঞ্চ ক্ষুদ্র রাজাক করিবাক গৈল তবে)।
(ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণক) নিপাত কৈল যবে।।
আপনার পিতৃ মৃত্যুক অদভুত।
দেখি সে বেলাত অনঞ্চ ক্ষুদ্র পাণ্ডুসুত।।

২১৫ (ক)শেষ

২১৫(খ)

(বৈশম্পায়নে বাগদেব আপী আছে তথা)।
জায়া তাক শুনাবি পুছিল এরে কথা।।
শুন মহাকবি এক নিবেদন করো।
রণে সামাইত মরে শত্রুক সংহারো।।
(রথের আগতে তাতে নিরেখো সাধ্যাতে)।
জনন্ত অনল প্রায় শূল তুলি হাতে।।
জুলন্ত আশিতা তুল্য কান্তি কলেবরে।
যেন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষেক গতি করে।।

যেজ্ঞে ধুন ধারী করে যে দীপক রাগি)।
পানায় বিদির্ন হয়্যা পড়ু মন্য ভাগি।।
তাক দেখি বক্ষমায় মনু হেন জানো।
তৎপ করে দৈহার্জে জিনিলো যুক্তি মানো।।
(সে মহা পুরুষে দেবাবনু সেনা জত)।
শিক্ষা যায় করো মক্কি তাহার পাহত।।
কহিতক মোক পিতামহ ভগবনু।
কার্জে এজে উত্তম পুরুষ তেজবনু।।
(পুনপানি তেজোময় সুর্য্যো তো অধিক)।
কৃষ্ণ বর্ন পাবেন পরমে পৃথিবীক।।
কদাচিতো পুনকো ন করে পরিহার।
সেহি ত্রিপুনত হনু তেজো বন আর।।
(তেজময় ত্রিপুন নিকমে থাকে থাক)।
এ মহাপুরুষ কার্জে কহিত আমাক।।
ব্যাসদেব বোলে যে দেখিবা ধনক্ক প্রভু।
সে মহাপুরুষোত্তম পরং ব্রহ্ম নয়।।
(প্রজাপতি সকলের পুর্ব্বজ সে প্রভু)।
সকল লোকের আদি মুল অক্ষয় মহাবিভু।।
সংসার স্বরুপ সর্ব্বেশ্বর জগদীশ।
ঈশান শঙ্কর শহান জটীল শিরিশ।।
(জগতের উৎপত্তি শহান জগত পতি)।
অজিত জগত আৎবা জগতের পতি।।
বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বহর্ত্তা ভুতেষ কি বরদ।
মহাদেব মহারুদ্র মহাবুকপ্রদ।।

বিশ্ব মূর্ত্তি বিশ্বম্ভর বিশ্ব পরিত্রাণ)।
স্থূল সূক্ষ্ম শম্ভু ভব ভগবান।।
ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান তৈহে জাত।
যোগেশ্বর যোগরূপ যোগ সিদ্ধি দাত।।
(সর্ব্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনো লোকের বিধাতা)।
অদ্বিতীয় পুরুষ ত্রৈলোক্য অধিষ্ঠাতা।।
সর্ব্বাশয় অতিশয় দুর্ব্বার্য্য দুর্দ্ধর্ষ।
জন্ম জরা মৃত্যুক করিছে অতিক্রম।।
(তারক ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্ম নিদাতা)।
ভক্তেন্দ্র চিত্তের অনুরূপ বরদাতা।।
জ্ঞান বল দৃষ্টি নম দৃষ্টি নিত্যানন্দ দ ক্ষ হলে মনু।
মহাকাল ভূৎপি সংহে রৎহে উপাসনু।।
(বাবন জটিল রূপ ভূ হস্তির নাম)।
মহাদেব মহাকায় মহাগুন ধাম।।
মহাবাহু মহাকর্ম্ম বিকৃত লোচন।
বিকৃতাস্য আদি অন্য পারিষদগন।।
(এ সকল পূজা জাক করছে সততে)।
সে শিব প্রসন্ন হয়া তোমার আগতে।।
যোর ক্রোধ হর্ষন মুখ ভূত করে পতি।
একেকে সরন পার্শ ত্রৈলোক্য সম্প্রতি।।
(অশ্বত্থামা কৃপ কর্ম মহাধনুর্দ্ধর)।
এ সকলে রক্ষা করে যে সৈন্য নিকর।।
তাকে বধিতে নাহি কাহারো শকতি।
বিনা এহি মহাপ্রভু দেব পশুপতি।।

২১৫(ব) শেষ

........................।

যে বা কেহো থাকিতে না পারে তার সনে।
তাহারো সমান নাহি হৈবারো না হয়।
হয়্যো নাহি তিনিয়্যো লোকত একঞ্চ ক্ষয়।।
(প্রান বায়ু কহে তার জত সমুচয়)।
অচেতন হয়্যা কম্প হয়্যা নষ্ট হয়।।
পৃথিবীত যাহে জেন ক্ষুদক পবনে।
স্রাক নথি [১১৩১]সুখে রহে সুর্গে দেবগনে[১১৩১]।।
(অন্য জেবা দানব রহন্তু সংসারত)।
দেবলোকে জতরাষ্ট্র ধর্ম্ম থাকন্তু সুর্গত।।
তত্ব হয়্যা এ সকল এহে বরদক।
করে প্রনিপাত শিব উমেশ রুদ্রক।।
(সে সবদ্ধে লোক সুখ ভোগ করে অতি)।
পায় পরলোকত পরম দিব্য গতি।।
এতেকে কৌন্তেয় তুমি হৈয়্যো অনুগত।
সেহে পান্ডু সতি কপ্ত কপদ র্দ্দি দেবত।।
(হরিদ্র বরণ দাড়ি পিতকুট কুন্তল)।
সেবেরো দেবতা সুর্য্য পরম উর্দ্ধব।।
উগ্র সকলের প্রতি সে প্রভু ঈশান।
ব্রহ্মা প্রজাপতি সকলের পতি ভগবান।।
(প্রানি পতি সর্ব্বপতি লোকপতি গিরিশ)।
সু বহস্ত সেনাপতি বহ্নি বিসরূপ।।
সহস্রেক বাহু তার পাদ সহস্রেক।
সহস্রেক শির চক্ষু উরু সহস্রেক।।

(ঈহাকে কুনাধি পার্ব পশিস্তো সরন)।
এহি বিরূপাক্ষ দক্ষ যজ্ঞ বিনাশন ।।
ব্যাপক অব্যয় নিত্য অনাদি অজয়।
বৃষ বৃষাঙ্কিত বিষাকৃত বৃষধ্বজ ।।
(বৃষাসুর বৃষপুংগ বৃষভলোচন)।
বৃষপতি বৃষমূর্ত্তি বৃষভ বাহন ।।
মহাদেব মহাতেজোময় মহাকায়।
ব্রহ্মনা বাখ্যান ব্রহ্মো জাক সদাশয়।।
(পিনাকি ত্রিশূল ধারী গজ চর্ম্মধারি) ।।
ত্রৈলোক্যের নাথ এ পুক ত্রিপুরারি।।
সুরত সুবস্থা বৈশ্রবণ সখা জার।
দেবে সুর দেউক করোহোঁ নমস্কার।।
(সেহি প্রভু ধন্নি উগ্রতেজ শ্মশান দেব)।
রংশরূপ দে প্রভুক করো মোক্ষ দেব।।
শিবো বৃক্ষপতি নরপতি ধনপতি।
মাতৃপতি যজ্ঞ পতি অপতির পতি।।
(জল পতি গোপতি দেবের অতিপতি)।
করো দে বরুণ সূর্য্যাগ্নিক প্রতি।।
ত্রি নয়ন নীলকণ্ঠ ভুজেস সুয়ম্ভু।
হেমকেশ ব্যোমকেশ মহাদেব শম্ভু।।
(আরো এ প্রকার কর্ম্ম জে রূপ সুনিছো)।
তাহাক তোহাক করো জেরূপ জানিছোঁ ।।
সুরাসুর য গন্ধর্ব্ব রাক্ষস আছে জত।
তার ক্লেশ হৈলে জদি দৈসে শঙ্করত।।

(তথাতো না পারে সুখে সুখে থাকিবাক)।
দক্ষযজ্ঞে যেনমতে যে করিছে সোমতাক।।
উদ্দণ্ড কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড বৃষ্টি করি বান।
ঘোর শব্দে ত্রৈলোক্য আক হৈল কম্পমান।।

২১৬(ক)শেষ

২১৬(খ)

(না পায় শান্তিক তবে দেব জতথানে)।
বন মাঝে হৈল মৃগযুথ যে বনখানে।।
সে সব দুন্দে আকুল হয়্যা লোক যত আছে।
বন হৈল উপুল বুবুল যদে গাছে।।
(যজ্ঞ নষ্ট হৈল হঠাৎকারে সেকানত)।
এতে যজ্ঞ পতি যজ্ঞেশ্বরের যেনমত।।
ভূমি হৈল কম্পিত কোভিত হৈল জল।
বিশীর্ণ হৈলেন দিন বিদিশ সকল।।
(ঘোর হয়্যা নাশ সুরাসুর পড়িলন্ত)।।
অন্ধকারে বিদীপ আকাশ ব্যাপিলন্ত।।
সূর্যশিবে আছে তেজোময় জতরায়।
সর্বান্তরে প্রভা নষ্ট হৈল সমুদায়।।
(আটাস হাড়িয়া পড়িলেক কতোজন)।
চবর্ব ধরিয়া পাছে প্রধানিতোর তবন।।
দুগ্ধো মারি দন্ত গোটে গোটে পাড়িলেক।
অন্যক দোষের অনুরূপে দণ্ড দিলেক।।
(কথিমতে তবে প্রাণি রক্ষার কারণ)।
আরো আপনার সুখ শান্তি প্রয়োজন।।
উপসম করিলন্ত করি স্তুতি নতী।
দেবতা সকলো তবে করিয়া প্রনতি।।

(পানাশ্রিত মত্রের ভয়ুত রূপে জন)।
যজ্ঞ ভাগ সবশ্ব লৈয়া পশিল শরণ।।
এ বৃত্র দেবের যেমনে সবু জেন মত।
মহাসুর নষ্ট হৈলে নরের পুর্ব্বত।।
(পূর্ব্বে সে শত্রুর যেমতে যে হৈলে আর)।
শুনিয়ো অর্জুন সে কথার তত্ত্বসার।।
বলবন্ত অসুর গণের অতিশয় ।
আছিল তিনিটী পুরি পরম দুর্জ্জয়।।
(এক পুরী লোহার রুপার পুরি দ্বারি)।
আর এক গোট সুবর্ণের অপূর্ব নগরী।।
লোহময় পুরির যে গোট অধিকার।
কমলাক্ষ নাম তার মহা অনিবার।।
(রজতের পুরির যে জন অধিপতি)।
তত্ত্বাক্ষ তাহার মতার নাম মহাবল সু বতি।।
হিরণ্য পুরের অধিপতি যে অসুর।
বিদ্যুন্মালি নাম তার পরম নিষ্ঠুর।।
(স্বর্গস্থানে থাকি তাক হৈল সু আদি দেবে)।
জেদিতে সাধুজ সবু শক্য নহে কেবে।।
পিড়ায় পীড়িত তার হয়া দেবগন।
পশিলন্ত এহি মহারুদ্রত শরণ।।
(স্তুতি নতি ভকতি পূর্ব্বক তাত পাছে)।
কহিল বৃত্তান্ত জত দুঃখ পায়া পাছে।।
ত্রিপুর নিবাসি তিনি অসুর দুর্জ্জয়।
লভিয়া ব্রহ্মার বর আবাক পিড়ায়।।

(তোমার বরক পায়্যা আছে সে দানব)।
এতেকে তাহাক শক্য নহো আমি সব।।
যেহেতু তাহাক তুমি ব্যতিরেকে আন।
বধিবাক কদাচিতো না পারে ঈশান।।

২১৬(খ)শেষ

২১৭(ক)

(ভকতের হিত হেতু এতেকে তোমাক)।
বধিয়ো করুনাময় রাখিতে আমাক।।
দেবতার কোন কর্ম্ম সে সব থাকিলে।
ন হয়[১১০২] কদাপি প্রভু তুমি না থাকিলে।।
(ভক্ত অনুরক্ত প্রভু তবে বলিলেক)।
জৎ করিবা সিদ্ধি মই সখা দেৱেক।।
এ বোল শুনিয়া প্রভু দেবতা বর্গক।
যুক্ত হৈল আনি পন্থ্ৰ যদেনক।।
(রথে হৈল মধ্যা পরা ধরা যণ্ডনক)।
বাণজড়ি হৈল নাগরাজ অনন্তক।।
রথচক্র হৈল সূর্য্য আদিত্য চন্দ্রক।
রথের জোংগাল হৈল সকল সমুদ্রক।।
(চারিয়ো বেদক হৈল চারি হয় বর)।
ব্রহ্মাকে করিল আনি সারথি রথর।।
গায়ত্রীক সাবিত্রীক সিকলী করিলন্ত।
প্রনবক হস্তের চাবুক করি দিলা।।
(মন্দরক ধনু হৈল বাসুকিক গুন)।
বিষ্ণুক করিলা দিব্যশর নিদারুন।।
এ প্রকারে সর্ব্বদেব ময় রথে চড়ি।
ত্রিপুর বধক প্রতি গৈল প্রভু নড়ি।।

(সতকে সুর মুনিগন স্তব করি গৈল)।
কালক অপেক্ষা করি আছা তথা দৈব।।
সহস্র বৎসর শরীর হয়া চাহি আছে।
তিনো পুর আকাশে একত্র হৈল পাছে।।
(ত্রি পর্ব্ব ত্রিদৈন্য সরে তাহাক নিবায়)।
দেখি বধিলন্ত তত্ত জনার সহায়।।
বিষ্ণু সোম কালাগ্নি অদ্ভুত মেঘে শর।
চাহিবাকো শকতি ন হৈল অসুরর।।
(পঞ্চ শিরা বালক বালিক তাতপর)।
কোলে লয়া পার্ব্বতীর পাশ গেল হর।।
নিকটে গৈল দুরক দেখি পুছিলন্ত পাছে।
এ পোট কাহার এথা কেনে আছি আছে।।
(এ বুলি ইন্দ্র দুর বজ্রযুত বাহুক)।
স্তম্ভিত করিল হাস্য করিতে কৌতুক।।
ভুজ ভুগ স্তম্ভিত বাসব সসন্তাপে।
ব্রহ্মাত শরণ লৈল সব দেবগনে।।
(নমস্কার করি কৃতাঞ্জ লি হয়া তবে)।
(ব্রহ্মাক দেবতা সবে) কহিল বাসবে।।
পার্ব্বতীত হয়ন্ত হৈছে অদ্ভুত এক।
পঞ্চ শির বালক তেজস্বী অতিরেক।।
(প্রভুর কোলত আছে নিরেখিয়া তাক)।
(আমি সবে) বলিলা পারিলি চিনিবাক।।
বাসব সহিতে তাক চিনিবাক প্রতি।
ইৎসা করি গেলি তাঞ্চে হৈল হেন গতি।।

(এতেকে সরণ জৈনাব কর পরিত্রান)।
(মুনি ব্রহ্মা) করিতে লাগিল যেন ধ্যান।।
ব্রহ্মাদেব দেবক বুলিল তাত পর।
যেজে প্রভু চরাচর জগত ঈশ্বর ।।
(জে পক্ষ নিরাক কোলে করি আছে স্থাপি)।
আন কেহো নহে সে বালকখানি আপি।।
মোর মধ্যে প্রভুক দেখিছ সবে দেবে।
কদাচিতে তাহাত অধিক নহে কেবে।।

২১৭(ক)শেষ

২১৭(খ)

(পার্বতিক ভিক্ষা মাগিতে প্রভুষ প্রাম)।
(সে বালক) বুপক কোনো নতে ভগবান।।
এতেকে তাহাক তোমা মোক সংশে নয়া।
ত্রৈলোক প্রসন্ন ভক্তি ভাব দয়ামায়া।।
(তবে সর্বলোকেশ্বর ·······সন্নিহিত)।
(গেল দেবলোক) প্রজাপতির সহিত।।
পাছে ব্রহ্মা যেজে মহেশ্বরক দেখিয়া।
সকল সন্থর শ্রেষ্ঠ মনত জানিয়া।।
(নমি ব্রহ্মা চতুর্মুখে বুলিল বচন)।
(তুমি যজ্ঞ) তুমি গতি তুমি সে কারণ।।
তুমি মহাদেব তুমি প্রকাশ পরম।
তুমি ব্যাপীয়াছ প্রভু স্থাবর জংগম।।
(তুমি প্রভু ভবিষ্যত কালের ঈশ্বর)।
তুমি লোকনাথ জগৎপতি দুঃখ হর।।
তুষ ক্ষেমহে[১১৩৩] তিন ত্রিপুর পীড়ায় অতিশয়[১১৩৩]।
এতেকে প্রসন্ন তাত হৈয়ো দয়াময়।।

<ব্যাস নিগদতি শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর>।
ব্রহ্মার বাক্যত হৈল সন্তুষ্ট শঙ্কর ।।
দেবগণো উঠা পরমেশ্বরক স্তুতিল।
তবে পঞ্চবর্গে পূর্ব্ব x মূর্ত্তি সদৃশ হইল।।
<সপত্নিক শিবদেব সকলক স্তুতি>।
হৈলন্ত প্রসন্ন চিত্ত জগতির পতি।।
সে প্রভু ব্রহ্মণ্ড ব্রহ্ম মহারুদ্র দেব।
সবে তাঙ্কে তাহাত পৃথক নাহি কেব।।
<আঙ্ক তাঙ্ক সর্ব্বদর্শী তাঙ্ক শিব সর্ব্বজ্ঞানি>।
তাঙ্ক বায়ু তাঙ্ক বহ্নি তাঙ্ক বজ্রপানি।।
নির্ম্মাল্লিদ্যুত তাঙ্ক তাঙ্ক সে পর্জ্জন্য।
চন্দ্র তারা তাঙ্ক সূর্য্যো তাঙ্ক নাহি তাত অন্য।।
<মাস পক্ষ সম্বৎসর সেহি সে নিশ্চয়>।
ষড়ঋতু সহস্রেক ঋতুত হবয়।।
অপস্ত্রিরী তাঙ্ক সর্ব্ব শরীরক ধরে ।
অন্যু তাহাঙ্ক তাঙ্ক সবে স্তব করে।।
<জল পবন আকাশ তাঙ্কে সে সবে জানে>।
বেদান্তে উপনিষদ সহিতে পুরাণ ।।
এ সকল শাস্ত্রের পরম ব্র পুজ্যতম।
এহি মহাপ্রভু মহেশ্বর সর্ব্বোত্তম।।
<তার গুণ সকলক কহিবাক স্তুতি>।
মোহোর কি কথা নাহি কাহার শকতি।।
সর্ব্বোপায় পাপ উপার্জয় জিতো জন।
তাঙ্ক প্রীতি হৈবে হয় পাপের মোচন।।

(জে সব সরনাগত হবয় প্রভুর)।
বুদ্ধি হয় তার আয়ু আরোগ্য প্রচুর।।
কারো পুর্ন হয় পুত্রোদয় হয় আর।
দৈন ভুমি দেবেরো সম্পত্তিয়ো হয় তার।।
(সকল ঐশ্বর্য্য আরো বিপুলো সুরুপ)।
সমলিকি আছে শুভাশুভ রুপ।।
ব্যাপি আছে সেহি শুভাশুভ রুপ।।
সে রুদ্রের সমুদ্রত বর্ণ এক রয়।
সেহি রুপে তোয় সয় হরিষ তুঙ্গ রুয়।।

২১৭(খ) শেষ

২১৮(ক)

(যেহেতু বাড়বা মুখ হেন খ্যাতি তার)।
মুখনেতো নিবাস করনু তোহ আর।।
সকল লোকত জাতো ঘোর দীপ্তিকরে।
তেজোময় যেহেতু করনু সর্ব্বনরে।।
(বেদ্যত উত্তব সতবুদ্ধি কহে জাক)।
সে যে একরুপে তেজোময় কহে তাক।।
সুরমুনি বেদ ব্রহ্মা কহে এ প্রকার।
এহি সে পরম আদি দেব দেবতার।।
(পশুসংঘে হন্তে রক্ষা করনু পশুক)।
সে কারণে পশুপতি বোলনু প্রভুক।।
ঈশ্বরক পূজিলে পুজ্য হয় চরাচর।
সে কারণে ঈশ্বরক বোলনু মহেশ্বর।।
(এজে মহেশ্বর সর্ব জাহাক করনু)।
তাকে স্তুতি হয় আরো হয় প্রীতিমনু।।
ভুত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ত্রিকালতে।
স্থাবর জংগম রুপে থাকে নানামতে।।

<বহুরূপ বোলে তাক এতেকে সংসার>।
জাহ্নব্য সমান এক নেত্রে সমু আর।।
সকল দিশতে করিআছে অবয়ব।
এতেকে তাহাক সর্ব্ব সকলে বোলয়।।
<বুদ্ধময় প্রচীয় মল ভিত বুপ ভ তার>।
এতেকে বুদ্ধ ঐচ্চি তাক বোলয় সংসার।।
বিপুদেব সব আর তাহাতে আছনু।
বিশ্বরূপ সে প্রভুক দেখেহু বোলনু।।
<সূর্য্য ভূমি জল তিনো তাক ভক্তি রয়>।
এতেকে এয়ুক তাক সর্ব্বলোকে কয়।।
সকল কর্ম্মত আছো সকল অর্থতে।
সবারে কুশল বুদ্ধি করনু সততে।।
<এতেকে তাহাক শিব বোলে ত্রিভুবনে>।
মুন মহাদেব আছো বোলে যে কারণে।।
সহশ্রাক্ষ হয়া অযুতাক্ষ হয় তার।
অক্ষয় হয়া রক্ষা করনু সংসার।।
<সর্ব্বতেজোময় সর্ব্বদেবে করে সেব>।
সেহেতু তাহাক সাব বোলে মহাদেব।।
থাকে জাতো সর্ব্ব মহদ্ভুতর উদ ঈশহানে।
সমস্ত প্রানের প্রানোৎপত্তির নিদানে।।
<লিংগরূপে শিশ্ন হয়া নিরন্তরে থাকে>।
অনুরেন করিয়া সেহেতু কহে তাকে।।
এ প্রভুর দুই তনু জানিবা স্বরূপ।
শিব রূপ এক আরো ঘোরা আর রূপ।।

(শিবা তনু জে গোষ্ট তাহাক মহাবল)।
জানিবা অগ্ন দুর্দ্দিক সোম অদ দুর্দ্দিক অনল।।
শিবামুর্ত্তি মনু ব্রহ্মাচর্য্য আচারে।
সুনা ঘোরা মুর্ত্তি মনু জিতো কর্ম্ম করে।।

২১৮(ক)শেষ

২১৮(খ)

........................।
.....মুর্ত্তি সে সকল সমস্ততকে খায়।।
তাঞ্জ তীব্র উগ্র ঘোর প্রতাপ করহে।
জগত সংহরে নিশ্চিত্তক রুদ্র কহে।।
(মাংস মজ্জা শোনিত সকলে ভুঞ্জ রুদ্র)।
কনি প্রুস্টো তাক সে কারণে কয়।।
বর্ম্মর্থা কহে তাক বৃষ নাম কহে তার।
সে ভগবন্তক বৃষা কপি কহে আর।।
(ললাটত তার উন মিলিত দুই দৃষ্টি)।
তাত হাতু করিআছে দৃষ্টি আর সৃষ্টি।।
তে কারণে এখ্য তাক বোলে ত্রিজগত।
সে প্রভু সবরে পার্থ তোমার আগত।।
(পুন বত মারিতে শম্ভু দেখিআছ জাক)।
অশ্ব নিদ্রা আছে তাঞ্জ পুর্ব্বত তোমাক।।
জে অশ্বের বধিছ তুমি সব দানবক।
এহে শত রুদ্রাদির সু প্রতিপাদক ।।
(সর্ব্বথা দায়ক সর্ব্বপাপ বিনাশন)।
সর্ব্ব বরদাতা সর্ব্বভয় সংহারণ।।
এ চারি প্রকারে স্তবে মনু জিতো নরে।
এ জে মহাভারত সুনে নিরন্তরে।।

(সে সকলে বিপক্ষ জিনিঞা সংগ্রামে)।
ব্রহ্মলোক জায় পুজ্য হয় পরিনামে।।
এতে মহাৎমার যুদ্ধে দিব্য চরিত্রক।
পড়ে আরো সুনে সত ব্রহ্মীয় স্তবক।।
(নরলোকে জাঞা বিষ্ণুপুরের তকত)।
হয়া আরো পায় অভীষ্টের্থ সিদ্ধি জত।।
প্রসন্ন এম্বুক প্রভু হয় তার প্রতি।
এতেকে কৌন্তেয় তুমি জানিবা সম্প্রতি।।
(পরাজয় তোর নাহিকে কদাচন)।
মন প্রিয় রক্ষক জবে দেব নারায়ণ।।
সঞ্জ ভ্রুয় বদতি বৃদ্ধ নৃপতির পাস।
অর্জুনক এ বোল বুলিয়া বেদব্যাস।।
আসিছে জথায় পরা তথা গেল জ চলি।
সঞ্জ ভ্রুয় বদতি শুন্ন দ্রোণ মহাবলি।।
ব্রহ্মলোক পক্ষ দিন করি যুদ্ধ।
কহিলো তোমাত দ্রোণ নিধন বিশুদ্ধ।।
বেদে জে কহিছে আছে ইহাতে সে ফল।
নির্ভর যমব্যা দেখি জাতির সকল।।
বহুত করিয়া বুঝি কহিলো তোমাক।
যে সকলে পড়ে আর সুনে যেবা লোক।।
তাহে অতি পাপ হন্তে হয়া বিমোচন।
খাকে ঘোর কুকর্ম্ম করিয়া জিতো জন।।
সুবন নারিকে সে সবতে নিস্তরয়।
ব্রাহ্মনে সুনিলে তার বেদ পাঠ হয়।।

২১৮(ব) শেষ।

························।

························।।

ঋষি মুনিজে ঘোর ঘোর যুগ দুখ বহু জয়।

আর অন্য জাতি যেবা একথা শুনয়।।

পায় তারা আপনার ইচ্ছা কামনাক।

এতেকে মুনিব নরে ভাবত কথাক।।

ঘোর ঘোর দারিদ্র ব্যাধির রসায়ন।

নাহিকে বিনা গুণ ঘোষ নারায়ণ।।

জাতো দয়াময় প্রভু সর্বত্র আকাশ ।

রাজা নক্সী কির্তি চন্দ্র জন দিয়াছে জাত।।

বাক্য অমৃতর উতপতির আকার।

গুণ রত্ন পরিপুর উদর জাহার।।

······················।

······················।।

সমুন বত যুগা অনু বন দুখ ········জন।

············তত্ত্ব ·········সত্য।।

························।

························।।

·· বংশ নাম যে ··· ভুপ মহা জমে।

মত্ত হয়া তাহার সত্ত্বে ভক্তি বসে।।

······················।

······················।।

·········পুত্র পৌত্রর দেখিয়া অতি প্রীতি।

থাউক মহী নারায়ণ দেবো হয়া তুষ্টি ।।

.........................।

.........................।।

... ভাতি তার যত ইচ্ছা এরূপ।

বিষ্ণু সর্ব্ব শিবের নথী নারায়ণ ভূপ।।

.......................।

.......................।।

.....আনন দুনর দোষ এ বন বান।

তবে সে আবার দিতে সকল ও কল্যান।।

.......................।

.......................।।

......কর সংখ্য শাকের সময়।

মকর রাশিত রবি প্রকাশ করয়।।

......................।

......................।।

.....সোমচন্দ্র কথা সাধু জত।

বাহা টুটা দেহে জত দ্রুব প্রসাদত।।

.....................।

.....................।।

.....রচে দিবে হরের নন্দন।

তাতে ভ্রান্তি হয় জানিবেহো সজ্জন।।

২১৯(ক) শেষ

দ্রোণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

কেমেকো না রহি তিন্নোজনে ধারী রণ।
রাজার আদেশে শিঘ্রে করিল গমন।।
বনত তবুর ধার্জা পাগ্যা অতিরাম।
প্রানু হৈছে তভো তাত না হৈল বিশ্রাম।।
দুর্যোধন নৃপতিক করিতে বিচার।
দ্বৈপায়ন ওমে হ্রদের পানিনু পাছে পার।।
রণমধ্যে গদার ভুবনে হৈছে পাক।
তিন্নোবীরে বনত জানীল দেখিতাক।।
এহি হ্রদমধ্যে রাজা দুর্যোধন আছে।
শুন প্রভু পাণ্ডু হৈর্ন যুধ্ ষ্ঠি রানী পাছে।।
জয়ধ্বনি সংগে নানা বিধ বাদ্য হৈল।
তিনীজো রংগে কোলাহল হৈল।।
বনিকে বানিজ্য নগ্না সাগর তরীর।
যনত আবার জেন আনন্দ্ শরীর।।
দেখিবতে যুধ্ ব সাগরের হয়্যা পার।
আনন্দ্ দের নীবা নাঞ্জি পাণ্ডবী দেনার।।
হেনকালে গুরুপুত্রে তোবার পুত্রক।
বোলে রাজা জলে পশিআছ নিরার্থক।।
পক্ষিপুত্রে হাতে কীবা কেতুর বর্দ্ধক।
পান্ডু পাক্ষ দেক রণে সংহারিলো জবে।
বলের সংগ্রাম সংকল্প রাজা পূর্ন হয় তবে।।
আজি মোর সংগ্রামে বিক্রম দেখি তুমি।
বরিজাব কিবা অপাণ্ডবা করো ভুমি।।

উঠি জল তেজি রাজা সম্বরক চল ।
জিনী জমি পুনরপি পাইবা সকল ।।
মন্ত্রীলোকো অর সর্বক পাইবা জাই ।
উভয় প্রকারে জান মন্দ মাজে নাহি ।।
নষ্ট হৈল সকলে রহিছি মাত্র চারি।
তোমার এ দুক্ষ দুঃখ কিকী সহিবাক পারি।।
পাণ্ডবের মহামহোস্তবে শুনী কানে।
না সহে সরিলে প্রাণ জিয়া আছি কেনে।।
রাজা বোলে শুন আজি দূর হৌক মোর।
কালি উঠি যুধিষ্ঠির যুদ্ধ দিবোঁ ঘোর।।
কিন্তু ক্লান্তপুর জাতি চতুরঙ্গ দল।
সরি গৈল অসহায় রহিলো কেবল।।
তথাপিতো মোর কাক ভয়মাত্র নাহি ।
শোকতে ব্যাকুল হয়া রহিলো এঠাই।।
অশ্বত্থমা বোলে যুক্তি যুক্তি ভজিবো সহায়।
পাণ্ডব দলক না দলিঞা কুরু রাই।।
না বন্ধাইবো শরীরের কবচ সর্বথা।
মিথ্যা নহে সবে সত্য কহিলো এ কথা।।
কৃপযুত ভগালো শুনিল সে কালত ।
অশ্বত্থমা ক্ষে শুনীল আমার সেহিমত।।
সমর জিনিঞা আজি পাণ্ডব সবার।
রণবীর্য বাড়িয়াছে আনন্দ অপার।।
তাবাক জিনিবোঁ হেন করিবোঁ উপায়।
হ্রদে রহি চারি বিরে এহি সম্ভাবয়।।

সঞ্জয় বদতী শুন বৃদ্ধ কুরুবির।
কুরুক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধ জিনি যুধিষ্ঠির।।
রনভুমী বিচারি চাহিলো তাত পাছে।
দেখে দুর্যোধন নাহি আর সবে আছে।।
যুথ পড়ি আছে জেন নাহি যুথনাথ ।
কৃপসুত দ্রোণ্যা অশ্বত্থামা গেছে সাথ।।
ভাতৃগন সংগে হয্যা চিন্তিত হৃদয়।
কৃষ্ণ সংগে চলি গেল আপন নিলয়।।
জিনি রাজ্য লভীল তথাপী নৃপতীর ।
সুখ নাহি ভাবি ভাবি চিত্ত নহে স্থির।।
মনে বোলে সকল বংশ করি ক্ষয় ।
ভাগি গেল দুষ্ট দুর্যোধন দুরাশয়।।
রণে রেছে কৃপ অশ্বত্থামা কৃত দ্রোণ্যা ।
মবে মাহারথা সবরত উগ্রকর্ম্মা।।
তমুনীতী ক্ষেত্রবাত্রা রনধারী জায়।
না জানী কোনবা ঘোটে করিছে উপায়।।
অনুমানে জানো মাহামানি দুর্যোধন।
করি মাহাতপস্যা জিনিব ঘোর রণ।।
অবস্য সাধিব বাপি আপনার কথা ।
সে কারণ আমার কঠিন হৈব রক্ষা।।
তপের প্রভাবে অগ্নিসম হয্যা লোকে ।
সমর অরণ্যে জেন দহিবেক মোকে।।
শত্রু শেষ অল্প রহিলেও ভালো নাহি ।
বিশেষত দুর্যোধন অমর্ষের খাই ।।

বিষাদে বিকল হৈয়া বুঝিল নরেশ ।
দূত মকরক আনী করিল আদেশ ।।
কথা আছে দুর্যোধন জানী জিঞাসীও ।
যদু পাইলে কাষ্টে আমী মোক বার্তা দিব ।।
ব্যাকুল হৃদয় মোর মুণ্ড হয় তবে ।
শুনি বিচারিতে চলি গৈল দূত সবে ।।
সেবেলা ভীমের ভোজনের প্রয়োজনে ।
ভারে বাই দাৎশ রান্ধী আনে ব্যাঞ্জনে ।।
পড়িয়ুবে কৃষ্ণ রয় আকুল হৈয়া তাত।
গৈলু দ্বৈপায়ন হ্রদ আছনু জখাত।।
কৃপকৃত দ্রুপ্তা অশ্বৎথমা দুর্যোধন ।
চারিজনে একেক করিল আলোচন।।
শুনি ব্যাধে বোলে আজি ক্ষিনু সুপ্রভাত ।
একথা মন্তরে জাগ্রা জানাইবো রাজাত ।।
পাইবো পূর্ণ প্রসাদ জত মাগে মানে ।
এবুলি করিল সুশীতল্প জল পানে ।।
পাছে ভীম যথা আছে তথা গেল চলি ।
নখী ভক্তিভাবে করিলন্ত কৃতাঞ্জলি ।।
জোগাইলেক জোগানের দাৎশ সমতার ।
পাছে দুর্যোধনের কহিল সমাচার ।।
আজী প্রভু ক্রমীত হইয়া পথশ্রমে ।
গৈলো দ্বৈপায়ন নাম হ্রদ মনোরমে ।।
তথা কৃপকৃত দ্রুপ্তা দ্রোণী দুর্যোধন ।
চারি বিরে করিতে লাগিছে আলোচন।।

রাজধি কাজি আগী তুন্‌ব দিব অবশ্যে তোমাক ।
জানী আইলো জে গোষ্ঠ উচিত করা তাক ।।
হেন শুনি ভীমের উপর্জ হৈল দুখ ।
দ মহিবে নভিলনু জেন মুদ্‌ৰ্ষ মুখ ।।
তাত পাছে ব্যাধক ধরিয়া মহাতাপ ।
হৈল নিঞা যুধিষ্ঠির নৃপতির আগ ।।
দেখি ব্যাধে রাজাক করিল নমস্কার।
নবিশেষ রাজাত কহিল সমাচার ।।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির নৃপতি প্রবীন ।
সন্তোষ সাগরে জেন হৈলেন বিলিন ।।
* দেখি ব্যাধে রাজাক করি নমস্কার *।
বিস্তর প্রসাদ দিয়া তুষীল ব্যাধক ।।
সঞ্জ জয় বদতি শুন নৃপ্‌র নরেশ্বর ।
সাজ সাজ বলি যুধিষ্ঠির তাত পর ।।
দিল্লে দুন্দুভে জাজা হৈল মাহাবল।
চলিল মুনির মাজে চতুরংগ দল।।
দেখি দংশ্য হৈকেয় নৃপ্তা ব্রহ্ম পাণ্ডু দল।
চলিল রাজার সংগে পাক রে সকল।।
বৃন্দপুত্র ধীর ভীবণ দ্ধি সাত্যকী মহজোগে।
চলিল পাণ্ডবগন রণক উদ্দ্যোগে ।।
চতুর্দিগে সাগর আকার সেনা যায়।
জেন ঘন ঘন টোপ্তে গগন ঢাকী জায়।।
হৈল ভীষু ভয়ানক দুন্দুভ ভীবনাদ ।
বরনা কালের জেন মেঘের সন্নাদ।।

---

* বলে হয় এই পঙক্তিটি ছন্দের প্রয়োজনে এইরূপে রূপ করিয়া পাঠ ক পাঠ করিতে হইবে ।
" দেখি ব্যাধে নমস্কার করিয়া রাজাক " ।

ধনুর টংকারে আরো হৈল হর হর ।
বজ্রপাত শব্দ উঠাপ নাদে জেন ভর।।
ভেরি রবে ভুমি বিদার করে জেন ।
জয় ধ্বনি লোকের যুদ্ধ এক বংখিলেন।।
ঘোর দুন্দুভীর ধ্বনি উঠিয়া গেকান।
দ্বিগজ কম্পিপল্লা জেন আয় ভুমী ঠান ।।
তা সভার মধ্যে কৃষ্ণ শোভা করি আয়।
নক্ষত্র মধ্যেত পুর্ন চন্দ্র শোভা পরায় ।।
আগে পাছে বিরগন মধ্যেত গোপাল।
যেন দুষ্ক আরবী জেন দশ দিগপাল।।
পাছে কৃষ্ণ সংখে রংগে যুধিষ্ঠির ভুপ ।
পাইল দ্বৈপায়ন নাম হ্রদের সমীপ।।
কোলাহল কেবল মুনিরা তাতপড় ।
কৃপসুত দ্রোণা অশ্বথমা বিরবর।।
কহিলন্ত পঞ্চসন্য কৃষ্ণ আইসে পাজী।
উঠ রাজা চারিদিকে যুদ্ধ করো আজী ।।
দুর্যোধন বোলে আজি দুখ হৈছো ঘোর।
কালি নাহি পরে কত পাড়িরে মোহর ।।
এতেকে রাইবো আজি হ্রদের মধ্যেত ।
বাড়বা অগনি জেন করে সমুদ্রত ।।
দুরে রহ তোরা তিনো বির বলশালি ।
প্রভাতে আসিবা ঘোর যুদ্ধ দিব কালী।।
রাজার আদেশে তবে তিনো বলশালী।
তীর ধনু বিদুর বনক হৈল চলী ।।

সঞ্জয় বলতি কুরুবংশের মূল কথা ।

যৈন যুধিষ্ঠির দুর্যোধন আছে যথা ।।

সমবলে ভূপের বেড়িল চারী পাশে।

দরশনে দূর হৈল সবারে উল্লাস।।

প্রফুল্লিত কমল উৎপল শোভে তাতে।

উড়িপক্ষে ভ্রমরা ভ্রমরি সঞ্জরিতে।।

ভরি আছে পরিপূর্ণ সুশীতল জল।

নিরতলে দেখে যেন গগন মণ্ডল।।

যথাত উঠিছে পাক পদার ভুবনে।

দেখি রাজা যুধিষ্ঠির জানিলন্ত মনে।।
জলতলে মায়া বলে রহিছে মায়ায় ।
করে কি উপায় আরেক মনে আছে ভাবি ।।

হেনকালে কৃষ্ণ কহিলন্ত তান আগে ।

মায়াধিক মায়াকরি মারিবার লাগে ।।

মায়াএ বামনে পূর্ব্বে বলিক ছলিছে।

মায়াকরি হৈল হরে রত্নাসুরক বধিছে ।।

নরসিংহে হিরণ্য কশিপুক মায়ায়।

নখাতে মারিছে বিদিন্য করি কায়।।

হিরন্যক সুন্দ শ্রেষ্ঠ উপসুন্দক মায়ায় ।

এতমাদি মায়া করি মারিছে মায়ায় ।।

দুষ্ট দুর্যোধনক তুমিহো সে প্রকার।

না কর বিলম্ব মিছে মায়া করি মার।।

জয়যুক্ত হৈলা পাছু অহংকারিলা সবে।

সে সকল বীর্য্যা দুর্যোধন জিতে রণে।।

পদে হয় ছন্দের প্রয়োজনে এইরূপ করিয়া পাঠ করিতে হইবে :
" আরেক মনে ভাবি আছে করে কি উপায় ।"

ইহাক বধিলা জবে তবেসে তোমার।
সিদ্ধ হয় হস্তিনা নগর রাজ্য তার।।
যেন শুক মুনি কৃষ্ণ ক বুলীর ধর্ম্মরাজ।
মোর বলে গুরু অধর্ম্মত নাহি কাজ।।
জদ্যপি করিছে পাপি আগুর দুর্য্যোধ।
বাপ্পাএ বাস্তিতে তবো ইচ্ছা নাহি মোর।।
তবে থাপ্পা করি জদি না চলে উপায়।
এতেকে গোচর করো শুন জদুরায়।।
এরে দুর্য্যোধনের দুতাব চক্রপানী।
শীঘু কাম হবু আবী তালো বড়ে জানী।।
কেহো কোনোখানি যদি করয় ইৎগিত।
জনী উঠে অগ্নি জেন যজ্ঞে পাপ্পা ঘৃত।।
এতেকে ইহাক কদর্থিবো নানা বন্ধে।
নড়িতে না পারে জেন মেগদে হস্তা পন্ধে।।
দেখীবা এখনে জন হবু দৈব বাদ্য।
গর্ত্ত হবু উঠে জেন চলু সপ্তরাজ।।
হরীবোলে অপক করিপ তবে কাক।
তান কর্ম্ম বাগে রাজা শীঘ্র করিবাক।।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ভাতৃগন সহদে।
আগ্না দুর্য্যোধনক বুলিবে দৈব ভাহদে।।
উঠ রাজা দুর্য্যোধন করি মান কর্ম্ম।
জনে পরিচয় পদিবাহ ধারী কেতুর অধর্ম্ম।।
বধাইলো দেবব বন্ধু কুটুম্ব জাতীক।
উম জেন জলে পদিয়াছে ইন্দ্রানিক।।

কেহু হয়্যা ক্ষেত্রধর্ম্ম পড়িহরী রণ।
নহরে পালাইল জেন অর্জ্জুন জেমন।।
কুরুখণ্ডে জানে দুর্য্যোধন বুলি লোক।
পুরুষার্থ হারিলে হাসীব সর্ব্বলোক।।
নির তেজি ডিরে উঠ হাতে গদাধরি।
সাগরত হন্তু জেন ঐরাবত করি।।
মারাইলো গুরুজাতৃ পুত্র পিতামহ।
অখন পালাইল কেনে ধাত্রী বিরগহ।।
তথাপি না উঠ জদি প্রাণ রক্ষা কাজে।
তবে লোক ধিক্কারিব মোর কেনে লাজে।।
জদি তুঝিঁ জিবনের কাতর এমনে।
শকুনি মামার বাক্যে তবে কী কারণে।।
খেলিয়া কপটে পাশা রাজ্য লৈল ছলি।
বনক পাঠাইলো প্রাণ রখিবা কেবলি।।
রজস্বলা কালে কেশে ধরি দ্রোপদিক।
লৈগেল সভাক জেন ব্যাঘ্রে হরিনিক।।
বিডম্বু করিলো জত তার নাহিঁ ওর।
অখন পালাইতে লজ্জা নাহি তোর।।
সদানিক যুদ্ধে জীনী রাজ্য পাবিয়োক।
অথবা সমরে পড়ি চল স্বর্গলোক।।
শুনি জলতলে জদি গৈল দুর্য্যোধন।
সাগরে বারবানল বাড়িল জেমন।।
ক্ষীরদর্পে দিল যুধিষ্ঠিরক উত্তর।
মহো পাপ তু পুত্র বুঝি যুদ্ধ এত কাতর।।

দ্রুপদ আছো জিয়েন্তু না জান তার মর্ম্ম ।
নরনাহৈম আরো পরিবারে বির কর্ম্ম ।।
সুন কুরু পাণ্ডবের অদ্ভুত সমরে।
দ্রোন ভীষ্ম আদি বীর দেখ থরথরে।।
পিতামহ ভীষ্ম ভুরীশ্রবাদর্ভ ।
আরো অস্বথ্যাত বির যেবা স্থির কত।।
রথ গজ বাজি অন্য আরো তাড়চয় ।
সবে হৈলো শোকে আমি অহোহো একায়।।
রণ মধ্যে মারবি ঘোহর হৈলো সার।
অস্ত্র শস্ত্র নষ্ট হৈল গদাঘায় সার ।।
কীচকে সবার কল্লো এহি তাবি ভুপ।
রহিলো দুদভন খোঁকাত স্বরুপ।।
সুবর্ণ থাকিলে লোকে সর্ব্ব শাসীব সর্ব্বদা ।
এত্যোবাদি জ্ঞান মোর নাহি কিছি সাদা।।
পড়িল্লবে দ্রোনু হৈয়ো সুন্দ হয়া পাছে।
দুদ্ ব দিব অবশ্য মনত মোর আছে।।
যুধিষ্ঠির মোরে জবে জন পড়িহরী।
দুদ্ বক সম্মুখ হৈয্যো হাতে গদাধরি।।
পুত্র দুদ্ ব জিনি রাজ্য লেও ততকাল ।
দেবানু লোকক আজি সবার আস্কার।।
যেন সুনি দুর্য্যোধন বুলিলন্ত তাক ।
দুদ্ ধা নাহি মোর আরো রাজ্য করিবার।।
সবে দেব আশীর্বাদ হৈলো অবশেষ।
কাক লয়া আনন্দে করিবো রাজ্য দেশ।।

---

* সম্ভবত লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ এই লাইনের একটি বর্ণ বাদ পড়িয়াছে অর্থাৎ হওয়া উচিত ছিল ঃ
" রহিলো দুদভলো খোঁ কাতর স্বরুপ।"

পরাজয়ে পারো যদি জুর্দ্ধে জিনিবার।
তথাপিতো রার্জ্য দিবো তোমোরা সবার।।
একেশ্বর ত্রনির কিসের রাজ্যভার।
জতনাপে দুখভোগ ভুঞ্জ ছিলো অপার।।
রংগে রাজ্য কর সংগে লয়্যা ভাতৃচারী।
অবস্যক জাইবো আমী তপ চর্য্যা করি।।
শুনি হাসী বুলিতে লাগিল জুধিষ্ঠির।
সেহ্রে বাক্য শুনি করতে জেন চিরে।।
কিলো দুর্য্যোধন তোর বচন বিচিত্র।
শুচি হই জায় জেন সত্রির পবিত্র।।
কৃষ্ণ সেহে জেবেনা বলিছা দেবোতুষী।
কদাপি না দিবো আমী সুচি অগ্রভূমী।।
সবে রার্জ্য দেয় আজি তেজিয়া বীরূদ্ধ।
একোও না লাগে উঠি দেহ যায় জুর্দ্ধ।।
করিব কাহার আগে একেক পান্কার।
শীতাকী কুমার হই মাগ্যরে ত্রকান।।
না দিলেত্যো রার্জ্য আজি লৈবো তোলধারি।
কীদতে বলক জতয় হবা ভ্রাতৃচারী।।
ইদানীক সকুনি বদিতে কী কারণ।
না করিশ ধন জনা প্রাণের তত্ত্বারুণে।।
তোর জদি আবাতে এমত সুদ্ধ ভাব।
বিশ ঝোয়া কেনে বান দি হাত পায়।।
অপাৎ পৎনার জলে ফেলাইল টানি।
জতুগৃহেত বলত অগ্নি দিল রাত্রি আনী।।

যারো অত করিলো বা করিবো কতেক।
তার ফল ভোগ করো উঠি যুদ্ধ দেখ।।
সঙ্গে ভ্রাতৃ বসতি শুন নৃপতি তিলক।
দুর্য্যোধনে শুনি সেজে নিষ্ঠুর বাক্যব।।
জলি কোপাগ্নিত যদির জেন পোড়ে।
চতুর্দ্দিক দণ্ড চাহি অধর কামড়ে কাপোরে।।
জলে উঠে জলে বৈসে গদা ধরি রোষে।
ব্রহ্মাণ্ডে বাতাসে হ্রদের জল শোষে।।
করে কর ঘষি বোলে শুন যুধিষ্ঠির।
আছে তোর সখাত কতেক বুঝি বির।।
সহদেব নকুল অর্জ্জুন ভীমসেন।
শিখণ্ডী শঙ্কর শাত্যেকী ধৃষ্টদ্যুম্ন আশিছেন।।
সবন্তরে আছে অস্ত্র শস্ত্র রথ ধনু।
শিন্ দিয়া কবচ দূর করিয়াছে তনু।।
গদা ব্যতীরেকে কোন অস্ত্র নাহি মোত।
তথাপি তো না মাগো অস্ত্র শস্ত্র তোমাত।।
ন্যায় যুদ্ধ এ মাগোমাত্র একাগো দো আন।
ঘোটে ঘোটে করি যায় দেহ দুর্দ্দান।।
কিবা তুমি যুদ্ধ কিবা যুঝ ভীমসেন।
অর্জ্জুন ভুজমু কিবা কিন কুলে যুঝেন।।
সহদেব যুঝে কীবা যুঝুক হরী।
শাত্যকী যুঝোক তাক হৈংশিত না করি।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি আর থাক ঘরে কয়।
এতি এতি যুঝুক কাকো নাহি ভয়।।

ন্যায় যুদ্ধে কোন্তো বিরে না পারিব লোক।
অন্যায় করিল তবে কি করিব তোক।।
দেখ এক বির নাহি তোমার সহায়।
অন্যায় মারিলা যদি দেখ যথাবয়।।
পিতামহ বধিল পড়িল গুরু দ্রোণ।
অন্যায় করিয়া ন মারিলা কোন জন।।
মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ সমরে দারুণ।
একে যুদ্ধে তার বর্ণাইবো কতগুণ।।
তার তেজে নিশ্চয় পাণ্ডব পঞ্চ জন।
সূর্য্যের আগতে যেন প্রদিপ যেমন।।
বজ্রকর্ণ শালবৃন্দ শত্রুর উৎকারে।
সমরে শত্রুর গর্ব্ব খর্ব্বিত বিদারে।।
হেন প্রায় পাণ্ডব তাহার প্রতাপত।
হেন কর্ণ মরে তোর অন্যায় যুদ্ধেত।।
হেন মুনি ধর্ম্মরাজা ধর্ম্ম তার জানি।
গুরু কম্পিতে জৈন বাক্য সব বানী।।
মৃত্যুকালে লোকের স্বভাব হয় ভীর্ম।
আজী দুর্য্যোধন তোর দেব সেহি চিহ্ন।।
কত ধর্ম্ম দরশাইল সেহি দেখীয়া বিশম।
তোর মুখে নাহি শুনি ধর্ম্মের বিরুদ্ধ।।
মাটলোক আপদত কত হয় অন্ধ।
আপদত দরশায় ধর্ম্মের প্রবন্ধ।।
এহি ধর্ম্ম থাকে জবে তে কেনে নিচ্চিত।
বেড়ি অভিমন্যু কৈল পুরুক বধিত।।

সত্য পালী আছুবন বন্দ্র পিন্ডি অংশে ।
বন বাসে শক ভাই আছে পড়ি শংশে।।
তাতে চাহিবাক দেলো মোৰ আজ্ঞা বলে।
ছেৰে না শম্ভুর্দেৱ তোক বান্ধি নিল বলে।।
শুনি যুধিষ্ঠিরের যে যে নিষ্ঠুর কথা।
দুর্যোধন বোলে অক্ষনর ছিয়ু দুৰ্বা।।
যেসবে অন্ধ্র হৈল যেন যশান্ত্র বারণ।
যাহোর্ম কীবা বলো এ নিষ্ঠ্য করি মন।।
বাণ ছোলে কম্পায়া জৰ তাঁরে ভত্তরীন।
পৃথিবি ভেদিয়া যেন দিশ গজ উঠিল।।
গদা ধরি দেবেনা দোতাহে অতীরেক।
আপীল বাম দ্বার যেন ধরি গুংশ এক।।
প্রলয় কালত যেন রুদ্র অবতার।
হাতে শুল ছুয়া আইল করিতে সংহার।।
সবে ভত সরিরত রুধির বহে।
মেরু পর্বতের যেন গেরু ধারা বহে।।
বাহিঁয়ার যেসবে করে গর্জন দু গর্জন।
কুমীত নাচীছ যেন শ্রাবনের ঘন।।
ভুমিবাক আএশনু করয় বিমর্দ।
কোপে স্থানহারে যেন কালানুক সর্প।।
জোয় দোক ভুমিবাক যেন কোনে আগুসায়।
আইলোক মভুরে যায় না করে অন্যায় ।।
বিরত্য বিদুন ----- বিকবচ তনুধোর।
আজো পড়িলুহে তাত প্রানু হৈছো মোর।।

তথাপী তোমাক শংকা নাহিকে আমার।
কি করিতে পারে প্রকাশক ঘন ্একারে।।
মরিলে পীলয় দুর্দ্ধয় জন হয়।
তুন না অর্দ্ধ আছে এ ভাবনা নয়।।
যুধিষ্ঠির বোলে শুন দুর্যোধন বাণী।
মোহনে বারম্বার কেমনে কেনে বোল হেন বাণী।।
দৈত্যোক কবচ তি পিন্ধ বহ বিষ বেশ।
ন্যায় যুদ্ধ দৈব যত্নে না করিবা ক্লেশ।।
পাক তব প্রসুবে পাণ্ডুপন জত আছে।
জাকে তোর ইচ্ছা তাকে যুদ্ধ দেহে পাছে।।
মায়া যুদ্ধ দৈব শুনি কুরুরায়।
পিন্ধি হেন কবচ উজ্জ্বল দৈল কায়।।
তেজে সূর্য্য পর্ব্বত পড়ায় শোভা দৈলা।
পিন্ধিল কীরিটী জেন সুর্য্যোদয় দৈল।।
ক্রোধদৃষ্টি সবে পাণ্ডবক নিরেখিয়া।
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরক বুলিল সম্বোধিয়া।।
তোমার কাহার ইচ্ছা যুঝিবাক মোক।
তাক আদেশ মোর গদাযুদ্ধ প্রবর্ত্তোক।।
সহদেব নকুল অর্জ্জুন যযুবান।
জাকে পাবো গদাধরি আইস বিদ্যমান।।
আইসরে পাক তব মধ্য কেকর প্রত্যয়।
আজি দুর্য্যোধনক জিনিকা পাব জয়।।
যুধিষ্ঠিরে তাহাক উত্তর দিতে চায়।
দেখি তাক কোপে বুলিলন্ত যদুরায়।।

মাহা অভিমানী মুর্খ দুর্য্যোধন দুরাচার।
তাক কত কটুবাক্য বোল বারম্বার।।
তোমাক আহ্বান জদি কৈল যুঝিবাক।
তবে নিকি গদাযুদ্ধ দিব তুমি পার তাক।।
নিশ্চয় করিল এক পাণ্ডবক জবে।
জিনি জদি লবে রাজ্যভার দিব তবে।।
তার হাতে গদা দেখি সবে কম্পে ত্রাসে।
তাক এত বোল বলা কোন জ্ঞান সাহসে।।
ত্রয়োদশ বৎসর যে কষ্ট রহিয়ে লভীছেন।
ততোধিক দুঃখ দৈব জদি হারীলেন।।
এ যে দুর্য্যোধনের গদার সহিবাক।
কোন জনে সীমা সীমা পারে করিবাক।।
ইহার গদার বাড়ি জেন বজ্রকল্প।
সহদেব নকুলের গদাশিক্ষা অল্প।।
তাকনীকী ইহার সমান কোনে লেবে।
অর্জ্জুনর গদাযুদ্ধ কেহো নাহি দেবে।।
যুদ্ধে সমোসীন তাঙ্ক না দৈব সর্ব্বথা
গদাযুদ্ধ দিব জে পারিব শুন তার কথা।।
বায়ুর পুত্র ভীম মাহাবলি আর।
যমদণ্ড সম চণ্ড গদাদণ্ড জার।।
গদাঘাতে ইহার হরীব তাঙ্ক প্রাণ।
ন্যায় যুদ্ধ দিব তাঙ্ক না পারিব হেন জান।।
তবে তদা বায়ুপুত্র বির ভীম সেন।
মধুর বচনে মাধবক বুলিলেন।।

শুন কৃষ্ণ কৃপাময় জগত নীরাপ ।।
তজনুার বন্ধু তুমী আমী তুয়া দাস।।
জে কহিলা সবে সত্য নাহিকে সংশয়।
তোমার প্রসাদে মোর কাক নাহিঁ ভয়।।
দেখ দুর্যোধনক মাড়িয়া গদাবারি।
সতিকের জিবতার বলে জৈবো কারী।।
আছি ধর্ম্মরাজার মনের মনোগতক।
কে আবো বিএম্যয় মনে শৌক নিরাতঙ্ক।।
অন্য বন্ধু খান ভেবের মেয় কুতুহক।
কীর্ত্তিচন্দ্র উপার্জ্জিয়া আনন্দক।।
দান সবে তুদ ব ভজ সবণ পিবো আমী।
তুমি মায় অজ্জে পুর হয়া থাক স্বামী।।
ভীমে এ বুলিব জত তবে দামোদর।
ধন্য ধন্য সাধুবাদ করিব নিরন্তর।।
আমী জানো এজে দুর্যোধনের সমান।
গদা যুদ্ধ ভীমসেন বিনে নাহি আন।।
বলে বলিয়াছ বক হিরম্বুক বির।
মারিছ অনেক যুদ্ধ কড় ক্ষত্রি সুশরীর।।
মাগধ খান বার কলিঙ্গের জত মানে।
রাজা রাজপুত্রক নিজ্জাছ যমস্তানে।।
অপন্ডিত অদ্ভুত তুমী সর্ব্ব মনুষ্যক।
সাধু সাধু ভীমসেন পুরুষ প্রবর।।
ভীমের উৎসুব হেন বাক্যামৃত জবে।
রাজাসন সবে যুধিষ্টির তাক তবে।।

ধীশ্চ বাক্য বুলিল কৃষ্ণক করি স্তব ।
তোমার সমান নাহি আমার বান্ধব ।।
তুমি বিনে পাণ্ডব নিমতে অন্যকার হয় ।
আজি কৃপা কটাক্ষে ভীষ্মের সাধয় ।।
পাছে পাণ্ডু পাক দি পাতকী সবর্ত্নিতে ।
ভীষ্মক করিল পূজা রাজা যত্নমতে ।।
তবে ভীষ্ম সেনক বুলিল যুধিষ্ঠির ।
সাবধানে সমর করিবা আজি বীর ।।
প্রতিজ্ঞা পালন যদি কৈলা বাহুবলে ।
খণ্ডে বনবাস দুঃখ তবে সে সফলে ।।
এ প্রকারে পূজিল অপর রাজাগণ ।
তবে রণে ভীষ্ম শরাসনে কৈল মন ।।
পাছে যুধিষ্ঠিরক বুলিল নারায়ণ ।
না করিবা দুঃখ আজি প্রতিজ্ঞা পালন ।।
তোমাক সম্ভাষা আজি না করিব তথা ।
পাষাণের রেখা যেন জানিবা এ কথা ।।
বধিবো ভীষ্মক যেন কহিলো তোমাক ।
দুইবার কৈল যেন একে প্রতিজ্ঞাক ।।
আজি হন্তু বল ভুবন পুত্রোক ধর্মীল ।
অন্যকার পুছিলে প্রণর্দ্ধ দৈব দিন ।।
মান এন কৃষ্ণর উজ্জ্বল করি দিন ।
তবে মুক্তি বাসুর শ্রিয় ভীম ।।
এহি বুলি দিব্য কবচ আনী দিলা ।
রাজাক প্রনাম করি দিন দিন সহিতে ।।

পাছে রক্ত চর্চ্চন পিন ঢিয়া লোভা কৈল।
জেন সুন্দ্র জজের বথনি জনি দৈল।।
সুর্য্যসম মুকুট মণ্ডিত কৈল সুর সুণ্ড।
গদা দৈল হস্তি জেন কৈল উর্দ্ধ সুণ্ড।।
পাছে দুর্য্যোধনের সমুখ হৈল জাই।
দুই মত্ত সিংহে জেন হৈল একে ঠাই।।
ইন্দ্র জেন বধিবাক গেলো বৃত্তাসুর।
গেলা ত্রিপুরারি বধিতে ত্রিপুর।।
সঞ্জয় বদতি নরনাথ সুন কথা।
সোভীল তোমার পুত্র গদাধরি তথা।।
সুবর্ণে মণ্ডিতে জেন কৈলাস পর্ব্বত।
গদাধরি ভীমে কৈল প্রকাশ তেমত।।
দুইক দুই নিরেখি হয়্যা গদাপানী।
মেঘেনা বুলিল উচ্চ দর্প দর্পে তাক বানী।।
সুন দুর্য্যোধন কেনে নথর নজায়।
রাজা হয়্যা রন ছাড়ি কোন ন পলায়।।
ভাতৃপুত্র বীর বন্ধু গুরু পীতামহ।
সবাকে মারায়্যা পড়িহরী বিরগন।।
কেহু হয়্যা ছাড়ি রহিলা হ্রদত।
নবকে লুকাল জেন পশিল পর্ব্বত।।
ইদানীক শকুনি মরিতে কি কারণ।
কেনে না করিয কুট নাট আলোচন।।
জদি তুর্মি পাপিষ্ঠ এমত ভয়াতুর।
তবে কেনে বিভদ্ধু করিলো এত দুর।।

দুর্যোধন বোলে ভীম শুনরে অজ্ঞানি ।

মান্য চিন্তি আমাক না বোল মন্দ বাণী।।

যুদ্ধ না আছে যুদ্ধ দুর্দ জদি যুধিষ্ঠিক বোক।

নগ্নয় ভুদ দুধ সংকা নাত্রি নাহি মোর তোক।।

অতেক করিছি বিভয় তোমাক।

লাজ নাহি পাঁচো কহিল সে কথাক।।

ব বাবে পুরুষ প্রায় গর্জুরে বর্জুর।

পানএর ----- গদার প্রহার আপেকর।।

পঞ্চ ভ্রাতৃ বনতি দুর্মুরন ব কর বন।

একেশ্বর জানপাণি দুর্জয় দুর্যোধন।।

তকো দণ্ড না ছাড়য় আপনার।

নিসংক হৃদয় জেন শীংহ অবতার।।

দেখী দ্বেষি পাক ান দুঃখ জয় শতী মন্য।

সবে দুর্যোধনক স্তুতির ধন্য ধন্য।।

তবে তদা দ্বৈপায়ন হ্রদনাম কাবে।

তির্থ জাত্রা হুরি ভুমীতে আপীন বলরামে।।

ডম্বুতলে অনেক বিশ্রাম করি পাছে।

দৈব দুর্যো শীদো জখা ভুদ র্ব করি আছে।।

দেখি পাণ্ডু পাক ান যাদব সমন্বিতে।

পুজিল রাবক নমি সংশিত সহিতে।।

ভীম দুর্যোধন দুর্যোজনে নথিলেক।

বল ভদ্র সবাক্ত কুশল পুছিলেক।।

কুশলা কুশল কহিলেক সর্বলোকে।

তবে রাম কৃষ্ণ ক বুলিল সন্তোষকে।।

পুষ্যা নক্ষত্র তীর্থ স্নান ন করীলো।
ভুবনাত হের আপী এথা উত্তরীলো।।
এত্রে ভুদ্ধ হৈব হেন জানিঞা পুর্ব্বত ।
ভাবি চিন্তি কহিআছো তোমার আগত।।
তুহু পাপ ভবের ঘোর বিভিব সমর।
তাততারা আমার কুটুম্ব দুর্য্যোধর।।
এতেকে কদাপি কারো শক না হইবো।
বরত না রহিবো তির্থ স্নানাত ডুবিবো।।
এহি বুলী স্নান করি হৈল ধর্ম্মজ্ঞানি।
ভুবী এথা থাকী কি করিব চক্রপানী ।।
কোনমতে না পারিলা দন্দ্র ভংগিবাক।
নষ্ট হৈল ইষ্ট ক্ষ্যাতী না রাখিলা তাক।।
তবে পুর্ব্বাপড়ে জন্মো হৈল জত রায়।
রাধক কহিল কৃষ্ণ কথা মধুরায়।।
অনেক উদ্যোগ হৈলো ভাংগিবাক দন্দ্র ।
না মানিল তাক মাদা দুর্য্যোধন দন্দ্র ।।
তার কলে কেত্রুর কুলের হৈব নাশ।
কারো কেবা রাখে মরে কালে করে গ্রাস।।
শুনি বিষ কথি বুলিলন্ত হরষ অন্তর।
জাউক কুরুকেত্র দুর্য্যোজন অতপর ।
তথা মুতি আছে ভীষ্ম মধুর সঙ্গাত।
ঐরাত্র উচিত ভুদ্ধ করিব তথাত।।
একে ঠাঁই হৌক মরে কেত্রুর বরন।
মুনি বচরুক বুলিল নারায়ন।।

সবান্ধবে পাণ্ডব দুর্যোধন একেশ্বর।
একাকী যে মত্ত হাত রাজাক দৈবতর।।
এতেকে আপুনী পৃথক হুয়ার সেনা বহি।।
বুলা জানো দাদা দুর্যোধনক আবরি।।
সবান্ধবে পাণ্ডব পাঞ্চালগণ সংগে।
ঘোর রণে জাউক কুরুক্ষেত্র মাহারণে।।
ভীম দুর্যোধন যেন আনন্দ পূর্ত্তিক ।
সমভাবে চলি জাউক উৎসাহ হৃদ্বকে।।
জহি বুলি গৈছ্ছ দুই ভাগ সেনাকরী।
সেব দুই ভাগে দুই ভাইক আবরি।।
ভঞী দুইভাগে দুই ভাইক সহায়।
চলি গেল যেন দেবাসুর সৈন্যপ্রায়।।
গগন নংখিয়া জায় জায় জয় ক্রোধ ।
সর্ব্ব সমগ্রত যেন সাগর কল্লোল।।
পাছে দুয়ো উত্তোরিল কুরুক্ষেত্র কথা।
দেবগণ ক্রুদ্ধ চাহিবাক আইল সর্বথা।।
চিত্রকা জিব রূপমনি যোদনারায়ণ ।
কেশোর বয়স রূপে মদন মোহন।।
তার রূপ দেখিব থাকে সর্ব্বলোকে।
বালু বদ্রা গজ্বোতে পাসোরে দুঃখশোক।।
পরিব্র দুত্রায় আগ্যাইত হয়া প্রান।
চন্দ্র দেখী চুম্বীত চকোর যে বন্দান।।
সপু ররীশতে ডুবে ডুতারক বহে ।
তারে দে আগমে জন পিনের অংগ করে।।

এনা এনা অনুপ কুমারী যেহি দেবী আই।
যেহেন পুষ্পক শব উত্থানে দিছে ঠাই।।
দ্বিজ কবিরাজে তার শীঘ্র আজ্ঞা পায়।
পদাবর্ত পদতলে সুদেব ভাবায়।।

দীর্ঘছন্দ

ডিথ দুর্য্যোধনে সংগ্রামক ক্ষনে।
একঠাই হৈল রণে।
কেকয় পুঞ্জ জয় করি জয় জয়
বুঝিবাক হৈল তবে।।
কর্ত্তালের রোল সঙ্খ ঢাক ঢোল
হৈল আরো নানা ধ্বনী।
সুর পুরুষের আনন্দ বদনের
বাজি বায় ঝাক শুনি।।
উনয় সন্বাদ দুন দুতীর নাদ
কাম্পে বসুধী সবে।
পুড়িল আকাশ আরো দিনপান
অযুতকর ভেবুরবে।।
তবে দেবেনাত নানা উৎপাত
হৈল অনর্থের হেতু।
হৈল উল্কাপাত পড়িল নির্ঘাত
উঠিলন্ত ধুমকেতু।।
উঠি ধুলিচয় হৈল তমোময়।
বিনাবেধে বজ্রপড়ে।
সাগর বন গিরি দ্বিগজ কম্পিত
ঘনে ঘনে ভূমী নড়ে।।

বৃক্ষ ভাংগি জায় রূপ দেখি উরায়
বৈসে পর্বতের পৃষ্ঠে।
উলুক সকল করে কল কল
পৃকালে পাস্থয় দিংশ।।
বরিষে রুধির ভূমী নাহ চির
পুন করে রন রন।
দেখি বিপ্র ডিব পড়ি গেল ধির
বিবরিলে সকল রাজ্যময় মন।।
তাত অনসুরে বিপ্র বৃকোদরে
পুছিল ধর্ম্ম রাজাক।
উৎপাত সুচক রূপতি ডিনক
অদ ভুত দেখ কিসক।।
ভুজিবাক প্রতি মোহোর সম্প্রতি
ইন্দ্রালয়ে আর নাহি।
সুনি ধর্ম্ম সুত বুলিল যুতত
ভীমক তবে বুজাই।।
এত্তে রাজ্যভার না হয় আমার
তবে জিএ দুর্য্যোধন।
অদ ভুত যত হআছে উৎপাত
জানীবা তাহের কারন।।
চিত্তকর স্থির এত্তে দেহলে বিপ্র
পদাপি না পাইবে ভোক।
পনার উপারে জিবক ইহারে
দেখায়া যমলোক।।

কুন্তী বৃকোদরে　　　গদা ধরি করে
　　ধাইল দুর্য্যোধনক।
যেন সুন বক্তি　　　দেখ চতুদ্ধারি
　　ধায়া দেল চতুরক।।
দুর্য্যোধন তদা　　　ধরি ঘোর গদা
　　বায়ু বেগে ধায়া দৈল।
যেন কুম্ভে দুই　　　চন্দ্র সূর্য্য দুই
　　জুদ্ধ দুর্দ্দিক একত্র হৈল।।
ভুবন মোহন　　　মোদনারায়ণ
　　রাজা নতোনুক জয়।
যুধিষ্ঠির দেখত　　　জার প্রসাদত
　　অন্ধ বংশের বিপুরচয়।।
কথাকো না জায়　　　কাকো না ডরায়
　　মন্ত্রা মন্ত্র আদি করে।
দেখি নারায়ণ　　　নাহি নিজকায
　　ভব সাগরক তরে।।
তাহার পিতৃর　　　প্রাণ নৃপতির
　　কথা আজ্ঞা শরবানে।
ভকতি প্রদ বায়　　　সুদেব তাবায়
　　দ্বিজ করিয়াছে ভনে।।

পদ

দুর্য্যোধিরে ধরি গরব আক্রোশে।
অধর কামুরি দুইকো দুই চাহে রোষে।।
গদার প্রহার আরম্ভিল দুর্য্যোধন।
জুদ্ধ চারি পবনে রহিল দেবগন।।

ভিমে গদা প্রহারে গরব গর্ব্বাবন্ধে ।
দুর্য্যোধনে তাক নীবারিল গদাক্রমে।।
দন্তে আরম্ভিল অদভুত রন্ ঘোর।
কত গদা প্রহারয় নাহি তার ঘোর।।
অনন্তরে ভিমসেন গদাধরি হাতে।
প্রহারেক শির দুর্য্যোধনের মাথাতে।।
গর্জ্জিত যেন দ্রুত জেন বজ্র প্রহারিল।
ত্রিদিবি বিদিশ ভুবন শবদে পুড়িল।।
গদাঘাতে অবনি নিকলে কাঁকে কাঁকা।
সকল লোকের ভয় দেখি লাগে তাক।।
বজ্রকায় দৈবে যান্ বারির সরণনে।
সে প্রহার সেহেতু সহি সহিল দুর্য্যোধনে।।
তবে ত্বক রাজা দুর্য্যোধন গরব আস্ফোটে।
শীঘ্র বলে ভীমক তাড়িল দুই চোটে ।।
বজ্রের উপরে জেন বজ্রপাত হৈল।
ঘোর শব্দ উঠি জেন কর্ণ লাগি দৈল।।
সে প্রহার সহিয়া রহিল সেহি ঠাই।
ভিম বিনে এমন পুরুষ আর নাহিঁ ।।
আবেশে সেবেনা ভীম প্রচণ্ড প্রতাপী।
বোলে ক্রোধে সুন দুর্য্যোধন দুষ্ট পাপি।।
পুর্ব্বে তুমি আমাক অনেক কুচনাটে।
দুখ দিল পাপিষ্ঠ সবরি প্রান কাটে।। [illegible]
আজি আর ন চলে সে সব ছলবল।
তুমি আজ পাপের ফল যমপুরে চল।।

দুর্য্যোধন বোলে ভিম শুনরে অজ্ঞান।
ত্রিভুবনে জানে তোরা বির জতবান।।
গোবিন্দ দ্রকে সহায় করিআ ঠাই ঠাই।
সে কারণে বির বখানস পঞ্চ ভাই।।
কৃষ্ণ বিনে কোন কর্ম্ম করিআছ কথা।
নিলাজ কারণে কহি অহংকার কর বৃথা।।
এ প্রকারে অনেক করিআ বাক্য দুন্ ব।
গাজে দুর্য্যো ঘোর গদা ধরি বজ্র জেমন।।
মণ্ডল আকারে বাম দক্ষিনে ভ্রময়।
জেন মাহাবদ বদ্ধ মাতংগ দ্বিত্রিয়।।
কতো আপুষ্যায় গদ আয় কতোবার।
গদার উপরে করে গদার প্রহার।।
উঠি গেল ঠাকঠিক গবদ উৎকট।
বনদাহে বংশ জেন ফুটে চট চট।।
দুর্য্যো ভিতপুষী যমসম ভয়ানক।
দুর্য্যো প্রানপনে রনে করে বিক্রমক।।
প্রাপু প্রস্ট শকন্ প্র বান্ ব বক্ষস্তর ফিরে।
ভিমু গানে প্রহার করয় দুর্য্যোধিরে।।
ছোটে সরিরের রুধির নীস্বরে।
জেন পর্ব্বতের গঙ্গা অদ্রু ধারা বহে।।
গদায় গদাক কত তাকে অদভুত।
তাতে অগ্নি উঠি জেন চমকে বিদ্যুত।।
কোন বেলা বাহু প্রসারি তুলি ঘুরায় গদাক।
দণ্ড জোগে ঘুরে জেন কুমারের চাক।।

দুর্য্যো গদাপতি করো গদাক নিবারে।
হৃদযুত করে কত হৃদয়ে প্রহারে ।।
ভিমু গাজে গাবকো প্রহারে গাবে বৎসে।
গজ যুদ্ধ যেন তুরংগে তুরংগে ।।
হেনমতে যুদ্ধ হয়া যেন যুঝে দুই বৃষ।
যেন বনে বনবনু দ্বিতিয় মহীষ।।
দুজো গদে যুঝে যেন হস্তী মহাবেগ।
বনমধ্যে যেন দুই ব্যাঘ্রে করে যুদ্ধ।।
বলী বাসবের যেন বিবিধ সমর।
বালি সুগ্রীবের যেন যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।।
মহাবুদ্ধি অযানুধি গদাঘাত করো দুর্য্যোধির।
দেখীখা ব্যাকুল মনে চিত্ত নহে স্থির।।
সেহেনা আবেশে দুর্য্যোধন মহিপাল।
মারিলনু ভিমক গদার পাটোখান।।
দুনু জনমিতে সে গদাক তুলি লৈল।
অচম্বিতে বিজুলি চমক যেন হৈল।।
তাত পাছে গদা প্রহারিল ভিমপতি।
সে গদাক পায় মারিতে কুরুপতি।।
হাত হন্তে গদা খোটে খসি পড়িলেক।
তাক কুরুরায় অবহিতে ধরিলেক।।
তাত পাছে ক্রোধ কোপে দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার।
মারিল ভীমের মাথে গদার প্রহার।।
নির্ঘাত পরিল যেন পর্ব্বত উপরে।
শতবজ্র হৈল ভিমের কলেবরে।।

ভিম গদা তুলি তবে সমিরের বলে।
প্রহারীল কৌরব রাজার বক্ষস্থলে।।
যাহাদুরে যেজে দুস্ট প্রহারে তখন।
জানু পাতি ভুমীত পড়িল দুর্য্যোধন।।
ততিক্ষনে গজ্র্জিয়া উঠিলা দুর্য্যোধন।
বোলে তোর কর্ম্ম শেষ কর ভিমসেন।।
ভীম বোলে কেনেরে করিস এত গব।
গদাঘোরে দন্ত ভাংগো খানিতেক রব।।
এমতে গদাঘাতে আরম্ভিল পুনর্ব্বার।
রক্তে রক্ত বর্ন হৈল শরির দুহার।।
দুজ্ঞো হৈল পালশ পুষ্পিত বৃক্ষ জেন।
দুজ্ঞো শোভা করিল বৎসর প্রহ জেন।।
কোপে দুজ্ঞো দুহার ভুজক দানদে ভুজে।
জেন দুই কাল সর্প্ব জরাজড়ি যুঝে।।
কতো গদার ঘাতে দুজ্ঞো জেব দিয়াপারে।
ছিদ্র পাইলে দুইজো অংশে দুই গদা মারে।।
দুইজো দুই গদাঘাতে বিদারিয়া কায়।
গদাধরি নাচে জেন নিত্যকি পড়ায়।।
কতো খনে ছিদ্র পায়্যা ভিম মাহারাজে।
দুর্য্যোধন রাজার মাথার উপ্ব ভাগে।।
দিল দুই প্রহারেক সমিরের বলে।
শিরি খৌরীক জেন ফুটি রক্ত বহে।।
অবিনাশী ভিমের জেহেতু গদাঘাত।
না ভাংগিল জেহেতু না হৈল খণ্ড খণ্ড।।

দুঃখে দুর্য্যোধনের কম্পিত কলেবর।
ভুমী কম্পে কাম্পে জেন যাহা মহীধর।।
বাহিরত ঘর্ম্ম বহে দগধে অনুর।
অনুকালে পিড়ে সান্নিপাত জর।।
ভুমীত বসিল দুই চক্ষু হৈল চর।
দেহ তেজি চাহি জেনে দিব্য কলেবর।।
দেখি তবে দেবে দুর্য্যোধনের বিকল।
পাণ্ডবগণে হৈল জয় জয় সুমঙ্গল।।
কাহাল কর্ত্তাল ভেরী দুন দুন্দুভীর গান।
রনে একবাদি বাদ্য হৈল জতমান।।
কীর্ত্তির চাঁদুনগন গগনে তখন।
নৃত্য গিত করে রম্ভা রংগমন।।
হুহু হুপতিস তবে বদতি মঞ্চ জয়।
দেহিবেনা কৃষ্ণ ক পুছিল ধনঞ্জয় ।।
এ দুই বিরের মর্ম্ম কহিও আমাতে।
কাহে বলাধিক কাহে অধিক শীখাত।।
কৃষ্ণ বোলে শুন সখি নিত্তুষ হি পরিয়।
দুর্য্যোধন ভীমসেন দুজো মাহাবীর।।
বলাধিক ভীমসেন কহিনু তোমাত।
কীন্তু দুর্য্যোধনধিক গদার শীক্ষাতে।
ন্যায় জুদ্ধ করিলে জানিবা একারণে।
না পারিব ভিমসেন জিনিবারে রণে।।
জদি করে অন্যায় সমর তবে পারে।
সবে তাই বাধাধিক বাধা করি মারে।।

১৭ (ক)

যাহার দেবতা অসুরক সংহারিছে।
যাহার বাণবে বিরোচনক বধিছে।।
ভীম সমস্থিতে আজি অন্যায় জুদ্ধ হত।
দুষ্ট দুর্য্যোধনক করোক রণে হত।।
পূর্ব্বে বৃকোদরে করি আছে প্রতিজ্ঞাক।
দ্রৌপদিক আনি আছে জেকালে সভাক।।
তখনে শুনিছে জত্তে সদাসদে লোক।
উরুভাংগি পাড়িবো শুনিছে সর্ব্বলোক।।
আজি তাক পালন করুক ভীমবির।
কিন্তু জেন একথা না জানে যুধিষ্ঠির।।
সবস্থ কুষস্থ রাজা মাহাধর্ম্ম ময়।
এ কর্ম্ম করিতে তাঙ্ক না দিব দিন চয়।।
হেন জানী সখি দিল্লে কুন্তাও ভীমক।
সাকলোক প্রতিজ্ঞা বোলোক পাপীষ্টক।।
কৃষ্ণের দেখে বানী শুনী অর্জুনে ভীমত।
বুকাইলেক সাছে পূর্ব প্রতিজ্ঞা জেমত।।
সংকেত চাপর দুই বাহীন উরুত।
বুদ্ধি দিবকবি রহিরবু কুন্তি সুত।।
ভুজদন্ডু চণ্ড গদাসন্ড ধরি হাতে।
দুইক দুই প্রহার করয় অসংখতে।।
শৃংগপাতি জেন দুই বৃষভে যুঝয়।
দুয়োবির ভংগমদে দুয়ো নহে জয়।।
জেন বৃত্র বৈল পূর্ব্বে কার্ত্তিক তারকে।
তুমিলিল জেন আরো সংকর অন্ধকে।।

সেহিমত দুইজো দেখি বাদে জান।
গাদে ভীমসেনে সিরেশিয়া চারী পান।
উর্দ্ধ্বেক সেবায়্যা গদা অবক লোবায়।
দেখী বুলিবসু দুর্য্যোধন কুরুরায়।।
ন্যায় জুদ্ধ করয়ে অন্যায় না করিস।
ক্ষেত্র ধর্ম্ম জানিসনা ক্ষেমা ধরিস।।
অবনে দর্ষজা ধর্ম্ম অনেক কহিলা।
দড় দেখি অধর্ম্ম করিস কেনে এবা।।
উচিত সমর ক্ষেত্রে কর দুরাচারী।
তুমী কেন অনেক তিসক দিবো মারি।।
সুনি তিসে আবেশে উত্তর দিল তাক।
পরতের সেবগ্রায় গর্জ্জিল বিধ্যাত।।
নির্ঘ্যান প্রদিপ প্রায় দেখি আজি তোক।
চবরে নবরে অবিলম্বে যমলোক।।
এহি বুলি কোপে গদা ধরি ধাইল তাক।
দুর্য্যোধন ধাইল ধরি দুরন্ত্র গদাক।।
গদার উপরে গদা দুইক দুই।
ঘনে ঘনে উঠে ধুম সমস্থিতে জুই।।
কাকো কেহ না হারয় স্থির পায় রনে।
ব্যাঘায় রুদ্র ইন্দ্র হেন দুহোতো গাব তবে।।
দুইজো প্রান ধবন পড়িলে প্রজোজনে।
দুই গপর্নিরাজ ক্ষেন জুঝে অনুক্ষনে।।
গাছে ঘিরু গাড়্যা দুর্য্যোধন নৃপতির।
জুধাইল গদাক ভীমসেন মাহাবির।।

যেমক পর্ব্বতক যেন ভেদিবারে পুতি ।
ঘুরাইছে কার্ত্তিক যেন অমোঘ শকতি।।
উদ্ধ্বক দেখাজা গদা ধরে অনুরাগে।
দিল দুই নির্জান প্রহার অগ্রভাগে ।।
দুর্য্যোধন নৃপতির উরু যুগলক।
যেন বাতে নিপাতিল কদলি বৃক্ষ।।
বজ্রে যেন ভাংগিলেক পর্ব্বতের শৃংগ।
শুণ্ডে ইক্ষুদণ্ড ভাংগিল মাতংগে।।
ঘোর শব্দ করে পুরে দুর্য্যোধন কুরুরায়।
পড়িলন্ত বজ্রাঘাত পর্ব্বত প্রায়।।
অকস্মিতে সূর্য্য যেন পাত হৈল আসি।
ভূমীত পড়িল যেন পুর্ণিমার শশি।।
স্তাবর জংগম সবে পৃথিবি কম্পন।
স্থির নহে যেন নৌকা টলবল।।
বজনিক সাগর জলজন্তু হৈল ভয়।
নানা বাদ্য বাজায় তবে কেকয় গুঞ্জন রয়।।
তারে দেখি গগনত থাকি দেবগন।
বরিষিল শিরত কুসুম সুশোভন।।
সঞ্জয় বদতি শুন হে রাজা শুন কথা।
তব পুত্র দুর্য্যোধন পড়ি রৈল তথা।।
ভিমে উরু ভাংগিল চেতন নাহি পাবে।
যেন মাহাবৃক্ষ অগ্নি ভাংগিল চণ্ড বাবে।।
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা ছাড়ি সিংহাসন ।
পড়িল বিকল হয়্যা ভুমীত তখন।।

অন্তঃপুরে নারীগণ কান্দি হীয়া কুটে ।
রাজার অবস্থা দেখি মুনী প্রান ফাটে।।
দেহের জিবক জেন হৃদয় ধ্বনীত।
ভাজিতে লাগিল পুরলোক অবনীত।।
সন্তাপে বিকল রাজা কহিবাক লৈল।
এতেকে অনর্থ শকুনিত হন্তে হৈল।।
জেতেকা কৃষ্ণ ক পঠাইলন্তু রাজ্য মাগি।
তারে লোভেষেন দেশ না দিল বিভাগি।।
সেহি দোষে আপনার পায়ু এত কষ্ট।
দুর্য্যোধন আদি শতপুত্র হৈল নষ্ট।।
হারাইলো রাজ্যভার ধন ্ব রাজ্যসুখ।
ভাগীএ আপনে আনীলো ঘোর বিপত্তিক।।
সবে শেষ করিয়া বধিলো একেশ্বর।
ধন ্ব রূপ ্ব লোক কে পালিব অতঃপর।।
শান ্তি প্রবুধে পায়া পুত্র শোকতাপ।
কুরুনী পক্ষিনি জেন করন্তু বিলাপ।।
হাহা দুর্য্যোধন বাপ কি কর্ম্ম করিলা।
কার কথাতে দ্রোণদিক অবজ্ঞা করিলা।।
পড়বত হয়া পাপ ্তবক কী কারণ।
[illegible] পগঢ়িক কীহেতু পঠাআ দিল বোল।।
কি নিমিত্তে রাজ্য বিবিভিয়া না ভুঞ্জিলা।
নাতক চাহিতে এবে পুত্রকে হারাইলা।।
এহি বুলী ব্যাকুল নারী লোকে হয়া ম্লান।
অতপক্ক ধনমালা [illegible] বান জে ধন ্যান।।

১৯ (ক)

কন্দর্প রতীকাক জেন অংশিল বাতাসে।
তাকেঁ জেন রৌদ্রে কামরিয়া ন শুকাসে।।
সেহিমতে নারীগণ লোকে মনুষত।
স্নান দৈল দ্বিবস্ত্র শুদিপ জেমত।।
কেহো বোলে এমত বিধির বিরম্বনা।
না পারে অন্যথা করিবাক এজোজনা।।
এহিমতে নারীগণ অনেক কান্দিল।
পুন রাজা পাছে ভিমে কোপে জে করিল।।
রণে পড়ি কুরুরাজ আছে ভৈবু তৎসে ।
অনুপ দুদ র্দান বিনে কেহ নাহি পৎসে।।
যেন কালে ভীম ধাসে নাথি মারি তাক।
কদর্থিয়া গন্ডরে বুলিল বরবাক।।
আরো নিকি মোক বিশ ভুজ্ঞা অজ্ঞানী।
পৎপার জনত বান দি কেনাইবে গৌনি।।
আরো নিজিক নিকি জতুগৃহে পঠায়া আবাক।
অগনি লাগায়া নিবো পুড়ি মারিবাক।।
কপটুন বসন দিন দিয়া আমাক।
বোব মারা ঘরে নিকি আবো চাহিবাক।।
আরো নিকি রাজ্য কাড়ি দৈব কষ্ট পাসে।
অৎসে ভগ্ন দিন দিয়া পাঠাবো বোনবাসে।
আর নিকি রজস্বলা কালে দ্রৌপদিক।
কেশে ধরি আনি নিবো সভাগণ ভনিক।।
বলে বস্ত্র কাড়ি নিবো নগ্ন করিবাক।
আর নিকি মোর আগে চেজিয়া নমাক।।

কামভাবে উরুযুদ্ধ দেখাবো কৃষ্ণ হে ।
এ প্রকারে ভীমে জখি বুঝিল রাজাক।।
দুখি হৈল কৃষ্ণ ক্রুর পাক ান শুনি তাক।
রাজা জুধিষ্টিরে দেখি দিব পাছে হাক।।
দুঃখে দগ্ধ হয়া তবে রাজা যুধিষ্টির।
ধৈর্য্য অবলম্বি কথঞ্চি হৈল স্থির ।।
পাছে ভিমসেনক বুলিল ধর্ম্ম রাজ।
তোমার উচিত নহে করিতে এ কাজ।।
শুন বাপু এজে দুর্য্যোধন মাহামানি।
মাহাবির মননাতে আগে জাক গনি।।
চক্রবর্ত্তি রাজা হৈল জগতে বিখ্যাতি।
বিশেষত তোমার আমার হয় জ্ঞাতি ।।
অমরায় পড়ি আছে পরম সম্মাত ।
জে করিলা এ নিকি উচিত হয় তাত।।
এহি বুলি অসন্তোষে দেখাবা ভিমকে।
দুকে দুর্য্যোধনক বুলিল সতোতকে।।
শুন বাপু দুর্য্যোধন বচন আমার।
কলভোগ করে সবে কর্ম্ম অনুসার।।
এবে জ্ঞানদণ্ড অবলম্বি হৈয়ো স্থির।
না দিবা আমাক দোষ শুন মাহাবীর ।।
একেকে কোন কর্ম্ম করিছ পূর্ব্বত ।
তার ফলে হৈল হেন জান সুরুপত।।
এবে ভীমে ভক্তি দিল মাথাত তোমার ।
কর্ম্মফলে হৈতে নাশে কে খুচাইতে পারে।।

আমীয়ো পুত্ৰত কিবা কৰিছো কুকৰ্ম্ম ।
সেহেতু তোমাক দেখি দুঃখে দহে মৰ্ম্ম ।।
ভাতৃবন্ধু সকল বিমুখা হৈল বাপ।
তোমাৰ ভাগত কৰি মোৰ অ বৰ তাপ।।
তুমি কৰ্ত্তা নহ বিধি বশে দিল কষ্ট।
বিধি বশে তুমিয়ো আপুনি হৈলা নষ্ট।।
এতেকে কাহাকো কেহ না কৰে সংহাৰ।
জানী দুৰ্য্যোধন দোষ খেমীবা আমাৰ।।
এথাৰ জীৱন কেনে আছ ধৰি।
চলহ সুৰ্গক শৰিৰক পৰিহৰি।।
তবে তাক ৰাজা দুৰ্য্যোধন মাহামানী।
মানসৰাখি হৈল না বুলিআ কোন বাণী।।
মঞ্চ অত্ৰ বসতি সুন ৰাজা সুনথাম।
দেখি পেচে অন্যায় সমৰ হৰিৰাম ।।
কম্পিতে লাগিল জেন কৈলাস পৰ্ব্বত ।
সেএ হৈল সূৰ্য্যৰ সদৃশ আৰক্ত ।
ৰক্তমুখে ললাটত ভ্ৰূকুটি কুটিল তিনৰেখা।
কোপে অগনিৰ জেন শিখা দিল দেখা।।
মুখে দহে অনুৰ বাহিৰ বহে ঘৰ্ম্ম।
ভিমক বুলিল কেনে কৰিল এ কৰ্ম্ম।।
কোন শাস্ত্ৰে কোন মুনি কহিছে এমত।
উৰ্দ্ধ ব্যাতোৰেকে গদা মাৰিব অধত।।
ক্ৰুদ্ধ হৈআ অন্যায় জুদ্ধ তত মোৰ আগে।
নাথি যাৰ কৌৰব ৰাজাৰ ৰহি শীৰভাগে।।

এতেকে সম্প্রতি সে পাপের ভুঞ্জ ফল।
এহি বুলি বলভদ্র ধরিল লাংগল।।
উঠিয়া অরিষ্ট হয়্যা মারো বুলি জায়।
দেখি অনন্ত বৈকুণ্ঠ যদুরায়।।
বিনয় বুলিতে লৈল ধরি করে কর।
বেমিত্তক অপরাধ মামা হলধর।।
দুই ভাই দেখেনা শোভিল অতিশয়।
মরকত স্ফটিকের জেন গিরিদ্বয়।।
বিভঙ্গ কৌরবে কৈল জেমাতে কৃষ্ণ রক।
ভীমে সেহিকালে করিয়াছে প্রতিজ্ঞা রক।।
ভাংগিবো উরুক তোর বাড়ি গদা ঘায়।
উরুভংগ হৈবার হৈলেও নিদে পায়।।
তাহ জদি বিচারীয়া পরিহরি রোষ।
তবে ভীমসেনের অধিক নাহি দোষ।।
কেহ হৈলে প্রতিজ্ঞা রক পালীবাক পায়।
বিশেষ বিপ্রের শাপ এড়ান না জায়।।
এতেকে পারিল উরুভংগে ভিমে তাক।
বেনীতক এদোষ মামা দেখী আমাক।
শুনি বল যাদিক বুলিল বলদেব।
এমত অন্যায় যুদ্ধ কর্ম কিকি কের।।
নাভির অধস্ত অধত কেনে গদা প্রহারেন।
জদি বল প্রতিজ্ঞা রক পালিতে হৈল হেন।।
তবে মহারাজা দুর্য্যোধনর যাবাত।
কেনে নাহি মারিলেক আমার সাক্ষাত।।

শুনি বলভদ্রক বুঝি দুরাত্মা বোল হরি।
কলি আশী প্রবেশিল নব করি ।।
আরো আজি জে করিব কলিএ সবাক।
তুমী সব করিতে না জান নিতি তাক।।
অবধান করি তবে জানিবন্ত ধর্ম্ম।
আজি রাজ্য দুর্বুদ্ধির ঘোর কলি কর্ম্ম।।
তত্ব জানি তবে সে রাজের বুদ্ধি কুন্টে।
রথে চড়ি দ্বারিকাক গৈল বহ্না তুন্টে ।।
হরষ ধর্ম অনন্তরে সেন যেন জানি।
গৈল অতোপুরে যুধিষ্ঠিরর রাজধানী।।
মনের সন্তোষ নাহি গৈল অবশ্যতর।
করিতে লাগিল তাক প্রবোধ বান্ধব ।।
শোক দুঃখ পরিত্যাগ কর ধর্ম্মরায়।
তিনে জে করিল তাক না খণ্ডিবা দায়।।
সর্ব্বদা দেবত্ব জাতি এমত হউক।
দোষ নাহিঁ এহিমতে থাকিতে পারুক।।
একেকে অজ্ঞান তিমীরক নরপতি।
দূর করিয়োক জ্ঞান প্রদিপ পদুতি।।
ঘোষোর বচনে লাগে দুখ তেজিবাক।।
শুনি রাজা জে করিল কৌরব সবাক।
দুঃশাসন আদি আরো কৌরব জতেক।
গান্ধীর কর্ণাদি আরো বিরক অনেক।।
প্রাণ বৈরি শকুনিক করিব সংহার।
শত্রু শেষ কিছি তেক না রাখিব আর।।

---

* এখানে 'নব' শব্দটি রহিয়াছে, কিন্তু 'নল' হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় ।

২১(ব)

সুধান দুস্কর্ম্মি হৈছে দ্রোপদির হিআ ।

তাক পুর্ন্ন করিল মদ্যোম জল দিআ।।

রাজা হৈল অকম হৈআ নাঝি ভয় যায়।

স্কুব প্রজা পাব প্রভু নথা নিরপায়।।

যুধিস্টির বোলে শুন ভিম ভয়হারী।

জে কর্ম্ম করিলা তাক কহিতে না পারি।।

সমরে অনেক রাজা করিল সংহার।

সেনাপতি সকলক মারিলা তাহার।।

মারি দুস্সাসনকো রুধির কৈল পান।

হরিনক মারি যাগ্না ব্যাঘ্র জে বন খান।।

আরো বা অতেক কর্ম্ম করিলা অপার।

বুঝি কি কহিবো তাকে [illegible] জগতে প্রচার।।

এহি মতে রাজা প্রজা আছে জত রায়।

পবে ভিম সেনক পুজিল প্রসংশয়।।

অনন্তরে সবস্তকে পুজিল কেশবে।

বিশব সমরে যত্রি হৈল বিরপবে।।

মরিলেক কৌরবের উনশত ভাই ।

দুর্য্যোধন না জিব মরিব এহি ঠাই।।

জে কর্ম্ম করিলা তেমতে হৈল তার।

ধর্ম্মাধর্ম্ম একে না চাহিল দুরাচার।

করি কুমন্ত্রনা মোকে রাজ্যক হরিলা।

চাপ ভাজে হরিল জনে বিদ্রের কহিলা।।

জনে দুর্য্যোধন ভীম তেমতে করিল।

পাপ অনুরূপে ফল ভোগক করীল।।

বামপদে বিরবদে মদ র্দিল সমস্তক।
নাহি দোষ যাত্রা করি যাজিতে দুষ্টক।।
যাত্রা করি দেবতাক্লো বধিয়ে দৈত্যক।
মন্‌্যা দৈন চন ক্লাই হি রখিছি কীচক।।
আনন্তান থাকে তবে রথি আছী এথা।
দুর্য্যোধন শুনিল কৃষ্ণ র আমার পেছে কথা।।
দৈব কোপদৃষ্টি জবা কুসুম পৎকাস।
দশন কামড়ে ঘ্রোষ্ট কাবে থরম্লান।।
বেজে গদা তোলে জেন যবে যমদণ্ড।
উঠিবাক চাহে দোৎশাদুৎখি যদোনণ্ড।।
উদ র্ক মা উঠে উহু বিশ বাড়ে ঘোর।
পড়িবর্ত্তি শুনিমনু কৃষ্ণ ক কঠোর।।
কৎদেব দাদের পুত্র শুন মোর বানি।
আমী দৈল্যো কুকর্ম্ম তো বার কিবা হানি।।
দৎ কর্ম্ম হঞা বুঝি অবনে কিশক।
কহিলো মৎকেত কথাবানি অর্জুনক।।
মৎকেত চাপের বারি বুঝাইবা তিথক।
তবে তর্কিতে না পাড়িলো সে তাবক।।
এবেসে জানিলা সেহি উপদেষ বাণী।
ধর্ম্মর্ম এ কর্ম্ম করিল তিনে তুমি খুব যাইে।।
গুরু দ্রোণ কর্ণ দুঃশাসন শকুনীক।
অন্যায় বধিছ অম্ল দিনা ধিক ধিক।।
পারি প্রতিকুলক উচিত যুদ্ধ র করি।
কাটিবাক ভুরিশ্রবা বক্র র আছে ধরি।।

পাছে পাছে অযুনে পাটৈয় তাতে হাতে।
সকল অধর্ম্ম হৈছে তারে মন ভ্রনাতে।।
কহি কুবল ভ্রনাক ভাংগাইলো মোর উরু।
কৃষ্ণ বর্ন তোর তুমি কুকর্ম্মের গুরু।।
হরি হরি গদা মোর হৈল নিরার্থ নিরার্থক।
তারিতে না পাইলো তোক আরো পাণ্ডবক।।
এতে হৃদয়ে কেন রহিব আমারে।
ধিক ধিক নিকৃষ্ট মোক যারে।।
কৃষ্ণ বোলে শুন দুর্য্যোধন মহারাজ।
আপী হৈলো কুকর্ম্ম তোমার অনকাজ।।
নিজ কর্ম্ম ভিশ্ম দ্রোণ মরে হৈল নষ্ট।
ধর্ম্ম তেজি তুমিত্তো এবত পায় কষ্ট।।
তোমার পাপের ফলে কর্ন্ন গেল মরি।
অক্ষ ঘনি আমাক দোষ দিম কেন করি।।
রজস্বলা কালে দ্রোপদিক সভানীলা।
পাণ্ডব বধিতে জতুগৃহে অগ্নিদিলা।।
যাত্রা অক্ষ খেলাইতে না জানে যুধিষ্টির।
তাক খেলা পাতীয়া সহায় শকুনির।।
রাজ্য লয়া বনক পঠাইলো তা সভাক।
পাপী জয়দ্রথে তাতে হরিলা কৃষ্ণা রে।।
শুধি বিদ্যাবানে শিষ্য কহরে কোন জন।
তথাপি আমাক দোষ দিম দুর্য্যোধন।।
না জানি অন্যায় জদি তবে কেমে জুদ্ধ হত।
বেড়িয়া মুর্চ্ছিত সোতদুক হৈলা হত।।

শুনি বৃহস্পতি আরো বৃদ্ধ বৃদ্ধ লোক।
কতকত প্রকারে পূর্ব্বে বুঝাইছে তোক।।
ধন্য হয়া না ধরিলো কাহার কথাক।
এবে ভোগ কর দেখি কর্ম্মের বিপাক।।
এমত নিশ্চয় জানি বুঝিব সোবার।
সহিতে না পারে দুর্য্যোধন মহিপাল।।
এদেশের লোক পূর্ব্বে কিবা পুন্য কৈল।
তার ফলে মোদনারায়ণ রাজা হৈল।।
জন্মিলো বৃদ্ধ তোষিক যথমত অন্ন।
প্রজাপতি পালন ধর্ম্মত পিতৃসম।।
পূর্ব্ব চন্দ্র প্রকার সম ভূপিণ্ড ক্ষু নহির।
মনোরথ পূরে কুমুদ চকোরির।
ভূপগুন সকলে সম্পূর্ণ সই ধরম।
কোন বা অনংগ আমী হয়াছে সুরংগ।।
তান পিতৃ প্রান ভূপসিংহের আজ্ঞায়।
ম পদাগর্ব্ব দ্বিজ করিয়াছে গায়।।

দির্ঘছন্দ

দুর্য্যোধন মাথাধানি বোলে শুন চক্রপানি
কোন পরাজয় তুমি।
পক্ষপাত হয়া মোর উদ্ধক জাংগিল মোর
পাণ্ডবক দিলা রাজ্যভার।।
ভূত মধে তুমি তনু সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রভু
তোমারে যে পক্ষে সম্ভাব।
নাহি করো কোন দোষ তেন মোত অসন্তোষ
দিলা মোক কি কারনে তবে।।

অজ র্জুনের খক হৈলা　　　　হাতত চাবুক লৈলা
　　না করিলা কোন লোকবর্ম্ম।
কই আরো ধনঞ্জ জয়　　　　মোর দৈবুরধ করয়
　　তাত কেনে করিলা কুকর্ম্ম।।
দিয়া বিশ্বম্ভর তব　　　　জানু পাতি যোটকর
　　পার্থের রাখিলা কথ উদেশ।
মোর বিরশন বাদে　　　　পাণ্ডবে ধারিল প্রাণে
　　তোমার সহায় কষিকেশ।।
তিন আদি পাণ্ড ভুবনে　　　　আপনাক সে কারণে
　　মাহাবলি হেন ধবানয়।
দুরবির্দ্ধ প্রথাদত　　　　তা পর্য্যাঁক সবরত
　　মানিছিলোঁ আমি দুলত্রায়।।
তাৎপি দিলো দণ্ড দণ্ড　　　　জেন মনু তাৎপা পণ্ড
　　প্রান নষ্ট আছিল পালা হৈ।
তাকেঁ আজি দেখি ধ৫৫ে　　　　মোক পারে উদ্ধত৫৫ে
　　তোমারে সে ভূষন জ্রনা পাই।।
৪ কেতুহর মিছ কর্ম্ম　　　　দৈবজত মিছকর্ম্ম
　　পরুপারি বুধিবি নাপীলা।
বড় বড় রাজাগন　　　　করপিল জনে জন
　　কোন সুখ ভোগ না ভুঞ্জ ভুঞ্জ জিলোঁ।।
হরি হরী দৈব বিধি　　　　কী মোর দৈবের সিদ্ধি
　　সিংহ হয়া শৃগালত হারো।
জগজ্জয় লোকদান　　　　সমপ তুষিলো জয়মান
　　কোন কর্ম্ম করিতে না পারো।।

ভিষ্ম দ্রোণ কর্ণকৃপ   ভুরিশ্রবা আদি ভূপ

আছিলন্ত যোধ করি যাগ।

সৈন রাজা শোমদত্ত   অশ্বত্থামা ভগদত্ত

বেড়ি যোধ কৌশলে উপাসে।।

যেন যাহা রাজা আছী   সকল লোকের স্বামী

যোর যাথে রাখি যাত্রে স্থির।

তুমি আছ বিদ্যমান   তেতো হৈল এ বন স্থান

এ বুদ্ধি পড়িল রাজা স্থির।।

কৌরবের শেষে কথা   শুনিয়া নারায়ণ মুনি তথা

উত্তর না দিয়া মৌনে রৈল।

তবে দেবে আকাশত   আছো যত রঙ্গ ভত

শিরে পুর্ণ পুষ্প বৃষ্টি কৈল ।।

তবে পাণ্ডু পাঞ্চ দল   কৈকেয় সৃঞ্জ কুরুক

রাজা সব আছো জত আছে।

সবস্তরে যদুপতি   শিবির জাইবার প্রতি

আদেশি প্রস্থান কৈল পাছে।।

আপনে জল দিল আনি   যত্নাশে দেখার বাণী

কুপরূপে যোগনারায়ণ ।।

ক্ষেত্রতে উভয় নাথ   তেপতে আনন্দ স্বাথ

সবুর পুরতি সুশোভন।।

অবেশ্তয কিছি তেক   সবগুন অতিরেক

আর পড়িরত নিরন্তর।

যন্ত্র যরিশান তুন   প্রভুর কপল তুন

তার জেন কর্ম্মিকা মুন দ্বর।।

আছিলনু পিতৃতার — সর্ব্বগুন আধার
গুন নারায়ণ নর রায়।
তান আজ্ঞা শিরধারে — দ্বিজ কবিরাজ ভনে
গদাপর্ব্ব সুদেশ ভাষায়।।

—পদ—

সঞ্জয় বদতি রাজা শুন মন করি।
পাছে শঙ্খ জন্য শংখ বাজাইল শ্রীহরী ।।
বাজাইল পুন দুন্দুভি আর বাদ্য সব ।
সেনার হইলেক জয় জয় শব্দ রব।।
সবান্ধবে দুর্য্যোধন গেলা যেন যমদ্বার।
রাজা হৈল যুধিষ্ঠির কীতাশ্য আধার।।
এহি মতে আনন্দে সকলে তথা হৈল।
কৃষ্ণে পাণ্ডবক লৈয়া শতানানুর হৈল।।
দেখেনা কৃষ্ণ ক যুধিষ্ঠির নিবেদতি।
পঞ্চম অন্যায় যুদ্ধ হৈল প্রভু অতি।।
কেহুর উচিত ন্যায় যুদ্ধ করিবাক ।
হৈল গহিবিত কর্ম্ম না করি তাহাক।।
এবে অধর্ম্মের ভয় হৈছো কম্পবান ।
তুমি ত্রান কর যদি তবে পরিত্রান।।
কৃষ্ণ বোলে শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময়।
চিত্ত স্থির করিয়া রহ কোন ভয় ।।
জানিবা বুঝিঁ সে হৈলো সবশুদ্ধকে নষ্ট ।
তোমার কিঞ্চিৎ দায় কছি দিনু তুষ্ট ।।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ ।
রাজা জরাসন্ধ আরো হৈলা গোপদত্ত।।

২৫(ক)

যাহা যাহা রথি আছো রাজা যত রায় ।
সবশতকে মারিয়াছো আমি সে যাত্রায়।।
তিষতেন অর্জুন নকুল সহদেব।
ইহাক অধিক শিক্ষি হৈতে পারে কেব।।
যাত্রাতে ইহাক মারিলো বহু জনে।
তুমী কি রাজ্যত রাজা হয় আপী তবে।।
এতেকে করিলো আমি তোমার কারণে।
রাজা করা অধর্মক নাভাবিবা মনে।।
শিখণ্ডি প্রভৃবে ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পাছে।
যুধামন্য আদি রাজাগণ জত আছে।।
রনজিনি হৈল সবে শিবিরক প্রতি।
যদুপন আপনে মন দিরে হৈল গতি।।
তবে অর্জুনক বুলিলন্ত দেব হরি।
রথ এড়ি নামিয়ো গাণ্ডি ব হাত ধরি।।
পার্থ বোলে সারথি হৈআছো রথে।
তুমি নাহি নামিতে নামিবো কোন পথে।।
কৃষ্ণ বোলে যুঝিঁ জনি নামো প্রথমত।
না পাইবো তোমার নাশ আউর এজন ব্রত।।
কৃষ্ণর আজ্ঞাক তবে শিরোগত করি ।
রথ হন্তে পার্থ নামিলন্ত ধনু ধরি।।
তাত পাছে নামীল যাএকে জগন্নাথ।
ভস্ম হৈল রথখান চারি অশ্বসাথ।।
তাক দেখি বিস্ময় লভীল পাণ্ডুসুত ।
কৃষ্ণক বুলিল প্রভু হৈতো অদভুত।।

কহবব্বরব ভস্ম হৈল কি কারণ।
তোমার মায়ায় মনু পায় কোন জন।।
তুমি ত্রিজগত ব্রহ্মামুনি আদি দেব।
সবন্তরে জিব তুমি বিনে নাহি কেব।।
তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম জগতের জ্ঞানাজ্ঞান।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়র তুমী সে নিদান।।
এহিমতে পাণ্ডবে করিল জদি স্তব।
কহিল তাহাক তবে কৃপায় মাধব।।
জুদ্ধারম্ভে পূর্ব্বে নষ্ট হৈছে রথখান।
মায়ায়ে রাখিছো আমি না জানয় আন।।
অন্যথা কৌরব সনা সমুদ্র সকাত।
রণ বুন্দি বিরুদ্ধত জগতে প্রভাত।।
তা সর্ব্বাঁক জিনিবাক না পারিব আনে।
এ কারণে মায়ায়ে রাখিছো রথখানে।।
এ রথত অম্বুবিনে কে সাধে এ কাজ।
অনন্তরে কৃষ্ণক বুলিল ধর্ম্মরাজ।।
শুন প্রভু আপন সাগরে হৈনু পাত।
তুমি জদি নিস্তার নিস্তারি তবে তাত।।
অকৌরবা করি অন্যায় জুদ্ধ এথা।
তোমার পান বারি মারে শুনিব সে কথা।।
মাহা পতিব্রতা তাকে জদি সেই শাপ।
অর্জ্জুনের রথ প্রায় ভস্ম হৈল বাপ।।
বান ছুটে তুমি সেহেতু চলিছো সে স্থানিক।
স্ত্রী সুদে বুঝিছো প্রভু পতি হেবা ইক।।

এদেশত বৈসে রণা আমার নিশ্চয়।
বৈসম্পায়ন বোলে কথা শুনা জন্মেজয়।।
শুনি নৃপতির শেষে কথা ভগবান।
তুলিল দারুক শিঘ্রে রথ সাজি আন।।
দারুকে জোগাইল আনি রথ শীঘ্রগতি।
চড়িলন্ত তাতে দেব ত্রি ভুবন পতি।।
কণ্ঠত কৌস্তভ কর্ণে কুণ্ডল শোভিত।
অংগে পীতবাস জেন মেঘত জড়িত।।
অরুণ বরুণ পদ কমল শুন্দর।
জেন অনুরাগ দেখা দিছে ভকতর।।
বক্ষে শ্যাম তনুত শ্রীবৎস দিছে দেখা।
কশান পশানে জেন সুবর্ণের রেখা।।
হস্তিনা নগর গেল তাত অনন্তর।
প্রবেশিল পুর্বপুরে জেন পুরন্দর।।
বিরল নগর তবে দেখিল গোপাল।
আকাশে মলিন জেন হৈছে নিশাকাল।।
নাজ নাজি দেখি কোন পুরুষ বালক।
দেখিলন্ত বাল্য বৃদ্ধ নারী নপুংসক।।
তাহারো চকিত চিত্ত মলিন বদন।
আসে শুন্য হৈছে নাহি আনন্দ সংগন।।
হস্তি ঘোড়া রথবাজে নাহি দে শতনীত।
তাক দেখি নারায়ণ দারুক সহিত।।
গেলা ব্যাস সংগে জথা ধৃতরাষ্ট্র আছে।
তা সম্মুখে নমস্কার কৈল কৃষ্ণ পাছে।।

আনি দিল আসন বসীল তবে তাত।
ধৃতরাষ্ট্র রাজাক কান দিলা ধরি হাত।।হুঁ
হুঁনিলন্ত জান আদ্য পান্ডু হৈছে হত।
তোমারে আশ্রিত আমী আসীলা পুর্ব্বত।।
পুর্ব্বপক্ষ বুঝাই বুলিলু জত আমী।
কতবা দাসীমোঁ পাণ্ডবের হেতু তুমী।।
পুর্ব্বের অধিন কম্ম হয়া তুমীচ্ছো লেকার।
সুচিবার পাণ্ডবক নাদিলা ভুপাল।।
হৈনানিক তোমার নিমীত্যে এত দৈন।
বনে পড়ি বিরথম ভৈল পড়ি গেল।।
ভীষ্ম দ্রোন কর্ণ অশ্বত্থামা বাহ্লিক ভুপতি।
কৃপ সোমদত্ত ব্যাসদেব মাহামতি।।
এ সকলে বুঝাইলেক অনেক জতনে।
না মানিল বনবনু কালের কারণে।।
লোভে দুষ্ট দুর্য্যোধন হেলি কুট পাশা।
রাজ্যনম্বা পাণ্ডবক দির বনে বাসা।।
কনাগুন কপন মাত্র দিন দিবাক দিছে।
আজ তো বাপত কোন দুঃখ না পাইছে।।
রজস্বলা কালে দ্রোপদিক সভা আনি।দুস্সাসনেX
দুস্সাসনে জে করিছে সবে আছে জানী।।
পিতৃর নিকী এবত বিভম্ন হবা জায়।
বিপদোগ্রা বান দি যাতো জনত দেখায়।।
ধৃত অপনি সেহ পুড়ি মারিবাক।
কোন বাদি না রাখিবা নষ্ট করিবাক।।

শকুনী কুমন্ত্রি হয়্যা এতমান হৈল।
আপনাক তোমাক আনেক নষ্ট কৈল।।
সে বেলা তুমিয়ো না বাখিলা কোন কথা।
হেন কালে পাম্ণারী মিলিল আসী তথা।।
কৃষ্ণ মুখ নিরেখি ধুঁমিল পড়ি পাছে।
কহ দুর্য্যোধন পুত্র কথা পড়ি আছে।।
দুশ্শাসন আদি মোর পুত্রগন মরে।
সহেত ভাগিল পাপ তু মন্যাগন জন্মে জন্মে।।
সাধু সাধু সাধু তুমি ধার্ম্মিক পাণ্ডবের শ্রেষ্ট।
জত নাসে তত সাধিলা অভিষ্ট।।
জে হৈল সে হৈল কী কারনে দুঃখাময়।
তোমার মাথাত কেনে হৈল অন্যায়।।
মোক কদর্থিলা হেন জানিনু মনস্তুতি।
কৃষ্ণ বোলে মোক দোষ ন দে মাহামতি।।
জত রাষ্ট দেখ সবে কালের অধিন।
কাক কেবা অন্যায় করে করায় দুর্মতি দুর্দিন।।
তোমার পরম স্নেহ পাণ্ডবক প্রতি।
তাবার বাড়্যধিক তোমার ভকতি।।
তুমা পুত্রবধু কৃষ্ণা সতি শিরোমনি।
হেন দুঃখ দিলা তাক সবে আছ জানি।।
এখবার পরমায়ু হৈছে সমাপত।
পুরান গাথা দৈবানিক হৈল হত।।
জগতে না হয় কর্ম্ম অনুসারে ফল।
তাক জানি না হবৈা কদাপি বিকল।।

শুনিআ বিদুর কহে। রাজ্য ভোগ করি।
কর্ম্ম দোষে তুম পুত্রগন গৈল মরি।।
তুমি তাত কষ্ট না করিবা নিরর্থক।
খণ্ডিতে না পারে কেহো বিধি নিয়ামক।।
কর্ম্মফলে দুঃখ সুখ সবে করে ভোগ।
রণে পড়ি দুর্য্যোধন গেল স্বর্গলোক।।
তুমি শক পাণ্ডবক না করিবা রোষ।
শুনাবোহো বুঝি মোর কেবা কর দোষ।।
পান খারি বোলনু বাপু শুনিয়ো মাধব।
যেন দুর্য্যোধন মোর তেমত পাণ্ডব।।
না দিবোহো কদাচিতো তা সবাক শাপ।
অন্ধ বৃদ্ধ রাজা বাদ্য ন করোক তাপ।।
তুমি তুষ্ট হৈল হরি জগত আধার।
ধৃতরাষ্ট্র রাজাক বুলিল পুনর্ব্বার।।
শুনিয়ো এবে সে কুরুকুল হৈল ক্ষয়।
কোপে আছি অশ্বত্থামা দ্রোণের তনয়।।
নানাবিধা পাণ্ডবক করিব সংহার।
জলপিণ্ড দিব হেন না রহিব আর।।
বিদায় দিয়োক মোক এতেকে সে ভুপাল।
আমা পাণ্ডবক রক্ষা করো মহিপাল।।
শুনি ধৃতরাষ্ট্র মাধবক বুলিলেক।।
যায়া হেন বিলম্ব না কর কিঞ্চিতেক।।
বে কুলে পুত্র পৌত্র রহিব নিশেষ।
কেবলে পাণ্ডব মাত্র হৈব অবশেষ।।

শিশু জনি দ্রোণির সাপাক্ষে হত হৈল।
হৈলেক নিবুংস জলপিণ্ড নাশ হৈল ।।
উদ্ধ হৈল এতেকে বিলম্বঁ পড়িহর।
জেনমতে পাণ্ডবকা পক্ষে আর তাকে কর।।
তবে ব্যাসদেবকে বুইলন্ত নারায়ণ ।
রাজাক বুঝাইয়া এথা থাকিয়ো আপনে।।
এহি বুলি রথে চড়ি জগত নিবাস।
দারুকে চালিল রথ লংঘিয়া আকাশ।।
জথাত পাণ্ডব তথা আইল ক্ষনেকত।
হরি আইল দেখি তুষ্ট হৈল বির জত।।
রথ হন্তে নামিলা আপনে বশি তবে।
করিল কুশল সমাচার জত সবে।।
পাণ্ডব নির্ভয় হৈল হরি দরশনে।
তুষ্ট হৈল শস্য বন জেন বরিষণে।।
এহিমতে পাণ্ডব গোবিন্দ সহিতে।
রহিলন্ত তবে তথা হইয়া আনন্দিত।।
সংসার সাগরে ঘোর মগ্ন হৈলো আমী।
বৃথা কাল গঞাঁইলো কাল হে নিদ্রায়।
আহি অনাথের-নাথ নারায়ণ স্বামি।।
বৃথা কাল গঞাঁইলো কাল হে নিদ্রায়।
আয়ু হৈল সমাপত করো কী উপায়।।
জন্মিলোঁ ব্রাহ্মণ কুলে হৈলো কর্ম্ম শূন্য।
না করিলো তির্থ ব্রত জজ্ঞ দান পুন্য।।
নহো শৈব নহো শাক্ত বৈষ্ণব বো ন হৈলো।
নিস্তারের পথ আর একো এ না হৈলো।।

মৃত্যু এ সমিপ চাপে করিবাক গ্রাস।
যমের যাতনা শুনি লাগে মহাত্রাস।।
জদি ভজি তোমাক তবে সে তরা জয় জায়।
চিত্ত না প্রবর্ত্তে প্রভু তোমার মায়ায়।।
দেহ জদি সে মায়াক জিনিতে শকতি।
তবে সে করিতে পারো তোমাত ভকতি।।
এতেকে দিয়োক শক্তি দেব জগজিব।
স্থির করিয়োক মোক ভনে ভোলা সদাশিব।।

পদ—

শক্র রয় বদতি রাজা কথা শুন তবে।
যিবুধুর শাল বৃক্ষ দোষ্ট প্রায় ভবে।
উরুতরেশে পড়িল ধুনাড় দৈব ত্রাম।
স্থিবলেত বসিল চন্দ্র সুধা যে বল নান।।
নয়নে দ্রোণক সেই তোমএ সদাক।
দুই হাত তুলিত দিয়া চাহে উঠিবাক।।
যাহে নাশি দিহে জিনে তাহার ব্যথায়।
অমন্দোষে আবেশে বোলন্তু নর রায়।।
ভিষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুঃশাসন ভগদত্ত।
কৃতবর্ম্মা বাহ্লিক শকুনি সোমদত্ত।।
নানা অস্ত্র শস্ত্র বেত্তা এরমাদি সবে।
মোর সংগে সংগ্রামে থাকিল হয় রবে।।
তে কিকি আপদ দিলে এমত দুর্য্যোর।
বাবধন্দে জিনে যাহে নার্বি যাহে মোর।।
একাদশ অক্ষৌহিনি সেনা আর কাছে।
জাহাক অনেক রাজা উপাসা করিছে।।

জার অংগে নানা অলংকারে বিভূষিত।
হেন দুর্য্যোধন হৈল ধুলা ধুসরিত।।
ধৃতরাষ্ট্রে পিতৃর দখল হৈল পাত।
পুত্র শোকে বরিখ পান ধারি লোর পাত।।
এহিমতে দুখে আছে দুর্য্যোধন নৃপ।।
বার্ত্তা পাইল অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ।।
বনে হনু তিনো বির হৈয়া একসাথ।
রথ সমন্বিতে আইল জথা কুরুনাথ।।
রথে থাকি থাকী রাজাক দেখিল তথা পাছে।
জেন সূর্য্য ভূমীত লুকিয়া পড়ি আছে।।
ছিন্নমুল বৃক্ষ জেন পড়িছে নিদুর।
চৌপাশে আবরি আছে শৃগাল শুকুন।।
হস্তিত মুণ্ড কণ্ঠ ভুজদণ্ড ভগ্ন।
হেন দুগ্ধজ দুইটি জেন পড়ি ভুকাশয়।।
ভূতলে বেড়ি আছে নাকি ইন্দ্র যায়।
দেখী দুঃখে রথ হন্তে নামি তিনী যায়।।
নিশ্বাস তেজিয়া পাদ চাপি কিন শিরে।
শলোতকে রাজাক বুলিল ধিরে ধিরে।।
হাহা বাপ দুর্য্যোধন নৃপতি তিলক।
তোমার এ দুঃখ দেখি ন মজ্জি কিসক।।
ত্রিভুবনে জানে তুমি রাজা শিরোমনি।
মাহামান্য জার একাদশ অক্ষৌহিনি।।
রত্ন ধন দিরত থাকে জিতো মুখামনে।
সেও নিত্যকালে আছে ভূমিত শয়নে।।

বড় বড় রাজা গন আবরিজে জাক ।
বেড়িছে সুশানবাসী রাক্ষসে তাহাক ।।
জার পরিতুপ্ত হুত অমৃত আহার।
কেমে জিআ আছ ম বায়ু ভুক দেখিতার।।
দ্বৈপায়ন হ্রদের তিরত আসি সাজি।
বুলিল উচিষ্ঠো রাজা ভুম দুর্গ করি আছি।।
না বরিলা সেবেলা বচন বহিপতি।
তার ফল ভোগ সের করেন সম্প্রতি।।
তোহার অবস্থা দেখি প্রান ফাটি জায়।
কি করিবো ইহানিক কহ কুরুরায়।।
শুনি দুঃখে নিবেদিল দুর্য্যোধন তবে।
না জানো অন্যায় হেন করিব পাপ ভবে।।
ন্যায় ভুম দৈব হেন মনে অনুমানি।
উচিষ্ঠো হ্রদের মধ্যে হয়্যা গমাপানি।।
তাতে জিনে উদ্দক দেবায়্যা মদা সোটে।
উরুক তাংশিল অধোভাগে দিআ চোটে।।
প্রতিকার ইহার করিবে পারো তবে।
তারায়্যো পাপের ফল মধ্যে পায় জবে।
জত প্রানি কর্ম্ম অনুসারে করে ভোগ।
অনায়াসে মবে নাহি নাহ বয় আসি রোগ।।
এতেকে পাপ ভবে কৈল কুকর্ম্ম অপার।
সেহেতু পারিলা করিবাক প্রতিকার।
বৈশম্পায়ন বোলে দুর্য্যোধন এহি শুনি।
কৃষ্ণক বুলিল যুদ্ধ ধর্ম জান তুমি।।

গুরুর পুত্রক আজ্ঞা করো অভিষেক।
মোর মনোরথ অসুৎথমা অভিষেক।।
মুনী কূপে ঘটে ভরি জল আনী দিল।
পুনরপি নৃপতি কৃপক আদেশীল।।
শত্রুক নির্দ্দল করিবারা নিমিত্তেক।
অভিষেক করিবেন গুরুর পুত্রক।।
মোর প্রান ধন আর যত রাজ্যভার।
দৈলো অসুৎথমাক সবারে অধিকার।।
কৃপে কুলেশনু অভিষেক করিলন্ত।
পাছে তিনো বিরে দুর্য্যধিত শিক্ষি লন্ত।।
তবে গুরুপুত্র অসুৎথামা বাহারংগে।
গেল শল্যক কৃপ কৃতব্রহ্মা সংগে।।
পাছে কৃপ পছি আসী একাকি বোনত।
দৈব তিনো বিরে বটবৃক্ষের তলত।।
হেন সময়ত সূর্য্য জগত তুদিশ ।
ছায়া উওরিল অস্তাচলের সমিপ।।
গবর গুচিয়া দৈল অতি আরকত।
দিবসের সর্ব্ব রাগ প্রায় দেখিযত।
দিন অবশেষ দৈল দেখি তিনজন।
প্রদোষ কালের সন্ধ্যা করি সমাপন।।
তাত পাছে প্রান্ত হয়া সুতিল সত্যাত।
কৃপ কৃতব্রহ্মাবির পড়িল নিদ্রাত।।
কি মতে সংহার করো পাকা ঘ সেনাক।
এ বুলি অসুৎথামা না করি নিদ্রাক।।

শাহে সেহি বটের উপড়ে সেহিকালে।
দেখি অসংখ্যাত কাগে বাসানিছে ডালে।।
পক্ষিগনে ভ্রান্ত হয়া পড়িছে নিদ্রাত।
পেছক গোটেক তথা আসীছে নিশাত।।
নিদ্রাত আকুল কাগ না পাইল চেতন।
নিদ্রাপায়া বাচি উলুক সুরক্ষিতক দুষ্ট জন।।
একাকী এ সবাকে করিব উৎপাত।
দেখি অশ্বত্থমা উপায় পাইল তাত।।
মনে বোলে এহিমতে করিবো অন্যায়।
যাবো জায়া নিদ্রাত পাকা বৈ ভতরায়।।
ভিষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন সৈন্য রায়।
জেমতে মারিল তারা ইমাক অন্যায়।।
তেমতে তামাক আজি নাশা দিয়া যাবো।
পিতৃর পৌরষ আধী করক সংহার।
নিদ্রা পড়িআছে কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য।
দুইক জাগাই দ্রোনি করিতে অকার্য্য।।
অচেতন শুছি দুহো সচেতন হৈল।
অশ্বত্থমা তামাক জে বুলিবাক লৈল।।
রনে জিনি পাণ্ডুগন সুখে পায় পায়।
নিদ্রায় হৈবেক আজি অচেতন কায়।।
সেহি কালে তিনোজনে জায়া নাশা করি।
বাচি বাচি বধ্যা সুখে শত্রুক সংহারী।।
জে করিবো তাক তোরা ন করা অন্যথা।
কৃপ বোলে অশ্বত্থমা সুন মোর কথা।।

মরা হেন সকলোক অচেতনে থাকিব নিদ্রাত।
কোন পুরুষার্থ কর্ম্মবশে সেবেলাত।।
জন মাত্র নাহি বাপু চাহ মন করি।
অপজস রহিবেক ত্রিজগত ভরি।।
অশ্বত্থামা বোলে বাধা নাহি বলিব আর।
শত্রুক মারিতে শাস্ত্রবিধি কিসের বিচার।।
শাস্ত্র মানে তবে কেনে হেন হৈল কায়।
অন্যায় কর্ম্মক কিবা মারে ধনঞ্জয়।।
অশ্বত্থামা নাম হস্তি মোটে বলি হৈল।
সে নাহি করে অশ্বত্থামা বধ হৈল।।
পুত্র বলি মোর বোলে দ্রোণ পিতৃমোর।
ছাড়িল বৈরাগ্য হয়া সমর দুর্ব্বার।।
হেন কালে মারে তাক কেমন অন্যায়।।
রাজাক এমত নিকি মারিবাক পায়।।
ভুরিশ্রবা বিরথ মারিল কোন অন্যায়।
সবে জানে ভিমক বলিব কে উপায়।।
ঊর্দ্ধ্বত দেখায়া গদা অধত প্রহারে।
উরুভাংগি পাড়িলা মাথাত লাথি মারে।।
তাকেসে যে করিল তাক করিতে চেষ্টত।
কিঞ্চি তেক দোষ নাঞি জান নৃপত।।
কৃপকৃত দুয়ো বোলে শুন দ্রোণী কথা।
চল তবে জাই দুর্য্যোধন আছে জথা।।
সকল কথাক আগে কহ তুমি তাক।
তাকেসে যদি আদেশে এ কর্ম্ম করিবাক।।

তবে আজি জায়্যা তিন্নো জনে রজনিত।
দুম্ব দিবো নিশাকালে হয়্যা উপস্থিত।।
হেন দেখি শাস্ত্রে জেন বংশের উচ্ছাদ ।
জেন পরিনামে রাজা করয় বিশাদ।।
কৃপী অশ্বত্থামা দ্রোনপুত্র মাহাভাগ।
কোন জনে যুঝিব তোমার হয়্যা আগ।।
তোমার সরত কোন জনে হৈব স্থির।
কদাচিতো ব্যাস্ত ন করিবা মাহাবির।।
বিহানে সবার দুখ দুর করি আজি।
বধিব পাঞ্চালে কালি রাত্রি জায়্যা সাজি।।
কিন্তু কিছি চেক করো কর অবধান।
কেমনে অন্যায় করিবাহা এতমান।।
বসায়্যা কবচ গ্রানু হয়্যা অচেতনে।
মৃতক পড়্যায় হয়্যা রহিব সয়নে।।
অস্ত্র শস্ত্র সবে খুলা সবে থাকিব নিদ্রাত।
কেমতে নির্দ্দয় হয়্যা বধিবা তাহাত।।
তথাপি তামাক জদি কৃপী শম্ভু বোলে ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না চাহি বধিতে চাহ ছেলেবে।।
পিনাকি তবে গোবাংশস্ট কবচক অংশে।
সেহ্যো অস্ত্র শস্ত্র চন জাই তুআ সংগে।।
অশ্বত্থামা বোলে শুন কৃপ কৃতবৃধ্যা।।
কহ দেখি পাপ ভয় কিমতে তার কর্ম্মা।।
অশ্বত্থামা বল শুনি যুধিষ্টির যুবে।
শকুত চিবুক দিআ আছে পিতৃ দুঃখে।।

প্রতি দুয়ারে দুয়ারে বড় বড় বিরগন।
অস্ত্র শস্ত্র ধরি রাখি রবে গর্জ্জন।।
আরো কতেক বির হাজারে হাজার।
সবে রাখি চৌদিগে প্রতীক্ষা থাকে তার।।
সবারে হাতত অস্ত্র শস্ত্র চৌন বান।
বিশেষ রক্ষক আরো দেব ভগবান।।
জ্ঞানি বোলে নাহিক ভয় যায় ই আর।
করিবো ইহার বহুবিধ প্রতিকার।।
এহি শুঁনী অশ্বুৎথমা উঠিল রথত।
রক্ষক বধিতে হৈল প্রভু সাজিল ত্বরত।।
কৃপ কৃতবর্ম্মা হৈল পাছতে প্রস্তীত।
বায়ু বিভাবসু জুলিল বাসবে সহিতে।।
পাছে আগ্রা অশ্বুৎথমা যাহা পঞ্চায়ন্দী।
চাহিলন্ত শক্রের চৌপাশে প্রদিক্ষী।।
দেখিলন্ত উগ্রপক্ষ শমন রংখিছে।
যাহা দেখ যাহা জ্ঞেন ভুবীত পড়িছে।।
প্রতিদ্বারে শহিল শম্ভুর ভয়ঙ্কর।
আছুক মনুষ্য দেখি বেদে* করে ডর।।
ত্রিভুবন নাথ মহেশ্বর জথা আছে।
সে দুয়ারে পশিতে তিনি বির দেন পাছে।।
সঙ্ক জয় বসতি শুন অপার মহিমা।
দ্বারপাল বুঝিয়া পীবক অশ্বুৎথমা।।
অগনির উব্র কাহেন পড়িঙ্গ হানিলেক ।
মুখ বেজি প্রত্যু দেখি বেদি দেব জেন।।

* এখানে সম্ভবতঃ লিপি প্রমাদ হইয়াছে, 'বেদে' না হইয়া 'দেবে' হওয়া উচিত।

শিলিল মোদক ম্যায় দেব কৃপাময়।
আরো নানা অন্ন জত করিল উহার।।
তাক শিলিলনু প্রভু জগত আধার।
ভাবের শতুপ কাটি দিল দুই ঢোটে।
তাক শিলিলনু প্রভু জেন কথা ঢোটে।।
পিষ্ট্যান্ন উপ্যান্ন জত করিল ভোজন।
তাক শিলিলনু প্রভু দেব ত্রিলোচন।।
দেখি অদ্ভুৎকথা অদভুত বানি আছে।
এহি বাহাদেব মূর্ত্তি জানিলনু পাছে।।
শ্বহার শয়ন বিনে নাহি আন গতি।
শুন নৃপ ইন্দুরাজ শঙ্ক ভূপ বসতি।।
এহি বুলি বুঠি হয়া কৃতাঞ্জলি হৈল।
ভক্তি ভাবে স্তব পাছে করিবাক লৈল।।
নমো দিগম্বর হর শংকর ত্র্যম্বক।
নমো শিব ত্রিপুর নমো ধূর্জ্জটি নায়ক।।
নমো নীলকণ্ঠ ভূতনাথ ত্রিপুরারি।
নমো সর্ব্বেশ্বর নমো ভব ভয়হারি।।
নমো ভক্ত অনুরক্ত প্রভু অখিল।
নমো বাহাদেব জন একাদশ প্রদিপ।।
নমো শূলপাণি নমো বম বু ভয়ঙ্কর।
নমো সদাশিব আগমের অগোচর।।
নমো বিভূতি অঙ্গ বৃষভ বাহন।
নমো বাঘাম্বর গঙ্গাধর ত্রিলোচন।।

তুমী চন্দ্র তুমী সুর্য্য তুমি হুতাশন।
তুমী ইন্দ্র তুমী ব্রহ্মা তুমি সোনাতন।।
তুমি সত্ত রজস্তম ত্রিগুনের কর্ত্তা।
তুমী সৃজ তুমি পাল তুমি সর্ব্ব হর্ত্তা।।
এহি মতে অদ্ভুৎবধা স্তব করিআছে।
মুনিগনে বেড়িয়া রহিল তাক পাছে।।
নহ নহ ভয়ঙ্কর মুখ সে সবার।
ব্যাঘ্র গজ শৃগাল ভ শদ খরের আকার।।
কত বেশ সিংহ মহিষ মুখাকৃতী।
কেহো হ্রস্ব কেহো দির্ঘ কেহো স্থু খুন আতি।।
কারো এক দুই কান কারো তিন আখি।
কারো কর্ন্ন হানে জেন চটকের পাখি।।
অস্ত্রশস্ত্র ধরি আরম্ভিল বাজিবাক।
দুই বাহু তুলি অদ্ভুৎবধা দেখি তাক।।
বুলিলন্ত এহি এহি দেব দয়াময়।
জত দুঃখ তোমাক দেখিতে হয় ক্ষয়।।
মারো কিবা হেন মনে করি সার।
রাষ্ট্র আইল পাতাল করিতে সংহার।।
তাতে তুমা জেনমত পাড়িল বিধাতায়।
এতেকে হৈলেন বলি আপন ইচ্ছায়।।
নষ্ট হৈল প্রতিজ্ঞা না জিনো জদি রণ।
সে প্রকারে হৈব মোর অবধ্য মরন।।
এতেকে তোমার বলি হয়্যা মরি জাম।
তুমি তুষ্ট হৈলা জবে আর কিবা চাম।।

যেহেতু শিরক মোর কাটিল্যো সম্প্রতি ।
বলি হৈলো হৈলো পুত্রা ক্ষুগত পড়ি।।
হেন শুনি তুষ্ট হৈয়া ভকত বৎসল ।
বুঁজিলন্ত অশ্বত্থামা সুন মাহাবল।।
ঐ পক্ষে পাক সে পাণ্ডু আছে যত রায়।
সবংশতরে সভাপতি হৈল আমুক্ষয়।।
তা সভার বধবিজ্ঞ পঞ্চাস্থ যানে।
আছি যে হরিষা হৈবো অশেষ নিদানে।।
তুমী আয়া অনায়াসে করিল্যো সংহার।
মুনী হরষিত হৈব দ্রোণের কুমার।।
ভকত বৎসল মাহাদেব তাত পাছে।
দ্রোণির জটেক অস্ত্রশস্ত্র দিলিয়াছে।।
সবে সেহিক্ষণে দিল চতুবন সাধি।
তুষ্ট হৈয়া অশ্বত্থামা হৈলক উনাদি।।
পাছে কৃপ কৃতবর্ম্মা এ দুই বিরক।
বুলিলন্ত অশ্বত্থামা গৌরব পুর্ব্বক।।
দুয়ারে রহে রহ তোক্ত বুজি প্রবেশো ভিতর।
বমবড্যে নিদান কালের বৈশ্যানর।।
সমুমন্য বধিবাক সীৎহ যেন অমু ।
সেব পাণ্ডু পাকা বেল প্রবঞ্চ নিলয় তু।।
মোর বাম্বু যুত বৃক্ষ যেবেন তাপে।
কমল বনক যেন মত্ত নাগে।।
পক্ষে যেন খণ্ড ভণ্ড করিলেক বন।
তেমাজি শত্রুক বুজি সংহারো যেমন।।

কিন্তু জে সকল তাপি জায় দুয়ারদেশে।
সে গুপ্তিক নায় তোরা যাত্রিয়ো নিশ্চেষে।।
কুপ কৃতঘ্নাক তথাত থুআ তবে।
সে দুয়ারে রংখিল উষ্ণু গজুক গড়ুয়ে ।
দুয়ারে দুয়ারে অসুংখ্যা দেখে সে রাক্ষুত।
পড়ি আছে হয়্যা কালনিদ্রায় নিদ্রিত ।।
বাহিরে চেতন আছে অর জেমমত ।
খাকান সেনাক না দেখিল সে শতানত।।
সে গড়ের ভিতরে ভিতরে অপর গড় আছে।
তাত দৈখা গয়ুপুত্র প্রবেশীল পাছে।।
দেখিল খাকান সৈন্য হয়্যা কাল প্রস্ত।
অর জেন পড়ি আছে অজ্ঞানে সমস্ত।।
নাকি কারো কবচ কীরিটী অস্ত্রশস্ত্র ।
জানু হয়্যা পড়িআছে উঠি উঠি বস্ত্র ।।
গজযুথ মধ্যে গজরাজ জেন মত।
ঘুমিআছে রুস্তমপুত্র তাহারে মধ্যত।।
শায়জান মায়ে নাহি নিদ্রায় বিকল।
দেখি জানি কোপে জেন জ্বলিল অনল।।
মাথে নাথি দিয়া চুনিত ধরি হাত।
জুনিত পাড়িল টানি জাগায়া নিদ্রাত।।
কণ্ঠ মুখ চিপিয়া ধরিল বামপদে।
বুঁজিল জানিক তবে যর্থর সবদে।।
জুম গুরুপুত্র মোর বক্ষেশ জেপ দির।
খশুর আজেক বারলে মোর না যাবিবা বির।।

কৃপা কর অবিধি পুর্ুষ না যা রেন।
বিধিবতে যার জাগ্না দুর্ঘ মতো জয় জেন।।
অশ্বৎথমা জোজে দ্রোনের কি দুখ সোক।
ব্রহ্ম হত্যা পাপে ব্যাপিয়াছে তোক।।
দুর্ঘক জাইবাক তা হিন কোন জানে।*
কোন ব্রহ্ম বধি দৈবে জেই দেবের সমাজে।।
এহি বুলি যায় যুধিষ্ঠির বধিবুকে দিজে।
পশু জেন মারিলেক দ্বিতুর মডুরে।।
তারা সব কৌশালে জত বির শুতি আছে।
অশ্বৎথমা তাসাক খড়্গে কাটি পাছে।।
এক দুই তিনি খণ্ড করিতে লাগিলেক।
শিরি দৃৎপদন জেন বধ্ধ পাড়িলেক।।
দৈব দোষ অন্দোকাটে কোলাহল কোটেদাকে।
হস্তী অশ্ব রথ জাগিলেক যান রজে।।
জাগিল মর্ত্তলোকে হাহাকার করে বা-এ।
মাহাভয় বরথরী কাম্পে সর্ব্ব গায়।।
কেহো বোলে প্রলয় আইলনু ব্রহ্মদেব।
কেহো বোলে রাক্ষস মানুষ বোলে কেব।।
এ প্রকারে পরস্পরে আর্ত্ত হৈয়া আছে।
অশ্বৎথমা রথত উঠিল তাত পাছে।।
সঞ্জয় বদতি শুন সে বেতার কথা।
দ্রোপদির পঞ্চ পুত্র উঠি তবে তথা।।
শুতিয়া লোমক মন্য আছিল সে ঠাই।
তাক আরো অন্য সৈন্য সংখে পঞ্চ তাই।।

---

*এখানে লিখx লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ বর্ণ বিপর্যয় হইয়াছে। ছন্দের প্রয়োজনে 'নাজে' শব্দটি আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া মনে হয়।

অস্ত্র শস্ত্র লয়্যা সবসনে আইল মল্লী।
দেখে অস্বুৎথাক রথত থাকে চড়ি।।
বা ম করে বাধিয়াছে চর্ম্ম চমৎকার।
ধরিছে দক্ষিণ করে খড়্গ তিক্ষ্ণধার।।
রক্তে রক্ত বস্ত্র হৈছে সবারে সহিল।
উদয় আদিত্য যেন জোতিছে সাড়ির।।
কাটি কাটি শত্রুরে ভুজং পুরুর কুমার।
করশালি কালের যেন রুদ্র অবতার।।
তাক দেখি সে সকল অস্ত্র শস্ত্র ধরি।
যোগাবে ধরিলেক বাম্যা চৌদিগে ঘুরাবরী।।
লোকের সংঘট্ট তবে দেখী সে বেলাত।
রথ হন্তে নাখী অস্বুৎথামা মহারথ।।
ঝাম্পদিয়া ধরিল ভক্তসেনের কেশত।
ভূমীত পাড়িল যেন সিংহে সিংঘে মাতংগক।।
তরি দিয়া ভীরিয়া বুকত বর চোট।
শত্রুর মারনে মারিয়া ছুরি খায় শোট।।
দেখী যুধামন্য যোগাবে গদা ধরি।
দ্রোনির হৃদয় তারিলেক দৃঢ় করি।।
যুদ্ধের প্রভাবে মারিয়াছে তেজবন্ত।
সে প্রহারে ন টৈলেক কিঞ্চি তেক বিকম।।
তবে যুধামন্যু কুমারক যোগাবে ধরি।
তুলী দৈল উকারী বৃক্ষ যেন করী।।
মস্তিকের তুলি দিলেক আছার।
মরিল ভূমীত পড়ি ছিন্ডি হার খার।।

তাত পাছে পৎসে নড়া লোধক সেনাক।
দ্রোণদির এক পুত্র আইল যুঝিবাক।।
হানীল তোমর অস্ত্র গদা মুদগড়।
হৈল কোলাহল কাটে বার ধরধর।।
এমতে আন দুলাল হৈল কোটের ভিতর।
বুড় তেজে অমর দ্রোণী দৈবে তাতপর।।
মহো পদি ভিবানি ধক্কেপর খাড়ি খাব।
কাটিল কাহার উরু কারো হাত পাব।।
কাটিল কাহারো শির শমর বিষমে।
এহিমতে গুরু পুত্র ভ্রমা খাড়ি ভূমে।।
পাকালসনের করিলেক হাহাকার।
তাক দেখী কোপ করি শিখণ্ডি কুমার।।
মৰ্ম্ম হানীল অনেক শীলিমুখ গড়চণ্ড।
দেখি দ্রু অমুৎথমা নিরে ধরিমা কোদণ্ড।।
শিখণ্ডীর শীলিমুখ মকলক বাজে।
খণ্ড খণ্ড করি কাটি পারিল ধন বাজে।।
আরবা শিখণ্ডি সব হানিল জতেক।
তাক অমুৎথমা ধনু ধরি কাটিলেক।।
যে প্রকারে দুর্য্যো নিরে আছে দুদণ্ড করি।
পাছে গুরুপুত্রে শিক্ষা ধনক মুষরি।।
ধনু এড়ি তার হস্তের কাটী খড়গ খণ্ড।
জেদিলন্ত দেখি শিখণ্ডির প্রবাদণ্ড।।
দেখি তুষ্ট হৈলা হাস্য করি অমুৎথমা।
আহার বিরম্ভের নাহি কেন উপমা।।

বুলিব আজী সে মোর জিবন সার্থক।
হে পাৱসে যুজিবো আতো শিক্ষার জিনক।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিতে পাঞ্চালক।
করিবো আজি সে মোর সমর কুশীত।।
অনন্তরে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরর কুমার।
দ্রোপদির পুত্র প্রতিবিন্দ নাম তার।।
খড়্গ চর্ম্ম অসি ধরি যেমনে ধাইলা সে বেগাত।
দিলেক দ্রোণিক দৃঢ় খড়্গর আঘাত।।
শীবের প্রভাবে তাক হস্তাবে অচ্ছেদ।
ন হৈল খড়্গর ঘাৱে লোমগাছ ছেদ।।
দহীন কুপিত তার তবে দ্রোণ সুত।
মারিল খড়্গর ঘাত অদ্ভুত অদ্ভুত।।
পড়িল ভূমিত যেন হস্তা মাহাতাপ।
দেখী ভীমসুত সুতসোম হৈল আগ।।
তাক দ্রোণী দিবের প্রভাবে অনেকত।
ডিম্ব খড়্গে কাটিল পড়িল ভূমীত।।
নকুল কুমার শতানিক দেখী তাক।
রথচক্র ধরি ধাইলা দেখ মারিবাক।।
তাক দ্রোণী দিবের প্রভাবে অবধীত।
খড়্গে কাটিল শানি পড়িল মহিত।।
দেখী শ্রুতকর্ম্মা সহদেবের কুমার।
করিল দ্রোণিক ধাইলা করিব প্রহার।।
সীবের প্রভাবে অশ্বত্থামা দিল তাক।
মহি রহিলন্ত কোন ন পাইল যাবাক।।

পাছে তার গজেন্দ্র শীর ছেদ হৈল মুড়ে।
তাক দেখী অর্জুনের পুত্র কীর্ত্তি মুড়ে।।
স্রোনীক ধরিল শ্রেণবে ধরিল ধনুবান।
ধাম্যের লোমক সৈন্য আছে জতবান।।
চাপিলনু তাক হথা অস্ত্র বৃষ্টি করি।
মেঘে ঢাকিল জেন মিহিক আবরি।।
অশ্বৎথমা তাক ন করিবা ভাগপাত।
বৃথে জেন বৃষ্টি নহি রহিল তথাত।।
পাছে কারো হাত কারো পাব খণ্ডে হানী।
শিবের প্রসাদে ছেদিলেক হাতাহানী।।
জাক জথা পাল্য তথা অশ্বৎথমা বীর।
ধনুক বাররে তার কাটীলনু শির।।
খণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়্যা গেল কাটা।
খণ্ডিল সকল তনু হৈল পির ঘটা।।
দুর্গের প্রসাদে বল বাড়িছে প্রচুর।
পড়িলনু কাম্পে পুত্রকীর্ত্তির চিকুর।।
কাটীলনু মস্তক ধনুখের বাণি চোট।
বৃক্ষ জেন ছুরীত পড়িল কাষ্ঠ লোট।।
আগ হৈলনু প্রত্যুষনে দেখীল তাক।
ত্রিখণ্ডী করিয়া কাটিলনু তা সমুক।।
হরের প্রসাদে হয়্যা নিশঙ্ক নির্ভয়।
রাজার বধ দুখে অশ্বৎথমা সেনা করে ক্ষয়।।
পাপ বদুক রক্তে হৈল আরকত।
তাত বল্লু দুবে রক্তে পানি সেকানত।।

অপার বধিয়া অশ্বত্থামা তাত পাছে।
গেল রাজপুত্রগন যথা শুতি আছে।।
পড়িছে অচেতন্যে হয়া বিভোল নিদ্রায়।
দ্রোনসুতে হরষিতে ----------।।
তথা দ্রোপদির পুত্র দ্রৌম ভাতৃচয় ।
যাঁর বল ন্ত ক্ষত শুতি নিদ্রাত আছয়।।
বান্ধি বান্ধি অশ্বত্থামা ছেদিল সেকাল।
যুবক মাতংগ যেন বধ র্দিবশুকাল।।
হয় হস্তিগন আরো পান্য জতমানে।
কাটি খণ্ড খণ্ড কৈল বঞ্চনের মন রাগে।।
পুত্র মর বিদ্যাধর জন বুলি তাক।
অন্ধ ভূত মানিল ন পারিল চিনিবাক।।
পাছে প্রভুক লোমকের জতগন।
বাহির নিস্মেদশ না রাখিল একোজন।।
যে সকল লোক দুয়ারদেশে ভাগে।
কৃপ কৃতবর্ম্মা তাক মারে মহারাগে।।
চিনিতে না পারে কাকো কেবা করে সংহার।
বাহিনয় আহি আহি করে হাহাকার।।
তাত পাছে অশ্বত্থামা সাধি কৃতকার্য্য।
দুয়ার গেল যথা কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য।।
তবে গেলে দুই বীর সংগে রংগবনে।
গেল উরু ভংগে যথা আছে দুর্য্যোধনে।।
হেন কালে সে নক্রের পদাতি লোকেক।
মারি মরে মরাছলে পড়ি আছিলেক।।

অবসর পায়্যা তাঙ্কে সে কথা রাহুত।
অথা কৃষ্ণ পাণ্ডব তথাত উপস্থিত।।
কহিলন্ত রাষ্ট্র যজ্ঞের সমাচার।
শুনি সসজ্জা তেজি মায়ার আধার।।
সে যজ্ঞ নাশি পাণ্ডবক সেন লয়া।
দেখিলন্ত জত লোক আছে মড়া হয়া।।
বিষ্ণুর মায়ার কোনে অন্ত পায়।
তুমার সংহার করে কেমন উপায়।।
সেখানে মায়ায়ে মিথ্যা করন্ত সাক্ষাত।
এখনে প্রেতাদিক দিথা করন্ত উৎপাত।।
জত জীব সবে বিষ্ণু ভেদ নাহি জানে।
জল আর জলের বুদ জে বখান।।
অতেত্রুক ভেদবোধ মায়ায় করায়।
তাক জদী জিনিবা ভক্তিও হরী পায়।।
তাঙ্কে বিনে মায়ায় কেবা করিব অন্ত।
মায়ার নিস্তারা জান সেহি ভগবন্ত।।
ভক্তি পরায়ণ রাজা মোদনারায়ণ।
দিয়ে রাজ্য অন্ন উঞ্চা য় অনেক ব্রাহ্মণ।।
রহিনারায়ন জার পিতৃব্য প[illegible]। পীতৃর।
সুন্দ্রো বর্ণ বুদ্ধি বিষ্ণু জেন মাহাবির।।
দৈবজ্ঞ কবি কাঁশোর রাজপুত্র পায়।
আছিল তুলনা তার বিদুরে সে যাএ।।
অনুপ কুমারী মাতৃ পিতৃ গুন রূপ।
দুর্য্যোধন সিম দেবমূর্ত্তি জন দেশের অংশ।।

এদেশে অর্জুন কহি রাজ সুদ্ধ কায়।
জাগে ভাগবত তনু শেখর প্রায়।।
তাকে যে পার্থিনি করে পূজাপাঠ কাজে।
সে শ্রী চিরঞ্জিজীব মোদনারায়ণ।।
তার সংগে আমি অন্ন সব বিভুবন।
আশীর্ব্বাদ করি রহি কৈলো বিজ্ঞাপন।।
তোমার পিতৃর স্থান ভুবের আজ্ঞা য়।
ভনিলো মৌখিক পৰ্ব্ব পদক আমায়।।
তুষীদ্যো শুনিবা জদি নৃপতি তিলক।
তবে পরিশ্রম মোর সকলে সার্থক।।
বাতুল্যক ভরে পদ না করিবোঁ আর।
বোঝা রামকৃষ্ণ হরি ভরস্যো পারবার।।

রাগ নাগরী ॥ রাগ সুআই ॥ ++

শুন শুন রাজা হয় ।

শুন শুন রাজা কহে শঙ্খ ভূপ।।

দেখি ধরিয়াছে সবে টৈকয় ।

ধরিয়াছে পাণ্ডু পাকান জত।

পোষক একত্র টৈয়ছে হত।

বধিছে নির্দয় জ্ঞান জ্ঞানের সুত।

হয় হস্তি হত টৈয়ছে বহুত।।

তুষিছে রক্ত টৈয়ছে ঠাবে ঠাবে ।

আনীছে ভবাভ চামুণ্ডা খাবে।।

শ্যাম তুন জেন অগ্নি জলিছে।

রক্ত মাল্য বস্ত্র রক্ত পিন ধিছে।।

নহ নহ জিহ্বা দণ্ড করান।

তুষির পিবে মুণ্ড মুণ্ড মালা।*

রক্ত চন্দন পিবছে [illegible] অংগে ।।৯**

কিন কিন শব্দ করে তাতীর।

খাংস খায় আরো পিবে তুষির।।
সেনার রক্ত চন্দন লেপিত।

রক্ত মালা রক্ত বস্ত্রে ভূষীত।।
পাণ্ডবি সেনাক বান ধিছে সজে।

নরহরি নরহরি পাড়ুয় বলে।।

---

* ছন্দের প্রয়োজনে এখানে 'মালা' না হইয়া 'মাল' হওয়া উচিত ছিল।
** মনে হয় এখানে 'পিন ধিছে' শব্দ দুটি হইবে। লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ 'পি' বর্ণটি লোপ পাইয়াছে।

সবক কতেকে তৈজায় কি বহি।
নৃত্য করে কেহ তথাতে রহি।।
বহু বড়ি কেহো হাত ঢোবায়।
উৎকণ্ঠ বিকট পিংগট কায়।।
কতেক কিলাকিল শব্দ করি।
করনু অন্যে অন্যে ধরা ধরি।।
দেখিতে অতি ভয় লাগে ঘোর।
কৃষ্ণের মায়া কে পাবে ঘোর।।
শিবের মায়া কে পাবে অনু।
স্তুতিএ তুষ্ট হয়্যা ভগবনু।।
দ্রোনিক দিয়া দেব কি খরাজে। ওকার।
দেয়েকে বশ হিলা ভুবির তার।।
ঢিরায়ু রাজা যোদ নারায়ণ।
আবদ মিলিয়া কর দরশন।।
কন দর্প নারায়ন্য ব্রাহ্মণ্য অতি।
বৈদর্ভী ছিলেন দ্বিয়ের মুরতি।।
লোকক অনুরাগী একাকার।
নাহি কোন দেশে কোন রাজার।।
জার পিতৃদেব গ্রাম নক্রেন দু।
শত্রু করিল দূর যত নৃপেন দু।।
জার দান দৃষ্টি পায়্যা সধম।
জাহক পদের সন্তোষ মন।।
তার আজ্ঞা শিরমাজে।
দ্বিজ কবিরাজ ভনে পদারবিন্দ মুক্তেশ ভাবায়।।

পদ ঃঃ ।।

সঞ্জয় বদতি শুন নৃপতি শরন্য ।
রাত্রির মধ্যে অশ্বত্থমা বাদ্রি সবে মন্য।।
যুধিষ্ঠির নন্দী কোঠবাবে বহানিলেক।
ধরনি তবত জেন বৃক্ষ ভাঙ্গিলেক।।
হস্তি টৈল কুম্ভির ঘোটক বড়িয়াল।
যেন বাংশ পঙ্কজ টৈল চিকুরে লেঞ্জাল।।
বকুলে টৈল শপর্ণ পুন টুক টৈগল মগর।
বনুমর উর্ম্মি টৈল দেখি লাগে ডর।।
এমত বহিলো কারী অশ্বত্থমা বির।
রণে রথা গাছে পঞ্চ তনুজের শির।।
তিনো বির তিনি রথে চড়ি আসিলনু।
শুনি বৃত্তান্ত সঞ্জয়ক পুছিলনু।।
শুনিলোঁ অমাত্য মারিলেক অশ্বত্থমা।
জদি এহিবতে তারা বিরের বহিবা।।
রাজ্য কড়ি লবল আছিল দুর্য্যোধন।
এ কর্ম্ম তখন ন করিল কী কারণ।।
সঞ্জয় বদতি কথা করোঁ পরবর্থ ।
কৃষ্ণ সনে নগরে গেলা তিনি পার্থ।।
সহদেব নকুল সাত্যকি রিপুচয় ।
আছিল কৃষ্ণ র সনে রঞ্জিতে সমিধে নির্ভয়।।
তাক ভয় সে বেলাত এ কর্ম্ম ন টৈলা।
এবে পাণ্ডবের বহিবা সে দেন টৈল।।
গোবিন্দ দেব অব ভুত বহিবা রাজা জান।
দৃষ্টি সংহারের তেতো সে নিদান।।

তাঁহে হর্তা তাঁহে কর্তা তাঁহে সে বিধাতা।
তাঁহে বিনে অন্য নাহি ভক্তি মুক্তি দাতা।।
বৈশম্পায়ন কহে শুন রাজা শতকর্ণা।
রণস্থলে নাহি তবে কৃপ কৃতবর্ম্মা।।
সমীপ চাপিয়া তাত পাছে কতোক্ষণ।
দেখে রাজা অচেতনে পড়ি আছে দুর্য্যোধন।।
কণ্ঠাগত হৈছে প্রান জাইতে চাহে ছুটি ছুটী।
রক্ত কর্দ্দমিত কলেবর আছে লুটি।।
নিশ্বাসেতে নাকে মুখে জোরে ভোগে রক্তগলে।
জেন পর্ব্বতের পড়া গিরিক নিকলে।।
কতো লোহো হয় কত নতে চেতনক।
গদায় বেদায় মুখানের এম্ব্যাসক।।
শরিরের মাংস তার ভুঞ্জিবার আশে।
শৃগাল কুকুরে বেড়ি আছয়ে চৌপাশে।।
আমায় সগুন খন আমী নাকে কাক।
থাকো থাকো করিয়া বেড়ি আছে তাক।।
দেখি কৃপকৃত ত্রয়া প্রচণ্ড প্রতাপ।
করিতে লাগিল দুঃখে অনেক বিলাপ।।
হাহা বাপ দুর্য্যোধন এ দুখ তোমার।
দেখিতে পরান কেনে না জায় আমার।।
পুষ্প সজ্যা পরিহরি ভূমিত ভূষিত।
তেজিয়া চন্দন দেহে ধুলি ধসরিত।।
বির সব ভুজি সংগে আছে ভূতগন।
হরি হরি বিধির এবনে বিরম্বন।।

কথা শেষ বিচিত্র মন দির মনোহর।
কথা শেষ চন্দ্র প্রতাপ সজ্যার উপর।।
রাজ তুল্য সেবক সকল কথা দৈল।
উদর্য্য পুছিয়া তজন মুর্ছা অন্ত দৈল।।
এ বুলি রাজার মুখ মুছিল বসনে।
যাহো হৈয়া দুর্য্যোধন আছে অচেতনে।।
বড়ি আপাবস্থ উঠ উঠ মহারাজ।
অশ্বত্থামা সাধিব তোমার সবে কাজ।।
পাঞ্চাল প্রভুবে সত্ত্ব সবাকে বধিল।
প্রসাদে তুষী অপাণ ভবা করিদিল।।
তবে রাজা দুর্য্যোধন হয়্যা হরষিত।
সে কথা শুনিঞা চক্ষু মেলিল কিঞ্চিত।।
দেন সময়ত আগ হয়্যা অশ্বত্থামা।
কহিতে লাগিল রাজ্য মুখ দুপর ধরিয়া।।
মনোরথ মহারাজা তোমার পূরিল।
কেকয় পাঞ্চাল পাণ্ডু সৃঞ্জয় বধিল।।
উত্তমৌজা যুধামন্যু শিখণ্ডি অপর।
ধৃষ্ট দ্যুম্নকো শেমিলো যমঘর।।
দ্রুপদের সাবক সবাকে কাল দৈলো।
দ্রৌপদির পঞ্চ পুত্র তাকো বিনাশিলোঁ।।
পাঞ্চ হ্র গোট শির তার আনিলো এথা।
আজ্ঞা কর আগ করী দেখিত্তো সাক্ষাত।।
পাণ্ডবক বিচারি কুরিলো তাপে তাপে।
শরত তাবাক্ক যায় শনিঞা কহিছে।।

যমত জানিছে নাহি কৃষ্ণর অজ্ঞান ।
জানে তাহে ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান।।
একারণে শতানানুর করি পাণ্ডবক ।
রাখিবে শক্তিতে পক্ষিব রক্ষা এহি নিশ্চিতক।।
শুনি হৈলা বিষাদ হরিষ দুর্য্যোধন।
গুরুর পুত্রক পাছে বুলিলা বচন।।
মোর মনরথ তুমি করিলা পালন।
ধন্য ধন্য ধর্ম্ম অশ্বত্থামা মহাবল।।
ধন্য কৃপ গুরু কৃতবর্ম্মা বীর আর।
আপন কালের বল তু তুমি সে আমার।।
যে করিলা তুমি হৈলো পরম উপায়।
এহিখানি কড়িলাম হৈল মর্ম্মনাশ।।
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র মারিলা সকল।
দূর হৈলা ক্রুর পাণ্ডবের পিণ্ড জল।।
জন্ম এ ধৃতরাষ্ট্র পিতৃ মাতৃ পান গান্ধারীক।
কোন প্রতিপাল করিবে দৈবানিক।।
মোর দুঃখ সাগরে মজিলা অনুক্ষণ।
সগরে বুড়িব তিলা যাখি দুর্য্যোধন।।
মোক সুদ্ধি মারোগন কান্দিয়া কান্দিয়া।
মাহালোকে যদিব বিদিগ্ধ হল্লা হিয়া।।
কৃপ কৃত কৃষ্ণা অশ্বত্থামা মুনি তাক।
তিন জনে যমদূতে বুলিল রাজাক।।
মৃত্যুকালে দুঃখ রাজা কর পরিহার।
আছে রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।।

সবাকে পালীব তাঙ্কেঁ জানিবা সর্ব্বথা।
একথাক না মানিবা কদাপি অন্যথা।।
তাহাত অধিক তাঙ্কেঁ পান্ ৃাত্রির ভক্তিশ।
পান্ ৃাত্রিয়ো তেহতে তাহাত অনুবন্ ৃ।।
দুস্ ৃ ৃতরাষ্ট্র নৃপতিক কর্ণ রায়।
কায় বাক্যে মনে মজ্জে যানে পাপ তু পিতৃ প্রায়।।
এ সবাক তাঙ্কেঁ পালিবেক সর্ব্বদায়।
ইহাত সংশয় না করিবা এ কুরুরায়।।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈব হস্তিনা পুরত।
তাক কষ্ট না করিবা মরণ কালত।।
দুর্য্যোধন বোলে মনে কৈলো পরিহার।
করতোপ করে মনে কর্ণ অনুমারে।।
তুমী আমি মনে মিথ্যা জানিলো নিশ্চয়।
যে নিয়ম বিধাতার তাঙ্কঁ যায় হয়।।
কেবলে জগতে চলে পাপ আর পুণ্য।
পরিহরে মনে বিচারিলে পরো শূন্য।।
এহি বুলি মৌনে জ্ঞান দণ্ড অবলম্বি।
ঈশ্বরক চিত্তত চিন্তিয়া রাজা শম্ভু।
চিন্তায়নি প্রান পরিহরি গেল চলি।
যুধিষ্ঠির পড়িল মরির গোটে চালি।।
দেখ পাছে দেবের সভার মধ্যি থানে।
কলিত অধিক দেখা কোন বলবান।
মহারাজা দুর্য্যোধন কুরুপতে নাত ।
মানি মানি বনবিরু মনে আছে জাত।।

তাহেঁ কাল প্রাপ্ত হয়্যা যুদ্ধে হৈল হত।
পড়ি রৈল রাজ্যভার ধনজন যত।।
অসার সংসার জানি বাহা [illegible] মায়াময়।
সব দ্বন্দ্বের ছায়া যেন স্বরূপ না হয়।
নিত্যজ্ঞান আনন্দ মূরতি নারায়ণ।
সেহি সে পরম বস্তু ভব বিমোচন।।
দ্বিজ কবিরাজে ভনে এহি সারাসার।
ভাবি রামকৃষ্ণ বোল সব তুচ্ছ আপদ।।
একেশতে* দুই চারি এহি সকে শনি।
নরসিংহ সাহা দ্বিজ যেন সাধু মুনি।।
সততে সেবক অর্চ্চে কর্ম্মেত কুশল।
পদাশ্রয় পদ সেবা হৈল সাংগবেদা।।
শুক্লপক্ষে বৈশাখের তিথি অষ্টমীত।
পদের পণ্ডিতর সেবী মনত বিস্মিত।।
সুড়িয়া হাট গ্রামে থাকে সাহা ধর্ম্মশীল।
বিদ্যাত নিপুণ শীতো ধর্ম্মেত সুশীল।।

---

* মনে হয় এখানে 'একেশাতে' হওয়া উচিত ছিল, লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ 'একেশতে' হইয়াছে। অবশ্য এই পংক্তিটির বাম দিকে সংখ্যা দিয়া '১৭২৪' এই রূপ লেখা ছিল।।